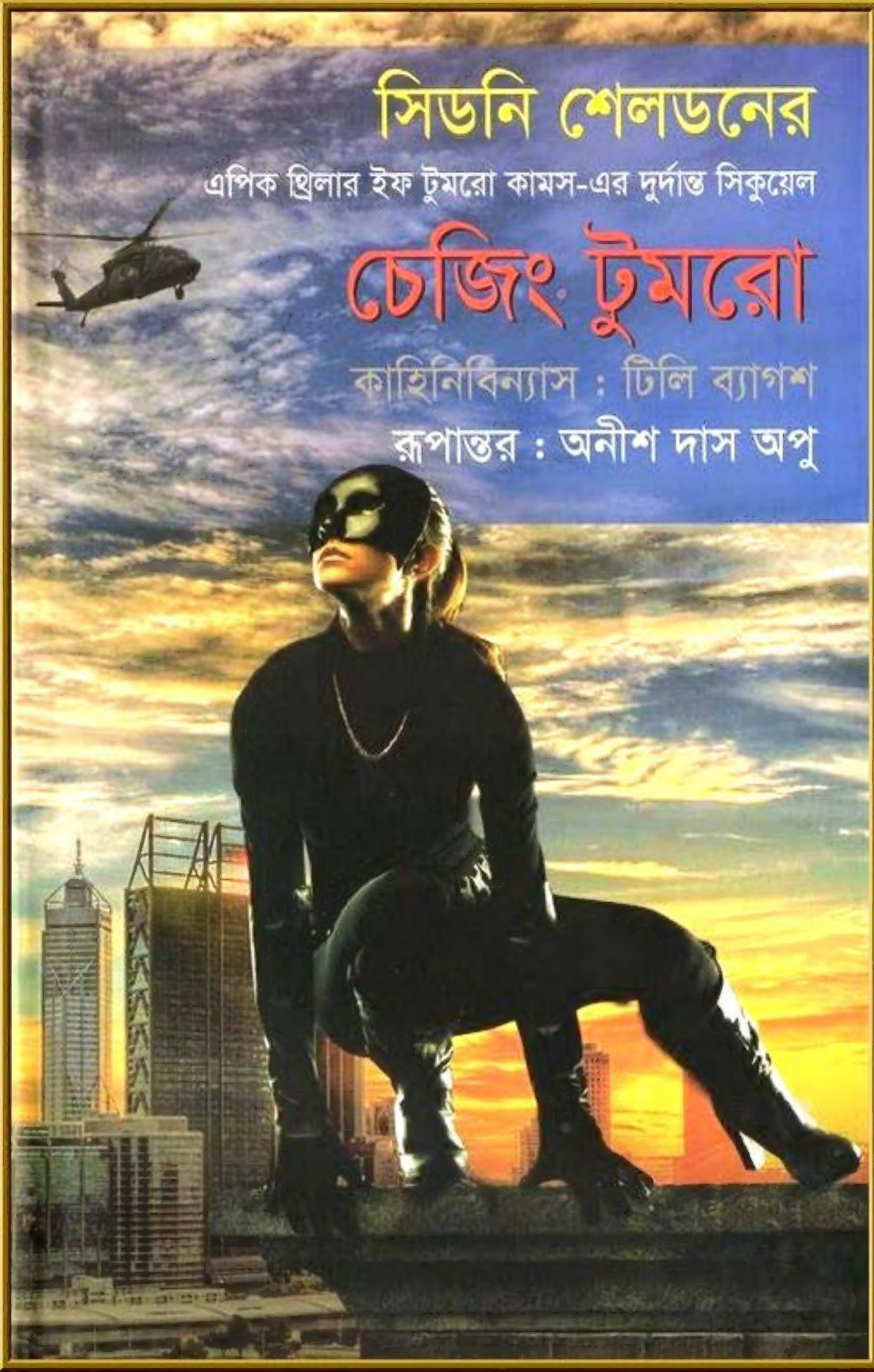

সিডনি শেলডনের
এপিক থ্রিলার ইফ টুমরো কামস-এর দুর্দান্ত সিকুয়েল
চেঞ্জিং টুমরো
কাহিনিবিন্যাস : টিলি ব্যাগশ
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



সিডনি শেলডনের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা ইফ টুমরো কামস-এর ট্রেসি হুইটনি এ বইতে ফিরে এসেছে প্যাশন, সাসপেন্স এবং রুদ্ধশ্বাস সব টুইস্ট নিয়ে।

জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে দুর্দান্ত কিছু প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়ে কন আর্টিস্টের জীবন থেকে চিরবিদায় নিতে চেয়েছিল ট্রেসি হুইটনি। জেফকে সে বিয়ে করে, সে সন্তানসম্ভবা হয় এবং তারা সুখে শান্তিতেই বাস করছিল। কিন্তু এ সুখ বেশিদিন সইল না ট্রেসির কপালে।

ট্রেসির এক পুরানো শত্রু যাকে সে ভেবেছিল মারা গেছে, সে আবার উঠে এল অতীত থেকে। এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের জাল বুনল ট্রেসির বিরুদ্ধে। সেই ষড়যন্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ট্রেসির সোনার সংসার। প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল ও। বিনিময়ে যত ক্ষতি হোক, পরোয়া করে না ট্রেসি।

অবশেষে ট্রেসির জীবনে সত্যি আগামীকাল এল।

কিন্তু এরকম ভবিষ্যৎ সে কখনোই চায়নি...

প্রচ্ছদ ▪ রকিবুল হক রকি



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন্। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন, প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।



টিলি ব্যাগশ-এর পুরো নাম মাটিলডা এমিলি এন. ব্যাগশ, জন্ম ১৯৭৩ সালের ১২ জুন, ইংল্যান্ডে। তিনি একজন ব্রিটিশ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং সাতটি বইয়ের লেখক। তাঁর প্রথম বই *Adored* প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে, তারপর তিনি *Showdown* (২০০৬), *Do Not Disturb* (২০০৮), *Flawless* (২০০৯), *Scandalous* (২০১০), *Fame* (২০১১), *Temptation* (২০১২) রচনা করেন। তবে টিলি লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন থ্রিলার কিং সিডনি শেলডনের আউটলাইন অবলম্বনে *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*, *আফটার দ্য ডার্কনেস*, *অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক*, *দ্য টাইডস অব মেমোরি* ও *ইফ টুমরো কামস*-এর সিকুয়েল *চেজিং টুমরো* লিখে। কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবে শেলডনের বইগুলোতে টিলি'র নাম গেলেও এর মধ্যে কয়েকটি কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে কোন কোন বই তিনি নিজে লিখেছেন তা মূল বইতে উল্লেখ না থাকায় কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবেই তাঁর নাম লেখা হলো।

টিলি ব্যাগশ বিবাহিতা। তাঁর স্বামী রবিন নাইটস একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। টিলি *দ্য সানডে টাইমস* এবং *দ্য ডেইলি মেইল*-এর নিয়মিত প্রদায়ক। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এর বাড়িতে। তিনি তিন সন্তানের জননী।

ISBN 978 984 91205 5 9

সিডনি শেলডনের

এপিক থ্রিলার ইফ টুমরো কামস-এর দুর্দান্ত সিকুয়েল



চেজিং টুমরো

কাহিনিবিন্যাস : টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বিক্রয়কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৪৪০৩, ০১৮৭৪৫৬৬০৯৮

বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭২০২৮৪৯০১

প্রচ্ছদ রকিবুল হক রকি

প্রুফ সংশোধন ডা. সুনীল দাস
মোবাইল ০১৭৩১১৬৯২৯৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
CHASING TOMORROW
Story Tilly Bagshawe Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1Ka, Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone 9573769, 01711664970
e-mail anindya.prokash@yahoo.com

Sale Center : 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd Floor)
Dhaka-1100, Phone 7124403; 01874566098

First Published February 2016

Price 500.00
US $ 25

ISBN-978 984 91205 5 9

লেখকের উৎসর্গ

For Katrina, with love.

অনুবাদকের উৎসর্গ

সিডনি শেলডনের বহু ভক্ত আমি দেখেছি কিন্তু তার মতো এমন ক্রেজি ভক্ত দেখিনি। শেলডনের *ইফ টুমরো কামস* পড়ার পর তার মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ বইটির দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সবকিছু তার মুখস্থ। বইটি পড়ার পর থেকেই তার একমাত্র ইন্সপিরেশন হয়ে ওঠে এ গল্পের নায়িকা ট্রেসি হুইটনি। যখন শুনল বইটির সিক্যুয়েল *চেঞ্জিং টুমরো* অনুবাদ করছি আমাকে সে চোখ রাঙিয়ে বলে গেল, 'এ বই তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উৎসর্গ করেছো কী মরেছো!'

আমি তার মেজাজটাকে খুব ডরাই।

অগত্যা...

পূজা পারমিতাকে

লেখকের কথা

আবারও ধন্যবাদ জানাই শেলডন পরিবারকে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রা এবং মেরিকে কারণ তাঁরা আমাকে তাঁদের এ বইগুলো লেখার জন্য শুধু বিশ্বাসই করেননি ট্রেসি হুইটনিকে নিয়ে রচনার বিষয়েও আস্থা রেখেছেন। আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমার কাছে বিশাল একটি ব্যাপার, এবং এ বইটি সম্পাদনায় যেসব পরামর্শ আপনারা দিয়েছেন তা এককথায় অমূল্য। আরও ধন্যবাদ আমার এডিটরদেরকে, মে চেন (নিউ ইর্য়ক) এবং কিম্বারলি ইয়ংকে (লন্ডন)। এবং ধন্যবাদ হারপার কলিন্সের ট্যালেন্টেড ও কমিটেড গোটা দলকে। ধন্যবাদ জানাই আমার এজেন্ট লিউক, মোর্ট জ্যাংকলো এবং লন্ডনে হেলি ওগডেনকে। এছাড়া ধন্যবাদ রইল জাংকলো এবং নেসবিটের সকলকে। আর কৃতজ্ঞতা আমার পরিবার, বিশেষ করে আমার স্বামী রবিন এবং আমার প্রিয় চার সন্তান সেফি, য্যাক, থিও ও সামারকে। আমি তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি।

চেজিং টুমরো উৎসর্গ করা হয়েছে আমার প্রিয় বান্ধবী ক্যাটরিনা মেসন ওরফে ব্র্যান্ডিকে যাকে আরও আগেই আমার একটি বই উৎসর্গ করা দরকার ছিল। K.B, আমার জীবনে তোমার জায়গা কেউ নিতে পারবে না। সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এবং আশা করি বইটি তুমি উপভোগ করবে।

টিলি ব্যাগশ

অনুবাদকের অনুভূতি

সিডনি শেলডনের এপিক থ্রিলার *ইফ টুমরো কামস* অনুবাদ করার সময় আমি ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছি। বইটি শেষ করার পর আমার ভেতরে একটা অতৃপ্তি কাজ করেছিল– আহা, যদি জানতে পারতাম তারপর ট্রেসি কী করল! খুব বেশিদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। বিশ্বখ্যাত এই থ্রিলার লেখকটির যোগ্য উত্তরসূরি টিলি ব্যাগশ *ইফ টুমরো কামস*'র একটি দারুণ সিক্যুয়েল রচনা করেছেন– *চেজিং টুমরো*। টিলির সবসময় লক্ষ্য ছিল জমজমাট একটি থ্রিলার রচনা করা, কাহিনি যেন কোথাও ঝুলে না যায়, পুরোপুরি রোমাঞ্চের আস্বাদ নিতে পারেন পাঠককুল। সে পরীক্ষায় তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন বইটির পাঠক এবং অনুবাদক হিসেবে আমি বলতে পারি।

চেজিং টুমরো'তে ট্রেসি হুইটনিকে উপন্যাসের প্রথম ভাগে আমরা একটু ভিন্নভাবে পাব। তবে সে তার দুর্দান্ত বুদ্ধির ঝিলিক দেখিয়ে দিয়েছে উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে এবং লেখিকা তাকে দিয়ে একের পর এক এমন চমক সৃষ্টি করেছেন যা সত্যি রোলার কোস্টারে রাইড করার মতো উত্তেজনাপূর্ণ। বইটি অনুবাদ করার সময় আমার বারবারই মনে হয়েছে সেই দুর্ধর্ষ ট্রেসি হুইটনিকেই আবার ফিরে পেয়েছি। আমার কাছে চমৎকার লেগেছে *চেজিং টুমরো*। আশা করি পাঠকদেরকেও হতাশ করবে না এ বই।

যারা শেলডনের ট্রেসি হুইটনিকে ভালোবাসেন, তাদের জন্য একটা সুখবর– টিলি ব্যাগশ এ অবিস্মরণীয় নারীটিকে নিয়ে ইতোমধ্যে *রেকলেস* নামে আরেকটি দুর্দান্ত থ্রিলার রচনা করেছেন। এ বইটিতে ট্রেসিকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কররূপে দেখা যাবে। আশা করি এ বইটিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারব।

অনীশ দাস অপু

প্রথম খণ্ড

পূর্বাভাস

রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল

ঘুরল সে, পেছন ফিরে দেখল শূন্য গির্জা, পেটের ভেতরটা কেমন শূন্য ঠেকল।

'ও বোধহয় আসবে না, তাই না? বদলে ফেলেছে মন।'

'অবশ্যই ও আসবে, জেফ। রিল্যাক্স।'

নিখাদ মায়া নিয়ে জেফ স্টিভেন্সের দিকে তাকালেন গুস্থার হারটগ। *প্রেমে পড়া যে কত যন্ত্রণাদায়ক!*

জেফ স্টিভেন্স পৃথিবীর দ্বিতীয় সবচেয়ে প্রতিভাবান কন আর্টিস্ট বলে পরিচিত। আধুনিক, শহুরে, ধনবান এবং মজার মানুষ জেফকে দেখে খুব সহজেই বিপরীত লিঙ্গরা আকৃষ্ট হয়। অ্যাথলেটদের মতো তার শরীরের গঠন, মাথা ভর্তি ঘন, কালো চুল, তার গোটা অবয়ব ঠিকরে বেরুচ্ছে পৌরুষের দীপ্তি, জেফ স্টিভেন্স যে কোনো নারীকে চাইলেই কাছে টানতে পারে। তবে সমস্যা হলো সে অন্য কোনো নারীকে চায় না। সে কেবল কামনা করে ট্রেসি হুইটনিকে। আর ট্রেসি হুইটনি এমনই এক মেয়ে যার ব্যাপারে কখনও নিশ্চিত হওয়া যায়·না...

ট্রেসি হুইটনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান কন আর্টিস্ট। জেফ স্টিভেন্সের দীর্ঘ সময় লেগেছে বুঝতে এ মেয়েকে ছাড়া সে বেঁচে থাকতে পারবে না। এখন সে জানে এ মেয়েকে ছাড়া তার চলবে না। পেটের ভেতরের ফাঁকা অনুভূতিটা যেন আরও বাড়ছে। ভাগ্যিস গির্জায় অন্য কোনো অতিথি নেই শুধু গুস্থার এবং বুড়ো প্রিস্ট ফাদার আলফোনসো ছাড়া। নইলে তারাও দেখতে পেত জেফের বর্তমান বিব্রতকর অবস্থা।

ও কোথায়?

'পনেরো মিনিট দেরি কিন্তু হয়ে গেছে, গুস্থার।'

'কনের এইটুকু দেরি করে আসার অধিকার থাকেই।'

'না। আমার মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে।'

'কোনো সমস্যা হয়নি।'

প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন বৃদ্ধ। জেফ যখন তাঁকে ট্রেসি এবং তার বিয়েতে বেস্টম্যানের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়েছিল তিনি গর্ববোধ

করেছিলেন। সত্তর ছুঁই ছুঁই বুড়ো মানুষটির নিজের কোনো সন্তানসন্ততি নেই। জেফ এবং ট্রেসিই গুস্থার হারটগের সন্তানের মতো। ওদের দুজনের মিলন তাঁর কাছে সবকিছু, বিশেষ করে ওরা যখন সিদ্ধান্ত নিল অসৎ জীবন ত্যাগ করে সৎ ও সুন্দরের পথে চলবে। ওদের এ সিদ্ধান্ত গুস্থারের কাছে একটা প্রবল ঘুষির মতোই ছিল। এ যেন চতুর্থ সিম্ফনির পরে বিঠোফেনের অবসর গ্রহণের ঘোষণা।

তবে ব্রাজিলে ফিরে ভালোই লাগছে। উষ্ণ, ভেজা আবহাওয়া। *bolinhos de bacalhau*-এর গন্ধে প্রতিটি রাস্তা চনমন করছে। এটি হলো কড ফিশের পিঠা। চারদিকে রঙের বন্যা, জংলি ফুল থেকে শুরু করে মহিলাদের পরনের চোখ ধাঁধানো ড্রেস, সেন্ট রিটার চ্যাপেল, যেখানে এ মুহূর্তে ওরা দাঁড়িয়ে আছেন, তার কাচের জানালাগুলোতেও রঙের ঝলক। বর্ণালি রঙের এ ছড়াছড়ি গুস্থার হারটগের মনে এনে দিয়েছে তারুণ্যের উদ্দীপনা। নিজেকে আবার তাঁর তরুণ এবং সজীব মনে হচ্ছে।

'পিয়েরপন্ট যদি ব্যাপারটি টের পেয়ে যায়?' জেফের কপালে উৎকণ্ঠার ভাঁজ প্রকট হলো। 'যদি...?'

মাঝপথে থেমে গেল সে। চার্চের দোরগোড়ায় ছায়াচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি হুইটনি। তার পেছনে রোদ ঝলমল করছে প্রায় একটি জ্যোতিশ্চক্র বা আলোর বলয়ের মতো, যেন ট্রেসি স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবী। *আমার দেবী*, জেফ স্টিভেন্সের বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল।

ট্রেসির ছিপছিপে, সুতনু আবৃত ক্রিমকালারের সিল্ক ড্রেসে, চেস্টনাট রঙের ঝলমলে কেশরাজি কাঁধের উপর এলিয়ে আছে মিষ্টি সিরাপের বন্যা হয়ে। জেফ ট্রেসিকে বহুবারই নানান বেশে দেখেছে– ট্রেসি যেন এক তরল, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া সৌন্দর্য, কন আর্টিস্ট হিসেবে এসব ছদ্মবেশই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে– তবে আজকের মতো অপূর্ব ওকে আর কোনোদিনই লাগেনি। ট্রেসির মা বলতেন তাঁর মেয়ের মধ্যে 'বাতাসের সব ক'টি রঙ' আছে। ডরিস হুইটনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন জেফ স্টিভেন্স যথার্থই উপলব্ধি করতে পারছে। আজ ট্রেসির চোখ, অপূর্ব সুন্দর সবুজ চোখজোড়া যা তার মুড অনুসারে রঙ বদলায়, গাঢ় সবুজ দেখাচ্ছে, সেখানে উপচে পড়ছে সুখ এবং আরও কিছু। বিজয় সম্ভবত? নাকি উত্তেজনা? জেফ স্টিভেন্সের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো।

'হ্যালো, গুস্থার, ডার্লিং,' দৃঢ় পা ফেলে বেদির দিকে এগিয়ে গেল ট্রেসি, তার গুরুর দুই গালে চুম্বন করল। 'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি।'

ট্রেসি হুইটনি গুস্থার হারটগকে তার বাবার মতোই ভালোবাসে। তার নিজের বাবা নেই। ট্রেসির বিশ্বাস বাবা আজ বেঁচে থাকলে ওকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন।

জেফ স্টিভেন্সের দিকে ফিরে ও বলল, 'সরি, একটু দেরি হয়ে গেল।'

'দুঃখিত হতে হবে না,' বলল জেফ। 'তোমার মতো সুন্দরীর একটু দেরি করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা মানায় না।'

ট্রেসির গাল লাল হয়ে গেল। ওর কপালে হালকা ঘাম। যেন ছুটে এসেছে। সে হাসল।

'দেরি হওয়ার একটা ব্যাখ্যা অবশ্য আমার কাছে আছে। তোমার বিয়ের উপহার নিয়ে আসতেই দেরিটা হয়ে গেল।

'আচ্ছা?' জেফও হাসল। 'ওয়েল, আমি উপহার পেতে ভালোবাসি।'

'জানি, ডার্লিং।'

'বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে।'

প্রিস্ট অপ্রসন্ন চেহারা নিয়ে ওদের কথায় বাধা দিলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা এখন শুরু করি, নাকি?'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্যাপ্টিজম করতে যেতে হবে ফাদার আলফোনসোকে। এই বিরক্তিকর আমেরিকানগুলো তাদের কাজ শেষ করে বিদায় নিলেই তিনি বাঁচেন। জেফ স্টিভেন্স এবং ট্রেসি হুইটনির মধ্যে যে বিস্ফোরক যৌন রসায়ন তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন ফাদার আলফোনসো। তাঁর মনে হচ্ছে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যেন একটি পাপকর্ম করছেন। অবশ্য ওরা তাঁকে বিরাট অঙ্কের একটি টাকা দিয়েছে বলেই অতিসংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে ওদের বিয়েটা পড়িয়ে দিতে তিনি রাজি হয়েছেন।

'তো ওটা জোগাড় করেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল জেফ, ধূসর চোখজোড়া সরছে না ট্রেসির ওপর থেকে।

'কী জোগাড় করব?'

'আমার উপহার?'

'ও হ্যাঁ,' মুচকি হাসল ট্রেসি। 'পেয়ে গেছি।'

জেফ স্টিভেন্স ওর মুখে আগ্রাসী চুম্বন করল।

সজোরে কাশি দিলেন ফাদার আলফোনসো। 'প্লিজ, মি. স্টিভেন্স। নিজেকে একটু সংযত করুন। *Estao na casa de Deus.* এটি পবিত্র স্থান। আর আপনাদের এখনও বিয়ে হয়নি।'

'দুঃখিত,' হাসল জেফ।

ও করেছে। ট্রেসি পেরেছে। প্রখ্যাত ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে ট্রেসি। *এত বছর পরে!*

জেফ সস্নেহে তার হবু বধূর দিকে তাকাল।

ওর প্রতি এত ভালোবাসা আগে কখনো অনুভব করেনি সে।

এক

দশ দিন আগে...
শিফল এয়ারপোর্ট, আমস্টারডাম

নম্বর 40B-তে নিজের ফার্স্টক্লাস সিটে শরীর এলিয়ে দিল ট্রেসি হুইটনি। ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর কয়েকঘণ্টা বাদে জেফের সঙ্গে তার দেখা হবে। ব্রাজিলে ওরা আবদ্ধ হবে বিবাহবন্ধনে। *আর তিড়িংবিড়িং নেচে বেড়ানো নয়,* মনে মনে বলল ট্রেসি। *তবে ওগুলোকে আমি মিস করব না। স্রেফ মিসেস জেফ স্টিভেন্স হয়ে বেঁচে থাকাটাও কম রোমাঞ্চের হবে না।*

ওদের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড ছিল আমস্টারডামে ডায়মন্ড কাটার ফ্যাক্টরি থেকে মহামূল্যবান লুকালান হিরে চুরি করা। ট্রেসি এবং জেফ মিলে নাকানিচুবানি খাইয়েছে ডাচ পুলিশ এবং ইনস্যুরেন্স এজেন্ট ডেনিয়েল কুপারকে যে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সারা ইউরোপ জুড়ে ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। ট্রেসি মনে মনে বলল, *আমাদের আর টাকার দরকার নেই। অবসর গ্রহণের এটিই যথার্থ সময়।*

'এক্সকিউজ মি,'

হোঁতকা, ভোগবিলাসী চেহারার এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানালার ধারের আসনটির দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওটা আমার সিট, হানি। গ্রেট ডে ফর আ ফ্লাইট, হা?' ট্রেসির শরীর ছুঁয়ে ওকে পাশ কাটানোর সময় কদর্য ভঙ্গিতে বলল সে।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ট্রেসি। তার আজাইরা প্যাঁচাল পাড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই, বিশেষ করে গা ঘিনঘিনে এ লোকটার সঙ্গে।

নিজের আসনে বসে ট্রেসির সঙ্গী তাকে কনুই দিয়ে মৃদু ঠেলা দিল। 'যেহেতু এ ফ্লাইটে আমরা পাশাপাশি যাচ্ছি, লিটল লেডি, তাহলে দুজনের পরিচয় হলে ক্ষতি কী? আমার নাম ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট।'

ধা করে সবকিছু মনে পড়ে যায় ট্রেসির তবে চেহারায় কোনো আবেগের ছাপ ফুটতে দেয় না।

ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট। বিখ্যাত কর্পোরেট রেইডার। যার কাজই হলো ‹ম্পানি কিনে নিয়ে সেগুলোকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয়া। নির্দয়। তিনবার :ভার্সি। ফাবার্জ এগ-এর সবচেয়ে বড় সংগ্রাহক।

'কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা ডি সরেন্তি,' হাত বাড়িয়ে দিল ট্রেসি।

'কাউন্টেস, অ্যাঁ?' ট্রেসির কব্জিতে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট। তার ঠোঁটজোড়া ব্যাঙের মতো ভেজা এবং পিচ্ছিল। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ট্রেসি।

বেশ কয়েক বছর আগে QE2-তে চেপে লন্ডন যাত্রার সময় ট্রেসি 'ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট'-এর কথা প্রথম শোনে জেফ স্টিভেন্সের কাছে। সে-ও ওই জাহাজের যাত্রী ছিল। বিবেকবর্জিত এই বিখ্যাত লোকটার ঘরে সিঁদ কাটার পরিকল্পনা করেছিল জেফ। তবে পরিকল্পনাটি কাজে লাগাতে পারেনি ওই সময় দাবার দুই গ্রান্ডমাস্টারকে দিয়ে ছলচাতুরী করে একটি খেলার আয়োজন করার কারণে। ট্রেসিকে ব্যবহার করে জেফ ওই খেলায় প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে কেটে পড়ার তাল করেছিল। পরে অবশ্য টাকার ভাগ ট্রেসিকে দিতেই হয়েছে।

এরপরে গুন্থার হারটগ ট্রেসিকে বলেছিলেন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ভেনিস যাত্রাপথে পিয়েরপন্টের ওপর ডাকাতি করার জন্য। কিন্তু লোকটা সেবার ওই ট্রেনে ওঠেনি বলে ট্রেসির পরিকল্পনা সফল হয়নি।

নিউ অর্লিন্সে এক স্থানীয় মাফিয়া গুণ্ডা জো রোমানোর কারসাজিতে পারিবারিক ব্যবসা হারানোর দুঃখে ট্রেসির মা ডরিস হুইটনি আত্মহত্যা করেন। ট্রেসির বাবা সারাটা জীবন ব্যয় করেছিলেন হুইটনি অটোমেটিভ পার্টস কোম্পানি গড়ে তুলতে। তাঁর মৃত্যুর পরে রোমানো কোম্পানি রেইড করে সকলকে চাকরিচ্যুত করে এবং কপর্দকশূন্য করে দেয় ডরিসকে।

জো রোমানোর ওপর শোধ নিয়েছে ট্রেসি বহুদিন হয়ে গেল। তবে কর্পোরেট রেইডারদের ওপর তার ঘৃণা এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে বুকের ভেতর। তাই ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টদের মতো লোকদের ক্ষতি করার সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করে না ট্রেসি।

এবারে আর তোমার রক্ষা নেই, হারামজাদা।

যাত্রাটি ছিল দীর্ঘ। পিয়েরপন্ট ঘুমিয়ে পড়ার আগে প্রায় ঘণ্টা দুই তার সঙ্গে খোশমেজাজি আলাপ করেছে ট্রেসি। এখন ব্যাটা সিন্ধুঘোটকের মতো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। নিজের পরিবর্তিত পরিচয় অলঙ্কৃত করার জন্য যথেষ্টই সময় পেল ট্রেসি। এর আগেও সে কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা ডি সরেন্তির ভূমিকায় অভিনয় করেছে এবং তার ইতিহাস ভালোই জানে। (শত হলেও ট্রেসি নিজেই

কাউন্টেসের উইকিপিডিয়ার পেজটি তৈরি করেছে) ভ্যালেনতিনা একজন বিধবা। *(বেচারা মার্কো! সে খুব কম বয়সে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করে। সার্ডিনিয়াতে এক জেট স্কি অ্যাক্সিডেন্টে। ভ্যালেনতিনা পুরো দৃশ্যটিই তাদের ইয়ট এল পারদিসের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে।)* এবং এক প্রাচীন, অভিজাত পরিবারের কন্যা। সম্প্রতি সে তার বাবাকে হারিয়েছে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে গেছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি। তবে সহায়সম্পত্তির পরিমাণ কত কাউন্টেস নিজেও জানে না। ট্রেসি তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। সে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে অর্থনৈতিক বিষয়াদি বুঝতে অক্ষম এক তরুণী হিসেবে। তাতে ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের লোভী চক্ষু জোড়া, যে চোখ নির্লজ্জভাবে ট্রেসির বুকের ওপর সেঁটে ছিল, কাউন্টেসের কথা শুনে আরও চকচক করে উঠেছে। আলাপচারিতা শেষে কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা ওই দিন সন্ধ্যাতেই রিও'র অন্যতম সেরা একটি রেস্টুরেন্টে পিয়েরপন্টের সঙ্গে ডিনার করতে সম্মতি জানিয়েছে।

বিশ্রী লোকটা অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ার পরে ট্রেসি একটি ইন ফ্লাইট ম্যাগাজিন তুলে নিল হাতে। প্রথম লেখাটিতে ব্রাজিলের সাগরতীর ঘেঁষা জায়গা-জমির দাম প্রতিদিন কীভাবে হু হু করে বেড়ে চলেছে তারই বর্ণনা। এক প্রখ্যাত এস্টেট ব্যবসায়ী গর্ব করে বলেছে, সে একটি বাড়ি বানিয়েছে যেখানকার প্রকাণ্ড সুইমিংপুল এবং ফুলের বাগান ভার্সাই প্রাসাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে। মুগ্ধ হয়ে ছবিগুলোর ওপর হাত বুলাল ট্রেসি।

আমি আর জেফ যদি এরকম একটি জায়গায় থাকতে পারতাম! আমাদের বাচ্চারা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটত। তারা সবাই দুর্দান্ত সাঁতারু হতো। আমার মেয়ের বিয়ে দিতাম এই ফুলের বাগানে, তার সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে ফুল ছিটানো মেয়েরা, রাস্তা মুড়ে রইবে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে...

হেসে উঠল ট্রেসি। আগে তো ওদের বিয়েটা হোক। একেকবারে একটি করে ফ্যান্টাসি।

দ্বিতীয় লেখাটি পরিবেশ নিয়ে। মাটি ক্ষয়ের কারণে রিওর দক্ষিণাঞ্চল মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ট্রেসি খবরের কাগজে পড়েছে কৃষকদের কথা যারা ভূমিধসে সর্বস্ব খুইয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেছে, গ্রাস করেছে সমুদ্র। ভয়ানক সব দুর্ঘটনার কথা পড়েছে ট্রেসি। সেসব দুর্ঘটনায় উপকূলবর্তী বস্তিবাসীরা তরল কাদার নিচে চাপা পড়ে জীবন এবং বাসস্থান দুই-ই খুইয়েছে। *কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু!* ভাবছে ও। ব্রাজিল পৃথিবীর এক অদ্ভুত দেশ যেখানে বড়লোকের সংখ্যা বেশি, গরিবের সংখ্যাও তাই।

পত্রিকা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রেসি। রিওতে প্লেন নামছে, সিটবেল্ট বাঁধার সতর্ক সংকেত জ্বলে উঠল, ট্রেসি তখন স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ সে মৃদু আর্তনাদ করে জেগে উঠল।

'ইউ অলরাইট, লিটল লেডি?'

পিয়েরপন্ট ঝুঁকে আছে ওর ওপর। মুখ দিয়ে পচা পেয়াজের গন্ধ আসছে।

'ওহ্, সরি, ইয়েস, আয়াম ফাইন,' নিজেকে সামলে নিল কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা। 'ব্রাজিলে আসতে আমার ভালোই লাগে। আর প্লেন নিচে নামার সময় আমি সবসময়ই উত্তেজনা বোধ করি।'

'আমিও তাই, বেবি,' ম্যাক্সিমিলিয়ান ট্রেসির উরুতে চাপ দিয়ে চোখ টিপল। 'আমিও তাই।'

দুই

ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট ট্রেসিকে নিয়ে গেল কোয়াড্রিফোগলিওতে। এটি জারডিম বোটানিকোর রাস্তার পেছনদিকে একটি আকর্ষণীয় তিন তারকা রেস্টুরেন্ট।

'আপনি সত্যি খুব হৃদয়বান, মি. পিয়েরপন্ট।'

'প্লিজ, আমাকে ম্যাক্স বলে ডাকবেন।'

'ম্যাক্স,' হাসল কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা ডি সরেন্তি।

সাদা লেসের শ্যানেল ব্লাউজ আর র‍্যালফ লরেন থেকে কেনা মেঝে ছোঁয়া কালো স্কার্ট, যেটি ওর সরু কোমর চমৎকার প্রস্ফুটিত করে তুলেছে, সব মিলে দুর্দান্ত লাগছিল ওকে। কানে এবং গলায় পরা হিরের গহনা ঘোষণা করছে এ নারী অত্যন্ত ধনবতী। ওর দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স পিয়েরপন্ট বদ মতলব ভাঁজছিল মনে মনে কত তাড়াতাড়ি কাউন্টেসকে বিছানায় তোলা যায়।

'তো, ভ্যালেনতিনা, রিওতে আপনি কী মনে করে?' সদ্য অর্ডার দেওয়া কুইন্টা ডি লা রোসার বোতল থেকে রেড ওয়াইন ঢেলে দিল সে ট্রেসির গ্লাসে। কানায় কানায় ভরল।

বিষণ্ণ দেখাল কাউন্টেস ডি সরেন্তি অপূর্ব সুন্দর মুখখানা। 'ব্যবসায়িক কাজে,' পিয়েরপন্টের দিকে মলিন চোখ তুলে চাইল। 'আর আমার বাবা যে মারা গেছেন সে কথা আপনাকে বলেছি, ম্যাক্স।'

ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট টেবিলের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে কাউন্টেসের হাতের উপর রাখল।

'বাবা আমার জন্য খুব সুন্দর একটি প্রপার্টি রেখে গেছেন। উপকূলবর্তী প্রায় মাইলখানেক জমি। ওখানে আমি বিল্ডিং তুলব ভেবেছি। ওটাকে খুব সুন্দর একটি এস্টেট করতে পারব। ওখানে বিল্ডিং করার সমস্ত পারমিশনই আমি পেয়ে গেছি... তবে,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'এটি এখন আর হওয়ার নয়।'

'কেন হওয়ার নয়?' শিকারি কুকুর যেন শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে, ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের ব্যবসায়িক বুদ্ধি চাগিয়ে উঠল ব্রাজিলে কোস্টাল প্রপার্টির কথা শুনে।

'কারণ ওখানে থাকলে আমার খুব মন খারাপ হবে। সবসময় বাবার কথা মনে পড়বে,' আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল কাউন্টেস।

'বড়ই চিন্তার কথা। তাহলে আপনি ওই জমি নিয়ে এখন কী করতে চাইছেন?'

কথাচ্ছলে প্রশ্ন করলেও পিয়েরপন্টের শূকরের মতো কুতকুতে চোখে স্পষ্ট লোভ ফুটে উঠতে দেখল ট্রেসি। ও ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল।

'আমি ওভাবেই ওটা রেখে দেব ভেবেছিলাম। পরে মনে হলো খামাখা অমন সুন্দর একটি জমি ফেলে রাখার মানে হয় না। অত সুন্দর জায়গায় বসে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার কম-বেশি সবারই আছে। আমি উপভোগ করতে না পারলে না-ইবা পারলাম।'

'ব্যাপারটি এভাবে আপনি দেখছেন, ভ্যালেনতিনা। সত্যি আপনার প্রশংসা করতে হয়।'

'ধন্যবাদ, ম্যাক্স।'

খাবার চলে এলো। স্বভাবসিদ্ধ উদ্ধত ভঙ্গিতে ওদের দুজনের জন্য খাবারের অর্ডার দিয়েছিল পিয়েরপন্ট। তবে ট্রেসি মনে মনে স্বীকার করল খাবারটা সত্যি ভালো। পলেন্টা ক্যাভিয়ারের সঙ্গে মেশানো ডিমের কুসুম দিয়ে রান্না করা gema Caipiri তো এককথায় দারুণ। ট্রেসি বুঝল এ রেস্টুরেন্টটি ডিনার করার জন্য কেন বেছে নিয়েছিলেন বিল ক্লিনটন এবং ফিদেল কাস্ত্রো। এখানে রিও'র নামি সব ব্যবসায়ী খেতে আসেন।

'আমরা হয়তো এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব, কাউন্টেস,' ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট এমনভাবে মুখে খাবার ঢোকাচ্ছে যেন সে ম্যাকডোনাল্ডসের দোকানে বসে খাচ্ছে।

'ভ্যালেনতিনা,' আদুরে গলায় বলল ট্রেসি।

'ওয়েল, ভ্যালেনতিনা, ঘটনাক্রমে আবাসন বাণিজ্য আমার একটি প্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমি আপনার কাছ থেকে জমিটি নিয়ে ওখানে খুব সুন্দর কিছু একটা বানিয়ে দিতে পারি। কেমন হবে যদি জমিও নষ্ট হলো না, আবার সকলে লাভবানও হলো।'

'বুদ্ধিটা খারাপ নয়।' আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিল ট্রেসি। 'তবে আপনার সঙ্গে যদি আরও আগে দেখা হতো, ম্যাক্স। খুব ভালো হতো। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'আমি জমিটি গির্জার কাছে বিক্রি করে দেব বলেছি। ছয় একরের জমি, একটি ছোট মঠ তৈরির জন্য যথার্থ জায়গা। মশিউ কুনার্ডি ওখানে যে চ্যাপেলটি

গড়ে তুলতে চান তার নকশা আমাকে দেখিয়েছেন। সহজ-সরল এবং ভালো নকশা। বাবা বেঁচে থাকলে তিনিও এ পরিকল্পনায় মদত দিতেন।'

পিয়েরপন্টের বুকে যেন কেউ ছুরিকাঘাত করল। *বাবার কথা ছাড়ো। রিওর প্রধান সৈকত এলাকার জমিতে কে গির্জা তুলতে যাবে?*

'মশিউ আপনাকে কত দিতে চেয়েছিল বলবেন কি?'

'পাঁচ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান লিরা। তিনি সত্যি খুব মহৎ হৃদয়।'

কুইন্টা ডি লা রোসা গলায় প্রায় আটকে গিয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। পাঁচ মিলিয়ন লিরা মানে ২ মিলিয়ন ডলারেরও কম। প্লানিং পারমিশনসহ উপকূলবর্তী ছয় একর জমির দাম কমপক্ষে এর দশ গুণ হবে। এই গাধীটা দেখছি জমির সঠিক দামও জানে না।

'দামটা মন্দ নয়, ভ্যালেনতিনা,' ট্রেসির দিকে তাকাল সে। মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। 'তবে আমি যদি এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব দিই? ধরুন, ছয় মিলিয়ন দিতে চাইলাম। একজন বন্ধু হিসেবে আপনার কল্পনার এস্টেট আমি ওখানে গড়ে তুলতে পারব।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়, ম্যাক্স।'

'গ্রেট,' বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল পিয়েরপন্ট। ভাগ্য আর কাকে বলে, প্লেনে বসে এই ধনী, সেক্সি বোকা মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। এখন একে সে ইচ্ছেমতো ঠাপাবে। আর সবকিছুই সম্ভব হলো এই নগণ্য একটা ডিনারের বিনিময়ে! 'প্রপার্টি কবে দেখতে যাব?'

ট্রেসির চেহারা বিকৃত দেখাল। 'সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

'মানে?'

'মশিউ কনার্ডির সঙ্গে আমার চুক্তি কালকেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

'কাল!'

'জী। এজন্যই এখানে এলাম। ফান্ডের ওভারসীজ ট্রান্সফার করতে হবে। ক'দিন আগেও যদি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হতো! সে যাকগে, ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ে অনেক কথা হলো। আপনার শুনতে বিশেষ ভাল্লাগছে না। শুনেছি এখানকার ডেজার্টের স্বাদ নাকি দারুণ।'

ট্রেসি ডেজার্টের মেনুতে চোখ বুলাতে লাগল। ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের চেহারা চুপসে গেছে, যেন মিলিয়ন ডলার হাত ফস্কে যাওয়ার দুঃখে অস্থির হয়ে আছে।

'শুনুন, জমিটা আমার স্বচক্ষে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি না বললেন আপনার কাছে প্লানিং পারমিশনের সমস্ত কাগজপত্র আছে?'

বিমর্ষ মুখে মাথা দোলাল ট্রেসি।

'আপনি যদি কাল সকালের মধ্যে ওগুলোর কপিসহ প্রপার্টির চুক্তিপত্রগুলো আমাকে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলেই হবে। এটা কি সম্ভব, ভ্যালেনতিনা?'

'অবশ্যই সম্ভব!' জ্বলে উঠল কাউন্টেসের চোখ। 'কিন্তু জমি না দেখেই এতগুলো টাকা আপনি দিয়ে দেবেন? ওখানকার আসল জাদুটা বুঝতে হলে ওখানে যাওয়াটা দরকার। বাবা সবসময় বলত–'

'সে ঠিক আছে,' ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট থামিয়ে দিল ওকে। কাউন্টেসের অর্থহীন বকবক আর এক মুহূর্তও শুনতে রাজি নয়। যেন সে ওর 'জাদু' আর বোকা মৃত বাবাকে খুব গ্রাহ্য করছে। তার এখনও আশা পটিয়ে-পাটিয়ে কাউন্টেসকে বিছানায় নিয়ে তুলবে। তবে আগে চুক্তিটা হোক তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে।

'ওয়েল...' ট্রেসির মুখের হাসি চওড়া হলো। 'আমি তাহলে কাল সকালের মধ্যে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট তুড়ি বাজিয়ে ওয়েটারকে ডাকল। 'আমাদের জন্য সবচেয়ে সেরা শ্যাম্পেনটা নিয়ে এসো। কাউন্টেস ডি সরেন্তি এবং আমি সেলিব্রেট করব।'

তিন

সে রাতে জেফ ফোন করল ট্রেসির মোবাইলে। 'আমি ভবিষ্যৎ মিসেস স্টিভেন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।'

ওর গলার স্বর শোনামাত্র বুকের রক্ত ছলকে উঠল ট্রেসির।

'আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন। এটি কাউন্টেস ভ্যালেনতিনা ডি সরেন্তির ফোন।'

ট্রেসিকে জেফের মতো আর কেউ ভালো চিনতে পারেনি। এমনকি তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপও নয় যে লোকটিকে ফিলাডেলফিয়ায় বিয়ে করতে চেয়েছিল ট্রেসি। কিন্তু চার্লস ট্রেসির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে অপরাধ ট্রেসি করেনি তার দায়ে ওকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ সেদিন তার প্রেমিকার জন্য কিছুই করেনি।

জেফ স্টিভেন্স ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ট্রেসি তাকে জীবন দিয়ে বিশ্বাস করে। সে একবার ট্রেসির জীবন বাঁচিয়েছিল। সেবারই ট্রেসি প্রথম বুঝতে পারে জেফ তাকে ভালোবাসে। জেফের সঙ্গে প্রতিটি দিন ছিল যেন একটি অ্যাডভেঞ্চার। একটি চ্যালেঞ্জ। একটি রোমাঞ্চ। তবে ট্রেসি হেসে এ কথাও ভাবে *আমি এ পৃথিবীতে যে মানুষটিকে একমাত্র বিশ্বাস করি সে একজন কনম্যান।*

জেফ বলল, 'তুমি না বললে আমরা এসব ধান্ধাবাজি ছেড়ে দিয়েছি?'

'ছেড়ে দেব। এ কাজটা শেষ হওয়ামাত্র। এটা ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট, ফর গডস শেক!'

'কতদিন লাগবে?' জেফের কণ্ঠে অভিমান।

ও আমাকে মিস করছে। খুব ভালো কথা।

'বড়জোর এক সপ্তাহ।'

'আমি অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না, ট্রেসি।'

'ভ্যালেনতিনা,' ঠাট্টার সুরে বলল ট্রেসি। 'কাউন্টেস'ও বলতে পার।'

'আমি তোমাকে আমার বিছানায় চাই, টেলিফোন লাইনের অন্য প্রান্তে নয়।'

কামনায় খসখসে শোনাল জেফের কণ্ঠ। রিসিভার মুঠোয় চেপে ধরল ট্রেসি, জেফের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ওর মনটা হঠাৎ খুব উদাস হয়ে গেল। ও-ও

জেফকে ভীষণভাবে চাইছে। আমস্টারডাম থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে মাত্র এক সপ্তাহ হলো, কিন্তু ওর সারা দেহ তারস্বরে কামনা করছে জেফকে।

'পিয়েরপন্টকে বড়শিতে না গাঁথা পর্যন্ত রিওতে একসঙ্গে আমাদের দেখা হবে না।'

'কেন নয়? আমি কাউন্ট ডি সরেন্তি সাজব।'

'সে মারা গেছে।'

'ধ্যাত। কীভাবে?'

'সার্ডিনিয়ায় জেট স্কি অ্যাক্সিডেন্টে।'

'বেশ হয়েছে। ওটাই তার পাওনা ছিল।'

'আমি আমাদের ইয়ট থেকে দুর্ঘটনার দৃশ্যটি দেখেছি।'

'নিশ্চয় দেখেছ, কাউন্টেস,' হাসল জেফ। 'আমি যদি তার ভূত হয়ে আসি?'

'আগামী শনিবার চার্চে দেখা হবে, ডার্লিং। সাদা ড্রেসে আসব আমি।'

'অন্তত এটুকু বলো তুমি কোথায় উঠেছ।'

'গুড নাইট, মি. স্টিভেন্স।'

আইনজীবীর অফিসটি ছোট এবং বাতাসশূন্য, রিও'র সেন্ট্রো বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট আভেনিডা রিও ব্রাংকোর একটি ছোট রাস্তা থেকে দূরে।

'আপনি শিওর এ পারমিশনগুলো জেনুইন?'

'জী, কাউন্টেস ডি সরেন্তি।'

'এবং কমপ্লিট? এই চুক্তিপত্রগুলো ছাড়া বৈধভাবে আর কিছুর প্রয়োজন আমার হবে না–' কাগজের একটি তোড়া তুলে বলল ট্রেসি– 'এই সাইটে কাজ শুরু করার জন্য?'

'জী না, কাউন্টেস।' লইয়ারের কপালের ভাঁজ প্রকট হলো। এই সুন্দরী তরুণীকে সে বিষয়টি বহুবার বুঝিয়েছে তবু ব্যাপারটি যেন তার মাথায় ঢুকছে না। কাউন্টেস ডি সরেন্তি ধনী এবং সুন্দরী হতে পারেন কিন্তু মাথায় গোবরপোরা। সে শেষবারের মতো চেষ্টা করল, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এ ইস্যুটি–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ।' ট্রেসি হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে লুই ভুত্তনের হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটি সোনার মন্টব্লক্ষ কলম বের করল। 'আপনাকে যেন কত দিতে হবে?'

কোয়াড্রিফোগলিওতে কাউন্টেস ডি সরেন্তির সঙ্গে ডিনার করার পাঁচদিন পরে ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট রিও'র দক্ষিণে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল গ্রীন কোস্ট

রোডের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলি উপভোগ করতে করতে। গন্তব্য তার লেটেস্ট অ্যাকুইজিশন। কাউন্টেস কথামতো পরদিন সকালেই তার সম্পত্তির চুক্তিপত্র এবং ভবন নিমার্ণের অনুমতিপত্র কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পিয়েরপন্ট এক ঘণ্টার মধ্যে কাউন্টেসের সুইস অ্যাকাউন্টে ছয় মিলিয়ন লিরা ট্রান্সফার করেছে। জমিটি এখন তার। *জাহান্নামে যাও মশিউ চিপস্টেক!* তবে আজকের আগে আর এখানে আসার সময় করে উঠতে পারেনি পিয়েরপন্ট।

পাহাড়াঘেঁষা এক দারুণ জায়গায় ছয় একর জমি– ছয় একর! তাতে রয়েছে ব্যক্তিগত সৈকত, প্যারাটে (ইস্ট হ্যাম্পটন) এবং শহরের দুই জায়গা থেকেই সহজে এখানে আসা যায়। ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাসই হচ্ছে না। তবে সুন্দরী কাউন্টেস ভ্যালেনতিনাকে গেঁথে ফেলার তীব্র ইচ্ছেটা দারুণভাবে এখনও প্রকট তার মনে। আজ শহরে ফিরেই তার কাম-লালসা মিটিয়ে নেবে পিয়েরপন্ট। কাউন্টেস তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে আজ রাতে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি সুলক্ষণ। ঠিকানা লেবলনের সেরা রাস্তাগুলোর একটি, ওখানে দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড়লোকদের বাসা। বোঝাই যায় 'বাবা' এবং 'বেচারা মার্কো' দুজনেই কাউন্টেসের জন্য প্রচুর মালপানি রেখে গেছে। এরকম একটি ধনবতী, সেক্সি মালকে কীভাবে বিছানায় নিয়ে ওলটপালট করবে ভাবতেই পিয়েরপন্টের শরীর গরম হয়ে গেল।

দুপুরের আগেই প্রপার্টিতে পৌঁছে গেল সে। রাস্তার ধারে কয়েকটি বাড়ি ছড়ানো-ছিটানো। পিয়েরপন্টের প্লটখানা খাড়া পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যালেনতিনা এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে একটুও বাড়িয়ে বলেনি। অবিশ্বাস্য সুন্দর পটভূমি। একদিকে সাগর গিয়ে মিশেছে আকাশের দিগন্তে সীমাহীন নীল নিয়ে। অপর পাশে পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ বনানী সদ্য পালিশ করা পান্নার মতো জ্বলজ্বল করছে। *এ দেখছি আমার কল্পনার চেয়েও সুন্দর।*

মাথা মোটা আইনজীবীটার কথায় কান দেয়নি বলে নিজেকে মনে মনে অভিনন্দিত করল ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট।

'রিয়েল এস্টেটের এটি হলো প্রথম আইন, ম্যাক্স,' অরি স্টেনবার্গ তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। 'না দেখে না বুঝে কোনো বস্তু অধিক দামে ক্রয় কর না। তুমিই কিন্তু কথাটা আমাকে বলেছিলে, মনে আছে?'

'সমস্যা হলো এক স্টুপিড মশিউ ইতোমধ্যে আমার বস্তুর মধ্যে নাক গলিয়ে দিয়েছে। এই সুন্দরীটিকে সে তার অঙ্গুলি হেলনে নাচাচ্ছে, অরি। সে আরও কিছু করার আগেই আমার কদম ফেলা দরকার।'

কিন্তু গোঁ ধরে রইল ল-ইয়ার। 'তুমি তো জমিটা এখনও পর্যন্ত দেখইনি। আগে দেখে নাও।'

'আমি চুক্তিপত্র দেখেছি। বিল্ডিং পারমিটে চোখ বুলিয়েছি এবং আমি জানি ওটা কোথায়। প্রাইস কোস্ট, অরি, দারুণ জায়গা। আর খুব কম দামে জমিটা পেয়ে যাচ্ছি।'

'তবু আরেকবার ভেবে দেখতে তোমাকে জোর অনুরোধ করছি।'

'আর তোমাকে জোর অনুরোধ করছি যা করতে বললাম করার জন্য। ওকে টাকাটা পাঠিয়ে দাও।'

এরপর ফোন রেখে দিয়েছে পিয়েরপন্ট।

বেন্টলি থেকে নেমে কমলারঙের কন্সট্রাকশন টেপ, যা দিয়ে ডি সরেন্তির প্রপার্টি চিহ্নিত করে রেখেছে, তার নিচে দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। *এখন থেকে এটা পিয়েরপন্টের সম্পত্তি*, খুশি মনে ভাবল পিয়েরপন্ট। সার্ভেয়ারদের একটি দলকে দেখা যাচ্ছে সাইটে। মুখে চওড়া হাসি এঁটে নিয়ে চিফ সার্ভেয়ারের দিকে পা বাড়াল সে।

'কেমন মনে হচ্ছে? দেখার মতো একটা জায়গা, না?' গর্ব ফুটল পিয়েরপন্টের কণ্ঠে।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল চিফ সার্ভেয়ার। 'এখানে আপনি কোনো বাড়ি বানাতে পারবেন না।'

হেসে উঠল ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট। 'এখানে বাড়ি বানাতে পারব না বলার মানে কী? আমি যা ইচ্ছে তাই বানাব। এটা আমার জমি।'

'কথা সেটা নয়।'

'কথা সেটাই।' পিয়েরপন্টের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। এই নির্বোধটা তাকে বিরক্ত করছে। 'আমার কাছে লিগাল পারমিট আছে, পাহাড়ি জমি।'

'সমস্যা ওটা নিয়েই,' বলল সার্ভেয়ার। 'আপনি যে জমির উপর দাঁড়িয়ে আছেন।' সে একটি লাঠি দিয়ে তাদের পায়ের নিচের ঘাসজমিতে ঠুকল। 'আগামী বছর আর এটা এখানে থাকবে না।'

বরফজল নামল পিয়েরপন্টের শিরদাঁড়া বেয়ে। 'কী?'

'এখানকার মাটি সাংঘাতিক ভঙ্গুর। এটি একটি ইকোলজিকাল ট্রাজেডি। এখানে আপনি যা-ই তৈরি করুন না কেন, দেয়াল শুকানোর আগেই তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।' নিচের সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করল সার্ভেয়ার। এঁকেবেঁকে কাঠের কতগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, তারপর সাদা বালু, যেন উপহাস করছে।

'কিন্তু এ এলাকা, এই কোস্ট... এখানকার জমির দাম আকাশচুম্বি।' তো তো করছে পিয়েরপন্ট।

'পাহাড়ের অর্ধেক অংশের জমি ঠিক আছে,' বলল সার্ভেয়ার। 'কিন্তু আপনি যে জমিটি কিনেছেন তা ঠিক নেই। আপনি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করার আগে এসব কথা আপনাকে কেউ বলেনি?'

'আমি অ্যাপ্লাই করিনি। এর আগের মালিক করেছে।

বিস্মিত দেখাল সার্ভেয়ারকে। 'তাই নাকি? আশ্চর্য তো! মাত্র এক সপ্তাহ আগে এর জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে।'

ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের পেছনে রেইনফরেস্টের গাছের পাতা বাতাসে মৃদু সরসর শব্দ তুলছে, যেন ভৌতিক গলায় হাসছে অরি স্টেনবার্গ।

লেবলনে একটি অভিজাত ভিক্টোরিয়ান ম্যানসনের গোটা টপ ফ্লোর জুড়ে অ্যাপার্টমেন্টটি। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা এক বাটলার খুলে দিল দরজা।

'কাউন্টেস ডি সরেন্তির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' ম্যাক্সিমিলিয়ানের নাদুসনুদুস চেহারাটা অত্যন্ত কদর্য দেখাচ্ছে যেন বুলডগ ভিমরুল চিবিয়ে খাচ্ছে। *ওই মাগিকে প্রয়োজনে ক্রো বার দিয়ে পিটিয়েও আমার টাকা আদায় করে ছাড়ব।* তবে আশা করি তার প্রয়োজন হবে না। ভ্যালেনতিনা একটা বোকা মেয়ে, হয়তো জানেই না ওই জমিটার কোনো মূল্য নেই। মশিউর কাছেই তাকে ফিরে যেতে বলে রাজি করাতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলে ভাবছে পিয়েরপন্ট।

'কাকে চাইলেন বললেন, স্যার?'

বাটলারের দিকে কটমট করে তাকাল ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট।

'দ্যাখো, আজকের দিনটা এমনিতেই আমার খুব খারাপ গেছে। তোমার সঙ্গে খোশগপ্প করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। তুমি ভ্যালেনতিনাকে গিয়ে বলো ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট এসেছেন।'

'স্যার, এ অ্যাপার্টমেন্টের মালিক মি. এবং মিসেস রডরিগুয়েজ। তাঁরা এখানে কুড়ি বছর ধরে বাস করছেন। আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি এখানে কোনো 'ভ্যালেনতিনা' থাকেন না।'

কথা বলার জন্য মুখ খুলল পিয়েরপন্ট, কিন্তু পরক্ষণে বন্ধ করে ফেলল। যেন একটা ব্যাঙ বেহুদাই একটি মাছি গিলে ফেলেছে।

এখানে কোনো ভ্যালেনতিনা থাকেন না...

এখানে কোনো ভ্যালেনতিনা...

ঝড়ের বেগে নিজের গাড়িতে ফিরে এসে অ্যাকাউনটেন্টকে ফোন করল সে। 'আমরা মঙ্গলবার সুইসব্যাংককে যে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম সে ব্যাপারে এক্ষুণি

খোঁজ নাও। দ্যাখো কার নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং টাকাটা এখন কোথায় আছে।'

'মি. পিয়েরপন্ট, কোনো সুইসব্যাংক এ ধরনের তথ্য দেবে না। এটা–'

'ডু ইট!'

পিয়েরপন্টের কপালের একটি শিরা দপদপ করে লাফাচ্ছে। চল্লিশ মিনিট পরে অ্যাকাউনটেন্ট যখন ফোন দিল, তারপরও লাফানো বন্ধ হলো না।

'কোনো নাম জানতে পারিনি, স্যার, দুঃখিত। তবে অ্যাকাউন্টটি গতকাল বন্ধ হয়ে গেছে এবং সমস্ত টাকা তুলে ফেলেছে। টাকাটা চলে গেছে।'

চার

লন্ডন, ইংল্যান্ড
এক বছর পরে

প্রেগন্যান্সি টেস্টের প্লাস্টিক মোড়কটি ছিঁড়ে নিয়ে টয়লেটে বসল ট্রেসি।

৪৫, ঈটন স্কোয়ারের চমৎকার সুন্দর জর্জিয়ান বাড়িটির নিচতলায় আছে ও। ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে পাওয়া দুটি জুয়েলারি চুরির টাকা দিয়ে এ বাড়িটি কিনেছে ট্রেসি। বাড়িটি খুঁজতে এবং সাজিয়ে দিতে যথেষ্টই সাহায্য করেছেন গুন্থার হারটগ। তাঁর নিখুঁত এবং খানিকটা পুরুষালী রুচির ছোঁয়া এখনও রয়ে গেছে সর্বত্র। লাল দামাস্ক ওয়ালপেপার এবং বাথরুমে অষ্টাদশ শতকের গিলটি করা আয়না ছোট রুমটিতে বিলাসবহুল Boudoir-এর একটি ভাব এনে দিয়েছে।

টেস্ট স্টিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্লাস্টিকের র‍্যাপ খুলে স্টিকটা বেসিনের টাইলসের উপর রেখে দিল ট্রেসি। ওকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আগে ও ছোট্ট, চৌকোণা জানালাটির দিকে একঠায় তাকিয়ে থাকত যেন মনে-প্রাণে কামনা করলেই আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় গোলাপি লাইনটি ফুটে উঠবে। এখন সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, জোর করে অন্য কিছু চিন্তা করে।

জেফের কথা ভাবছে ও। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে জেফ চাকরি পেয়েছে তিনদিন হলো। খবরটা শোনার পরে তার খুশি কে দেখে!

'বিশ্বাস হয়?' সপ্তাহ দুয়েক আগে, চাকরি পাবার খবর শুনে নাচতে নাচতে সে বলেছিল ট্রেসিকে। 'আমি! ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অফিশিয়ালি এমপ্লয়েড একজন অ্যান্টিক কিউরেটর। দারুণ ব্যাপার, না?'

'অবশ্যই বিশ্বাস হয়,' আন্তরিক গলায় বলেছিল ট্রেসি। 'তুমি ওই অ্যান্টিক সম্পর্কে পৃথিবীর যে কারও চেয়ে ভালো জানো। প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিকদের চেয়ে বেশি বই কম জ্ঞান নেই তোমার। এরকম চাকরিই তোমার প্রাপ্য।'

তবে সত্য হলো, ওরা দুজনেই জানে জেফকে কাজটি পাইয়ে দিতে প্রফেসর ট্রেনচার্ডকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বিশ্বখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ নিক ট্রেনচার্ডের সঙ্গে ওদের পরিচয় তিউনিসিয়ায়, মধুচন্দ্রিমা যাপনকালে। ওরা

বিয়ের পরদিনই প্রাইভেট প্লেনে সাও পাওলো হয়ে তিউনিসিয়া গিয়েছিল। সরাসরি রিও থেকে ওদেশে যায়নি বিমানবন্দরে ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্টের লোকজন ট্রেসির খোঁজে থাকতে পারে সে ভয়ে। জেফ তিউনিসিয়ায় একটি রোমান পাহাড় দুর্গ খনন করার কাজ পেয়েছিল। ওখানে একই উদ্দেশ্যে প্রফেসর ট্রেনচার্ডও গিয়েছিলেন। তখন দুজনের পরিচয়। প্রফেসরের বয়স ৬২/৬৩, বুদ্ধিনির্ভর, স্বল্পভাষী এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিষয়ে ভয়ানক অবসেসড। জেফ স্টিভেন্স একজন সাবেক কনম্যান, ফরমাল পড়াশুনার সুযোগ সে পায়নি, ডাকটিকিটের গায়ে সম্রাট দ্বিতীয় কনস্টানটিন সম্পর্কে লেখা তথ্যের বেশি জানে না তবে এ বিষয়ে জানার শেখার আগ্রহ এবং উৎসাহ তার অসীম। তার প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রখর এবং সে অত্যন্ত পরিশ্রমী।

'আমার ছাত্ররা যদি সবাই তোমার স্বামীর মতো হতো,' জেফ এবং ট্রেসির সঙ্গে হোটেলে এক রাতে ডিনার করার সময় ট্রেসিকে বলছিলেন প্রফেসর ট্রেনচার্ড। 'একজন অ্যামেচারের কাছ থেকে এরকম কমিটমেন্ট আমি আগে কখনো দেখিনি। ও কি সব বিষয়েই এরকম সিরিয়াস?'

'যদি ও কোনোকিছু সাংঘাতিকভাবে চায়, তখন,' জবাব দিয়েছিল ট্রেসি।

'তোমরা হানিমুনে এসেছ অথচ ওর অনেকখানি সময় আমি খেয়ে ফেলছি। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিছু নেই,' হেসেছে ট্রেসি। 'তিউনিসিয়াকে বেছে নেওয়ার কারণ এর সমৃদ্ধ ইতিহাস। এখানে ডিগ করার স্বপ্ন জেফের সারাজীবনের। ওকে এত খুশি দেখে আমার নিজেরও খুব ভাল্লাগছে।'

সত্যি কথাই বলেছিল ট্রেসি। নতুন জীবনের শুরুতে জেফের সাফল্য ওকে সুখী করেছে। ওরা লন্ডন ফিরে আসার পরে জেফ বাইজেনটাইন ভাস্কর্য থেকে শুরু করে কেলটিক চিত্রকর্ম এবং প্রাচীন রোমান মুদ্রা থেকে চাইনিজ সাংস্কৃতিক বর্ম বিষয়ে পড়াশোনার জন্য প্রতিদিন ক্লাস করেছে। এ বিষয়টিও সুখী করেছে ট্রেসিকে।

তবে নিজেকে পরিপূর্ণ সুখী করতে ব্যর্থ হয়েছে সে ছোট্ট একটি জটিলতার কারণে।

বিয়ের আগে থেকেই জেফ স্বপ্ন দেখত সে আর্কিওলজিস্ট হবে। আর ট্রেসি ভাবত সে মা হবে। তাহলেই তার স্বপ্ন পূরণ হবে। তারা একসঙ্গে স্বাভাবিক, পারিবারিক জীবনযাপন করবে। হানিমুনের সময় থেকে প্রতিরাতেই সে এবং জেফ মিলিত হয়েছে এমনকি দিনের বেলা লাঞ্চ বিরতিতে প্রফেসরকে ফাঁকি দিয়ে জেফ হোটেলে ফিরত মিলিত হবার জন্য। ওরা লন্ডন ফেরার পরই ট্রেসি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করায়। তবে টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ দেখে সে বিস্মিত হয়ে ডাক্তারের কাছে যায়।

'আপনি তো মাত্র মাসখানেক ধরে বড়ি খাচ্ছেন না, মিসেস স্টিভেন্স,' ডাক্তার আশ্বস্ত করেছিল ট্রেসিকে। 'কাজেই কোনো সমস্যা হয়েছে ভাববেন না। আপনি আপনার ফার্টিলিটি টেস্ট করাতে চাইলে ড. অ্যালান ম্যাকব্রাইডের কাছে যেতে পারেন। উনি সেভেন হার্লি স্ট্রিটে বসেন। এ কাজে তিনিই সেরা এবং ভদ্রলোক খুব ভালো মানুষ।'

ট্রেসি ছয় মাস চেষ্টা করেছে। নিশ্চিত হয়েছে সে ডিম্বাণু উৎপাদনে সক্ষম এবং জেফের সঙ্গে ঠিক সময়েই সেক্স করে। আসলে ওরা সারাক্ষণই সেক্স করে। এবং ওদের মিলন হয় অত্যন্ত উপভোগ্য। কিন্তু তারপরও ও কেন মা হতে পারছে না? সমস্যাটি কী তার?

এই একই প্রশ্ন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সে ডা. অ্যালান ম্যাকব্রাইডকে।

'আপনার কোনো সমস্যা নেই, মিসেস স্টিভেন্স। তবে আপনার মানসিক শান্তির জন্য আমরা আরও কিছু টেস্ট করতে পারি, কী বলেন?'

প্রথম দর্শনেই ড. অ্যালান ম্যাকব্রাইডকে পছন্দ হয়ে যায় ট্রেসির। সুদর্শন এক স্কট, মাথা ভর্তি সোনালি সাদা চুল, বুদ্ধিদীপ্ত, হালকা নীল চোখ ঝিকমিক করে দুষ্টামিতে, বয়স ট্রেসির চেয়ে তেমন বেশিও নয়। সিনিয়র ডাক্তাররা যেভাবে ভাব নিয়ে থাকে এ মানুষটি আদৌ সেরকম নয়।

'রাইট,' ট্রেসির টেস্টের ফলাফল দেখে সে মন্তব্য করল। 'সুখবর হলো আপনি বন্ধ্যা নারী নন। প্রতিমাসেই আপনি ডিম্বাণু উৎপাদন করে চলেছেন এবং আপনার টিউবগুলোও ঠিক আছে, কোথাও কোনো সিস্ট নেই।'

'আর দুঃসংবাদটি?'

'আপনার ডিম্বাণুগুলোয় একটু ঝামেলা আছে।'

ট্রেসি চক্ষু বিস্ফারিত হলো। 'একটু ঝামেলা আছে,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে। 'ঠিক কতটা ঝামেলা?'

'আপনাকে ডিম্বাণুগুলো একটা বাক্সের মধ্যে পুরে দিলে আপনি ওটা খোলার পরে আবার ফিরিয়ে দিতে চাইবেন,' বলল ডা. ম্যাকব্রাইড।

'ও আচ্ছা!' বলল ট্রেসি। 'তো এখন কী করা?'

'এগুলো নিয়ে যান,' ডেস্কের উপর থেকে একটি বড়ির প্যাকেট ঠেলে দিল ডাক্তার।

'ক্লমিড,' পড়ল ট্রেসি।

'ওগুলো স্রেফ ম্যাজিক,' আত্মবিশ্বাসে জ্বলজ্বল করছে ডাক্তারের চেহারা। 'এতে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এ বড়িগুলো আপনার ঝামেলা সৃষ্টিকারী ডিম্বাণুগুলো ডিম্বাশয় থেকে বের করে দেবে। আপনি মা হতে পারবেন আশা করি।'

'ওকে,' বলল ট্রেসি, গত এক বছরের মধ্যে এই প্রথম আশা জাগল মনে।

'তিন মাসের মধ্যে ফল না পেলে আমরা IVF দিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। ঠিক আছে?'

এ আলোচনা তিন মাস আগের। অল্প কিছুদিন হলো ক্লমিডের শেষ রাউন্ড শেষ করেছে ট্রেসি। আজকের টেস্ট যদি নেগেটিভ আসে তাহলে তাকে Vitro-তে যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে যেতে হবে। হয়তো IVF-এও কাজ হবে না। *আমি এক ব্যর্থ স্ত্রী*, ভাবছে ট্রেসি। *জেফের উচিত আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে মা হতে সক্ষম এমন কাউকে বিয়ে করা যার ডিম্বাণুতে কোনো সমস্যা নেই।*

ঘড়ির দিকে তাকাল ট্রেসি। আর এক মিনিট সময় আছে।

ষাট সেকেন্ড।

চোখ বুজল ও।

শেষবার গর্ভবতী হওয়ার কথা মনে পড়ছে। ওর পেটে তখন চার্লস স্ট্যানহোপের সন্তান। ফিলাডেলফিয়ার মস্ত বড়লোক ছিলেন চার্লসের বাবা-মা। ট্রেসির গর্ভধারণের কথা শুনে তাঁরা সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিলেন যদিও চার্লস ওকে আশ্বস্ত করেছিল সে ট্রেসি এবং বাচ্চা দুটোই চায়। কিন্তু তারপরই ট্রেসিকে যেতে হয় জেলে যে অপরাধ সে করেনি তার দায় নিয়ে। আর চার্লস তখন তার ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চার্লসের কণ্ঠ এখনও বাজছে কানে, যেন গতকালের ঘটনা।

আসলে তোমাকে আমি কখনোই চিনতে পারিনি... তোমার সন্তানকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার...

সেলমেটদের হাতে প্রচণ্ড প্রহৃত হয়ে ট্রেসি তার অনাগত সন্তানকে হারিয়েছিল একথা সে ডা. ম্যাকব্রাইডকে বলতে পারেনি। বলা কি উচিত ছিল? এতদিন পরে একথা বললে কিইবা অসুবিধা?

ত্রিশ সেকেন্ড।

ওয়ার্ডেন ব্রার্নিগান এবং তাঁর স্ত্রী সু ইলেনের মায়া পড়ে গিয়েছিল ট্রেসির ওপর। তাঁরা তাঁদের মেয়ে এমির জন্য ওকে ন্যানির দায়িত্ব দেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেসি এমির জীবন বাঁচিয়েছিল, ফলশ্রুতিতে প্যারোলে মুক্তি পায় সে। ছোট্ট মেয়েটিকে খুব ভালোবাসত ট্রেসি। হয়তো ওরা আপনজন কেউ ছিল না বলেই। এমির এখন বয়স কত?

দশ সেকেন্ড।

চোখ খুলল ও। নয় সেকেন্ড। আট। সাত।... তিন, দুই, এক।

ধুকপুক বুকে টেস্ট স্টিকটি হাতে নিয়ে উল্টে দেখল ট্রেসি।

পাঁচ

হাতের কয়েনটি উল্টেপাল্টে দেখছে জেফ স্টিভেন্স এবং সেইসাথে শিহরিত হয়ে ভাবছে এর আগে এ মুদ্রাটি কত হাতেই না ঘুরেছে! *এ হলো ইতিহাস। জীবন্ত ইতিহাস। আর আমি সেটি স্পর্শ করছি।*

কয়েনটি একদম নতুনের মতো দেখাচ্ছে, যেন গত কালই এটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও রুপার ছোট মুদ্রাটি ৭৬ শতকের মার্সিয়া ইংরেজ রাজত্বকালের। এতে রানি সিনেথ্রিথের নাম এবং ছবি খোদাই করা রয়েছে। তিনি রাজা ওফার স্ত্রী। বলা হয় গোটা ইংল্যান্ডের সকল রাজার মধ্যে ওফাই ছিলেন প্রথম এবং প্রকৃত রাজা। মানুষটি রোমান সম্রাটদের আদলে এই বিশেষ কয়েনটি তৈরি করেছেন। রোমান সম্রাটরা মুদ্রায় তাঁদের স্ত্রীদের নাম খোদাই করতেন। চাকতির একপাশে যে এটি বানিয়েছে সেই কামারের নাম। অপরপাশে ইনসক্রিপশন CENETHRETH REGINA (সিনেথ্রিথ, রানি) আর মাঝখানে নিখুঁতভাবে বসানো হয়েছে M অক্ষরটি। M মানে মার্সিয়া।

জেফ স্টিভেন্স ব্রিটিশ যাদুঘরে কাজ করে বেশ মজাই পাচ্ছে। লোকে প্রায়ই তাদের 'স্বপ্নের চাকরি'র কথা বলে। তবে জেফের কাছে এটি সত্যি একটি স্বপ্নের চাকরি, একটি ফ্যান্টাসি যা সে বালক বয়স থেকে পুষে এসেছে বুকের ভেতর।

জেফের চোদ্দ বছর বয়সে তার মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। দুই মাস বাদে তার বাবা, পেশায় অ্যালুমিনিয়াম সাইডিং সেলসম্যান, উনিশ বছর বয়সী এক ককটেল ওয়েট্রেসকে বিয়ে করে। এক রাতে, বাবা শহরের বাইরে গেছে কাজে, জেফের সৎমা তার সঙ্গে নষ্টামির চেষ্টা করেছিল। কিশোর জেফ তখনি বাড়ি থেকে পালিয়ে কানসাসের সিমারনে চলে যায় তার চাচা উইলির কাছে। উইলির একটি কার্নিভাল ছিল। সে আক্ষরিক অর্থেই জেফের বাবা হয়ে ওঠে আর কার্নিভালটি হয়ে ওঠে জেফের স্কুল। এখানে থেকেই মানুষের প্রকৃতি চিনতে শুরু করে জেফ। দেখে লোভ কীভাবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও নির্বোধ বানিয়ে দেয়। পরবর্তীতে যেসব কৌশল অবলম্বন করে বিশ্বের তাবৎ ধনী এবং নোংরা লোকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে জেফ, তার সবই শেখা উইলি চাচা এবং তার সঙ্গীসাথিদের কাছ থেকে।

এরকম একজন লোকই প্রথম জেফের মধ্যে প্রাচীনকালের নিদর্শন এবং অতীত সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্মান জাগিয়ে তোলেন। ইনি প্রফেসর নিক ট্রেনচার্ডের

মতোই আর্কিওলজির অধ্যাপক ছিলেন। তবে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয় কারণ তিনি ছাত্রদেরকে শেখাচ্ছিলেন কীভাবে মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন চুরি করে বিক্রি করে দেওয়া যায়।

'বিষয়টি নিয়ে একবার চিন্তা কর, খোকা,' তিনি বলতেন জেফকে। 'হাজার হাজার বছর আগে তোমার আমার মতো মানুষ স্বপ্ন দেখত, গল্প বানাত, জীবনযাপন করত, আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম দিত।' তাঁর চাউনি হয়ে উঠত আনমনা। 'কার্থেজ। আমি ওখানে খুঁড়তে যেতে চাই। ওই মানুষগুলো নানারকম খেলা খেলত, তাদের গোসলখানা ছিল, তারা রথের প্রতিযোগিতা করত। সার্কাস ম্যাক্সিমাস ছিল পাঁচটি ফুটবল খেলার মাঠের সমান।'

মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনত কিশোর জেফ।

'তুমি কি জানো কাটো দ্য এল্ডার রোমান সিনেটের কাছে তাঁর বক্তৃতা কী বলে শেষ করতেন? তিনি বলতেন Delenda est cartage. কার্থেজ অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার ইচ্ছা অবশেষে পূর্ণ হয়। রোমানরা জায়গাটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তোলে নতুন নগরী। কিন্তু খোকা, একবার ভাবো ওখানকার মাটির নিচে কত সম্পদই না লুকিয়ে আছে!'

'হেই বস। উওমেন্স ইনস্টিটিউট থেকে ভলান্টিয়াররা এসে গেছে। ওরা কোত্থেকে শুরু করবে?'

রেবেকার ডাকে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল জেফের। রেবেকা মর্টিমার, একজন পিএইচডি ছাত্রী এবং ইন্টার্নি, মিউজিয়াম স্টাফের সদস্য, জেফের পরে এখানে যোগ দিয়েছে। রেবেকার বয়স বাইশ। অপূর্ব সুন্দরী। বড় বড় বাদামি চোখ, কোমর ছোঁয়া লালচে বাদামি চুল। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে কাজ শুরু করলেও জেফের সঙ্গে তার ইতোমধ্যে বেশ ভালো একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। প্রাচীন পৃথিবীর প্রতি জেফের মতোই তার আবেগ এবং কাজে ভীষণ উৎসাহ। ব্রিটিশ মিউজিয়াম কয়েকজন বয়সী ভলান্টিয়ার নিয়োগ করেছে বিশেষ প্রদর্শনীতে সহায়তা করার জন্য। রেবেকাকে তার কাজের জন্য কোনো বেতন দেওয়া হয় না তবে জেফের ধারণা এখানে কাজ করার আনন্দের জন্য সে নিজের ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে রাজি।

'ওদেরকে স্পেশাল এক্সিবিশন রিডিংরুমে নিয়ে যাও।' বলল জেফ, মেরফিয়ান কয়েনটি কাচের বাক্সে সাবধানে রেখে তালা বন্ধ করে দিল। 'গ্রেট রাসেল স্ট্রিট এন্ট্রান্সের পাশের ছোট ঘরটা। আমি ওদেরকে বলে দেব আগামী সপ্তাহে কার কী ডিউটি। তুমি আমাকে ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে একটু সাহায্য করবে।'

'সত্যি?' উজ্জ্বল দেখাল রেবেকার চেহারা।

'শিওর, হোয়াই নট? তুমি স্যাক্সন সমাধি সম্পর্কে আমার চেয়েও ভালো জানো।'

'ধন্যবাদ জেফ!'

নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রেবেকা পনিটেল করা বিনুনি দুলিয়ে। তবে একটু পরেই আবার ফিরে এলো। 'ওহ্, বলতে ভুলে গেছি। তোমার ওয়াইফ এসেছে দেখা করতে।'

'ট্রেসি এখানে?' এবারে জেফের চেহারা উদ্ভাসিত হওয়ার পালা।

'জী। গ্রেট কোর্টের ডেস্কে তোমাকে খুঁজছে দেখলাম। বললাম তুমি একটু বাদেই চলে আসবে।'

লর্ড ফস্টার'স গ্রেট কোর্টের প্রকাণ্ড, আধুনিক কাচে মোড়ানো গম্বুজ আকৃতির ছাদের দিকে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেসি। লন্ডনে এতদিন ধরে আছে ও অথচ লজ্জার ব্যাপার ব্রিটিশ যাদুঘরে একবারও আসা হয়নি। লিফলেট পড়ে ট্রেসি জেনেছে ব্রিটিশ যাদুঘরটি প্রি ভিক্টোরিয়ান যুগের। যদিও এর বর্তমান স্থাপত্য অত্যাধুনিক। দুই একর জায়গা নিয়ে তৈরি গ্রেট কোর্ট, যেখানে ট্রেসি এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি ইউরোপের বৃহত্তম কভারড পাবলিক স্পেস। তবে এর অসংখ্য পুরনো উইং রয়েছে যেগুলো তৈরি করা হয় ১৭৫৩ সালে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বিশ্বের প্রথম জাতীয় পাবলিক জাদুঘর। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ এবং সংগ্রাহক স্যার হ্যানস স্লোন ৭১ হাজার জিনিস এ জাদুঘরে দান করেছেন যার মধ্যে বইপত্র, পাণ্ডুলিপি, কয়েন, মেডেল, ছবিসহ আরও অনেক কিছুই আছে। বর্তমানে এ জাদুঘর সারা বিশ্বজুড়ে পাওয়া অমূল্য সব সম্পদে সমৃদ্ধ। চিনা সিরামিক থেকে প্রাচীন মিশরীয় কবরের নিদর্শন, মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপি, অ্যাংলো-স্যাক্সন জুয়েলারি–কী নেই এখানে? ট্রেসি ভাবল *এটা খুবই স্বাভাবিক যে এ জায়গার প্রেমে পড়েছে জেফ।*

'বেবি! হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল সারপ্রাইজ!'

ওর পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল জেফ, জড়িয়ে ধরল কোমর, টেনে নিল কাছে। চোখ বুজল ট্রেসি। জেফের গা থেকে পেনহালিগন কোলনের গন্ধ আসছে, এটি তার সিগনেচার সেন্ট এবং এ গন্ধটি ট্রেসির খুব পছন্দ। *ওর মতো একজন মানুষকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি সত্যি সৌভাগ্যবতী।*

'তুমি এখানে কী মনে করে?'

'এমনি,' মিথ্যা বলল ট্রেসি। 'ভাবলাম তোমার চাকরিস্থলটা একবার দেখে যাই।'

'দারুণ, না?' জেফ এমন গর্ব করে বলল যেন জাদুঘরটি তার নিজের।

'হ্যাঁ। খুব সুন্দর।' সায় দিল ট্রেসি। 'যে মেয়েটার সঙ্গে তুমি কাজ কর তার মতোই সুন্দর।' একটু বাঁকা স্বরে যোগ করল ও।

'রেবেকা? সুন্দরী নাকি? খেয়াল করিনি তো!'

সজোরে হেসে উঠল ট্রেসি। 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ, হানি। আমাদের আগেও একবার সাক্ষাৎ হয়েছে, মনে আছে?'

'আমি সিরিয়াস,' বলল জেফ। 'তুমি জানো আমার নয়নজুড়ে আছ শুধু তুমি। যদিও এখন মনে হচ্ছে তুমি একটু জেলাস।'

'আমি জেলাস নই!'

'এসো আমার সঙ্গে,' ওর হাত ধরল জেফ। 'আমরা কী নিয়ে কাজ করছি চলো দেখবে।' ওর আঙুলগুলো উষ্ণ এবং শক্ত। *হয়তো আমি খানিকটা জেলাস।*

পাশের ছোট একটি ঘরে ট্রেসিকে নিয়ে ঢুকল জেফ। যে মেয়েটির সঙ্গে আগেও একবার দেখা হয়েছে ট্রেসির অর্থাৎ রেবেকা, জনা বারো নারী এবং পুরুষের একটি দলের সঙ্গে কথা বলছে। এদের সকলেরই বয়স ষাট এবং সত্তরের কোঠায়। সেকেলে আমলের একটি স্লাইড প্রজেক্টের সামনে তিন সারি চেয়ার, পর্দায় স্বর্ণনির্মিত কিছু উইপনরি এবং বাসনকোসনের ছবি দেখানো হচ্ছে।

'আমরা স্যাক্সন সমাধিতে পাওয়া ট্রেজার নিয়ে একদম নতুন একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছি।' ট্রেসির কানে ফিসফিসাল জেফ। 'গত বছর নরফোকের একটি পার্কিংলটের নিচে এ জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছিল। এক কথায় অসাধারণ!'

'ওই ফুলদানিটা কি খাঁটি সোনার তৈরি?' প্রায় এক ফুট লম্বা, দুই হাতলঅলা চকচকে ফুলদানিটার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে ট্রেসি।

মাথা ঝাঁকাল ট্রেসি।

'যীশাস ক্রাইস্ট! ওটা দাম কত?'

'এটা অমূল্য একটা জিনিস।'

ভুরু কোঁচকাল ট্রেসি। 'কোনোকিছুই অমূল্য নয়। আই মিন ইট। একজন প্রাইভেট কালেক্টর এটার জন্য কত দাম দেবেন?'

'জানি না। তবে প্রচুর নিশ্চয়। ওখানে মিলিয়ন পাউন্ড দামের সোনা আছে। এমনকি তুমি জিনিসটাকে গলিয়ে ফেলার পরেও। তবে ইতিহাসের ইরিপ্রেইসবল পিস হিসেবে এটার দাম কত হবে?' হাত ঝাঁকাল ও। 'দুই অথবা তিন মিলিয়ন? অনুমান করি।'

শিস দিয়ে উঠল ট্রেসি। 'ওয়াও!' সে চারপাশে একবার চোখ বুলাল। বুড়ো-বুড়িরা প্লাস্টিকের কাপে পরিবেশিত চা শেষ করে চেয়ারে বসতে শুরু করেছে। 'এই দাদু-দিদিমারা কে?' জেফের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো ট্রেসি।

'ওঁরা ভলান্টিয়ার। ওঁরাই প্রদর্শনীর দায়িত্বে থাকবেন। তাঁরা ট্রেজারগুলোর ক্যাটালগ করবেন, অ্যাডমিশন ডেস্কে বসবেন, গাইড হিসেবে দর্শকদের ঘুরিয়েও দেখাবেন। ওঁদেরকে আমার একটি সূচনামূলক বক্তৃতা দিতে হবে।'

'আর ইউ কিডিং মি?' যারপরনাই বিস্মিত ট্রেসি। 'তুমি লক্ষ লক্ষ ডলারের সোনার জিনিস কতগুলো অ্যামেচারের জিম্মায় তুলে দিচ্ছ?'

'ওরা শেখানো-পড়ানো অ্যামেচার,' বলল জেফ। 'আরি, আমি নিজেও তো একজন অ্যামেচার।'

'তা বটে কিন্তু কেউ যদি ওই ফুলদানিটা বগলদাবা করে দৌড় দেয় তুমি অন্তত তার পেছনে ধাওয়া করতে পারবে। কিন্তু এই বুড়ো-বুড়িদের দল কী করবে? ওদের হাতের লাঠি ছুড়ে মারবে?'

হেসে উঠল জেফ। 'কেউ কোনোকিছু চুরি করতে যাচ্ছে না।'

হেঁটে এলো রেবেকা মর্টিমার। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।' তার উচ্চারণ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মতো কাটা কাটা যদিও চেহারায় দুঃখের ভাব ফুটে নেই মোটেই। 'আমাদের এক্ষুণি শুরু করা দরকার, জেফ।'

সে এক সেকেন্ডের জন্য জেফের বাহু স্পর্শ করল। ছোট্ট একটু অঙ্গভঙ্গি, প্রায় চোখেই পড়ে না, তবে ওতেই জেফ এবং তার মধ্যকার যে নিশ্চিত অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠল, পছন্দ করতে পারল না ট্রেসি। একদমই না।

'ও একটু পরেই যাচ্ছে,' শীতল গলায় বলল ও।

রেবেকা ওর গলার সুরটা ধরতে পারল। আর কিছু না বলে চলে গেল।

'মাই মাই,' বিড়বিড় করল জেফ, চেহারা দেখেই বোঝা যায় ব্যাপারটিতে সে বেশ মজা পেয়েছে। 'তুমি দেখছি সত্যি জেলাস।'

'ওটা বোধহয় আমার হরমোনজনিত দোষ,' জেফের দিকে তাকিয়ে হাসল ট্রেসি। 'প্রেগনেন্ট মহিলারা একটু বেশিই ইমোশনাল হয়, তুমি জানো।'

ট্রেসির কথা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল জেফের। তারপর সে ওকে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠে লম্বা একটি চুম্বন করল। এতটাই দীর্ঘ সময় ভলান্টিয়াররা ওদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

'রিয়েলি?' ট্রেসিকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেফ। 'তুমি শিওর?'

'আমি শিওর,' বলল ট্রেসি। 'চার-চারটে টেস্ট নিশ্চয় ভুল হতে পারে না।'

'এত চমৎকার খবর আমি জীবনে শুনিনি। চলো আজ তোমাকে নিয়ে ডিনার করে ব্যাপারটা সেলিব্রেট করব।'

উষ্ণ উল্লাসের একটা ঢেউ গড়িয়ে গেল ট্রেসির শরীরের উপর দিয়ে।

জেফ লেকচার শুরু করেছে, সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

যাওয়ার সময় চোখের কোনো দিয়ে লক্ষ করল রেবেকা ওর দিকে কেমন রাগ রাগ মুখে তাকিয়ে আছে।

ছয়

ডিনারটি হলো চমৎকার। জেফ ট্রেসিকে নিয়ে গেল বেলগ্রাভিয়ার কোমো লারিওতে। এটি তার প্রিয় একটি রেস্টুরেন্ট। ট্রেসি খেল Carcioti con radicchio এবং Scaloppine al limone. জেফ হামলে পড়ল তার ফিলে স্টেকের ওপর। ট্রেসি মদ পান ছেড়ে দিলেও জেফের পিড়াপিড়িতে শ্যাম্পেনের একটি গ্লাস হাতে নিতেই হলো দুজনে মিলে টোস্ট করার জন্য।

'আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের পরিবারের জন্য। জেফ স্টিভেন্স জুনিয়রের জন্য!'

হাসল ট্রেসি। 'তোমাকে কে বলল আমার ছেলে হবে?'

'ছেলেই হবে দেখ।'

'ছেলে হলেও তার নাম আমরা কিছুতেই জেফ জুনিয়র রাখব না। নো অফেন্স, ডার্লিং। তবে আমার মনে হয় না দুনিয়া দুটো জেফ স্টিভেন্সকে সামাল দিতে পারবে।'

পরে, বিছানায় শোয়ার আগে ট্রেসি গায়ে চড়াল ওর সবচেয়ে সেক্সি নেগলিজি রিগবি অ্যান্ড পেলার। সাদার ঝালর দেওয়া বাটারমিল্ক কালারের হ্রস্ব সিল্ক নাইটি। 'যতদিন সময় আছে উপভোগ করে নাও,' জেফের শরীর ঘেঁষে শুয়ে পড়ল ট্রেসি। ওর বুকের পশমে আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলল, 'শীঘ্রি আমার শরীরের সাইজ হয়ে যাবে একটা বাড়ির মতন। আমাকে তুলতে ফর্ক লিফট লাগবে।'

'বাজে বকো না তো! তুমি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সেক্সি গর্ভবতী নারী।' ওর মুখে চুমু খেল জেফ।

'তুমি পুরনো দিনগুলো মিস কর না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল ট্রেসি। 'অ্যাড্রেনালিন? সেই চ্যালেঞ্জ? তুমি আর আমি গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে?'

'একদমই না।'

জেফের জবাবটি এমন আত্মপ্রত্যয়ী এবং চূড়ান্ত ছিল যে প্রশ্নটি করেছে বলে নিজেকে বোকা-বোকা লাগল ট্রেসির।

'তাছাড়া সেইসব পুরনো দিনের অর্ধেকটাই তো কেটেছে পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করে। আমাদের প্রিয় গুন্থার সাহেব সর্বক্ষণ আমাদের দুজনকে একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে লেলিয়ে দিয়েছেন।'

'তা বটে,' স্বীকার গেল ট্রেসি, সেইসব দিনগুলো মনে পড়তে মুচকি হাসল। 'তবে ওটা স্রেফ একটা খেলা ছিল, তাই না? তিনজনের মধ্যে একটা গেম। একটা চমৎকার খেলা।'

'তা ছিল,' জেফ আদর করে ট্রেসির মুখে হাত বুলাচ্ছে।

'আর তুমি, মাই লাভ, তুমি ছিলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বাট উই ওয়েন্ট আউট অন আ হাই, তাই না? এখন আমরা যে জীবনযাপন করছি... ওয়েল, ইটস পারফেক্ট।' ট্রেসির সমতল পেটের উপর নেমে এলো হাত। ভাবল এখানে কি সত্যি একটা নতুন জীবন আছে? যে মানুষটিকে ওরা দুজনে মিলে সৃষ্টি করেছে?

'আই লাভ ইউ।'

'কতটা?' জেফের কানে ফিসফিস করে ট্রেসি। হাত বাড়িয়ে ওর পুরুষাঙ্গ মুঠোয় পুরতে চাইছিল, মাঝপথে থামিয়ে দিল জেফ।

'অ-নে-ক। তবে এখন আমাদের কিছু করা উচিত হবে না। বেবি ব্যথা পেতে পারে।'

ট্রেসিকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

এক সেকেন্ডের জন্য বিব্রতবোধ করল ট্রেসি। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। *ও আমাকে এতই ভালোবাসে যে খুব সাবধানে থাকতে চাইছে। আমরা একসঙ্গে ডা. ম্যাকব্রাইডের কাছে যাব এবং তিনি জেফকে বুঝিয়ে বলবেন এখন সেক্স করলে কোনো সমস্যা নেই।*

উত্তেজিত ছিল বলে ঘুম আসতে দেরি হচ্ছিল ট্রেসির। সে নানান কথা ভাবতে লাগল। তবে তার সন্তানের কথা নয়, সে ভাবছিল আজ জাদুঘরে দেখে আসা জিনিসগুলোর কথা। যে তরুণী মেয়েটি জেফের সঙ্গে কাজ করে তার কথা। মেয়েটার মাথায় কি ছিট আছে? নইলে জেফ ওকে চুমু খাওয়ার পরে ওর দিকে অমন কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কেন?

এতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, নিজেকে বলল ট্রেসি। *আমি জেফকে বিশ্বাস করি।*

তার মন চলে গেল সোনার তৈরি স্যাক্সন তৈজসপত্রের প্রতি। জেফ এগুলো সম্পর্কে যা যা বলেছে, ও যেসব ছবি দেখেছে সেসবের স্মৃতি রোমন্থন করছে ট্রেসি। তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ব্রিটিশ জাদুঘরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের দায়িত্ব কী করে কতগুলো বুড়ো-বুড়ির হাতে তুলে দিল। এই ট্রেনিংশূন্য, বুড়ো মানুষগুলো লাখ লাখ পাউন্ডের আর্টিফ্যাক্টগুলো দেখভালের জন্য একেবারেই অযোগ্য। প্রাডোসহ অন্যান্য বিখ্যাত গ্যালারি এবং জুয়েলারদের জটিল সিকিউরিটি সিস্টেমের কথা ভাবল

ট্রেসি যেখানে সে আর জেফ মিলে তাদের সোনালি সময়ে চুরি করেছে। *মাদ্রিদে যদি গোয়া'র ছবি মাত্র একজন লোকে পাহারা দিত, কত সহজেই না কাজ উদ্ধার করতে পারতাম আমরা!*

জেফ আজ রাতে ওকে একটি বিশেষ কয়েনের কথা বলেছে। ওটি নাকি জাদুঘরের মূল্যবান মারসিয়ান স্পেসিমেনের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। ওটি নতুন প্রদর্শনীতে অন্যতম দ্রষ্টব্য হতে চলেছে।

'কাল আমি ওটা আমার হাতে নেব। ওটা একটা মেরোভিনগিয়ান স্বর্ণমুদ্রা। ষষ্ঠ শতকের জিনিস। ওর এক পিঠে ফ্রাংকিশ রাজার ছবি খোদাই করা। আয়তনে একটি সিকির চেয়েও বড় হবে না, ট্রেসি, কিন্তু কী অদ্ভুত তার গড়ন! অমন সুন্দর জিনিস জীবনে দেখিনি আমি।'

বিষয়টি নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা নয়, স্রেফ অভ্যাসের বশে ট্রেসি ভাবছিল ওটা কীভাবে চুরি করা যায়। অনেকগুলো রাস্তাই আছে! *আমি কি মিউজিয়ামের ট্রাস্টিদেরকে বলব আমাকে যেন সিকিউরিটি পরামর্শকের দায়িত্ব দেয়।* অলস মস্তিষ্কে ভাবছে ট্রেসি। *ঈশ্বর জানেন আমি ওদেরকে অনেক সাহায্য করতে পারব।*

পরক্ষণে অনুধাবন করল ট্রেসি এ মুহূর্তে তার চাকরি-বাকরি করা চলবে না।

অবশেষে সে মা হতে চলেছে। এই ভূমিকায় নিজেকে কতবার কল্পনা করেছে ও, স্বপ্ন দেখেছে, গোটা জীবন ধরে আকুল হয়ে থেকেছে। সবকিছুই ছিল একটি ড্রেস রিহার্সাল।

ট্রেসি হুইটনির জন্য অবশেষে উপস্থিত হয়েছে আগামীকাল।

ও ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত

প্রদর্শনী কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে গর্বে বুকটা ভরে উঠল অ্যাগনেস ফদারিংটনের। মেরোভিনগিয়ান ট্রেজার বেশ সাড়া জাগিয়েছে দর্শক মহলে। অ্যাংলো-স্যাক্সন ইতিহাস নিয়ে এরকম উত্তেজনা ইদানীং খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। আর এই ট্রেজার খুঁজে বের করতে অ্যাগনেসের একটা ভূমিকা ছিল বলেই সে গর্ব অনুভব করছে।

অ্যাগনেস একজন অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট। ৩৮০'র দশকে সাটন হু তে বিখ্যাত জাহাজ ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেতে সে সাহায্য করেছিল। তখন তার বয়স ছিল মধ্য-চল্লিশ, বেন্টে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে ইতিহাস পড়াত। তার স্বামী বিলিও তার সঙ্গে খোঁড়াখুঁড়ি করত।

'ভাবতে পার!' উডব্রিজের সাইটে দীর্ঘসময় খনন শেষে কোচ অ্যান্ড হর্সেস-এ স্টেক অ্যান্ড কিডনি পাই খেতে খেতে বলত বিলি। 'আমাদের মতো অখ্যাত দুজন মানুষ ইতিহাসে পাদটীকা হতে চলেছি!'

এভাবেই কথা বলত সে। ইতিহাসের পাদটীকা।

বিলিকে খুব মিস করছে অ্যাগনেস।

বিলি মারা গেছে দশ বছর হলো। বেঁচে থাকলে আজকের এই প্রদর্শনী দেখে বড্ড খুশি হতো। জেফ স্টিভেন্স, অ্যান্টিকুইটিস ডিরেক্টর, চমৎকার এক আমেরিকান যুবক, ভিড়ের মধ্যে মাছির মতো যেন উড়ে বেড়াচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা উদ্বেগ নিয়ে খেয়াল রাখছে। কিন্তু মুখে সুন্দর একখানা হাসি ঠিকই ধরে রেখেছে। জেফকে খুব পছন্দ হতো বিলির।

রেবেকাকেও সে পছন্দ করত। জেফের তরুণী সহকারী। ইতিহাসের বিষয়ে আজকাল তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। অ্যাংলো-স্যাক্সন ইতিহাসের ব্যাপারে কাউকে তেমন আগ্রহী মনে হতো না। প্রাচীন রোমের জনপ্রিয় আবেদন এটি কখনোই অর্জন করতে পারেনি। নরউইচের পার্কিংলটের নিচে পাওয়া সোনার জিনিসগুলো যদি একসময় তুতানখামেনের কবরের মতো বিখ্যাত হয়ে ওঠে, কী দারুণ হবে!

'বেশ ভালোই মানুষের সমাবেশ হয়েছে, না?'

ট্রেসি, জেফের তরুণী স্ত্রী, আদর করে একটি হাত রাখল অ্যাগনেস ফদারিংটনের কাঁধে। অ্যাগনেস ট্রেসিকে বেশ পছন্দ করে। প্রদর্শনীর প্রস্তুতি

পর্বে বার কয়েক ট্রেসির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। ট্রেসি তখন জেফকে হ্যালো বলতে আসত কিংবা ক্যাটালগ তৈরিতে সাহায্য করত। ভলান্টিয়ারদের সকলেই জানে মিসেস স্টিভেন্স প্রেগনেন্ট, এবং সে ও জেফ এখন খুশির জোয়ারে ভাসছে। নিঃসন্দেহে এ জুটি পরস্পরের প্রেমে পাগল। অ্যাগনেস নিশ্চিত এরা বাবা-মা হিসেবে চমৎকার হবে।

'অসাধারণ সমাবেশ,' সায় দিল অ্যাগনেস। 'এদের অনেকেই বয়সে অত্যন্ত তরুণ। উল্কি আঁকা ওই ছেলেটার কথাই ধরো না। সপ্তম শতকের ইতিহাস দিয়ে বেঁধে রাখার মতো ছেলে ওকে মনে হয়?'

'একদমই না,' বলল ট্রেসি। সে একই কথা ভাবছিল তবে তার চিন্তার খাতটি প্রবাহিত হচ্ছে অন্যদিকে।

ট্রেসি ইতোমধ্যে ভিড়ের মধ্যে অন্তত চারজনকে সন্দেহ করেছে চোর হিসেবে। উল্কিঅলা ছোকরা তাদের মধ্যে একজন। এছাড়া আরও আছে। এক গর্ভবতী মহিলাকে দেখা যাচ্ছে বারবারই লবির সিসিটিভির দিকে তাকাচ্ছে। জিনস এবং টি শার্ট পরা পূর্ব ইউরোপীয় এক দম্পতিকে বেশ নার্ভাস লাগছে। তারা বারবারই পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করছে। আর ডার্ক-সুট পরা এক লোকও ট্রেসির নজর ফাঁকি দিতে পারেনি। সে একা এবং চুপচাপ। ওকে কেন চোর মনে হচ্ছে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না ট্রেসি তবে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে এ লোক বদ মতলবেই এসেছে আজকের প্রদর্শনীতে। স্রেফ ট্যুরিস্ট হিসেবে নয়।

এরা সোনা চুরির মতলবে এসে থাকলেও ট্রেসি তাদেরকে দোষ দিতে পারে না। কারণ নিরাপত্তার অবস্থা নিতান্তই ঢিলেঢালা, ব্রিটিশ জাদুঘর যেন নিজেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে লুণ্ঠন করার জন্য। জেফকে ও নিজের সন্দেহের কথা বললেও তাকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত মনে হলো না।

'আরে একটু ঝুঁকি নিয়ে দেখিই না। চুরির চেষ্টা করা হলে প্রদর্শনীতে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সবকিছুই তো লুঠ করে আনা।'

কাঁটায় কাঁটায় সকাল এগারোটায় সিলভার ক্লিপ থেকে লাল রশিটি তুলে নেয়ার পরে দর্শনার্থীরা চারটে ডিসপ্লে স্পেসের প্রথমটিতে লাইন বেঁধে ঢুকতে শুরু করল। মেইন এন্ট্রান্সে তাদের হ্যান্ডব্যাগ এবং ব্যাকপ্যাক সার্চ করা হয়েছে, তবে এখানে আর নতুন করে তল্লাশি করা হলো না, লক্ষ করল ট্রেসি। ভিজিটরদেরকে তাদের কোট ক্লোকরুমে রেখে আসার সুযোগ দেওয়া হলো।

ভিজিটররা বিভিন্ন জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখছে– উইপনরি, মুদ্রা, সেরিমনিয়াল জিনিসপত্র ইত্যাদি। মেরোভিনগিয়ান গিফট শপে রেপ্লিকাসহ চাবির রিং এবং 'I Love the British Museum' ছাপঅলা টি শার্ট বিক্রি করা হচ্ছে।

জেফ এবং রেবেকা দর্শনার্থীদের ভিড়ে মিশে এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে ছোটাছুটি করছে। ট্রেসি লেডিস রুম থেকে চলে এলো ফ্রন্ট ডেস্কে।

'ট্রেসি, থ্যাংক গুডনেস। আমাদের ক্রুশিয়ার প্রায় শেষ হয়ে গেছে!' ঘাবড়ে গিয়ে ট্রেসির হাত চেপে ধরল অ্যাগনেস। 'আমার কাছে একশ কপি ছিল। তবে ছয় মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।'

'আমি আপনার জন্য গিফট শপ থেকে কিছু ক্রুশিয়ার নিয়ে আসছি,' বলল ট্রেসি।

'যাবে?' বৃদ্ধার চেহারায় স্বস্তির ছাপ, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়। তুমি একটা লক্ষ্মী মেয়ে।'

ভিড় ঠেলে গিফট শপের দিকে কদম বাড়াল ট্রেসি। কয়েন রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ডার্ক সুট-পরা লোকটিকে আবার দেখতে পেল ও। দুষ্প্রাপ্য ফ্রাংকিশ কয়েনের ডিসপ্লে কেসের ওপর ঝুঁকে দেখছে সে। চেহারায় অখণ্ড মনোযোগ কেমন একটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ট্রেসিকে।

এ লোকটার কথাও জেফকে বলা উচিত ছিল আমার।

গিফট শপ থেকে এক বান্ডিল ক্রুশিয়ার নিয়ে দোকানের দায়িত্বে থাকা মরিস বেন্টলিকে ট্রেসি মাত্র বলেছে সে যেন স্টক রুমকে খবর দেয় আরও মাল আনার জন্য, এমন সময় ঘটনাটি ঘটল। কান ফাটানো শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্ম, সে সঙ্গে যোগ হলো সাইরেন ও ঘণ্টার তীব্র নিনাদ। সব মিলিয়ে সৃষ্ট ইলেকট্রনিক ভাইব্রেশনে গিফট শপের সস্তা মেরোভিনগিয়ান কয়েনগুলো তাদের প্লাস্টিকের ডিসপ্লে কেসে লাফিয়ে উঠে একে অপরের গায়ে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দ তুলল।

'ওরে বাবারে...' হাত দিয়ে কান ঢাকল মরিস বেন্টলি।

'কী হলো?' একটানা উচ্চনাদ ছাপিয়ে ট্রেসি এক স্টাফ সদস্যের কাছে চেঁচিয়ে জানতে চাইল। 'কোনোকিছু চুরি গেছে?'

স্টাফ সদস্যটি ট্রেসির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। চেঁচিয়েই জবাব দিল, 'না। ফায়ার অ্যালার্ম। কোনো বাচ্চার কাণ্ড বোধহয়।'

হয়তো বা তা নয়।

ট্রেসির বুক ধুকপুক করতে লাগল।

আট

'ভয় পাবার কিছু নেই,' জেফের কানের কাছে মুখ এনে চেঁচাল রেবেকা। 'কোনো বাচ্চা ছেলে দুষ্টামি করেছে হয়তো।'

রেবেকার কথা শুনছে না জেফ। আমস্টারডামের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে তার। সেই হিরক-কাটার কোম্পানি। বাতি নিভে গিয়েছিল এবং ঠিক এটার মতো বেজে উঠেছিল অ্যালার্ম। সে এবং ট্রেসি মিলে অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়। আমস্টারডামে ইস্পাতের শাটারগুলো নেমে গিয়েছিল, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সমস্ত দরজা-জানালা, বেরুবার পথ রুদ্ধ। তারপরও লুকালান ডায়মন্ড নিয়ে জেফ এবং ট্রেসি ঠিকই বেরিয়ে আসে নিরাপত্তা রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে।

ওই কাজে গর্ভবতী মহিলার ছদ্মবেশ ধরেছিল ট্রেসি, জেফ সেজেছিল টেকনিশিয়ান। *আজকের ভিড়ের মধ্যেও তো একজন গর্ভবতী নারী আছে!*

ঝড়ের গতিতে চলছে জেফের মস্তিষ্ক। সবচেয়ে সহজে কোন্ জিনিসটি চুরি করা যায়?

সে বেগে ছুটল কয়েনরুমে।

সবকিছুই ঠিকঠাক অবস্থায় আছে। প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ষষ্ঠ শতকের অমূল্য স্বর্ণমুদ্রাটি তালা মারা কাচের বাক্সের মধ্যে বহাল তবিয়তেই রয়েছে। কোনোকিছু নড়ানো বা সরানো হয়নি, কিছু ভাঙেনি অথবা এদিক-ওদিক করা হয়নি। কানে হাত চাপা দিয়ে এক্সিটের দিকে যাচ্ছে ভিজিটররা, তবে তাদের মধ্যে কোনো আতঙ্ক নেই, কেউ ভয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা নাটকীয় আচরণও করছে না। সবশেষে বেরিয়ে গেল সুট পরা এক লোক। সে একমুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে জেফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফলস অ্যালার্ম।'

'আমাদেরও তাই ধারণা।'

আধঘণ্টা বাদে ট্রেসিকে বাইরে দেখতে পেল জেফ। জাদুঘর খালি করতে ভিড়টাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রেট রাসেল স্ট্রিটের দিকে। তবে কেউই চলে যায়নি। জাদুঘরের বাইরে তারা হাঁটাহাঁটি করছে, আড্ডা মারছে। জাদুঘরের বাইরে গিয়ে ঠাট্টা-মশকরায় মশগুল।

'সব ঠিক আছে তো?' জেফকে জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'হুঁ। কোন্ এক নির্বোধ বাথরুমে বসে সিগারেট ধরিয়েছিল।'

'কোনোকিছু তাহলে চুরি যায়নি?'

মাথা নাড়ল জেফ। 'রেবেকা এবং আমি মিলে বারতিনেক সবকিছুর ওপর চোখ বুলিয়েছি। সব ঠিক আছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও কোনো সমস্যার কথা বলেনি।'

'গুড,' ট্রেসি ওকে আলিঙ্গন করল। বিরাট স্বস্তি অনুভব করছে।

প্রদর্শনী যেদিন শেষ হয়ে গেল, মন খারাপ করে বাড়ি ফিরল জেফ।

'বিশ্বাসই হচ্ছে না এক্সিবিশন শেষ।'

'পুওর বেবি।'

ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল ট্রেসি। ঈষৎ ফুলে ওঠা পেট চেপে ধরল পিঠের সঙ্গে। ইদানীং শরীরটা বড্ড দুর্বল লাগছে, ডা. অ্যালান ম্যাকব্রাইডের মতে এটি প্রেগন্যান্সির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। সকালে ওর বমি বমি লাগে, খাবারে কেমন গন্ধ ঠেকে। তবে এসব পাত্তা দিচ্ছে না ট্রেসি। আজ রাতে সে জেফের জন্য বিশেষ ডিনার রেঁধেছে—স্প্যাগেটি কারবোনারা। বেকন, চিজ আর ক্রিমের গন্ধে ম ম করছে রান্নাঘর।

'তোমার মন ভালো করার জন্য একটা জিনিস এনেছি।'

জেফকে নিয়ে সে ড্রইংরুমে ঢুকল। উঁচু ছাদের, জর্জিয়ান স্টাইলের লিভিংরুম, প্রশস্ত ওক কাঠের মেঝে এবং অরিজিনাল স্যাশ উইন্ডো তাকিয়ে আছে সামনের বাগানের দিকে।

'তোমাকে দেখেই আমার মন ভালো হয়ে গেছে,' সোফায় গা এলিয়ে দিল জেফ। 'আজ কেমন বোধ করছ, সুন্দরী?'

'ভালো আছি,' বরফ এবং লেবুসহ জিন অ্যান্ড টনিকের একটি গ্লাস ওর হাতে ধরিয়ে দিল ট্রেসি। 'তবে এ জিনিসটা তোমার মন আরও প্রফুল্ল করে তুলবে। আমার অন্তত তাই ধারণা।'

সে পকেট থেকে চামড়ার ছোট একটি বাক্স বের করে একটু নার্ভাস ভঙ্গিতেই জেফকে ওটা দিল। ও জানে এ উপহারটি জেফের পছন্দ হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। তবে জেফকে খুশি করতে ওর ভীষণ মন চাইছিল। এ উপহারটি হয়তো ওদেরকে পুরনো দিনের মজা এবং উত্তেজনার সামান্য ছোঁয়া দেবে।

'এ জিনিসটা জোগাড় করতে ম্যালা ঝামেলা হয়েছে আমার।'

বাক্সটি খুলল জেফ। ট্রেসি খুশি হয়ে গেল দেখে জেফের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

'তুমি এ জিনিস কোথায় পেলে?'

মুচকি হাসল ট্রেসি। 'তোমার কী মনে হয়?'

'মাই গড,' হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল জেফ। 'এটা আসল জিনিসটা, তাই না? আমি এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম এটা বোধহয় নকল।'

'নকল? প্লিজ,' অপমানিত হয়েছে ট্রেসি। 'নকল জিনিস জোগাড় করে সাধারণ লোকজন। তোমার জন্য সেরাটা।'

সিধে হলো জেফ। ট্রেসি ভাবল ওকে বোধহয় চুমু খাবে ওর স্বামী কিন্তু যখন মুখ তুলে তাকাল ও দেখল রাগে জেফের চোখ জ্বলছে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' ট্রেসির মুখের ওপর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কয়েনটি নাচাল সে। ওর হাতে সিনেথ্রিথ অব মার্সিয়ার সিলভার কয়েন, ব্রিটিশ জাদুঘরের অন্যতম দুর্লভ সম্পদ। 'তুমি এটা চুরি করেছ।'

'হ্যাঁ, করেছি। তোমার জন্য।' হতভম্ব দেখাল ট্রেসিকে। 'আমি জানি এটার মূল্য তোমার কাছে কতটা। তাছাড়া তুমি নিজেই বলেছ অ্যাংলো-স্যাক্সনদের কোনোকিছুই লুণ্ঠন ছাড়া অর্জিত হয়নি।'

হাসল ও। তবে জেফ ফিরিয়ে দিল না হাসি।

'সে তো ঠাট্টা করে বলেছিলাম!' বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে ট্রেসির দিকে তাকাল সে। 'তুমি কী করে... কখন...?'

'যেদিন তোমাদের এক্সিবিশন শুরু হলো। জানতাম অন্যান্য স্যাক্সন রুমগুলো পুরোপুরি জনশূন্য থাকবে। সবারই আগ্রহ থাকবে মেরোভিনগিয়ান ট্রেজারের প্রতি। তাই আমি ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে দিই, আলগোছে ঢুকে পড়ি দক্ষিণ উইংয়ে এবং তারপর ওয়েল... আমি এটা নিয়ে নিই। ওই কাচের বাক্সগুলোতে অ্যালার্ম সিস্টেম পর্যন্ত ছিল না।' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল ট্রেসির কণ্ঠে। 'ভাবখানা যেন এটা তো এলগিন মার্বেল কিংবা রোসেন্ডা স্টোন, কাজেই কে গ্রাহ্য করে।'

'সবাই গ্রাহ্য করে!' রাগে গরগর করে উঠল জেফ। 'আমি করি। ওই কেসগুলো তো তালা মারা ছিল। তুমি চাবি পেলে কীভাবে?'

ট্রেসি ওর দিকে তাকাল। যেন জেফ পাগলের মতো কথা বলছে।

'আমি তোমার চাবি নকল করেছি! আমি কয়েনটার ছবি বের করেছি গুগল ঘেঁটে, যখন শুনলাম ওটা তোমার খুব প্রিয় একটি জিনিস। ইস্ট এন্ডের এক অখ্যাত জুয়েলারকে দিয়ে কয়েনটির একটি কপি বানিয়েছি। তারপর আসলটা সরিয়ে নকলটা ওখানে রেখে দিয়েছি। সহজ কাজ।'

মুখের রা হারিয়ে ফেলেছে জেফ।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে রাগ হলো ট্রেসির। স্পর্ধিত কণ্ঠে যোগ করল, 'এবং একটা কথা কী জানো? কেউ পার্থক্যটা ধরতেই পারেনি। তুমি ছাড়া ওটার দিকে কেউ তাকায়নি পর্যন্ত। তাহলে এটা তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি কী?'

'কারণ এটা আমার জিনিস নয়! 'চেঁচিয়ে উঠল জেফ। 'এটা দেশের সম্পদ। এটি রক্ষা করার ভার দেওয়া হয়েছিল আমাকে বিশ্বাস করে, ট্রেসি। আর এখন আমার বউ, আমার নিজের স্ত্রী, ওটা চুরি করে এনেছে!'

'আমি ভাবলাম তুমি খুশি হবে,' অশ্রু উপচে পড়ল ট্রেসির চোখে।

'কিন্তু আমি খুশি হইনি।'

জেফের এহেন প্রতিক্রিয়ার মানে বুঝতে পারছে না ট্রেসি। বিশেষ করে জিনিসটা জোগাড় করার জন্য এত হ্যাপা পোহানোর পরে। *এ ধরনের কাজে সফল হলে ও সবসময় গর্ব বোধ করত!* এ ঘটনায় তো কারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। আগের সেই জেফ হলে কত খুশি হতো। ট্রেসি সেই আগের জেফকে চায়।

জেফ হাতে ধরা মুদ্রাটির দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে, মাথা নাড়ছে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। 'রেবেকা বলেছিল প্রদর্শনী উদ্বোধনীর দিনে তোমাকে কেমন অস্থির লাগছিল।' বিড়বিড় করল সে। 'আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা।'

'ওহ্, রেবেকা তোমাকে আবার এসব জিজ্ঞেস করে বুঝি?' খেঁকিয়ে উঠল ট্রেসি। 'খাসা মেয়ে রেবেকা! ছোট্ট, পারফেক্ট রেবেকা নিশ্চয় জাতীয় সম্পদ চুরি করার মতো নিচে নামবে না, তাই না?'

'না, সে এমন কাজ কখনো করবে না,' বলল জেফ।

'কারণ সে আমার মতো অসৎ কন আর্টিস্ট নয়, ঠিক?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেফ। যেন বলতে চাইল ঠিক তাই।

রাগ এবং অপমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ট্রেসির। 'তোমার ছোট্ট গার্লফ্রেন্ডটি হয়তো আমার চেয়ে ভালো–'

'বোকার মতো কথা বলো না,' ধমক দিল জেফ। 'রেবেকা আমার গার্লফ্রেন্ড নয়।'

'তবে সে যদি আমার চেয়ে ভালো হয় তাহলে তোমার চেয়েও ভালো হবে, জেফ। ভুলে গেলে তুমি কী? তুমি একজন কন আর্টিস্ট, জেফ স্টিভেন্স। একজন ঠগবাজ। এখন হয়তো অবসরে গিয়েছ কিন্তু জীবনের একুশ বছর তুমি নানান অপরাধ করে বেড়িয়েছ, বন্ধু! কাজেই আমার কাছে সাধু সাজতে এসো না...'

হঠাৎ থেমে গেল ট্রেসি, যেন মিউজিক্যাল চেয়ার খেলতে গিয়ে একটি বাচ্চা অকস্মাৎ নিথর হয়ে পড়েছে।

'কী?' বলল জেফ।

ট্রেসি কটমট করে ওর দিকে তাকাল, চক্ষু বিস্ফারিত এবং মরিয়া চাউনি, যেন একটা খরগোশ, তাকে এক্ষুণি গুলি করা হবে। তারপর সে নিচের দিকে

তাকাল। টকটকে লাল রক্ত ওর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে কাঠের মেঝের ওপর।

ফোঁপাতে লাগল ট্রেসি।

'অলরাইট, সুইটহার্ট, ভয় পেয়ো না,' জেফ কয়েনটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। এ তার ট্রেসি। এর এরকম অবস্থায় রাগারাগি করা মোটেই উচিত হয়নি। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। শুয়ে পড়ো।'

ফোনের দিকে ছুটে গেল জেফ। 'আমার একটি অ্যাম্বুলেন্স লাগবে। হ্যাঁ। ৪৫ ঈটন স্কোয়ার। যত দ্রুত সম্ভব, প্লিজ।'

নয়

বসন্তে বেলগ্রাভিয়া অপরূপ ফুটে ওঠে। ঈটন স্কোয়ার থেকে হাইড পার্কের দিকে যেতে যেতে তাই ভাবছিল জেফ স্টিভেন্স। জর্জিয়ান রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়ানো চেরি গাছগুলোয় ফুল ফুটেছে, যেন সাদা রঙের বিস্ফোরণ ঘটেছে। সাদা রঙের অট্টালিকার বহির্ভাগ ঢাকা সাদা চেরি ফুলে, ফুটপাত ঢেকে আছে বরফ সাদা ফুলের কার্পেটে। হঠাৎ বৃষ্টি চেস্টার এবং বেলগ্রেভ স্কোয়ারের ঘাসগুলোকে জ্যান্ত সবুজ করে তোলে, জ্বলজ্বল করে জ্বলে। লন্ডনের দীর্ঘ, নির্দয়, ধূসর শীতকালের সমাপ্তি ঘটেছে বলে মানুষ খুব খুশি, তারা যেন ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন।

তবে জেফ এবং ট্রেসি স্টিভেন্সের জীবনের ধূসর শীতকালের স্থায়ীত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। ট্রেসির মিসক্যারেজ ওদের দুজনকেই সাংঘাতিক আঘাত করেছিল। জেফ অপরাধবোধে ভুগেছে। তার ধারণা সেদিন ওই মরার মার্সিয়ান কয়েন নিয়ে ট্রেসির সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করলে এসব কিছুই ঘটত না। সে কয়েক মাস আগে গোপনে কয়েনটি জাদুঘরে যথাস্থানে রেখে এসেছে। কেউ টেরই পায়নি ওটা চুরি গিয়েছিল। তবে ট্রেসির সঙ্গে তার সম্পর্কের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা আজও পূরণ হয়নি।

ওরা এখনও একে অপরকে ভালোবাসে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কয়েনের ঘটনাটি দুজনকেই বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। হয়তো ট্রেসির মা হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা ওদের দুজনকেই আড়াল করে ফেলেছিল কিংবা জেফের নতুন চাকরি? যেখানে বুঁদ হয়ে থাকত জেফ। নাকি দুটোই? কারণ যা-ই হোক না কেন বটম লাইন ছিল এটাই যে জেফ তার কন জীবন ছেড়ে দেওয়ার পরে পুরোপুরি বদলে যায়। কিন্তু ট্রেসি বদলায়নি।

এমন নয় যে ট্রেসি অপরাধ করা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেটা সে চাইলেই করতে পারত। স্যাক্সন কয়েন চুরি করা স্রেফ বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা মাত্র, এটি পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছেই তার ছিল না। তবে বিষয়টি তার চেয়েও বেশি, ওটা ছিল তার আইডেনটিটি, নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সে পুরোপুরি ত্যাগ করতে চায়নি। জেফ দেরিতে হলেও তা বুঝতে পেরেছে।

তার এখনও আশা একটি সন্তান হলেই ট্রেসির শূন্যতা কেটে যাবে, অ্যান্টিকুইটির জন্য যে আবেগ জেফের শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে। ওরা অনেক আশা নিয়ে IVF শুরু করেছিল। কিন্তু একটি চক্র ব্যর্থ হয়, তারপরে দ্বিতীয়টি,

জেফ অসহায়ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখে তার স্ত্রীর চোখমুখে হতাশার ছাপ দিনদিন গাঢ় হয়ে উঠছে, যেন শরীরে গজিয়ে ওঠা একটি টিউমারকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না।

জেফ ভালোবাসা দিয়ে ভরাট করে দিতে চেয়েছে ট্রেসিকে। সে কাজ থেকে আগে আগে বাড়ি ফিরে আসে, ওকে নিয়ে রোমান্টিক ভ্যাকেশনে বেরিয়ে পড়ে, ছোট ছোট তবে তাৎপর্যপূর্ণ সব উপহার নিয়ে ওকে চমকে দেয় নিউ অর্লিন্সের একটি ভিন্টেজ অয়েল পেইন্টিং, যেখানে বড় হয়ে উঠেছিল ট্রেসি; ফ্ল্যামেঙ্কোর ইতিহাস নিয়ে লেখা চামড়া দিয়ে বাঁধানো চমৎকার একটি বই। এ নাচটি নাচতে গিয়েই জেফ এবং ট্রেসি প্রথমে প্রেমে পড়েছিল; হুইস্টবি কোস্ট থেকে আনা একজোড়া জেট ইয়ার রিং, যেখানে এক হতচ্ছাড়া হোটেলে ওরা দুজনে মনে রাখার মতো একটি সপ্তাহ কাটিয়েছিল। ওখানকার বুনো মুরল্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ট্রেসি।

এসব ছোটখাটো উপহার ট্রেসির হৃদয় ছুঁয়ে যায় তবে তার মলিন বদনখানার মালিন্য দূর হয় না।

'মনে হয় সে ডিপ্রেশনে ভুগছে,' মিউজিয়াম ক্যাফেতে চা খেতে খেতে ট্রেসি সম্পর্কে একদিন মন্তব্য করে বসল রেবেকা। 'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ে জেফ। 'ট্রেসি এসব বিষয় নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না।'

'বুঝলাম। তবে তুমি পছন্দ কর বা না-ই কর, মানসিক অসুস্থতা কিন্তু ঘটেই।' বলল রেবেকা। 'কারও সঙ্গে কথা বললে ওর হয়তো উপকার হতো।'

'আমি তো আছিই কথা বলার জন্য,' বলল জেফ। তার কণ্ঠে হতাশার সুর টের পেল রেবেকা।

'হয়তো এমন কোনো কথা আছে যা সে তোমাকে বলতে পারে না,' টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জেফের হাতে মৃদু চাপ দিল রেবেকা।

রেবেকা মর্টিমার অনেক চেষ্টা করেছে যাতে জেফ স্টিভেন্সের প্রতি সে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। কারণ ব্যাপারটা মোটেই ভালো দেখাবে না। কিন্তু ওর সঙ্গে কয়েকমাস ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পরে জেফের দারুণ সুন্দর ধূসর চোখ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল আর উষ্ণ, সংক্রামক হাসির আর্কষণ সে কিছুতেই এড়াতে পারছে না দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এমন একজন মহিলা যে হতাশায় ভুগছে, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে, স্বামীর কাজের প্রতি যার কোনোরকম শ্রদ্ধাবোধ নেই, এরকম স্ত্রী থাকার চেয়ে না থাকাও ভালো। রেবেকা যদি জেফের মতো স্বামী পেত, মাথায় তুলে রাখত।

জেফ মুখ তুলে চাইল, যেন ওর ভেতরে হঠাৎ কী একটা ঘটে গেছে। 'আমার মনে হয় কী জানো? ও বোধহয় কোনো ডাক্তার দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাকে বলতে শরম পাচ্ছে। এতে অবশ্য অনেক কিছু বোঝা যায়।'

'কী বোঝা যায়?' জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

'ও... ইদানীং কেমন একটু চাপা স্বভাবের হয়ে উঠেছে। আজকাল কোথায় কোথায় যেন যায় কিন্তু আমাকে বলে না। দেরি করে বাসায় ফেরে। তবে তখন ওকে বেশ হাসিখুশি দেখি। মনে হয় অনেকখানি ভারমুক্ত।'

রেবেকা নিরবে মাথা ঝাঁকাল। মনে মনে বলল *ওয়েল, ওয়েল আমি ভাবছি পারফেক্ট মিসেস স্টিভেন্সের কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা?* জেফের মনে অবশ্য এরকম চিন্তাই কখনো আসবে না। সে তার বউকে রীতিমতো পূজা করে। হয়তো দেবী ট্রেসির তার বেদি থেকে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সময় চলে এসেছে।

জেফ পার্কে পৌঁছে গেছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে সে হেঁটেই কর্মস্থলে যায়। তবে আজ দেরি হয়ে গেছে। সে লাফ মেরে উনিশ নম্বর বাসে উঠে পড়ল।

অফিসে ওকে স্বাগত জানাল রেবেকা। জাদুঘরের তিনতলায় সে এবং জেফ মিলে একটি ঘরে বসে। ওটাই ওদের অফিস। অফিস মানে অতি সরু ক্লজিটের মতো একটি জায়গা, একখানা ডেস্ক আর পাশাপাশি দুটো চেয়ার কোনোমতে বসানো গেছে।'হেই,' রেবেকা ওর হাতে এক কাপ কফি দিল। কড়া, কালো কফি। জেফের পছন্দ।

'হেই।'

শরীর কামড়ানো কালো জিনস আর বটল গ্রীন স্লিভলেস টপে দুর্দান্ত লাগছে রেবেকাকে। ওকে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে, লক্ষ করল জেফ। আরও খেয়াল করল রেবেকার মুখখানা কেমন ভার হয়ে আছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে, জেফের চোখে যাতে চোখ না পড়ে যায় সে চেষ্টা করছে।

'কী হয়েছে?'

'কিছু না। সেই কেলটিক পাণ্ডুলিপিগুলোর জন্য আমি আলাদাভাবে দুটো মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। ভাবলাম আমরা–'

'কেলটিক শেমেলটিক,' বলল জেফ। 'আমার সঙ্গে বাজে বোকো না। কী হয়েছে সেটা বলো?'

অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাতে হেলান দিল রেবেকা। 'কথাটা বললে তুমি আমার ওপর খুব রাগ করবে।'

বিস্ময় ফুটল জেফের চেহারায়। 'তোমার ওপর আমি রাগ করব না। রাগ করতে যাবই বা কেন?'

'জানি না। লোকে তো দূতকেই গুলি করে, না? আমি চাই না তুমি ভাব আমি গসিপ করছি। তবে আমি... তোমাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তোমাকে কেউ মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে এ ব্যাপারটি আমি সহ্য করতে পারছি না।'

জেফের কপালে ভ্রুকুটি পড়ল। 'ঠিক আছে। এখন বলো ঘটনা কী?' জাদুঘরের কেউ কি জেফ সম্পর্কে আড়ালে আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে? কেউ কি ওর পেছনে লেগেছে? হতেও পারে। একজন অ্যামেচার হিসেবে সে সিনিয়র পজিশন ধরে রেখেছে এটা কারও কারও গাত্রদাহের কারণ হতেই পারে। হয়তো তার কোনো সহকর্মী—

'ঘটনা ট্রেসিকে নিয়ে।'

জেফের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত কিছু দংশন করেছে।

'ট্রেসির ব্যাপারে কী?'

'গত সপ্তাহে তুমি আমাকে বলেছিলে ট্রেসি একরাতের জন্য ইয়র্কশায়ারে গিয়েছিল। কোনো একটা ওয়াকিং ট্যুর।'

'হুঁ,' বলল জেফ।

'না, সে যায়নি,' বলতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে গেল রেবেকার। 'আমি ওকে দেখেছি।'

'তুমি ওকে দেখেছ মানে? কোথায়?'

'লন্ডনে। পিকাডিলিতে। আমার মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সেদিন আমি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে আছে? আমি ট্রেসিকে দেখেছি একটি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে এক লোক। ওরা খুব হেসে হেসে কথা বলছিল এবং—'

একটা হাত তুলল জেফ। 'তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে। হয়তো দূর থেকে ওর মতো কাউকে দেখেছ।'

'আমি দূরে ছিলাম না,' আস্তে আস্তে কথা বলছে রেবেকা, জেফ চটে যায় কিনা সে ভয়টা প্রবলভাবে কাজ করছে মনে। 'আমি ওখানে ছিলাম। মেয়েটা ও-ই ছিল, জেফ। আমাকে লক্ষ করেনি কারণ লোকটাকে নিয়ে ও খুবই ব্যস্ত ছিল।'

চেয়ার ছাড়ল জেফ। 'কথাটা বলে ভালোই করেছ,' তার মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'আমি রেগে যাইনি কারণ জানি তুমি ভালোর জন্যই এসব বলেছ। তবে আমি নিশ্চিত তুমি ভুল দেখেছ। গত হপ্তায় ট্রেসি ইয়র্কশায়ারে ছিল। আমি এখন ম্যানুসক্রিপ্ট রুমে যাব। অলরেডি কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে গেছে।'

রেবেকা একপাশে সরে দাঁড়াল, জেফ বেরিয়ে গেল, পেছনে সজোরে বন্ধ করল দরজা।

'*ধ্যাত্তেরি*,' মনে মনে বলল রেবেকা।

দশ

পরবর্তী তিনটি সপ্তাহ নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে গেল জেফ। রেবেকা ওকে যা বলেছে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বারবারই মন চেয়েছে ট্রেসিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। নাহ্‌, সে রেবেকাকে অবিশ্বাস করছে না। তার মনে হচ্ছে এটা একটা ভুল। এবং এটা ভুল হতেই হবে। ট্রেসি যেন তাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে। আর এ আশ্বস্তিটুকু সাংঘাতিকভাবেই কামনা করছে জেফ যেভাবে ফুলের দরকার হয় সূর্যালোক এবং জল। তবু ওকে প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না। যখনই ভেবেছে বলবে, লুইজির কথা ভিড় করেছে মনে।

লুইজি হলান্ডার, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী যার বাবা ছিল মধ্য আমেরিকার অর্ধেক দেশের মালিক। সে ছিল জেফের প্রথম স্ত্রী। জেফকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল লুইজি, ওকে রীতিমতো ধাওয়া করে বেড়াত। শেষে বিয়েতে মত দিয়েছিল জেফ। লুইজিকে সে সত্যি ভালোবাসত, তার ধনসম্পদের বিষয়টি এখানে মুখ্য ছিল না। লুইজির পরকীয়ার বিষয়ে যখন কানে আসে জেফের, ব্যাপারটি পাত্তাই দেয়নি। ভেবেছে লুইজির নাক সিটকানো বড়লোক বন্ধুরা ওদের বিয়েতে ভাঙানি দিতে চায়। তবে শীঘ্রী ফিসফিস গুজব বজ্রের শব্দ তুলে যখন আছড়ে পড়ে জেফের গায়ে, সত্যের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না।

লুইজি হলান্ডার জেফের হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনোদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কে জড়াবে না। এরপর তার সঙ্গে ট্রেসির পরিচয় হয় এবং জেফ বুঝতে পারে সে আসলে লুইজিকে কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে ভালোবাসতে পারেনি। ট্রেসি ছিল জেফের দুনিয়া, ট্রেসি ছিল তার কাছে তার হারানো মায়ের মতো, যে প্রেমিকার জন্য সে স্বপ্ন দেখত, এক স্প্যারি পার্টনার যার মতো মানুষ সে জীবনে খুঁজে পাবে না।

ট্রেসি আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে না। প্রতারণা করতে পারবেই না।

ট্রেসি আমাকে ভালোবাসে।

রেবেকার নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে।

তারপরও ট্রেসির যেন কী হয়েছে। রেবেকা ওকে ট্রেসি সম্পর্কে বলার অনেক আগে থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে জেফ। ও জেফের সঙ্গে অনেকদিন

ডিনারে যায়নি, হঠাৎ হঠাৎ একা ঘুরতে গেছে, এবং সেক্সের ব্যাপারেও তার অনীহা লক্ষণীয়।

রেবেকা তার বোমা নিক্ষেপের দুই সপ্তাহ বাদে জেফ অবশেষে সাহস পেল ট্রেসির ইয়র্কশায়ার ভ্রমণের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার। ওরা তখন বিছানায়, বই পড়ছে, এমনসময় প্রসঙ্গ উত্থাপন করল জেফ।

'তুমি যে ক'দিন আগে ঘুরতে গিয়েছিল, একা লাগেনি?'

'একা লাগবে কেন?' ট্রেসি একটা ভুরু তুলল। 'না তো! কেন বলো তো?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম,' জেফ এগিয়ে গেল কাছে, ওকে জড়িয়ে ধরল। 'হয়তো তুমি আমাকে মিস করেছিলে।'

'ওটা তো মাত্র এক রাতের ব্যাপার ছিল, ডার্লিং।'

'তবে আমি তোমাকে মিস করেছি,' সে ওর নগ্ন পিঠে হাত চালিয়ে কোমরের কাছে নিয়ে এলো। আঙুল ঢুকিয়ে দিল এলি ম্যাকফারসন পেন্টির ভেতরে। 'আমি তোমাকে এখনও মিস করি, ট্রেসি।'

'মানে?' হেসে উঠল ট্রেসি। শরীর বাঁকা করে ওর হাতের কবল থেকে রক্ষা পেতে চাইছে। 'আমি তো তোমারই আছি। এই তো এখানে।'

সত্যি কি আছ? মনে মনে বলল জেফ।

ট্রেসি নিভিয়ে দিল বাতি।

অফিসে এখন রেবেকার সঙ্গে কাজ করতে কেমন অস্বস্তি লাগে জেফের। মেয়েটির ওপর রাগ করবে না বললেও অবচেতনভাবে এই সুন্দরী ইন্টার্নির ওপর সে খানিকটা খেপে আছে। রেবেকা ট্রেসির ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়েছে। ভুল, ভুল, ভুল। তবু সে জেফের মনে একটা সন্দেহের বীজ রোপণ করে দিয়েছে যেটি মরতে রাজি নয়। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যেভাবেই হোক রেবেকা ওর মনের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে ব্রিটিশ মিউজিয়াম কিংবা ইটন স্কোয়ার কোথাও শান্তি পাচ্ছে না জেফ।

এক বর্ষণমুখর সকালে জেফ তার অফিসে ঢুকল কাকভেজা হয়। ছাতা আনতে ভুলে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে দেখে রেবেকা তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে।

'কী ব্যাপার?'

কার্ডবোর্ডের বাক্সটিতে শেষ বইটি ঢুকিয়ে দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর হাতে একটি সাদা খাম ধরিয়ে দিল রেবেকা। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে।

'নো হার্ড ফিলিংস, বস। তোমার সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো সময় কেটেছে আমার। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি এভাবে চলতে পারে না।'

'কী চলতে পারে না?' বলল জেফ। খেয়াল করল একটু বেশিই মেজাজ দেখাচ্ছে ও। 'তুমি রিজাইন দিচ্ছ নাকি?'

'আমি চলে যাচ্ছি,' বলল রেবেকা।

'আমার কারণে?' এই প্রথম অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো জেফ।

'তুমি মানুষটা খুব ভালো,' বলল রেবেকা ওকে। তারপর জেফকে অবাক করে দিয়ে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেল। স্বল্পস্থায়ী চুম্বন তবে তাতে আন্তরিকতার কমতি নেই কোনো। জেফ বিব্রত বোধ করল কারণ রেবেকার নরম ঠোঁটের স্পর্শ তাৎক্ষণিকভাবে ওর ভেতরে কাম ভাব জাগিয়ে তুলেছে। 'দ্যাখো...' বলতে গেল ও।

মাথা নাড়ল রেবেকা। 'কিছু বলো না, প্লিজ।' সে একটি ডিস্ক দিল জেফকে। 'আমি যাওয়ার পরে এটি দেখো। আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে, তোমার কাছে তো আমার নম্বর আছেই।'

জেফ চিঠি এবং ডিস্ক হাতে নিয়ে ভোম্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সে কিছু বলার আগেই দেখল চলে গেছে রেবেকা।

নিজেকে হঠাৎ খুব হতাশ এবং বিপর্যস্ত লাগল জেফের। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। বাইরে তখনও তুমুল বাদল। মাথার উপরের ছোট জানালাটির কাচে বুলেটের শব্দ তুলে আঘাত হানছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা।

জেফ কম্পিউটারের সুইচ অন করে ডিস্কটি ভেতরে ঢোকাল।

দশ মিনিটের মধ্যে সে ফুটেজটি পাঁচবার দেখল। তারপর রেবেকার চিঠি পড়ল।

খাড়া হলো জেফ, পা জোড়া বড্ড দুর্বল ঠেকল। অফিসের দরজা খুলল ও, হাঁটা দিল করিডোর লক্ষ করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বৃদ্ধি পেল গতি, প্রথমে জগিংয়ের ভঙ্গিতে, তারপর রীতিমতো দৌড় শুরু করল। এলিভেটরে ওঠার অপেক্ষা না করে দক্ষিণের সিঁড়ি বেয়ে একেকবারে দুই ধাপ করে নামতে লাগল ও লাফিয়ে লাফিয়ে।

'রেবেকা মর্টিমারকে দেখেছ?'

ফ্রন্ট ডেস্কের মেয়েটি ওকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে হকচকিয়ে গেছে।

'হ্যালো, মি. স্টিভেন্স। সব ঠিক আছে তো? আপনাকে–'

'রেবেকা!' হাঁপাচ্ছে জেফ। 'ওকে কি বিল্ডিং থেকে বেরুতে দেখেছ?'

'জী। ক্যাফের একজনকে বিদায় বলে হাত নাড়ল। তবে মাত্রই সে বেরিয়েছে। টিউবের দিকে গেছে বোধহয়...'

জেফ ডাবলডোরের দিকে ছুট লাগাল।

মেরিলবোন হাইস্ট্রিট ধরে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেসি ফুরফুরে মেজাজে। ঝুম বৃষ্টি ঠেকাতে হাতে একটি ফিনফিনে ছাতা। ছাতাটি ওকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে খুব একটা

রক্ষা করতে পারছে না তবু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ট্রেসির। ঝমঝমে বর্ষণ গ্রাহ্য না করেই জোরকদমে হেঁটে চলেছে সে। অনেকদিন পরে মনটা ভালো লাগছে ওর। রাস্তার চারপাশে একবার নজর বুলাল ট্যাক্সিক্যাবের জন্য।

কতদিন পরে মনটা এমন প্রফুল্ল লাগছে নিজেও জানে না ট্রেসি। অসুখী থাকতে থাকতে একটা সময় বুঝে উঠতে পারছিল না নিজেকে নিয়ে সে কী করবে। তার মনের একটি অংশ জেফের জন্য অপরাধবোধে ভোগে। সন্তান হারানোর পরে ট্রেসির শোক বুঝবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল জেফ। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। অবশ্য এ জন্য জেফকে দোষারোপ করা যায় না।

কিন্তু দোষ তো আমারও নয়। আমি যা সেজন্য তো আমি দায়ী নই। আর আমার যা প্রয়োজন তা থেকে তো নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি না।

অ্যালান ওকে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু জেফ কখনোই তা পারেনি।

ট্রেসি আজ আবার অ্যালানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। অ্যালানের সাহচর্য ওকে সুখী করে তোলে। ওকে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদের পথ দেখায়। এ আশাটুকুই বুকে ধারণ করতে চেয়েছিল ট্রেসি। কিন্তু জেফের সঙ্গে বিয়ের পরে সে দাম্পত্য জীবনের ফাঁদে পড়ে যায় এবং লন্ডনে ফিরে আসে খামাখাই। ৪৫, ঈটন স্কোয়ার। যে বাড়িটিকে ট্রেসি তার স্যাংচুয়ারি করতে চেয়েছিল সেটি হয়ে উঠেছে কারাগার।

তবে আর নয়।

ট্রেসি বাড়ি ফিরছে জেফের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ও নার্ভাসবোধ করছে তবু কথাগুলো বলা দরকার। কথাগুলো বললেই ভারমুক্ত হয়ে যাবে ট্রেসি। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

আর নয় গোপনীয়তা।

এবারে পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার সময় উপস্থিত।

এগারো

ও যখন বাড়ি ফিরল তখন ঘরের বাতিটাতি সব নেভানো। জেফ সাধারণত সাতটা-আটটার আগে অফিস থেকে ফেরে না। আর আজ হয়তো ফিরতে আরও দেরি হবে কারণ ট্রেসি আজ আসবে সে জানে না। অ্যালানের সঙ্গে কতক্ষণ লাগবে জানত না ট্রেসি। তাই ঠিক করেছে জেফকে বলবে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ডিনারে গিয়েছিল।

এটাই হবে ওর কাছে বলা আমার শেষ মিথ্যা কথা, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিদ্ধান্ত নিল ট্রেসি। এখন থেকে আর কোনো লুকোছাপা নয়।

সে মাস্টার বেডরুমের দরজা ধাক্কা মেরে খুলল এবং বরফ হয়ে জমে গেল। এক মুহূর্ত, আসলে বলা উচিত দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, সময় যেন পুরোপুরি নিথর হয়ে গেল। ট্রেসির চোখ তার মস্তিষ্কে মেসেজ পাঠাচ্ছে, তবে কিছু একটা–সম্ভবত তার হৃদয়–সংকেতটাকে মাঝপথে পাকড়াও করে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। *আমি যা দেখছি,* তার মস্তিষ্ক যেন বলছে তাকে, *তা সত্য নয়।*

ট্রেসি একদম নিশ্চুপ এবং স্থির, শ্বাস প্রায় নিচ্ছেই না বলতে গেলে, ফলে জেফের বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল যে ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। যখন সে বুঝতে পারল, অবশেষে চোখাচোখি হলো দুজনের, সে দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে, ট্রেসির উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন রেবেকা মর্টিমার ওকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, বন্দি হয়ে আছে জেফ মেয়েটির কঠিন আলিঙ্গনে।

দুজনেই পোশাক পরা, তবে রেবেকার শার্টের কয়েকটি বোতাম খোলা, আর জেফ তার পিঠে হাত রেখে আবেগময় চুম্বনে ব্যস্ত। জেফ ট্রেসিকে দেখার পরে সরে যেতে চাইল কিন্তু রেবেকা ডুবন্ত নারীর জীবন ভেলার মতো আঁকড়ে ধরে থাকল ওকে।

হাস্যকরই বলতে হবে ট্রেসির মাথায় প্রথমেই যে ভাবনাটি এলো তা হলো *মেয়েটার ফিগার সত্যি খুব সুন্দর।* রেবেকার পরনে স্প্রে-অন জিনস, ওটা যেন জেফ খুলে ফেলে সে জন্য সে ছটফট করছিল। পুরো দৃশ্যটিই একটি ইরোটিক প্লে-র মতো। একধরনের ফিকশন যেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় ট্রেসি। এটা বাস্তব নয়। হতে পারে না।

সত্যিকারের জেফ, আমার জেফ, আমার সঙ্গে অমন কাজ কখনোই করবে না।

এমনসময় রেবেকা ঘুরল, দেখতে পেল ট্রেসিকে এবং এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে ইল্যুশনটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

'তুমি কী করে পারলে?' বিবর্ণ চেহারা নিয়ে জেফের দিকে তাকাল ট্রেসি।

'আমি কীভাবে পারলাম? তুমি কীভাবে পারলে?'

মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে এগোল জেফ। তার সারামুখ এবং ঘাড় লিপস্টিকে জবজবে।

'তুমিই এটা শুরু করেছ!'

'আমি... কী?' কথা বেঁধে গেল ট্রেসির। 'তুমি আমারই বেডরুমে আরেক মহিলার সঙ্গে!'

'কারণ তুমি তোমার ফার্টিলিটি ডক্টরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছ।'

ট্রেসি ওর দিকে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে তাকাল, তারপর চেহারায় ফুটল প্রবল বিতৃষ্ণা।

'এ কথা অস্বীকার করতে পার!' হুংকার ছাড়ল জেফ।

'ইউ মেক মি সিক!' বলল ট্রেসি। ইন্টার্নের সঙ্গে হাতেনাতে ধরা পড়ে জেফ এখন পুরো ব্যাপারটার দোষ ওর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে! 'এসব কদিন ধরে চলছে?'

'এসব কিছুই চলছে না।'

ও রেবেকার দিকে সরাসরি মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। তবে চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটার চোখে ফুটে আছে বিজয় উল্লাস। বহু কষ্টে রাগ সংবরণ করে ঘুরল ট্রেসি এবং ছুটে পালিয়ে গেল।

'ট্রেসি! দাঁড়াও!'

পায়ে জুতো গলিয়ে ওর পেছন পেছন ছুটল জেফ। নিচে নেমে আসতে আসতে শুনতে পেল সদর দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ও এক ছুটে নেমে এলো রাস্তায়। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, পায়ের তলার ফুটপাত পিচ্ছিল।

'ফর গডস শেক, ট্রেসি!' ওর হাত চেপে ধরল জেফ। ট্রেসি হাত ছোটানোর জন্য ধস্তাধস্তি করেও পারল না। 'তুমি কেন ব্যাপারটা স্বীকার করছ না? আমি জানি রেবেকাকে চুমু খাওয়া উচিত হয়নি–'

'চুমু খেয়েছ? তুমি ওর সঙ্গে চুমুর চেয়েও বেশি কিছু করতে যাচ্ছিলে, জেফ। তোমরা আমার বেডরুমে ছিলে, তোমার মুখ লিপস্টিকে মাখামাখি! আমি যদি তখনও ঘরে না ঢুকতাম–'

'কী? তুমি ঘরে না ঢুকলে কী হতো? আমি ওর সঙ্গে বিছানায় যেতাম? যে কাজটি তুমি ডা. অ্যালান ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে করেছ?'

'ইউ আর রিডিকুলাস।'

'আর তুমি একটা মিথ্যাবাদী!' জেফের চোখে জল এসে গেছে। 'আমি ফুটেজটা দেখেছি, ট্রেসি। নিজের চোখে দেখেছি।'

'কীসের ফুটেজ? তুমি এসব কী বলছ?'

'তুমি–, বার্কলি হোটেল থেকে ওই লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে আসছ। ওই হারামজাদার সঙ্গে! তোমরা দুজনে রাত দুটোর সময় একে অপরকে চুমু খাচ্ছিলে। অথচ তুমি বলেছিলে ওইদিন তুমি ইয়র্কশায়ারে গিয়েছ। আমাকে তুমি মিথ্যা বলেছ। এখন আবার বড় মুখ করে আমার বিরুদ্ধে পরকীয়ার নালিশ ফোটাচ্ছ!'

চোখ বুজল ট্রেসি। ওর মনে হচ্ছে ও পাগল হয়ে যাবে। তারপর সে চোখ মেলল। 'তুমি কী দেখেছ আমি জানি না,' বলল ও। 'তবে গত চার বছরে তুমি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আমি বিছানায় যাইনি, জেফ।'

'মিথ্যা কথা, ট্রেসি। তুমি এবং ম্যাকব্রাইড...'

মেজাজ হারিয়ে ফেলল ট্রেসি। 'ওর নাম তুমি উচ্চারণ করবে না! খবরদার! অ্যালান একজন ভালো মানুষ। সৎ লোক। তোমার মতো না। তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে ফিরে যাও, জেফ।'

প্রচণ্ড ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে গেল ট্রেসি।

কয়েক ঘণ্টা চলে গেল কিন্তু বৃষ্টির বেগ কমল না। ট্রেসি কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে নিজেও জানে না। পুরোপুরি আঁধার নেমে এসেছে। অবশেষে নিজেকে গুস্থার হারটগের বাড়ির রাস্তায় আবিষ্কার করল ও। লাল ইটের চমৎকার বাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল। এটি ছিল ট্রেসির জন্য সেফ প্লেস, তার সুখের জায়গা। এখানে জেফের সঙ্গে সে কত সন্ধ্যা কাটিয়েছে কাজের পরিকল্পনা করে, যেসব কাজ করেছে সেগুলো নিয়ে গল্প করে।

আমি এবং জেফ।

গ্রাউন্ডফ্লোরের আলো জ্বলছে। গুস্থার নিশ্চয় তাঁর পড়ার ঘরে বসে রাজনীতি কিংবা শিল্পচর্চার ওপর কোনো বই পড়ছেন। জেফ তাকে বলত লন্ডনের সবচেয়ে শিক্ষিত ধোঁকাবাজ।

জেফ, ড্যাম ওল্ড জেফ। সবখানেই সে আছে।

আজকের সন্ধ্যায় এই প্রথম কান্না পেল ট্রেসির। জেফের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ ওই মেয়েটির ছবি কোনোদিন মুছবে না মন থেকে। *ওরা আমাদের বেডরুমে ছিল। ও মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিল। আমি জানি ও কাজটা করতে যাচ্ছিল। হয়তো এটা সে ইতোমধ্যে বহুবার করেছে।* ট্রেসির ইচ্ছে করছিল

মেয়েটার চোখ গেলে দেয়। কিন্তু নিজেকে সে সামাল দিল। *আমি কেন অন্য মহিলাদের মতো হব যারা এরকম ঘটনার জন্য মেয়েটারই দোষ দেয়? জেফ প্রশ্রয় না দিলে কমবয়েসী একটা মেয়ে কী করে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস পায়? না, দোষ জেফেরই। ও-ই আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে।*

তার মনের ভেতরে ছোট একটি কণ্ঠ সাহস করে স্মরণ করিয়ে দিল সে নিজেও কিন্তু মিথ্যা কথা বলেছে। তবে মাথা ঝাঁকিয়ে ওটা দূর করে দিল ট্রেসি। *রাগটাকে পুষে রাখো*, নিজেকে বলল ও। *ছেড়ে দিয়ো না*।

গুন্থারের বাড়ি গিয়ে তার কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে পারবে না ট্রেসি। বাড়িও ফিরতে পারবে না। তার মনের ভেতরের একটা বুনো, যুক্তিহীন অংশ ওকে অ্যালান ম্যাকব্রাইডের কাছে যাওয়ার জন্য খোঁচাচ্ছে। ওর কাছে গেলেই নিজেকে আশ্চর্য নিরাপদ মনে হয় ট্রেসির। কিন্তু ডা. ম্যাকব্রাইডের পরিবার আছে, নিজের জীবন আছে। মানুষটাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

নিজের রাস্তা আমি নিজেই দেখব, ভাবছে ট্রেসি। তারপর প্রায় সমতল পেটে হাত বুলিয়ে ভাবনাটিকে সংশোধন করল সে।

'সরি, সুইটহার্ট,' জোরে জোরে বলল ও। 'আমি একা নই, আমরা দুজনে মিলে নিজেদের রাস্তা দেখব। তুমি চিন্তা করো না। মাম্মি ঠিক তোমার দেখভাল করবে। মাম্মি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে।'

পরদিন সকালে প্রচণ্ড গা এবং মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে উঠল জেফ। যেন একটা ট্রাকের গায়ে বাড়ি খেয়েছে।

ট্রেসি চলে যাওয়ার পরপরই রেবেকাও চলে গিয়েছিল।

'তুমি বললে আমি রাতটা তোমার সঙ্গে থাকতে পারি,' আশা নিয়ে বলেছিল রেবেকা।

'দরকার নেই। তুমি তোমার বাসায় যাও।' জেফ বলেছিল ওকে। 'আর কাল থেকে কাজে যোগ দিও। মিউজিয়ামের চাকরি ছেড়ে দিতে হলে আমি দেব, তুমি নও।'

আর কিছু না বলে চলে গেছে রেবেকা। জেফ জানে অবশেষে পরিস্থিতি তাকেই সামাল দিতে হবে। তবে একেকটি সমস্যা একেকবারে।

সে ট্রেসির মোবাইলে ফোন দিল। স্বাভাবিকভাবেই ফোন বন্ধ। তারপর ট্রেসির বন্ধুবান্ধব সবাইকে একে একে ফোন করল জেফ। কিন্তু বারো ঘণ্টা পরেও কোনো খোঁজ পেল না ট্রেসির। কারও সঙ্গেই যোগাযোগ হয়নি ট্রেসির। এমনকি গুন্থারের সঙ্গেও নয়।

'আমি বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি,' গুন্থারের কাচের জার থেকে নিজের জন্য ল্যাপরোয়েগ তৃতীয়বারের মতো গ্লাসে ঢেলে নিল জেফ। ঈটন স্কোয়ারে গিয়ে

ঘুমাবার কথা সে এ মুহূর্তে ভাবতেই পারছে না। ট্রেসির শ্রীঘ্রি ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ওদের বেডরুমটা ওর কাছে ক্রাইম সিনের মতো লাগছে। গুন্থার ওকে তাঁর বাসায় একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জেফের গোপন আশা ট্রেসি হয়তো গুন্থারের বাসায় আসবে এবং গুন্থার রেফারির ভূমিকা পালন করতে পারবেন। তারপর আর ওদের মধ্যে সমস্যাটি থাকবে না। ওদেরকে একসঙ্গে থাকতেই হবে। বিকল্প কিছু কল্পনাও করা যায় না।

'ওর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে?'

'ট্রেসি নিজের দেখভাল করতে পারবে,' বললেন গুন্থার। 'তাছাড়া ওর জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছে। বিছানায় অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীকে দেখে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'আমরা বিছানায় ছিলাম না।'

'প্রায় কাছাকাছি অবস্থায় তো ছিলে। ওই হতভাগী বারাঙ্গনাটি কে?'

'ও হতভাগী নয় এবং বারাঙ্গনাও নয়,' বলল জেফ। 'ওর নাম রেবেকা। তবে এখানে ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

একটা ভুরু বাঁকা করলেন গুন্থার। 'কিন্তু দৃশ্যত ট্রেসি তা মনে করে না।'

'যীশাস, গুন্থার, আপনিও? বললামই তো ট্রেসির সঙ্গে একজনের অ্যাফেয়ার চলছে, আমি কোনো পরকীয়া করছি না।'

'হুমম্,' গুন্থারের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'সে কথা বলেছ বটে।'

জেফের সঙ্গে ট্রেসি প্রতারণা করবে এ কথা তিনি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে রাজি নন। হয়তো তিনি এরকম ব্যাপার ঘটতে পারে বলে বিশ্বাসই করতে চান না। গুন্থার হারটগের বয়স হয়েছে এবং তিনি জানেন প্রতিটি মানুষই ব্যভিচার করতে সক্ষম। আর ট্রেসি এবং জেফের মতো পেশাদার কন আর্টিস্টদের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না। এবং ট্রেসিকে ইদানীং ডিপ্রেশনে পেয়ে বসেছিল। হয়তো সে... কে জানে?

'ও আমার কাছে কয়েকমাস ধরে মিথ্যা কথা বলে আসছে,' বলল জেফ। 'গতকাল আমি নিজের চোখে কিছু প্রমাণ দেখেছি। সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ, গুন্থার। আমি আপনাকে বানিয়ে কিছু বলছি না। সত্যটা নগ্নভাবে দেখার পরে আ... আমি রেবেকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।'

'তুমি ওর সঙ্গে আগে কখনোই ঘুমাওনি?'

'কক্ষনো না! আমাকে হয়তো প্রলোভিত করতে চেয়েছিল,' স্বীকার গেল জেফ। 'তবে আমি ওকে কখনো স্পর্শ করিনি।'

'তুমি কি ওর সঙ্গে বিছানায় যেতে,' জিজ্ঞেস করলেন গুন্থার, '...যদি ট্রেসি ওইসময় চলে না আসত?'

‘হয়তোবা,’ বলল জেফ। ‘হ্যাঁ, যেতাম। ট্রেসি আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। ফর গডস শেক! এখন আর এসব প্রসঙ্গ তুলে লাভ কী। ট্রেসি তো চলেই গেছে।’ ঘন, কালো চুলের মধ্যে হতাশায় হাত ঢুকাল জেফ।

‘তোমার কি সত্যি মনে হয় ট্রেসি ওই ডাক্তার ব্যাটার সঙ্গে শুতো?’

‘আমি জানি ও এটা করত,’ কঠোর দেখাল জেফের চেহারা।

‘কিন্তু তারপরও তুমি ওকে ফিরে পেতে চাইছ?’

‘অবশ্যই চাইছি। ও আমার স্ত্রী এবং আমি ওকে ভালোবাসি। যাই কিছু ঘটুক না কেন তারপরও আমি জানি ও আমাকে ঠিকই ভালোবাসে। এই ছোট্ট ঘটনাটি আমাদের দুজনকে একটু ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।’

‘বেশ...’ হাসলেন বৃদ্ধ। ‘যদি তাই হয় তুমি ওর দেখা পাবে। ভয় পেয়ো না, ওল্ড বয়। ট্রেসি ঠিকই চলে আসবে।’

বারো

কিন্তু ট্রেসি দেখা দিল না।

সেদিন নয়, তারপরের সপ্তাহে নয়, তার পরের সপ্তাহেও নয়।

জাদুঘর থেকে ছুটি নিল জেফ। ট্রেসির চেনাজানা সকলের দোরে কড়া নাড়ল। অতীতে ট্রেসি যাদের সঙ্গে কাজ করত, বিভিন্ন কয়েদখানার চ্যারিটি, যেখানে ও দানটান করত, সব জায়গাতেই ফোন করল, এমনকী ট্রেসির পার্সোনাল ট্রেনারও বাদ পড়ল না। কিন্তু কেউ ওর কোনো হদিশ দিতে পারল না।

শেষে জেফ ৭৭ হার্লি স্ট্রিটে গেল একদিন ফুঁসতে ফুঁসতে।

'আমি ডা. অ্যালান ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। হারামজাদা আমার বউকে নিয়ে ঘুমায়।'

ওয়েটিং রুমের মহিলারা তাদের হাতের *কান্ট্রি লাইফ* ম্যাগাজিনের কপিগুলো নামিয়ে রেখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল জেফের দিকে। একেবারে চমকে গেছে। জেফের অন্তত তাই মনে হলো। এদের বেশিরভাগের বয়স চল্লিশের কোঠায়, তারপরও তারা ফার্টিলিটি ক্লিনিকে আসে এবং অনেকেই মুখের চামড়া যাতে ঝুলে না যায় সেজন্য বোটক্স ইনজেকশন নেয়।

'ওরা পরকীয়া করছিল এবং এখন আমি আমার স্ত্রীর কোনো খোঁজখবর পাচ্ছি না,' রিসেপশনিস্টকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেফ। 'আমি জানতে চাই ম্যাকব্রাইড এ সম্পর্কে কী জানে।'

'আপনি খুব আপসেট হয়ে আছেন, স্যার।'

'তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ স্বীকার করতেই হয়।'

'তবে মি. ম্যাকব্রাইড–'

'ব্যস্ত? হ্যাঁ, ব্যস্ত তো থাকবেই।' রিসেপশনিস্টের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে দুপদাপ পা ফেলে এগোল ডাক্তারের অফিসের দিকে।

ঘর খালি। জেফের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। তবে সে গলার স্বর শুনতে পেল। মহিলা এবং পুরুষের। কণ্ঠগুলো শোনা যাচ্ছে রুমের পেছন দিকে সবুজ পর্দা টানা এক্সামিনেশন টেবিল থেকে। লম্বা পদক্ষেপে সেদিকে পৌঁছে একটানে পর্দা টেনে খুলে ফেলল জেফ।

দ্রুত তিনটি জিনিস দেখতে পেল ও।

প্রথমে এক নারীর যৌনাঙ্গ।

দ্বিতীয়ত ওই একই নারীর মুখাবয়ব, একটা বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে, তার চেহারার অভিব্যক্তি বিস্ময় থেকে বদলে গিয়ে বিব্রত হলো এবং সেখানে ভর করল নির্জলা ক্রোধ।

এবং তৃতীয়ত একজন ডাক্তার।

ডাক্তারটির বয়স পঁয়ষট্টি বছর, গাট্টাগোট্টা, সম্ভবত পার্সিয়ান, অনুমান করল জেফ। তবে ইনি যে ডা. অ্যালান ম্যাকব্রাইড নন বোঝাই যাচ্ছে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' মসৃণ গলায় বলল সে। 'ভুল করে এখানে এসে পড়েছি।'

ওয়েটিংরুমে ফিরে এলো জেফ। কটমট করে ওর দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট।

'বললাম না ডা. ম্যাকব্রাইড এখানে নেই। ছুটিতে গেছেন।'

'কোথায়?'

'সেটা জেনে আপনি কী করবেন?'

'কোথায়?' গর্জন ছাড়ল জেফ।

কুঁকড়ে গেল মেয়েটি। 'মরক্কো। তাঁর পরিবারের সঙ্গে।'

ওর তাহলে পরিবারও আছে? বাস্টার্ড!

'ফিরবে কবে?'

রিসেপশনিস্ট নিজেকে সামলে নিল। 'আপনি এখন দয়া করে চলে যান, স্যার। এটা একজন ডাক্তারের অফিস। এবং আপনি আমাদের রোগীদেরকে বিরক্ত করছেন।'

'ম্যাকব্রাইডকে বলো আমি আবার আসব,' বলল জেফ। 'দিস ইজ নট ওভার।'

বাইরে, হার্লি স্ট্রিটে অবসন্নের মতো হাঁটতে লাগল সে। *কোথায় তুমি, ট্রেসি? ঈশ্বরের দোহাই, কোন্ মুলুকে সেঁধিয়েছ তুমি?* সে ঈটন স্কোয়ারে যাওয়ার জন্য একটি ট্যাক্সি নিল। প্রতিদিনই ও কাজটা করে, যদি দৈবাৎ ট্রেসি বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়! বাগানের সামনে, গোলাপ ঝাড়ের উপর এক মহিলাকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুকটা ধক করে উঠল জেফের। তবে সামনে গিয়ে দেখল রমণীটি ট্রেসি নয়।

'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

ঘুরল মহিলা। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, স্বর্ণকেশী, কঠোর একটি মুখ। সংবাদদাতাদের মতো ভাবলেশহীন চেহারা। 'কে আপনি?' নির্দয় গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি জেফ স্টিভেন্স। এটি আমার বাড়ি। আপনি কে?'

মহিলা জেফকে একটি বিজনেস কার্ড দিল। তাতে লেখা *হেলেন ফ্লিন্ট, পার্টনার, ফক্সটনস*।

'আপনি এস্টেট এজেন্ট?'

'হুঁ। জনৈক মিসেস ট্রেসি স্টিভেন্স আমাকে এ বাড়িটি বিক্রি করার হুকুম দিয়েছেন। যদ্দুর জানি তিনি এ সম্পত্তির একমাত্র মালিক। ভুল বললাম?'

'না, ঠিক বলেছেন,' বলল জেফ, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। 'বাড়িটি ট্রেসির নামেই বটে। আপনাকে কবে সে বাড়িটি বিক্রি করার কথা বলেছে জানতে পারি?'

'আজ সকালেই,' চট করে জবাব দিল হেলেন ফ্লিন্ট।

সে তার অ্যানিয়া হিন্ডমার্চ হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে সদর দরজার তালা খুলতে লাগল। এ বাড়িতে জেফের কোনো অংশীদারিত্ব নেই জেনে ওর ওপর তার বেশ বিরক্তি লাগছিল।

'আপনার সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছে?' জানতে চাইল ও। 'মুখোমুখি?'

জেফের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে এজেন্ট একটি কোড নম্বর পাঞ্চ করে অফ করে দিল অ্যালার্ম এবং ঢুকল রান্নাঘরে। সবকিছু একটা নোটবুকে লিখে নিচ্ছে। জেফ তাকে অনুসরণ করল।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি,' মহিলার কনুই চেপে ধরল জেফ। 'আমার স্ত্রী কি আজ সকালে আপনার অফিসে এসেছিল?'

হেলেন ফ্লিন্ট ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তার জুতোয় লেগে থাকা ময়লা-আবর্জনা জেফ। 'আমার হাত ছেড়ে দিন নইলে পুলিশ ডাকব।'

জেফ হাত ছেড়ে দিল। 'আমি দুঃখিত। আমার স্ত্রী গত দুই সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। ওর জন্য ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি।'

'বুঝলাম। তবে আপনাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি আপনার স্ত্রী টেলিফোনে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখোমুখি দেখা হয়নি।'

'ও কোত্থেকে ফোন করেছে বলেছে কিছু?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'না।'

'অন্তত কোনো নম্বর নিশ্চয় আপনাকে দিয়েছে?'

'না, দেননি। একটা ই-মেইল অ্যাড্রেস দিয়েছেন। বলেছেন ই-মেইলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।' আরেকটি কার্ডের পেছনে এজেন্টটি হিজিবিজি কিছু একটা লিখল। 'নাউ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, মি. স্টিভেন্স, আই রিয়েলি মাস্ট গেট অন।'

কার্ডখানা দেখল জেফ। এটা একটা হট মেইল অ্যাড্রেস। এ ঠিকানা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

‘ও যদি আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে, মিস ফ্লিন্ট, দয়া করে বলবেন আমাকে যেন একটা খবর দেয়। বিষয়টি সাংঘাতিক জরুরি।’

রিয়েল এস্টেট এজেন্ট জেফের দিকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ একটাই হতে পারে *তোমার জরুরি হলে আমার কী? আমার কাছে তো জরুরি নয়।*

জেফ গেল গুন্থারের বাসায়।

‘যাক অন্তত এটুকু জানা গেল যে ও বেঁচে আছে এবং সহিসালামতেই আছে।’ ডিনারে বসে গুন্থার জেফকে চাঙ্গা করার জন্য কথাটি বললেন।

‘বেঁচে আছে, ভালো আছে এবং আমাদের বাড়িটি বিক্রি করে দিচ্ছে,’ বলল জেফ। ‘ও আমাদের জীবনটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলছে, গুন্থার। আমার সঙ্গে কথা না বলেই। এটা ঠিক হচ্ছে না। এ ট্রেসিকে তো আমি চিনি না।’

‘আমার মনে হয় ও এখনও ব্যথাটা ভুলতে পারেনি।’

‘আমিও না!’

গুন্থারের খুব কষ্ট লাগল দেখে জেফ প্রাণপণে চেষ্টা করছে চোখের জল চেপে রাখতে।

‘ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে,’ অবশেষে বলল সে। ‘পেতেই হবে। কিছু একটা ব্যাপার আছে যা আমি মিস করে গেছি।’

তেরো

রেবেকা মর্টিমার শুতে যাবে এমনসময় তার অ্যাপার্টমেন্টের বেল বেজে উঠল।

'কে?'

'আমি,' ভেসে এলো জেফ স্টিভেন্সের কর্কশ, গম্ভীর কণ্ঠ। রেবেকার বুক লাফিয়ে উঠল। 'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার।'

দরজা খুলল রেবেকা।

'জেফ! কী সৌভাগ্য আমার!'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

রেবেকার পেছন পেছন ওর লিভিংরুমে ঢুকল জেফ। ঘরে আধখাওয়া কফির কাপ এবং কেলটিক ম্যানুসক্রিপ্টের উপর বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। রেবেকা মাত্রই গোসল করেছে। চুল ভেজা। পরনের নাইটশার্টের ভেজা অংশ চামড়ার সঙ্গে সেঁটে আছে। রেবেকা সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল। ফরসা, পেলব উরু দৃশ্যমান হলো। ওদিকে না তাকানোর চেষ্টা করল জেফ।

'তুমি যে ডিস্কটি আমাকে দিয়েছিলে,' বলল জেফ, 'ট্রেসি এবং ম্যাকব্রাইডের ফুটেজ। ওটা কোথায় পেয়েছ?'

এক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাল রেবেকাকে। তারপর বলল, 'তাতে কিছু আসে যায়?'

'আমার কাছে আসে যায়।'

ইতস্তত করছে রেবেকা। 'তোমাকে আমি তা বলতে পারব না।'

'কেন পারবে না?'

'তাহলে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। বিষয়টি একটু জটিল তবে... আমার কথার ওপর তোমার বিশ্বাস রাখতে হবে।'

এবারে জেফের দ্বিধান্বিত হওয়ার পালা। 'তোমার কাছে আর কোনো কপি আছে?'

বিস্মিত দেখাল রেবেকাকে। 'আছে। কেন?'

'তুমি যে অরিজিন্যাল কপিটি আমাকে দিয়েছিলে তা আমি ফেলে দিয়েছি। আমার খুব রাগ হয়েছিল এবং আমি কোনোকিছু সঠিকভাবে চিন্তাই করতে

পারছিলাম না। তবে ওটাতে আরেকবার চোখ বুলাতে চাই। আশা করছি ওর মধ্যে কোনো ক্লু পেয়ে যাব, এমন কিছু যা প্রথমবারে আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। আর সেই ক্লু দিয়ে হয়তো ট্রেসিকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। আমাকে ওটা দেবে?'

ঠোঁটদুটো ছুঁচাল করল রেবেকা। 'ঠিক আছে।' সে ভেবেছিল জেফ এসেছে শুধুই তার সঙ্গে দেখা করতে। এখন তার খুব হতাশ লাগছে। চেহারা থেকে হতাশার ভাবটা গোপন করে রেবেকা ডেস্ক ড্রয়ারের দিকে পা বাড়াল। একটি ডিস্ক বের করে জেফকে দিল।

'ও তোমাকে ভালোবাসে না, তুমি তো জানোই।'

কুঞ্চিত হয়ে উঠল জেফের চোখের কোণ।

'আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি সেরকম বাসে না।'

প্রকৃত বিস্ময় নিয়ে রেবেকার দিকে তাকাল জেফ।

'তুমি আমাকে কেন ভালোবাসবে? তুমি তো আমাকে ভালোভাবে চেনই না।'

'তুমি ভুল বলছ।'

'না, ঠিকই বলছি। তাছাড়া, আমি তোমার চেয়ে বয়সেও কত বড়।'

'তাতে কী আসে যায়?' রেবেকা ওকে গোখরো সাপের মতো জড়িয়ে ধরে এমন আবেগ নিয়ে চুমু খেল যে জেফের রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা দশা। রেবেকা দেখতে খুবই সুন্দরী তবু জেফ এরকম কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'আমি বিবাহিত,' বলল ও। 'সেদিন আমাদের দুজনের মধ্যে যা ঘটেছিল–'

'প্রায় ঘটেছিল,' ওকে শুধরে দিল রেবেকা।

'প্রায় ঘটেছিল,' সায় দিল জেফ। 'ওয়েল, ওরকম ঘটা উচিত হয়নি। আমি হার্ট হয়েছিলাম, রেগে গিয়েছিলাম। আর তুমিও দেখতে খুব সুন্দর। তবে আমি আমার স্ত্রীকেই ভালোবাসি।'

'তোমার স্ত্রী একটা বেশ্যা!' রেবেকার মিষ্টি, সরল মুখখানা হঠাৎ ঈর্ষা এবং রাগে কুৎসিত দেখাল। জেফ চমকে গিয়ে সরে গেল। রেবেকার এমন চেহারা সে আগে কখনো দেখেনি।

একটি ভয়ানক চিন্তা মাথায় উদয় হলো তার। যেন সে কোনো এলিভেটরে উঠেছে এবং ওটার তার কেউ কেটে দিয়েছে। তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল, ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

'তুমি ফুটেজটা কীভাবে পেয়েছ বলো আমাকে!' আবার জিজ্ঞেস করল ও।

'বলব না!' খেঁকিয়ে উঠল রেবেকা। 'তুমি আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছ

না? ট্রেসি তোমার পেছনে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। আসল ব্যাপার ওটাই। আমি ওর ছবি কীভাবে জোগাড় করলাম তাতে কী আসে যায়। আমি কাজটা করেছি শুধু তোমার জন্য। বিকজ আই কেয়ার অ্যাবাউট ইউ, জেফ। আই লাভ ইউ!'

কিন্তু জেফ ডিস্কটি নিয়ে ততক্ষণে চলে গেছে।

পরদিন সকাল সাতটায় জেফ পিমলিকোতে, ভিক্টর লিচেঙ্কোর অফিসে বসে কম্পিউটারের পর্দায় তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

ভিক্টর তার পুরনো বন্ধু এবং লন্ডন আন্ডারওয়ার্ল্ডের একজন টপ ভিস্যুয়াল এক্সপার্ট। সে নকল ফুটেজ নিমার্ণে দারুণ সিদ্ধহস্ত, ছবি এবং শব্দ উভয়ক্ষেত্রেই। ভিক্টর লিচেঙ্কো নিজেকে 'ডিজিটাল আর্টিস্ট' বলে পরিচয় দেয়। যারা তার সঙ্গে কাজ করেছে তাদের মধ্যে খুব কম মানুষই আছে এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছে।

'কাজটি আসলে মন্দ হয়নি,' জেফের নিয়ে আসা ডাবল এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিয়ে অবশেষে বলল রাশান। 'বেশিরভাগ অ্যামেচাররা যে ভুলটি করে তা হলো জটিলতার আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখানে খুব সহজভাবে টাইমলাইনটি বদলে ফেলেছে, সে সঙ্গে আলো নিয়েও কারসাজি করেছে। খুব সহজ কাজ। তবে অত্যন্ত ফলপ্রসূও বটে।'

'তাহলে ওটা ট্রেসি?'

'হ্যাঁ, ওটা ট্রেসি। ফুটেজটি আসল কোথাও সুপারইমপোজ করা হয়নি কিংবা জোড়াতালির আশ্রয় নেওয়া হয়নি। মেয়েটা শুধু নিচের ডানদিকের টাইমক্লকটা বদলে দিয়েছে। তোমার দেখে মনে হবে রাত দুটো বাজে। কারণ, টাইমক্লকে সেটাই দেখাচ্ছে। তুমি যদি ওগুলো ফেলে দিয়ে এভাবে–' সে কম্পিউটারের কী বোর্ডের কয়েকটি কী টিপল– 'এবং সুপারইমপোজ করা শ্যাডো এভাবে ফেলে দাও...তাহলে...' আবার কী ধরে টেপাটেপি। '*ভোয়ালা!* এখন কী দেখতে পাচ্ছ?'

কপাল কোঁচকাল জেফ। 'সেই একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি তবে তা দিনের বেলায়। ওই তো ট্রেসি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে। আর ওই যে তার লাভার।'

'আ আ আ,' ওকে বাধা দিল ভিক্টর। 'আবার দ্যাখো। তোমার কী করে মনে হলো লোকটি তার লাভার?'

'ওয়েল ওরা তো... ও লোকটাকে চুমু খেল।' বলল জেফ।

'কিন্তু চুমু খেয়েছে গালে,' বলল ভিক্টর। 'তুমি কত মেয়েকে প্রতিদিন গালে চুমু খাও? তারপর কী ঘটল?' সে ফুটেজটি স্লো মোশনে ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করল।

'ওরা আলিঙ্গন করল। ফ্রেন্ডলি হাগ। তারপর ওরা একে অন্যকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বিষয়টি দেখে আমার কী মনে হয়েছে, জানো?'

'কী?' জেফের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

'মনে হচ্ছে দুই বন্ধু লাঞ্চ খাচ্ছে।'

জেফ ফুটেজটি আবারও দেখল, ধীরে সুস্থে।

'এটি একেবারেই পুরনো তবে অন্যতম সেরা একটি কৌশল,' বলল ভিক্টর। 'আমি ডির্ভোস কেসে এ কৌশল বহুবার ব্যবহার করেছি। একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ রাত দুটোর সময় একটি হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো, তারা আলিঙ্গন করল, তারপর মহিলাটি তার স্বামীকে বলল সে সেই রাতটিতে ছিল তিনশো মাইল দূরে। ওটা হলো অ্যাফেয়ার। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা একটু সম্পাদনা করে নাও, তুমি কী পেলে?'

ফিসফিসে শোনাল জেফের গলা। 'কিছুই না।'

মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর লিচেঙ্কো। 'ঠিক বলেছ। কিছুই না।'

ব্রিটিশ জাদুঘরের ডেস্ক ক্লার্ক উষ্ণ একটি হাসি দিল। 'মি. স্টিভেন্স! ওয়েলকাম ব্যাক!'

জেফ মেয়েটিকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে নিজের অফিসের দিকে কদম বাড়াল। খুলে ফেলল দরজা।

ওর ডেস্কে ধুলো পড়েছে এছাড়া ও যে জিনিস যেভাবে রেখে গিয়েছিল তা ঠিক সেভাবেই রয়েছে। যেদিন ও শেষ দেখেছিল ট্রেসিকে।

রেবেকার ডেস্ক খালি।

এবং তার কোনো জিনিসই নেই।

রেবেকার বিল্ডিংয়ে পৌঁছাতে কুড়ি মিনিট সময় লাগল জেফের। কলিংবেল টেপার ঝামেলায় গেল না– এবারে ওকে কোনোরকম সতর্ক করা যাবে না– জ্যাকেটের পকেট থেকে হেয়ারপিন বের করে দক্ষতার সঙ্গে খুলে ফেলল তালা।

ভেতরে ঢুকেই ও সিঁড়ির দিকে চলল, রেবেকার মুখোমুখি হবে। মাগি ওর সঙ্গে ইচ্ছা করে প্রতারণা করেছে। ওর বিয়েটাকে স্যাবোটাজ করেছে, ওকে বোকা বানিয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে সে প্রায় শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মনে পড়তে রীতিমতো অসুস্থবোধ করল জেফ। কিন্তু এসবই এখন অতীত। জেফ এখন সত্যিটা জানে। এবারে রেবেকাকে এর প্রতিদান দিতে হবে। ও ট্রেসিকে খুঁজে

বের করবে, রেবেকাকে বাধ্য করবে পুরো সত্যিটা বলতে। ট্রেসি অনেক রাগ করবে বটে। অবশ্য রাগ করার সম্পূর্ণ অধিকারও তার রয়েছে। কিন্তু যখন সে দেখবে জেফ তাকে সন্দেহ করার জন্য লজ্জায় মরে যাচ্ছে, বুঝতে পারবে রেবেকা মর্টিমার কী কৌশলেই না ওকে ফাঁদে...

রেবেকার ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জেফ। দরজা হাট করে খোলা।

ও ভেতরে ঢুকল। যেন ঘরে বোমা মারা হয়েছে, জামাকাপড়, বইপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

এক বৃদ্ধা ইন্ডিয়ান ওকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।

'আপনি যদি তরুণী মেয়েটির খোঁজে এসে থাকেন তো স্যার, সে চলে গেছে। গতরাতে চলে গেছে এবং সিকিউরিটি গার্ডকে বলেছে সে আর ফিরবে না।' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'এই কমবয়েসী ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে বিবেক বলে কিছু নেই। এখনও ওর কাছে আমি তিনমাসের ভাড়া পাই।'

চোদ্দ

সে ব্রিফকেস খুলে টাকার বাণ্ডিলের ওপর চোখ বুলাল।

'দুশো পঞ্চাশ হাজার ডলার?'

'হ্যাঁ। তেমনই তো কথা হয়েছিল। গুনে নাও।'

'পরে গুনব। আপনি নিশ্চয় আমাকে ঠকাবেন না।'

'আশা করি না।'

'তবে লোকেই ভুল করে।'

সে হাসল। 'আমি করি না।'

সে অবশ্যই ভুল করেছে। অতীতে। সেই ভুলের প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল জেফ স্টিভেন্স এবং ট্রেসি হুইটনিকে বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে জড়িত হওয়া। এই দুই শঠ, প্রতারক তার জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তবে এখন সে-ও শোধ নিতে শুরু করেছে। ওদের বিয়েটা ভেঙে দিলেই চলবে না, আরও অনেক ক্ষতি করতে হবে। এটা শুরু মাত্র।

'কাজটা আমি উপভোগ করিনি,' ব্রিফকেসের জিনিস খালি করে নিজের জরাজীর্ণ ব্যাকপ্যাকে ভরার সময় মন্তব্য করল মেয়েটি। লোকটি মেয়েটিকে শেষবার লন্ডনে দেখেছে। সে তার চুল কেটে ষাটের দশকে স্টাইলের বব ছাঁট দিয়েছে। তার চুলের রঙ এখন কালো। রেবেকা মর্টিমারকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তারুণ্যের সারল্য ও মেয়েটির চেহারায় ঠিক যেন খাপ খায় না।

'ট্রেসি হুইটনি খারাপ হতে পারে তবে জেফ স্টিভেন্স লোকটা সত্যি ভালো। ওর জন্য আমার মায়া লাগছে।'

মানুষটির উপরের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হলো। 'তোমার কেমন লাগছে সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বলতে চাইল মেয়েটি কিন্তু সাহস পেল না। বহু আগেই জেনেছে এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। লোকটা যতই বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাবান হোক না কেন এর অন্তর আবেগ-অনুভূতি শূন্য। অ্যামিবার মতো। কিন্তু তুলনাটা করা হলে অ্যামিবার প্রতিও যেন অবিচার করা হয়।

'এনিওয়ে,' তাঁর মুখে সেই ভৌতিক হাসিটি ফিরে এলো যা দেখলেই ছমছম করে ওঠে মেয়েটির গা। 'ইউ গটড ফাকড? ডিড নট ইউ? মেয়েরা সবসময়ই এ

জিনিসটা পছন্দ করে, বিশেষ করে স্টিভেন্স যদি তাদেরকে রমণ করে। ওর কথা ভাবতেই তোমার স্তনজোড়ায় শিরশিরানি উঠে গেছে, ঠিক বলিনি?'

লোকটির মন্তব্য গায়ে মাখল না মেয়েটি, ব্যাকপ্যাকের চেইন টেনে ওটা লক করে দিল। জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে সে বিছানায় যেতে পারেনি। একেবারে চরম মুহূর্তে ট্রেসি হুইটনি হাজির হয়ে বাগড়া দিয়েছে। তবে এ কথা লোকটিকে বলার কোনো খায়েশ নেই মেয়েটির। সে খুশি হবে যখন ওরা আবার আর্ট গ্যালারি এবং জুয়েলারির দোকানে চুরিচামারি শুরু করে দেবে।

'আই মিন ইট,' উঠে দাঁড়াল মেয়েটি চলে যাওয়ার জন্য।

'তোমার সঙ্গে প্রয়োজনে আমি যোগাযোগ করব,' বলল লোকটি।

ট্রেসি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মাসখানেক বাদে জেফ দক্ষিণ কেনসিংটন'র রোজারি গার্ডেনে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করল এবং ফোন লাইন কেটে দিয়ে নিজেকে বন্দি করে রাখল ঘরের মধ্যে।

গোটা দশেক ভয়েস মেইল করার পরেও কোনো সাড়া না পেয়ে প্রফেসর নিক ট্রেনচার্ড নিজেই জেফের ফ্ল্যাটে চলে এলেন একদিন।

'জাদুঘরে ফিরে এসো,' জেফকে বললেন তিনি। 'তোমার নিজেকে ব্যস্ত রাখা উচিত।'

জেফের চেহারা দেখে তিনি রীতিমতো চমকে গেছেন। যদিও মুখভঙ্গিতে তা ফুটতে দিলেন না। জেফের মুখভর্তি দাড়ি তার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে দশ বছর, হাড্ডিসার শরীরে ঝুলঝুলে জামাকাপড়ে তাকে লাগছে একটা কাকতাড়ুয়ার মতো। অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বিয়ারের অসংখ্য ক্যান। আর সারাক্ষণই চলছে টিভি।

'আমি কিন্তু ব্যস্তই আছি। বিয়ের পরে হোমল্যান্ড-এর কতগুলো সিরিজ যে মিস করেছি বিশ্বাস করবেন না।' হাসিমুখে বলল জেফ তবে তার হাসি চোখ ছুঁলো না।

'আমি সিরিয়াস , জেফ। তোমার একটা কোনো কাজ করা দরকার।'

'কাজ করছি তো!'

'করছ?'

'শিওর। এই যে মদ খাচ্ছি,' কাউচে এলিয়ে পড়ল জেফ, বিয়ারের আরেকটি ক্যান খুলল। 'আমি এ কাজে খুব পটু। নিজেকে এজন্য একটা প্রমোশন দেব ভাবছি।'

অন্যান্য বন্ধুরাও ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হলো সকলেই। শেষে গুস্তার হারটগ এসে ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন। তিনি কোনো কথা শুনতে রাজি নন।

'তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও,' বললেন তিনি জেফকে। 'আমরা দেশে যাব।'

গুস্তার রোজারি গার্ডেনসে একদল ব্রাজিলিয় বুয়া নিয়ে এসেছেন, তারা জেফের স্বেচ্ছাবন্দি থাকাকালীন সময়ে জড়ো করা রাজ্যের জঞ্জাল এবং আবর্জনা সাফ করতে ব্যস্ত। জেফ কাউচ থেকে উঠছে না দেখে চারজন বুয়া ওকে সুদ্ধ কাউচ শূন্যে তুলে ধরল আর পঞ্চমজন কাউচের নিচেটা ঝাঁট দিল।

'আমি গ্রামট্রাম পছন্দ করি না।'

'বোকার মতো কথা বলো না। হ্যাম্পশায়ার খুব সুন্দর জায়গা।'

'সুন্দর দেখলে আমার গা জ্বলে।'

'মদে তো আরও গা জ্বলার কথা। সুটকেসটা নিয়ে রেডি হও, জেফ।'

'আমি যাব না, গুস্তার।'

'অবশ্যই যাবে, ওল্ড বয়।'

'যদি না যাই?' হাসল জেফ। 'আমাকে মারবেন?'

'দরকার হলে তাই করব,' বললেন গুস্তার।

সুই ফোটার তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল জেফ বাম বাহুতে।

'হোয়াট দ্য...'

সে শুধু সিরিঞ্জ আর গুস্তারের তৃপ্ত হাসিমুখ দেখতে পেল। তারপর সবকিছু আঁধার হয়ে এলো।

পনেরো

সুস্থির হয়ে উঠতে এক মাস সময় লাগল জেফের। সে এ সময়ের মধ্যে ধীর স্থির হয়ে উঠল, নিয়মিত খাচ্ছে, দাড়ি কামাচ্ছে। গুন্থার আশা করেছিলেন এর মধ্যে ট্রেসির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে কিন্তু ওর কোনো সন্ধানই নেই।

'তোমাকে জীবনের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে, ওল্ড বয়,' জেফকে বললেন গুন্থার। 'কখন টেলিফোন বেজে উঠবে সে আশায় জীবনের বাকি দিনগুলো এভাবে তুমি কাটিয়ে দিতে পার না। এতে যে কেউই পাগল হয়ে যাবে।'

ওরা গুন্থারের সপ্তদশ শতকের ম্যানর হাউসে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। এটি ত্রিশ একর জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা একটি বাড়ি যেখানে বাগান, লেক, উডল্যান্ড এবং ছোট একটি ফার্মও আছে। এটি তিনি চুরি করা অ্যান্টিক বিক্রির টাকা দিয়ে কিনেছেন।

'আমি জানি আমাকে জীবনের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে,' গুন্থারের কথায় সায় দিল জেফ। কতগুলো পোষা কবুতর দেখার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। আমস্টারডামের শেষ কাজটিতে সে এবং ট্রেসি গুন্থারের এই পাখিগুলোর একটিকে ব্যবহার করেছিল। 'তবে আমি জাদুঘরে ফিরতে পারব না। রেবেকা ওই জায়গাটা আমার জন্য ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। সে সঙ্গে আমার জীবনের বাকি সব সাধ-আহ্লাদ।'

ওর গলার তিক্তস্বরে প্রকাশ পেল বেদনা।

'ওহ্, সেই কথা,' বললেন গুন্থার। 'আমি ওই মেয়েটি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছি। শুনতে চাইলে বলতে পারি।'

'অবশ্যই শুনতে চাই,' বলল জেফ। অদ্ভুত হলেও তার কাছে মনে হয় ট্রেসির দেখা পেতে রেবেকার কোনো লিঙ্ক হয়তো কাজে দেবে।

'ওর আসল নাম এলিজাবেথ কেনেডি।'

'রেবেকা মর্টিমার' একটি ছদ্মনাম ছিল শুনে জেফ যদি অবাক হয়েও থাকে তার চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। সে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এমন একটি জগতে কাটিয়েছে যেখানে সবকিছুই ঘটতে পারে, কোনোকিছুই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

'তার বেড়ে ওঠা উলভারহ্যাম্পটনে, দত্তক সন্তান হিসেবে। শুরু থেকেই তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার দত্তক বাবা-মায়ের। খুব বুদ্ধিমতী হলেও স্কুলের পড়াশোনায় সে গাড্ডা খেত। এগারো বছর বয়সের মধ্যে তাকে দুইবার স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।'

'শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম,' শ্লেষ জেফের কণ্ঠে।

'ষোলো বছর বয়সে সে বেশ কিছু চুরি-চামারি করে এবং অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খাটে।'

'অপরাধটা কী?'

'ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি। সে একটি স্থানীয় চ্যারিটিতে কাজ করত এবং তাদের কম্পিউটার থেকে দাতাদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য নামিয়ে ফেলে। তারপর তাদের দানকৃত অর্থ হাতিয়ে নেয়। আঠারো মাসের মধ্যে ত্রিশ হাজার পাউন্ড জালিয়াতি করেছে মেয়েটা কেউ সন্দেহ করার আগেই। বললাম না অনেক বুদ্ধি ছিল মেয়েটার মাথায়।'

জেফের মনে পড়ল রেবেকা কীভাবে ট্রেসি এবং অ্যালান ম্যাকব্রাইডের ভিডিও ফুটেজ জাল করেছিল। ও অসুস্থবোধ করল।

'জেল থেকে বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। এইসব দিনগুলোতে সে বড় মাছ শিকার করেছে। বেশিরভাগ মণিমাণিক্য চুরি। খুব এক্সপার্ট মেয়ে। একজন পার্টনারও আছে তার তবে কেউ জানে না কে সে।'

'ও তো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাজ করতে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'তা বলতে পারব না। সে কাভার হিসেবে ইন্টার্নশিপ ব্যবহার করত, সে সঙ্গে লন্ডনে তস্করবৃত্তিতে চালিয়ে গেছে। গত ক্রিসমাসে থিও ফেনেলের দোকানের চুরির ঘটনায় তার যোগসাজশ ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

বিস্ফারিত হলো জেফের চক্ষু। ওল্ড ব্রম্পটন রোডের থিও ফেনেলের দোকান পাঁচ লাখ পাউন্ড মূল্যের হিরে চুরির ঘটনা লন্ডন আন্ডারওয়ার্ল্ডের মুখরোচক আলোচনায় পরিণত হয়েছিল। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সারা হয়েছিল কাজ, পুলিশ কোনো ক্লু-ই পায়নি।

'ও এখন কোথায় আছে জানেন?'

'জানি না,' বললেন গুস্থার। 'জানলেও তোমাকে হয়তো বলতাম না। জীবনের বাকি দিনগুলো হত্যার অভিযোগে পুলিশের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছ, এটা দেখতে আমার মোটেই ভালো লাগত না, ওল্ড বয়।'

ওরা নুড়ি বিছানো পথে হাঁটতে লাগল। দুইপাশে কটেজ গার্ডেন প্লান্ট গোলাপ, হলিহক (উজ্জ্বল বর্ণের ফুলঅলা দীর্ঘ উদ্যান উদ্ভিদ), নীললোহিত এবং

নুপিনের ঝাড়। *উনি ঠিকই বলেছেন*, মনে মনে বলল জেফ, *হ্যাম্পশায়ার সত্যি সুন্দর*। ভাবছে সত্যি আবার কোনোদিন সৌন্দর্যের প্রশংসা করার মতো মানসিকতা ওর মধ্যে গড়ে উঠবে কিনা। ট্রেসি ছাড়া সবকিছুই কেমন ভোঁতা এবং পানসে লাগে। কোনোকিছুতেই আনন্দবোধ করে না জেফ। যেন চিরস্থায়ী ধূসর একটি কাচের ভেতরে দিয়ে পৃথিবীকে দেখছে ও।

'আমার একটা কাজ দরকার,' মজা করে বলল ও। 'ছোটখাটো কোনো জাদুঘরে কাজের চেষ্টা করে দেখতে পারি। অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে। ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন হলেও মন্দ হয় না।'

গুন্থার দাঁড়িয়ে পড়লেন। যখন কথা বললেন গলার স্বর কঠিন শোনাল।

'এসব ফাজলামি অনেক হয়েছে। মাছিমারা লাইব্রেরিয়ানের ভূমিকায় তোমাকে মানায় না। নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন দেওয়ার মতো নির্বোধ সিদ্ধান্তই আজ তোমার এবং ট্রেসির মধ্যেকার সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী।'

প্রশয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল জেফ। 'কিন্তু গুন্থার, আপনি আমার যে 'ক্যারিয়ার'র কথা বলছেন তা আসলে আইন ভঙ্গ করা। আমি ছিলাম চোর। লোক ঠকাতাম।'

'যাদের ঠকা দরকার তারাই কেবল ঠকত,' বললেন গুন্থার।

'হতে পারে। কিন্তু সারাক্ষণই তো দৌড়ের ওপর থাকতে হতো, সবসময় পেছন ফিরে দেখতে হতো কেউ তাড়া করল কিনা।'

বৃদ্ধের চোখে ঝিকিয়ে উঠল শয়তানি। 'ব্যাপারটাতে মজা ছিল না, বলো?'

হাসিতে ফেটে পড়ল জেফ। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম ও মন খুলে হাসল। হাসতে বেশ ভালো লাগছে।

'একবার ভাবো কী দারুণভাবেই না তুমি ফিরে আসতে পার,' স্বতঃস্ফূর্ত গলায় বললেন গুন্থার। 'এখন তুমি অ্যান্টিকসের বিষয়ে একজন অত্যন্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞ। তোমার কন্ট্যাক্ট আছে, আছে মগজ। ইউ ক্যান টক দ্য টক অ্যান্ড ওয়াক দ্য ওয়াক। তোমার মতো করে আর কেউ পারে না, জেফ। তুমি হবে ইউনিক! তোমার কোনো ধারণা আছে এই ধনবান প্রাইভেট কালেক্টররা কত টাকা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন? এরা যা চান তা-ই কিনতে অভ্যস্ত বাড়ি, প্লেন, ইয়ট, হিরে, নারী, প্রভাব। যে জিনিস ক্রয়যোগ্য নয় তা হাতাতে না পারলে তাঁদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইতিহাসের অসাধারণ সব পিস। যেসব জিনিস একমাত্র তুমিই খুঁজে পেয়ে জোগাড় করতে পার।'

এ ভাবনাটি এক মুহূর্তের জন্য উদ্বেলিত করে তুলল জেফকে।

'যা টাকা চাও পাবে,' বললেন গুন্থার। 'তুমি কী চাও, জেফ? তুমি আসলে কী চাও?'

আমি শুধু ট্রেসিকে ফিরে পেতে চাই, মনে মনে বলল জেফ। *আমি স্রেফ গুন্থারের কালেক্টরদের মতো। আমি সব পেতে পারি। তবে সত্যি, যে জিনিসটি চাই তা আমাকে কেউ দিতে পারে না।*

'তোমার শুরু করার মতো একটি কাজ এ মুহূর্তেই আমার হাতে আছে।' বললেন গুন্থার, জেফের কাঁধ চেপে ধরলেন হাড্ডিসার হাতে। 'একবার রোমে যেতে পারবে?'

ষোল

ভিয়া ভেনেতোর ব্যয়বহুল অ্যাপার্টমেন্টের ঝুল বারান্দায় এসে অপূর্ব শহরটির সূর্যাস্ত উপভোগ করছে রবার্তো ক্লিমত।

রবার্তো ক্লিমত নিজেকে প্রকৃতি পূজারি বলে দাবি করে। আজকের লাল মদরঙা সূর্য রোমের আকাশ রেখায় যেন রক্ত ঝরাচ্ছে। তার বিছানার উপর ঝুলছে বাসকোয়েতের ছবি। শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, সাবিনায়, রবার্তোর কান্ট্রি হাউসের বিছানায় তার জন্য নিখুঁত বাঁকের নিতম্ব নিয়ে অপেক্ষমান এক কিশোর। কথাটা মনে পড়তেই শিহরিত হয় রবার্তো।

আমি সবকিছুই পেয়ে যাই কারণ এগুলো উপভোগ করার অধিকার আমার রয়েছে। কারণ আমি একজন প্রকৃতিশিল্পী। একমাত্র প্রকৃত শিল্পীরাই সত্যিকারের সৌন্দর্য দ্বারা পুরস্কৃত হয়।

রবার্তো ক্লিমতের বয়স পঞ্চাশ, সে ভয়ানক অহংকারী, মাথায় ঘন, সোনালি চুল, পুরুষ্টু ঠোঁট, ভোগবিলাসী চেহারা, ঈষৎ হরিদ্রাভ চক্ষু সাপের চাউনি মনে করিয়ে দেয়। রবার্তো ক্লিমতকে সকলে জানে একজন আর্ট ডিলার এবং ব্যবসায়ী হিসেবে, যদিও আদপে সে তা নয়। সে প্রথম দশ মিলিয়ন ডলার জোগাড় করেছে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ছলচাতুরী করে, দুর্নীতিবাজ পুলিশের যোগসাজশে। তার পরবর্তী নব্বই মিলিয়ন এসেছে আর্ট থেকে, এ এমন এক ব্যবসা যা রবার্তো তার অতুলনীয় প্রতিভাবান বাণিজ্যিক চক্ষু দিয়ে আয়ত্ত করেছে।

সৌন্দর্য কী জিনিস চেনে রবার্তো, একে কীভাবে বিক্রি করতে হবে তাও জানে। ফলাফল– সে আধুনিক রোমান সম্রাটের আয়েশী জীবনযাপন করছে যেখানে তার ধনসম্পত্তির পরিমাণ সীমাহীন, সে হয়ে উঠেছে লম্পট, দুর্নীতিবাজ এবং কাউকে তার জবাবদিহি করতে হয় না।

শেষ গ্রীষ্মের বাতাসে একটা হিমহিম ভাব, শীত লেগে উঠল রবার্তো। কপাল কুঁচকে সে ব্যালকনি দিয়ে চলে এলো প্রাসাদোপম ড্রইংরুমে, পেছনে বন্ধ করে দিল লম্বা সার্সির জানালা।

'আমাকে একটা কম্বল এনে দাও!' হাঁক ছাড়ল রবার্তো, তবে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। তার বাড়িতে ভৃত্যদের একটি বহর রয়েছে, সর্বদা তার সেবায় প্রস্তুত। 'আর বৌলটাও নিয়ে এসো। আমি একবার বাটিটা দেখব।'

একটু পরেই সুদর্শন চেহারার, কালো চুল, লম্বা পাপড়ির, থুতনিতে গভীর খাঁজ, একটি ছেলে তার প্রভুর জন্য লোরো পিয়ানোর জাফরান হলুদ রঙের একটি কাশ্মীরি কম্বল নিয়ে এলো। তার আরেক হাতে প্লেক্সি গ্লাসের একটি কেস। বন্ধ। ভেতরে রয়েছে ছোট, খাঁটি সোনার তৈরি একটি বাটি।

বন্ধ গ্লাস কেস চাবি দিয়ে খুলল রবার্তো ক্লিমত। একটি প্লাটিনাম চেইনে বাঁধা চাবিটি সবসময় তার গলায় ঝোলানো থাকে। সে সদ্যজাত শিশুকে মায়ের আদরে কোলে নেওয়ার মতো বাটিটি তুলে নিল হাতে।

আধুনিক ডেজার্ট বৌলের চেয়ে আকারে বড় হবে না বাটি, তাতে কোনো অলঙ্করণও নেই, একেবারেই সাদামাটা দেখতে। ঝকঝকে পালিশ করা বাটির পাশ বা ধারগুলো দুই হাজার বছর ধরে মানুষের হাতের ঘষায় পাতলা এবং মসৃণ হয়ে গেছে, রবার্তোর মনে হলো এটি যেন কোনো জাদুর শক্তিতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

'এটা সম্রাট নেরোর জিনিস ছিল, জানো?' যে ছেলেটি বাটিটি নিয়ে এসেছে তাকে উদ্দেশ্য করে বেড়ালের মতো গরগর করে উঠল রবার্তো। 'তাঁর ঠোঁট এখানে স্পর্শ পেত। ঠিক যেখানে এখন আমার ঠোঁট।'

রবার্তো ক্লিমত তার ভেজা, মাংসল মুখটা চেপে ধরল ধাতব পাত্রটির গায়ে, থুতু লাগিয়ে দিল।

'তুমি একবার ঠোঁট ছোঁয়াবে?'

'না, ধন্যবাদ, স্যার। আমার ঠিক স্বস্তি লাগছে না।'

'ছোঁয়াও!' হুঙ্কার ছাড়ল রবার্তো ক্লিমত।

মুখ লাল করে আদেশ পালন করল ছেলেটা।

'দেখলে?' সন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল রবার্তো। 'তুমি এইমাত্র একটি মহত্ত্বকে স্পর্শ করলে। কেমন অনুভূতি হলো?'

অসহায় ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কী বলল ছেলেটা বোঝা গেল না।

'নেভার মাইন্ড,' হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল রবার্তো। কাল সে রোম ত্যাগ করবে তার কান্ট্রি হাউজের উদ্দেশ্যে। নেরোর বাটি কয়েকদিন পরে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। নিজের ধনসম্পদ রক্ষার জন্য রবার্তো একটি বিশেষ প্রাইভেট সিকিউরিটি টিম নিয়োগ করেছে। টিমের দলনেতা কয়েকদিন আগে তাকে জানিয়েছে ভিয়া ভেনেতোর অ্যাপার্টমেন্টে ডাকাতি হতে পারে।

'নিরেট কোনো তথ্য পাইনি। শুধুই গুজব-গুঞ্জন। শহরে নাকি কোন্ এক বিদেশি চোরের আগমন ঘটেছে। আপনার কালেকশনের ওপর তার নজর পড়েছে।'

'তাতো পড়বেই!' হেসে ওঠে রবার্তো ক্লিমত। তবে একজন চোর ফোর্ট নক্সে ঢোকার সুযোগ হয়তো করে নিতে পারবে কিন্তু রবার্তোর অত্যন্ত কঠিন

নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ফাঁকি দিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে অনুপ্রবেশ একেবারেই অসম্ভব। তারপরও এক্সপার্টদের পরামর্শে সে নেরোর বাটিসহ অত্যন্ত দুর্লভ কিছু কালেকশন সাবিনায় সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে। তার শহরের বাড়ির কয়েক গুণ বেশি নিরাপত্তা রয়েছে কান্ট্রি হাউসে। ওখানে গিয়ে রবার্তো দেখবে তার নতুন ডিজাইনকৃত ট্রেজার রুম-এ কীভাবে মহামূল্যবান বাটিটি বসানো হলো। তারপর ভাড়া করা ছেলেটির কোমল দেহ উপভোগ করবে সে।

ছেলেটির বয়স আঠারো, এ কাজের জন্য তাকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে। অল্পবয়েসীদেরকেই রবার্তোর বেশি পছন্দ। তবে তার সঙ্গে মতদ্বৈধতার ফলে দুটি বোকা জিপসি বালক ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে বলে তাকে আরও অনেক সাবধান থাকতে হচ্ছে।

হারামজাদা জিপসি। মানুষ কীট কোথাকার।

জিপসিরা অত্যন্ত গরিব ও নোংরা। এদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে রবার্তো। সে নিজেও একসময় খুব গরিব ছিল। নিজের সুনাম ও প্রতিপত্তির ওপর এই গরিব হওয়াটা একটা কলঙ্কময় দাগ হিসেবে দেখে সে।

ওই জীবনে কখনো ফিরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

সতেরো

অ্যান্থনি ডুভাল নামে হোটেল ডি রুসিতে উঠল জেফ স্টিভেন্স। গুন্থার তাকে ব্রিফ করেছেন।

'অ্যান্থনি ডুভাল, তার ফরাসি এবং আমেরিকান দু'রকম নাগরিকত্বই রয়েছে, বয়স ছত্রিশ। সরবনে লেকচার দেয় এবং আর্ট কনসালট্যান্ট হিসেবে প্যারিস ও নিউইয়র্কের প্রচুর ধনবান কালেক্টরদের সঙ্গে কাজ করে। সে রোমে এসেছে কিছু অ্যাকুজিশনের কাজে। রোমে এলে সে সাধারণত নিজিনিস্কি সুইটেই ওঠে।'

চেক-ইন ডেস্কের মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, ১৯৫০ দশকের উদ্ভিন্নযৌবনা ইটালিয়ান ফিল্মস্টারদের মতো দেখতে। 'আপনার সুইট রেডি, মি. ডুভাল। আপনার লাগেজ কি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব?... আর কিছু লাগবে?'

'আর কিছু লাগবে' কিনা জানতে চাইবার মধ্যে যে ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা নিয়ে এক সেকেন্ড ভাবল জেফ। তবে নিজেকে সংযত করল ও। গুন্থার ওকে যে কাজে পাঠিয়েছেন তা জটিল এবং বিপজ্জনক। সে অন্যকিছুতে চিত্তবিক্ষেপ করতে চায় না।

'না, ধন্যবাদ। শুধু চাবিটা দিন।'

নিজিনিস্কি সুইটটি খুবই সুন্দর। হোটেলের টপ ফ্লোরে এর অবস্থান, বিশাল কিংসাইজ বেড, রয়েছে ফ্লাট স্ক্রিন টিভি, বাথটাবসহ মার্বেল পাথরের মোজাইক করা বাথরুম, একটি লিভিংরুম এবং অফিস এরিয়া সাজানো বহুমূল্য অ্যান্টিকস দ্বারা, টেরাস থেকে পিনসিওর নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করা যায়, চোখে পড়ে রোমের বাড়িঘরের ছাদ। জেফ গোসল সেরে লিনেনের ট্রাউজার্স এবং নীল শার্ট পরে নিল। তারপর কদম বাড়াল রুসির বিখ্যাত 'সিক্রেট গার্ডেন' অভিমুখে।

'আপনি কি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন, মি. ডুভাল?'

'আজ রাতে নয়।'

জেফ ডাবল জিন অ্যান্ড টনিকের অর্ডার দিয়ে বাগানে হাঁটতে লাগল। যে লোকটির জন্য সে অপেক্ষা করছিল সে একটি বুগেনভিলিয়ার নিচে চুপচাপ বসে খবরের কাগজ La Repubblica পড়ছিল। লোকটির মুখে মস্ত গোঁফ, চওড়া জুলফি, বসে থাকা অবস্থাতেও, লক্ষ করল জেফ, সে অস্বাভাবিক লম্বা।

'মার্কো?'

'মি. ডুভেল। আ প্লেয়ার।'

বসল জেফ। 'তুমি একা? আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা দুজনে আসবে।'

'দুজনেরই আসার কথা ছিল কিন্তু আমার পার্টনার অপ্রত্যাশিত একটা কাজে আটকে গেছে বলে আসতে পারেনি। কাল সকাল দশটায় তার সঙ্গে স্প্যানিশ স্টেপস-এর নিচে দেখা হবে। সমস্যা নেই তো?'

সমস্যা আছে। জেফ অন্যদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে না, ট্রেসি ছাড়া। যে কাজ একাই করা যায় তাতে আরেকজন কন আর্টিস্টকে সংযুক্ত করার নীতিতে সে বিশ্বাসী নয়। কারণ অপর কন আর্টিস্টের ওপর জেফ ভরসা করতে পারে না। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো রবার্তো ক্লিমতের কাছে সম্রাট নেরোর যে বাটিটি রয়েছে তা এতটাই কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে যে ওটা চুরি করতে গেলে দ্বিতীয় কারও সাহায্য না নিলেই নয়।

'মার্কো এবং অ্যান্টোনিও এ কাজে সেরা,' গুন্থার হারটগ ওকে আশ্বস্ত করেছেন। 'ওরা দুজনেই বিশ্বমানের কাজ করে।'

তবে মুশকিল হলো জেফ প্লেন থেকে নামার পরপরই কানাঘুষো শুনেছে তাদের ডাকাতির পরিকল্পনা নিয়ে কে নাকি খুব বড়াই করেছে। সে নিজে তার পরিকল্পনার কথা কাউকে বলেনি, গুন্থারেরও বলার প্রশ্ন নেই। তাহলে বাকি থাকল এই দুই ক্লাউন। এদেরই কেউ হয়তো কাণ্ডটা করেছে।

এক মহিলাকে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিল জেফ, তারপর মার্কোর কানে কানে ফিসফিস করল।

'কাল রাতের মধ্যে সবকিছু রেডি হওয়া চাই। তোমাদের ভূমিকা কী হবে তা তোমাদের দুজনেরই জানা উচিত। বুধবার আমরা অ্যাকশনে নামব, বুঝতে পেরেছ?'

'অবশ্যই।'

'কোনো দেরি যেন না হয়।'

'ডোন্ট ওরি মাই ফ্রেন্ড,' চওড়া হাসল মোচঅলা। 'আমরা রোমায় এরকম কাজ অতীতে বহু করেছি। প্রচুর।'

'কিন্তু এ ধরনের কাজ কখনো করনি,' বলল জেফ। 'তোমাদের দুজনের সঙ্গেই দশটার সময় দেখা হবে। দেরি করো না যেন।'

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ল্যাপটপ অন করে রবার্তো ক্লিমতের ওপর পাঠানো গুন্থারের ফাইলটি পড়ছিল জেফ। ঘৃণা এবং রাগে তার গা রি রি করছে।

এক কুখ্যাত প্রিডেটর ক্লিমত বছর দুই আগে দুটি জিপসি বালককে যৌন নিগ্রহ এবং ধর্ষণ করে। এক ধনবান মেন্টর সেজে সে ছেলে দুটিকে উচ্চ শিক্ষা এবং উন্নততর জীবনযাপনের প্রস্তাব দেয়, তাদের মাকে এক হাজার ইউরো

উপহার দিয়েছিল যাতে ওদেরকে নিয়ে ইউরোপ ট্যুরে যেতে পারে। রোমে ফিরে এসে বড় ছেলেটি ক্রিমতের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে। তবে উঁচু মহলে আর্ট ডিলারটির যোগাযোগ থাকার কারণে ওই কেস ধামাচাপা পড়ে যায়, আদালতেই ওঠেনি। কয়েক সপ্তাহ পরে ছেলে দুটি একটি ভাড়া বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে দশ এবং বারো।

চাচা উইলির কার্নিভালে উইলবার ট্রাভিক নামে এক বুড়ো ট্যারট কার্ড রিডার ছিল। সে-ও বহু বাচ্চাকে যৌন নির্যাতন করেছিল, জেফের দিকেও হাত বাড়িয়েছিল। জেফ এক ভয়ানক লাথি মেরে বুড়োর পুরুষাঙ্গ চিরদিনের জন্য অকেজো করে দেয়। তবে রবার্তো ক্রিমত তার মতো শাস্তি পাবে না। কারণ সে জানে আইন তাকে ছুঁতে পারবে না।

তবে আমি পারব, মনে মনে বলল জেফ। *আমি ওর এমন জায়গায় আঘাত করব যে ও ব্যথায় কাতরাতে থাকবে*।

জেফ মনে মনে প্রার্থনা করল গুস্তার হয়তো মার্কো এবং অ্যান্টোনিওর ব্যাপারে সঠিক আশ্বাসই দিয়েছেন যে ওরা তাকে ডোবাবে না। জেফের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত দুঃসাহসী এবং বিপজ্জনক, তবে নিখুঁত সময় ধরে কাজ হওয়া চাই এবং এটি একা করা যাবে না।

ক্রিমতের সিকিউরিটি টিম SAS মানের। আলগামুখো সেই লোক তো হাটে হাঁড়ি ভেঙেই দিয়েছে। ওরা জানে নেরোর বাটি এখন জেফের টার্গেট।

জেফ তার রক্তশিরায় অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ অনুভব করল।

প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে সে।

আঠারো

'লোকটির নাম জেফ স্টিভেন্স এবং সে আর্ট ডিলারের ছদ্মবেশে এসেছে।'

মহা বিরক্ত রবার্তো ক্লিমত। এখন তার কান্ট্রিহাউসে সেই সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে মৌজমস্তি করার কথা, বদলে এখনও সে রয়ে গেছে রোমে, সিকিউরিটি টিমের প্রধানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার মিটিং করছে। নিরাপত্তা দলের প্রধান মেদবহুল শরীরের মধ্যবয়স্ক একজন পুরুষ। সে দারুণ ঘামছে।

'সে হোটেল রুসিতে উঠেছে 'ডুভাল' নাম নিয়ে।'

'তো? ওকে অ্যারেস্ট করো।' খেঁকিয়ে উঠল রবার্তো। 'এসব ফালতু জিনিসের জন্য আমি সময় দিতে পারব না।'

'তবে লোকটি এখন পর্যন্ত কোনো অপরাধমূলক কাজ করেনি। আর দৃশ্যত নিরীহ বিদেশি নাগরিকদেরকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত পুলিশ।'

'তোমরা ওর পিছু নিয়েছ?'

প্রশ্নটি যেন সিকিউরিটি এক্সপোর্টের আত্মাভিমানে আঘাত হানল। 'নিশ্চয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে হানা দেওয়ার মতলব তার। গতকাল সে সাউদার্ন ইউরোপের অন্যতম সেরা সেফ ক্র্যাকার মার্কো রিজ্জোলিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।'

রবার্তো ক্লিমত একটু চিন্তা করে বলল, 'আমরা কি বৌলটা আজকেই সরিয়ে ফেলব? অ্যাডিশনাল প্রিকশন হিসেবে?'

'তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি নিশ্চিত করব যে ট্রানজিট পুরোপুরি সিকিওর। অ্যাঞ্জেলো অসুস্থ তাই আপনাকে নতুন ড্রাইভার দিচ্ছি। আমরা আগামীকাল ওটা মুভ করতে পারি। বৌল সরানোর পরিকল্পনার একদিন আগেই আমরা কাজটা করব এবং মি. স্টিভেন্স এবং তার বন্ধুকে পাকড়াও করার যথেষ্ট সময় পাব।'

একঘেয়েমিতে পেয়ে বসা বেড়ালের মতো গা মেলে দিয়ে হাই তুলল রবার্তো ক্লিমত। 'সেক্ষেত্রে আরেকটা রাত আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। আমি জিনিসটা এখানে একা রেখে কোথাও যাব না। আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করব।'

'পুলিশে ফোন করার দরকার নেই, মি. ক্লিমত। আমি এবং আমার টিমই এটা সামাল দিতে পারব। পুলিশ জড়িত হলে ক্ষতিই হবে বরং।'

'তোমরা যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করছ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চাই এই জেফ স্টিভেন্স লোকটা বাকি জীবন ইটালিয়ান জেলে পচে মরুক। এজন্যই পোলিযিয়ার সাহায্য আমাদের দরকার। তবে ভেবো না, পুরোটাই অফ দ্য রেকর্ড থাকবে।'

সে ফোন তুলে ডায়াল করতে লাগল।

জেফ ফোন করল গুন্থারকে।

'এ কাজটা নিয়ে আমার মন কেমন কুডাক ডাকছে। কোথাও একটা ভজকট হয়েছে।'

'মাই ডিয়ার বয়, কাজের আগে সবসময়ই তোমার মন কুডাক ডাকে। এ নতুন কিছু নয়।'

'আপনার দুই লোক, মার্কো এবং অ্যান্টোনিও। এদেরকে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'পুরোপুরি। কেন?'

রোমের আন্ডারওয়ার্ল্ডে ভেসে বেড়ানো গুজবের কথা গুন্থারকে বলল জেফ। 'কেউ চালনির মতো কথা লিক করছে। ইতোমধ্যে দু'বার প্লান বদলাতে হয়েছে আমাকে। আপনি যদি ওই অ্যাপার্টমেন্টটা একবার দেখতেন! কুকুর, লেযার ট্র্যাকিং, সশস্ত্র প্রহরী। ক্রিমত রাতের বেলা বাটিটি টেডি বিয়ারের মতো বুকে জড়িয়ে ঘুমায়। ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'গুড,' বললেন গুন্থার।

'এ কথা তো আপনি বলবেনই।'

'পুলিশ জানে কিছু?'

'না। ওদিকটা সব চুপচাপ।'

'আরও ভালো কথা।'

'হুঁ। তবে আমাদেরকে দ্রুত মুভ করতে হবে।'

'তাহলে কবে...?'

'আগামীকাল। আশা করি অ্যান্টোনিও তার কাজটা ঠিকঠাক করবে। তার ভাব দেখে মনে হয় এরচেয়ে সহজ কাজ আর হয় না। কিন্তু কেউ যদি ওকে ওই গাড়িতে চিনে ফেলে...'

'চিন্তা করো না, জেফ। সব পরিকল্পনামাফিকই ঘটবে।'

ফোন রেখে দিলেন গুন্থার। জেফ মনে মনে বলল *এখনও সময় আছে। কাজটা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পার তুমি।*

সেই রোমা বাচ্চাদুটোর কথা মনে পড়ে গেল তার। নাহ্, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না।

জাহান্নামে যাও রবার্তো ক্রিমত। কালকেই তোমার বারোটা বাজাচ্ছি।

'কালকেই সেই দিন।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি।'

পুলিশ চিফ লুইগ ভালাপারতি নার্ভাস ভঙ্গিতে তাঁর ডেস্কে টোকা দিচ্ছেন। তাঁর সোর্সের কথা ঠিক হওয়াটা অত্যাবশ্যকীয়। রবার্তো ক্লিমতের মতো মানুষকে কোনো অবস্থাতেই হতাশ করতে রাজি নন চিফ ভালাপারতি। তাঁর উত্তরসূরি বছর তিনেক আগে অবসরে যাওয়ার পরে ভেনিসে একটি প্রাসাদোপম অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছেন। এই আর্ট ডিলারই তাঁকে ওই অ্যাপার্টমেন্ট কেনার টাকা দিয়েছেন। পিসার বাইরে একটি ভিলার উপর ইতোমধ্যে নজর পড়েছে চিফ ভালাপারতির। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় নজর লেগেছে তাঁর স্ত্রীর। তিনি এবং তাঁর রক্ষিতা কলোসিয়ামের ধারে দুই বেডরুম বিশিষ্ট একটি মধুকুঞ্জ পছন্দ করে রেখেছেন, মূল্য দুই মিলিয়ন ইউরো। রবার্তো ক্লিমত হয়তো তার ড্রাই ক্লিনিং বিলই এর বেশি দেয়।

'তার হেঞ্চম্যানরা খুঁটিনাটি কাজটি করছে,' সোর্স বলেছিল ভালাপারতিকে। 'আপনি ওদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে হিরো হয়ে যাবেন, পরে এয়ারপোর্ট থেকে পাকড়াও করবেন স্টিভেন্সকে। সে রাত আটটায় BA ফ্লাইটে লন্ডনে ভেগে যাওয়ার তাল করেছে।'

'বাটি ছাড়াই?'

'ওর কাছে বাটি থাকবে। কিংবা যে জিনিসটা তার কাছে থাকবে সেটাকেই হয়তো বাটি বলে ভাববে।'

ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল চিফ ভালাপারতির। 'আপনি এসব তথ্য পেলেন কীভাবে? আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব...'

তখন কেটে যায় লাইন।

উনিশ

শহর ছেড়ে চলে আসার পরে তার আর্মারড টাউন কারের টিনটেড জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবার্তো ক্লিমত। রোমের চারপাশ ঘেরা পাহাড়, তাতে বিন্দুর মতো ফুটে থাকা পপলার এবং ফার গাছের সারি এবং পোড়ামাটির ছাদের প্রাচীন ভিলাগুলো উপরের ভেঙে পড়া দেয়ালগুলোর সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছে, সম্রাট নেরোর আমল থেকে আজতক এগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বললেই চলে। হাতে ধরা সোনার বাটিটি আদর করতে করতে ক্লিমত সেই কিংবদন্তির, উন্মাদ, প্রচণ্ড ক্ষমতাবান মানুষটির কথা কল্পনা করল। নেরোর সঙ্গে অদ্ভুত এক আত্মীয়তার বন্ধান অনুভব করছে সে এ মুহূর্তে। কোলে রাখা মহামূল্যবান সোনার আর্টিফ্যাক্টটা তার কাছে থাকার নিশ্চয় একটি কারণ আছে। এটি তারই হওয়ার কথা ছিল। ক্লিমতের বুক আনন্দ ও গর্বে ফুলে উঠল।

সে ভাবছিল ঠিক কখন 'অ্যান্থনি ডুভাল' এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগীরা তার অ্যাপার্টমেন্টে হানা দেবে। কল্পনায় দৃশ্যটি দেখতে পেল রবার্তো ক্লিমত। ভিয়া ভেনেতোয় বেজে উঠেছে অ্যালার্ম, ধাতব গ্রিলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সশব্দে, রাস্তা এবং গলিপথে লুকিয়ে থাকা পুলিশের ফোর্স অপরাধীদের ধরবার জন্য ছুটছে। সে হাসল।

চিফ ভালাপারতি নির্বোধ টাইপের হলেও এটুকু অন্তত জানে কাকে তেল মালিশ করতে হবে। এই দুষ্টচক্রের তস্করগুলোকে ধরার জন্য সে যথেষ্ট সংখ্যক রিসোর্স ব্যবহার করছে, যদিও সে নিজেও জানে বাটিটি যথেষ্ট নিরাপদেই আছে। দুঃসাহসী মি. জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে আছে রবার্তো ক্লিমত। হয়তো তার সঙ্গে আদালতে বিচার চলাকালীন দেখা হবে কিংবা জেলখানায়। স্টিভেন্স তার দীর্ঘ ক্রিমিনাল ক্যারিয়ারে বিশ্বের সেরা সব গ্যালারি, জুয়েলার্স এবং মিউজিয়াম থেকে বহুমূল্য আর্টিফ্যাক্ট এবং গহনা চুরি করেছে।

তবে আমার সঙ্গে টক্কর দিতে এসে সে ঠিক করেনি। আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল রবার্তো।

'আর বেশি দূরে নেই, স্যার।' ইন্টারকমে ভেসে এলো ড্রাইভারের গলা। বিরক্ত হলো রবার্তো। তার নিজের ড্রাইভার অ্যাঞ্জেলো কখনো আজেবাজে কথা

বলে তার মনিবের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায় না। এ লোকটাকে তার সিকিউরিটি চিফ কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে! 'আমরা যানজটে পড়িনি বলেই তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সাইরেন বাজাতে বাজাতে তাদের গাড়ির পেছনে উদয় হলো দুটো পুলিশ কার।

'আরি, এসব কী...?'

ক্লিমত গাড়ির দরজা চেপে ধরল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। কারণ তার ড্রাইভার হঠাৎ অ্যাকসিলেরেটর দাবিয়ে ধরায় গাড়ি লাফ মেরেছে সামনে। আর ঝাঁকুনিতে সোনার বাটিটি রবার্তোর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে মেঝেতে।

'তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' গর্জন ছাড়ল রবার্তো। 'গাড়ি থামাও! পুলিশ।'

কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি তো থামালই না, হর্ন চেপে ধরে আরও জোরে ছুটিয়ে দিল।

'বললাম না গাড়ি থামাতে, নির্বোধ!'

ক্লিমত দেখতে পেল ড্রাইভারের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক, সে অটোরুট থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডান দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল। এত জোরে ছুটছে, রবার্তো ক্লিমতের আশঙ্কা হলো গাড়িটা এখনই ডিগবাজি খাবে এবং তারা দুজনেই মারা পড়বে। বদলে পুলিশের একটি গাড়ি বিদ্যুৎগতিতে তাদের পাশ কাটাল এবং ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তা আটকে। রবার্তোর ড্রাইভার বাধ্য হলো ব্রেক কষতে। ক্রিইইচ শব্দে রাস্তায় চাকা ঘষা খেয়ে থেমে গেল এক পাশে।

'বৌলটা!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রাইভার। সে ব্যাকসিটের পার্টিশন খুলে ফেলেছে এবং বাটিটির দিকে ভীতিকর ভঙ্গিতে ঝুঁকছে।

'কক্ষনো না!' ব্যাকসিটে কুঁকড়ে গেল ক্লিমত, শরীর দিয়ে আড়াল করল বাটি।

'ঈশ্বরের দোহাই। ওটা আমাকে দিন! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই!'

প্রকাণ্ডদেহী এক পুলিশম্যান এক ঝটকায় খুলে ফেলল ড্রাইভারের দিকের দরজা। সংক্ষিপ্ত ধস্তাধস্তি শেষে মাথার পেছনে দুই মনি একটা ঘুষি খেয়ে জ্ঞান হারাল ড্রাইভার। অজ্ঞান লোকটা তার শরীরের ওপর ঢলে পড়তে ভয়ার্ত চিৎকার দিল রবার্তো ক্লিমত।

'আপনি ঠিক আছেন তো, মি. ক্লিমত?'

বাকি দুই পুলিশম্যান হাজির হলো জানালার ধারে। সব মিলে ওরা তিনজন।

মাথা ঝাঁকাল ক্লিমত।

'আপনাকে ওভাবে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত,' বলল দানব লোকটা। 'শেষ মুহূর্তে আমরা জানতে পেরেছি পরিকল্পনা বদলে ফেলেছে জেফ স্টিভেন্স। আপনার ড্রাইভারের আসল নাম অ্যান্টোনিও মালদিনি। সে একজন কন আর্টিস্ট, সাংঘাতিক চতুর। ইন্টারপোল তাকে গত দশ বছর ধরে খুঁজছে।'

'কিন্তু আমার সিকিউরিটির লোকেরা ইটালির মধ্যে সেরা...' আমতা আমতা করল ক্লিমত। 'এ লোক সম্পর্কে তো সবরকম খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে।'

শ্রাগ করল পুলিশম্যান। 'মালদিনি একজন প্রফেশনাল। ব্যাকগ্রাউন্ড নকল করা এর জন্য কোনো ব্যাপারই না। সে হার্ডকোর ভায়োলেন্সেও ওস্তাদ। অ্যান্টোনিও মালদিনি একজন সুপরিচিত স্যাডিস্ট। সে ওই বৌলটি নেওয়ার আগে আপনাকে পিটিয়ে রক্তমাংসের তাল বানিয়ে ফেলত।'

শিউরে উঠল রবার্তো ক্লিমত।

'আমরা তার সহযোগী মার্কো রিজ্জোলিওকে আজ ভোরে গ্রেপ্তার করেছি,' বলল দানব পুলিশম্যান।

'আর জেফ স্টিভেন্স?'

বিশালদেহী তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল।

'ওকে এখনও নাগালে পাইনি, স্যার। সকালে ওর হোটেলে ঘেরাও করেছিলাম কিন্তু পাখি আগেই উড়াল দিয়েছে।'

'তবে সে বেশি দূর যেতে পারবে না, মি. ক্লিমত,' আর্ট ডিলারের চেহারা অন্ধকার হয়ে এসেছে লক্ষ করে যোগ করল সে। 'চিফ ভালাপারতি গোটা শহরজুড়ে রোডব্লকের ব্যবস্থা করেছেন। এয়ারপোর্টেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।'

অ্যান্টোনিও মালদিনি মৃদু স্বরে কাতরে উঠল। তার জ্ঞান ফিরে আসছে। এক পুলিশ তার কলিগের সাহায্যে মালদিনির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দুটি পুলিশের গাড়ির একটির পেছনে তুলে নিল।

'চিফ ভালাপারতি আমাদেরকে বলেছেন আপনাকে যেন শহরে পৌঁছে দিই,' বলল দানব। 'আপনার একটি স্টেটমেন্ট লাগবে। আর তস্করের দল যে আর্টিফ্যাক্টটির পেছনে লেগেছিল সেটি এভিডেন্স হিসেবে আমাদেরকে ক্রোক করতে হবে।'

'সে আপনারা নিয়ে যান,' বিড়বিড় করল ক্লিমত। 'শুধু ওই হারামজাদা স্টিভেন্সটাকে গ্রেপ্তার করুন।'

'অবশ্যই করব, স্যার। ও নিয়ে ভাববেন না। তার গোটা প্লানটাই কেঁচে গন্ডূষ হয়ে গেছে, মি. ক্লিমত। এখন সে পালাতে পারবে না।'

কুড়ি

রোমে ফিরতে চল্লিশ মিনিটও লাগল না। পুলিশের গাড়ি দুটি পিয়াজ্জো ডি স্পাগনায়, পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়াল। অ্যান্টোনিও মালদিনি, দরজার সঙ্গে এখনও হাতকড়া লাগানো, অজ্ঞান, বসিয়ে দেওয়া হলো রবার্তো ক্লিমতের পাশে।

'এখানে অপেক্ষা করুন, স্যার,' গ্লাভ পরা হাতে এক পুলিশম্যান সোনার বাটিটি নিয়ে পরিষ্কার একটি প্লাস্টিক এভিডেন্স ব্যাগের মধ্যে পুরল। 'চিফ ভালাপারতি নিজেই আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবেন বলেছেন। তিনি একটি প্রাইভেট ইন্টারভিউ রুমের ব্যবস্থা করেছেন।'

'এর কী হবে?' মালদিনির দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করল রবার্তো ক্লিমত।

'এ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, মি. ক্লিমত,' হ্যান্ডকাফ পরা লোকটার দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পুলিশম্যান। 'তবে আপনি চাইলে আমার কোনো লোক আপনার পাহারায়...'

'না, না,' ভয়ার্ত ভাবটা গোপন করতে গিয়েও ব্যর্থ হলো রবার্তো ক্লিমত, বিশেষ করে এরকম একজন সুদর্শন পুলিশ অফিসারের সামনে। 'তার দরকার নেই। আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করবেন, কেমন? আমি জলদি এর শেষ দেখতে চাই।'

'নিশ্চয়।'

গাড়িতে তালা মেরে তিন পুলিশম্যান দ্রুত পা বাড়াল ভবনের দিকে। রবার্তো দরজা বন্ধ হওয়ার ক্লিক শব্দ শুনে ভয়ে ভয়ে তাকাল তার পাশে দলা-মোচড়া হয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। কিছুক্ষণ আগেও অ্যান্টোনিও মালদিনি তার ওপর হামলা করে সোনার বাটিটি হাতিয়ে নেওয়ার মতলব করেছিল। তাকে রাস্তার পাশে মেরে রেখে চলে যেত। বিশালদেহী পুলিশ অফিসারের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। *এ একজন কন আর্টিস্ট। সাংঘাতিক চতুর। সেইসঙ্গে একজন স্যাডিস্ট।*

আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল রবার্তো ক্লিমত। অ্যান্টোনিও মালদিনি ইতোমধ্যে তার সিকিউরিটির লোকজনকে ঘোল খাইয়েছে। একজোড়া হাতকড়া খুলে ফেলা এ লোকের জন্য কি খুব কঠিন? *এ হয়তো জ্ঞান ফিরে পেয়েই আমার*

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাকে জিম্মি করতে পারে! শত হলেও একটা বেপরোয়া মানুষ।

পাঁচ মিনিট চলে গেল। তারপর দশ।

পুলিশের লোকগুলো কিংবা চিফ ভালাপারতির কোনো চিহ্ন নেই। গাড়ির ভেতরে খুব গরম লাগছে। গোঙাচ্ছে মালদিনি, বাটি নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। শীঘ্রি সে জ্ঞান ফিরে পাবে।

রবার্তো ক্লিমত দরজা খোলার চেষ্টা করর। দেখল ভেতর-বাইরে উভয় দিক থেকে বন্ধ দরজা। আনলক বাটনে চাপ দিয়েও কোনো লাভ হলো না।

আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে রবার্তোর ভেতরে, সে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সামনের সিটে যাওয়ার চেষ্টা করল। সোনালি চুল আলুথালু হয়ে গেল, গলার টাই বাঁকা হয়ে থাকল, এসব গ্রাহ্য না করে অবশেষে ড্রাইভারের সিটে গড়িয়ে পড়ল রবার্তো। কিন্তু না, এদিকের দরজাটিও খুলছে না।

'আমাকে বের করো!' জানালায় ঘুষি মারল সে। পথচারীরা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। 'আমি ফাঁদে পড়েছি। ফর গডস শেক! লেট মি আউট!'

তিন পুলিশম্যান সদরদপ্তরের সাইড ডোর দিয়ে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে হেঁটে বেরিয়ে এলো। কয়েক ব্লক পার হওয়ার পরে তারা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাল, পিঠ চাপড়ে দিল, তারপর বাষ্পের মতো মিলিয়ে গেল জনাকীর্ণ শহরে।

তারা তিনজনেই হাসছে।

চিফ ভালাপারতি এখনও রবার্তো ক্লিমতের ভিয়া ভেনেতো অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে নিজের গাড়িতে বসে আছেন, এমন সময় ফোন এলো।

'তিনি কী?' ভালাপারতির মুখের রঙ মুছে গেল। 'বুঝতে পারছি না। আমাদের একটা গাড়িতে? তা কী করে সম্ভব?'

'উনি নিশ্চয় ক্লিমত, স্যার। ওখানে তিনি এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ছিলেন। হেডকোয়ার্টারের ঠিক বাইরে, জী। শত শত লোক তাঁকে দেখেছে, তবে ভেবেছে কোনো উন্মাদকে আমরা গাড়িতে আটকে রেখেছি। আমাদের কাছে যখন রিপোর্ট আসে ততক্ষণে তিনি হিটস্ট্রোকে ভুল বকছেন। বারবার কী একটা বাটির কথা বলছেন...'

হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গিয়েছিল, লিনেনের একটি রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিলেন গুন্থার হারটগ।

'তোমরা তাহলে স্রেফ রাস্তায় হাঁটতে লাগলে নেরোর বাটিটি বগলে চেপে ধরে? হাউ মার্ভেলাস!'

'মার্কো এবং অ্যান্টোনিও তাদের দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করেছে,' বলল জেফ। সে গুন্থারের কান্ট্রি হাউসের লাল সোফায় বসে মদ খাচ্ছে।

'বলেছিলাম না ওরা দক্ষ।'

'তবে বেচারা ড্রাইভারের জন্য মায়া লাগছে। পেশাদার একেই বলে! সে জানত কী ঘটছে। আমরা যখন ওরা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছিলাম সে এক সেকেন্ডের জন্যও স্পিড কমায়নি। এমনকি ওকে রাস্তার ধারে আটকে ফেলার পরেও চেষ্টা করছিল ক্লিমতের কাছ থেকে বাটিটা নিয়ে যেতে যাতে ওটা নিরাপদে রাখতে পারে। কিন্তু গদর্ভটা ওকে বাটি দেয়নি।'

'ওকে পোলিযিয়া ডি স্টাটো বিল্ডিংয়ের বাইরে রেখে এসে ভালোই করেছ। বেশ একটা নাটুকে আবহ তৈরি করা গেছে।'

'ধন্যবাদ।' মুচকি হাসল জেফ। 'আমারও তাই ধারণা। ব্যাপারটা ট্রেসিরও বেশ পছন্দ হতো।'

হঠাৎ করেই ওর নামটা জেফের ঠোঁটে চলে এসেছে। ওটা শূন্যে ঝুলে রইল ভূতের মতো, আনন্দময় আবহটি এক মুহূর্তে নিরানন্দ করে তুলল।

'ওর কোনো খবর জানেন?'

করুণ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন গুন্থার হারটগ। কিছুক্ষণ ভারী নীরবতা বজায় রইল ঘরে।

'ওয়েল,' অবশেষে বললেন গুন্থার। 'আমার মক্কেল, হাঙ্গারিয়ান কালেক্টরটি তার জিনিস পেয়ে মহাখুশি। আর, ডিয়ার বয়, এই নাও তোমার পারিশ্রমিক।'

তিনি জেফকে একটি চেক দিলেন। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কুটসের চেক। তাতে বিরাট একটি অঙ্ক লেখা।

'নো থ্যাংকস,' চেক ফিরিয়ে দিল জেফ।

হতবুদ্ধি দেখাল গুন্থারকে। 'নো থ্যাংকস' মানে কী? এটা তোমার পাওনা। তুমি এটা অর্জন করেছ।'

'আমার এটা দরকার নেই,' বলল জেফ। 'এটা আমি চাই না।' রাগত শোনাল তার কণ্ঠ। 'সরি, গুন্থার। তবে টাকা আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এটা আমার কাছে আর কোনো অর্থ বহন করে না। নট এনি মোর।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন গুন্থার। 'তাহলে তুমি এটা কাউকে দিয়ে দাও,' বললেন তিনি। 'যদি তোমার কোনো কাজে না-ই লাগে। অন্যদের নিশ্চয় এ টাকাটা উপকারে আসবে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমার, জেফ। আমি এটা রাখতে পারব না।'

দুই সপ্তাহ পরে Leggo পত্রিকার রোম সংখ্যায় **খুদে চ্যারিটি পেল বিরাট উপহার** শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হলো।

রোম রিলিফ, একটি অলাভজনক এবং প্রায় অচেনা প্রতিষ্ঠান, সারা রোমের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত বস্তির জিপসিদের সাহায্য করছে, তারা সম্প্রতি অজ্ঞাতপরিচয় এক দাতার কাছ থেকে পাঁচ লাখ ইউরোরও বেশি অর্থ সাহায্য পেয়েছে।

রহস্যময় দাতা বলেছেন এ টাকা দিয়ে নিকো এবং ফ্যাবিও ট্রাটিনির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ফান্ড যেন তৈরি করা হয়। এরা দুই রোমা ভাই, বছর দুই আগে একটি ভবনের ছাদ থেকে দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

'আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ,' আবেগমথিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন রোমা রিলিফের প্রতিষ্ঠাতা নিকোলা গিয়ানেত্তি। 'এবং অভিভূত। অচেনা মানুষদের এরকম দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।'

একুশ

তিন মাস পরে
স্টিমবোট স্প্রিংগস, কলোরাডো

ট্রেসি তার নতুন বাড়ির ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে। এ জায়গাটি সে নিজের প্রাইভেসির জন্য বেছে নিয়েছে, অদ্ভুত সুন্দর শহর স্টিমবোট স্প্রিংগসের পাহাড়ের মাথায় একটি প্রাইভেট রোডে বাড়িটি যেখান থেকে অনিন্দ্য নিসর্গ উপভোগ করা যায়। সুবিশাল আকাশের কোলে নিরাপত্তারক্ষক দানবের মতো ঝুঁকে আছে রকি পর্বতমালার তুষারধবল চুড়ো, অক্টোবরের এই শীতল সকালেও মেঘশূন্য, টলটলে নীল অনন্ত অম্বর। ট্রেসির নাকে ভেসে আসছে কাঠের ধোঁয়া আর পাইনের গন্ধ। দূরের মাঠের ঘোড়াদের হ্রেসারবও তার কান এড়াচ্ছে না।

নিউ অর্লিন্সে আমার শৈশব থেকে এটি কত দূরে ভাবছে ট্রেসি, আদর করে হাত বুলাল ফুলে থাকা পেটে। ট্রেসির বাবা ছিলেন পেশায় মেকানিক, মা গৃহবধূ, তবে হুইটনি পরিবারের টাকা-পয়সা বেশি না থাকলেও ট্রেসি বেশ সুখেই ছিল। শহরে বেড়ে ওঠা ছোট্ট ট্রেসি সবসময় সুবিশাল প্রান্তর আর টাট্টু ঘোড়াদের স্বপ্ন দেখত। স্টিমবোট স্প্রিংগসের মতো কোনো অঞ্চল। *তুমি ভাগ্যবতী, এমি। তুমি এই চমৎকার জায়গাটিতে বেড়ে উঠবে।*

আমেরিকায় ফিরে আসার সিদ্ধান্তটি খুব সহজ ছিল না। নিউইয়র্ক থেকে QE2-তে চড়ে ইউরোপে নতুন জীবন শুরুর জন্য যাত্রার পরে সে আর এমুখো হয়নি। সাউদার্ন লুইজিয়ানা পেনিটেনশিয়ারি ফর উওমেন-এ নিরপরাধ ট্রেসি কিছুদিন জেল খেটেছে, পরে সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সে কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। ট্রেসি প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ভালো হয়ে যেতে। কিন্তু শীঘ্রি সে বুঝে ফেলে এক প্রাক্তন কন আর্টিস্টকে ভালো হওয়ার সুযোগ কেউ দিতে রাজি নয়। ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট এবং ফিডালিটি ব্যাংকে চাকরি করত ও, পুরানো কাজটা ফিরে পেতে সেখানে ঢুঁ মারতে গিয়ে শুধু অপমানিতই হতে হয়েছে। ট্রেসি একজন অসম্ভব প্রতিভাময়ী কম্পিউটার এক্সপার্ট, সে উচ্চশিক্ষিতা কিন্তু এসব ব্যাকগ্রাউন্ড ছোটখাটো কাজ পেতেও ওকে কোনো সাহায্য করেনি।

আর শেষ কাজ পেলেও তা টিকিয়ে রাখাটাই ছিল সমস্যা। কোনো কিছু চুরি গেলে বা ক্ষতি হলে সমস্ত দোষ ট্রেসির ঘাড়েই পড়েছে এবং বিনাদোষে তাকে চাকরিচ্যুত হতে হয়েছে। পেট চালানোর দায়ে ট্রেসি ক্রমে সমাজের প্রতি তিক্ত এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হতাশা থেকেই সে প্রথমে রত্ন চুরির কাজ বেছে নেয় এবং লয়েস বেলামি নামে এক মহিলার বাড়িতে এই অপ্রীতিকর কাজটি করতে গিয়েছিল।

এরকম একটি কাজ করতে গিয়েই জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ট্রেসির। লয়েস বেলামির কাছ থেকে চুরি করা গহনা সুকৌশলে ট্রেসির কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল জেফ। ক্রুদ্ধ ট্রেসি পরে আবার সেগুলো উদ্ধারও করেছে। দুজনের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা একসময় প্রেমের সম্পর্কে মোড় নেয়। *আমার জীবনের প্রেম*। জেফ স্টিভেন্স ট্রেসি হুইটনির জীবনটাকে পরিণত করেছিল একটি অ্যাডভেঞ্চারে, এক রোলার কোস্টার রাইড, যাতে মিশে আছে অ্যাড্রেনালিন, উত্তেজনা এবং অ্যাডভেঞ্চার।

কিন্তু সমস্ত যাত্রারই একটা শেষ থাকে। ট্রেসি মণপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত জেফকে, কিন্তু সে ওর সঙ্গে বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ট্রেসির বিশ্বাসের সঙ্গে তার মনটাও পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে। বিছানায় রেবেকার সঙ্গে জেফের ছবিটি স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে ট্রেসির মস্তিষ্কে, যেভাবে গরুর গায়ে ব্রান্ডের ছাপ মেরে দেওয়া হয়।

তবে ট্রেসি এখনও জেফকে ভালোবাসে। বাসবে সবসময়। তবে ও জানে আর কখনো জেফের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। লন্ডনেও নয়। এখন থেকে এখানে শুধু ট্রেসি থাকবে আর ওর সন্তান। *আমার বেবি। আমার এমি*।

মায়ের মনের কথা টের পেয়েই যেন ট্রেসির কন্যা তার পেটে দুম করে এক লাথি বসিয়ে দিল। উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল ট্রেসি। *তুমি জেলখানা ভেঙে পালিয়ে আসতে চাইছ, তাই না সোনা? যেভাবে তোমার মা করেছিল*।

ট্রেসি তার গর্ভধারণের বাইশতম সপ্তাহে স্ক্যান করে জানতে পেরেছে তার অনাগত সন্তানটি একটি মেয়ে, সে স্বস্তিতে ফুঁপিয়ে উঠেছে। ছেলে হলে জেফের কথা বড্ড মনে করিয়ে দিত। সে তৎক্ষণাৎ মেয়ের নাম ঠিক করে ফেলে—এমি। জেলখানার ওয়ার্ডেনের মেয়ে এমি ব্রানিগানের নামে নাম যাকে ট্রেসি নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসত।

এমি ডরিস স্মিট।

অতীত এবং ভবিষ্যতের সংমিশ্রণে একটি সুন্দর নাম। ডরিস ট্রেসির মায়ের নাম। ডরিস হুইটনি কোনোদিন তাঁর নাতনিকে দেখতে পাবেন না। তবে তাঁর স্মৃতি জেগে থাকবে এমির মাঝে। স্মিট হলো ওদের পদবি। ট্রেসি তার নতুন

পরিচয় খুঁজে নিয়েছিল, এ তার কৃতজ্ঞতা নিউ অর্লিন্সে তার বাবার ব্যবসায়িক অংশীদার বুড়ো অটো স্মিটের প্রতি। গত দশ বছরে অসংখ্যবার নিজের নতুন নাম-পরিচয় বদলেছে ট্রেসি তবে এটি আলাদা। এখন যে নামটি সে বেছে নিয়েছে তা তার এবং এমির সারাজীবনের সঙ্গী। ট্রেসি হুইটনির আর কোনো অস্তিত্ব নেই। নেই ট্রেসি স্টিভেন্সেরও।

আমার নাম ট্রেসি স্মিট। আমার স্বামী কার্ল ধনবান জার্মান শিল্পপতি, এমি আমার পেটে আসার কিছুদিন পরেই গত ফেব্রুয়ারিতে স্কি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। আমি আমেরিকায় আসি আমার মেয়েকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। পাহাড়-পর্বত সর্বদাই কার্লের পছন্দ ছিল। জানি সে বেঁচে থাকলে স্টিমবোটের খুব প্রশংসা করত।

ট্রেসির কম্পিউটার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কন আর্টিস্ট হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিচয় নকল করা মোটেই কঠিন ছিল না। পাসপোর্ট, ক্রেডিট হিস্ট্রি, মেডিকেল রেকর্ড এবং সোশাল সিকিউরিটি কার্ড সবকিছুই মাউসের এক ক্লিকে তৈরি হয়ে গেছে। তবে সে যে একদা কন আর্টিস্ট ছিল সে কথা এমিকে বলাটা ওর জন্য একটু কঠিনই হবে। তবু ট্রেসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সময় এলে মেয়ের কাছে সব সত্য স্বীকার করবে। বর্তমানে সে প্রেগন্যান্সি, ইয়োগা ক্লাস আর শহরে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষায় ব্যস্ত। এ সময়টুকুর মাঝখানে আবার তার শত একর বিশিষ্ট প্রাইভেট ল্যান্ডের খামারের খোঁজখবরও রাখতে হয়। এজন্য ভবিষ্যৎ বা অতীত নিয়ে ভাবনা-চিন্তার খুব বেশি সময় সে পায় না।

'নক নক। আপনি কি কফি বানিয়েছেন, ম্যাম?'

ঘুরল ট্রেসি। ব্লেক কার্টার, তার র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার, বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে তবে দেখায় আরও বুড়ো। সে বিপত্নীক এবং কাঠখোট্টা চেহারা হলেও দেখতে মন্দ নয়। তবে মানুষটা খুব লাজুক প্রকৃতির এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমী। ট্রেসি তাকে 'ম্যাম' সম্বোধন করতে মানা করেছে কিন্তু ব্লেক নিজের অভ্যাস শোধরাতে পারেনি কিংবা চেষ্টাও করেনি।

'মর্নিং, ব্লেক,' হাসল ট্রেসি। সে ব্লেক কার্টারকে পছন্দ করে। চুপচাপ, মজবুত কাঠামোর মানুষটাকে দেখলেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় ট্রেসির। সে লোকটিকে বিশ্বাস করে। 'পটে প্রচুর আছে। নিয়ে যাও।'

ট্রেসি হেলেদুলে পা বাড়াল কিচেনে। তার আট মাস চলছে তবে পেটটা ফুলে মস্ত আকার ধারণ করেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে গোড়ালিও ফুলতে শুরু করেছে। আসলে ওর শরীরের সবকিছুই ফুলে গেছে। আঙুলগুলো দেখতে মনে হয় পাঁচটা সসেজ একসঙ্গে সেলাই করা হয়েছে, মুখখানা ডাচ চিজের মতো

ফোলানো এবং গোল। মাথার চুল ছেঁটে একদম ছোট করে ফেলেছে। অবশ্য মিসেস স্মিট সাজতে সে অনেক আগেই চুল কাটিয়েছে। তখন সে ছিপছিপে গড়নের ছিল বলে এই হেয়ার স্টাইলে দেখতে ভারী ভালো লাগত। এখন লাগছে জেলখানার সমকামী ওয়ার্ডেনের মতো।

'আপনি ঠিক আছেন তো, ম্যাম?'

পেট চেপে ধরে ট্রেসিকে মন্থর গতিতে এগোতে দেখে উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল ব্লেক কার্টার।

'হুঁ। এমি আজ সারা সকাল ধরে লাথি মারছে আমাকে। বন্দি জীবন বোধহয় আর ভাল্লাগছে না ওর। তাই বেরিয়ে আসতে... আউ!'

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ট্রেসি, চট করে ধরে ফেলল কিচেন কাউন্টার। একটু পরেই ওকে চরম বিব্রত করে পানি ভাঙল, ভেসে গেল নতুন টাইল করা মেঝে। 'ওহ মাই গড!'

'আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি,' বলল ব্লেক। তার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে না থাকলেও সে বহু গাভীর বাছুর প্রসব করিয়েছে। তাই ট্রেসির মতো সে মোটেই বিব্রত হলো না।

'না, না,' বলল ট্রেসি। 'আমি চাই আমার মেয়ে বাড়িতেই জন্ম নেবে। তুমি একটু আমার দাইকে ফোন করে আসতে বলবে? ওর নম্বর রেফ্রিজারেটরের উপর লেখা আছে।'

অসন্তুষ্ট দেখাল ব্লেককে। 'উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ম্যাম, আপনার মাত্রই পানি ভাঙল। আপনার হাসপাতালে যাওয়া উচিত। আপনার প্রসব করাবেন একজন ডাক্তার, গ্রাম্য কোনো ধাত্রী নয়।'

'ধাত্রী,' হাসল ট্রেসি।

সে তার সন্তানকে ড্রাগ ফ্রি জন্ম দিতে বদ্ধপরিকর। মা হওয়ার এ মুহূর্তটির জন্য জীবনভর অপেক্ষা করেছে ট্রেসি। প্রমাণ করে ছাড়বে একাই ও সবকিছু ম্যানেজ করতে পারে।

'আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই বরং ভালো হতো, ম্যাম। আপনার স্বামী... তিনি তো আপনার সঙ্গে নেই।'

'ইটস অলরাইট, ব্লেক, ট্রুলি।' মানুষটার উদ্বেগ ট্রেসির হৃদয় স্পর্শ করল। কৃতজ্ঞ বোধ করল লোকটির ধীর-শান্ত উপস্থিতির জন্য। কিন্তু বাড়িতে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সে। সে এখন রেডি। 'মেরিকে ফোন করো। ও জানে কী করতে হবে।'

বাইশ

চিৎকারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ব্লেক কার্টার। সে জানে প্রথম সন্তান প্রসবে একটু সময় নেয় নারী। তবে এও জানে একবার পানি ভাঙলে বাচ্চাকে প্রসব করানোও জরুরি। মিসেস স্মিট কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেল বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আর তাঁর গোঙানি মোটেই স্বাভাবিক ঠেকছে না।

দাই মেরিকে দেখলে মনে হয় একটা কিশোরী মেয়ে, সদ্য হাইস্কুল পাস করেছে।

আবার চিৎকার। এবারে তাতে ভয় মিশে আছে। *যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট*।

ব্লেক কার্টার ঝট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছে ট্রেসি। বিছানার চাদর এবং ম্যাট্রেস রক্তে ভিজে সপসপে। মেরি নামের মেয়েটা তার পাশে ঝুঁকে আছে। রক্তশূন্য আতঙ্কিত মুখ।

'যীশাস ক্রাইস্ট!' বলল ব্লেক।

'আমি দুঃখিত,' কাঁদতে কাঁদতে বলল দাই। 'আমি... আমি বুঝতে পারিনি কী করা উচিত। আমি জানি খানিকটা রক্তপাত স্বাভাবিক তবে...'

ব্লেক মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ট্রেসিকে কোলে তুলে নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল দরজায়। 'উনি যদি মারা যান অথবা বাচ্চা, তোমাকে আমি ছাড়ব না।'

গাড়িতে শুয়ে আছে ট্রেসি। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। সে কিছুই মনে করতে পারছে না। হঠাৎ ব্যথাটা এলো। ব্যথা নয়, যন্ত্রণা। কেউ যেন ধারালো কিচেন নাইফ দিয়ে তার শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেটে ফালাফালা করছে। ভীষণ জোরে চিৎকার দিল ট্রেসি।

ট্রাকের সামনের আসনে বসা ব্লেক কার্টার চোখের জল সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'ইটস অলরাইট, হানি,' বলল সে ওকে। 'এই তো আমরা প্রায় এসে গেছি।'

উনি কতক্ষণ ধরে এরকম অবস্থায় আছেন?' ব্লেক কার্টারের ওপর খেঁকিয়ে উঠল তরুণ ডাক্তার।

'চার ঘণ্টা আগে পানি ভেঙেছে।'

'চার ঘণ্টা?' ব্লেকের মনে হলো ডাক্তার বুঝি তাকে চড় মারবে। 'আপনি এত দেরি করলেন কেন আসতে?'

'আমি আসলে বুঝতে পারিনি কী ঘটছে। আমি...' বুড়ো কাউবয়ের গলায় বেঁধে গেল শব্দ। ট্রেসিকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রলিতে চড়িয়ে। এখনও চিৎকার করছে ট্রেসি এবং ভুল বকছে। সে জেফ নামে কাকে যেন বারবার ডাকছে। 'উনি ঠিক থাকবেন তো?'

ডাক্তার কটমট করে তাকাল ব্লেকের দিকে। 'আমি জানি না। ওনার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। একলাম্পসিয়ার লক্ষণও আছে।'

বিস্ফারিত হলো ব্লেক কার্টারের চোখ। 'কিন্তু উনি বাঁচবেন তো? আর বাচ্চা...'

'বাচ্চা বেঁচে যাবে,' বলল ডাক্তার। 'এক্সিকিউজ মি।'

প্রবল ব্যথাটা এই আছে, আবার এক্ষুণি চলে গেল।

ট্রেসি ভীত নয়। সে মরার জন্য প্রস্তুত, আবার তার মাকে দেখার জন্য প্রস্তুত। অদ্ভুত একটা শান্তি অনুভব করছে সে মনে।

ডাক্তারের কথা শুনেছে সে। তার বাচ্চা বেঁচে যাবে।

আর ওটুকুই চাইছে ট্রেসি।

এমি।

ট্রেসির শেষবারের মতো জেফ স্টিভেন্সকে মনে পড়ল। মনে পড়ল ওকে সে কত গভীর ভালোবাসে। জেফ কি শেষ পর্যন্ত তার মেয়ের সন্ধান করতে পারবে? সে কি মেয়ের খোঁজে আসবে?

এখন সবকিছুই আমার নাগালের বাইরে।

এখন সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার সময়।

ব্লেক কার্টার কাঁদতে কাঁদতে তরুণ ডাক্তারের বাহুর উপর এলিয়ে পড়ল।

'আপনার সঙ্গে এখন আমার ওরকম আচরণ করা ঠিক হয়নি,' বলল ডাক্তার। 'দোষ তো আপনার নয়,'

'আমারই দোষ। আমার চাপ দেওয়া উচিত ছিল। ওনাকে তক্ষুনি গাড়ি করে নিয়ে আসা দরকার ছিল।'

'ওঁকে নিয়ে তো এসেছেন। আপনি ওঁর জীবন বাঁচিয়েছেন, মি. কার্টার।'

ব্লেক কার্টার ঘুরে তাকাল ট্রেসির দিকে। ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান অপারেশনের পরে ওকে হেভি সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে– পেট সেলাই করার সময় রক্তও দিতে হয়েছে– এখন ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। ওর বাচ্চাকে ICU-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। তবে ডাক্তার ব্লেককে নিশ্চিত করেছে কেটে গেছে বিপদ।

'আমার বাচ্চা...' চোখ বুজে দুর্বল গলায় ডাকল ট্রেসি।

'আপনার বাচ্চা ভালো আছে, মিসেস স্মিট,' বলল ডাক্তার।

'আপনি একটু রেস্ট নিন।'

'কোথায় ও?' বলল ট্রেসি। 'আমার মেয়েকে আমি দেখতে চাই।'

ডাক্তার হাসল ব্লেক কার্টারের দিকে তাকিয়ে। 'আপনি বলবেন নাকি আমি?'

'কী বলবে?' উঠে বসল ট্রেসি, এখন পুরোপুরি সচেতন এবং আতঙ্কিত। 'কী হয়েছে? ও ঠিক আছে তো? কোথায় এমি?'

'আপনাকে নতুন একটা নাম দিতে হবে,' মুখ টিপে হাসল ব্লেক কার্টার।

ঠিক তখন এক নার্স ঢুকল কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে। হাসিমুখে সে বাচ্চাটিকে ট্রেসির হাতে তুলে দিল।

'অভিনন্দন, মিসেস স্মিট। আপনার ছেলে হয়েছে!'

দ্বিতীয় খণ্ড

তেইশ

প্যারিস
আট বছর পরে...

ইন্টারপোলের ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মৃত মেয়েটির মুখের দিকে।

গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। কালো হয়ে ফুলে উঠেছে লাশ। বাহুতে হেরোইন ইনজেকশন নেয়ার অসংখ্য লাল ফুটকি। স্কার্ট উঠে আছে নিতম্বের উপর, আন্ডারওয়্যার খুলে নেওয়া হয়েছে। পা দুটো বিশ্রীভাবে বাঁকানো।

'মৃত্যুর পরে ওর পা ভেঙে এরকম করা হয়েছে?'

এটা কোনো প্রশ্ন নয়। ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো জানে হত্যাকারী কীভাবে তার পৈশাচিকতা চরিতার্থ করে। প্যাথলজিস্ট মাথা ঝাঁকাল।

'রেপড?'

'বলা মুশকিল। যৌনাঙ্গে প্রচুর ক্ষত আছে, তবে সে যে কাজ করত...'

মেয়েটি ছিল বেশ্যা, অন্যদের মতো। নাম আলিসা।

'কোনো সিমেন পাওয়া যায়নি?'

মাথা নাড়ল প্যাথলজিস্ট। 'কিছুই পাওয়া যায়নি। কোনো ছাপ, লালা, চুল বা পশম। ওর নখ কেটে ফেলা হয়েছে। আমরা ক্লু খুঁজছি তবে...'

কিন্তু আমরা কিছুই পাব না, জানি আমি।

এটি হলো খুনির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পরে মেয়েদের নখ কেটে নেয় সে, ওরা যদি ধস্তাধস্তি করেও তবু যেন হত্যাকারীর কোনোরকম DNA-এর চিহ্ন পাওয়া না যায় সেজন্যই এরকম সাবধানতা। এ লোকটার আচরণ বড়ই অদ্ভুত। সে তার ভিক্টিমদের কুৎসিত সেক্সুয়াল পজিশনে বসায় তবে তাদের চুল আঁচড়ে দেয়, কেটে দেয় নখ এবং ক্রাইম সিন রাখে ত্রুটিশূন্য। সে বিছানা পরিপাটি করে রেখে আবর্জনা ব্যাগে ভরে সরিয়ে ফেলে। এবং লাশের পাশে সবসময় একটি বাইবেল রেখে যায়। যে কারণে পুলিশ তাকে নাম দিয়েছে *বাইবেল কিলার*।

এবারের ভিক্টিমদের পাশেও সে বাইবেল রেখে গেছে এবং রোমানস থেকে ভার্স নির্বাচন করেছে

For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness.

এগারোটি খুন, দশটি ভিন্ন শহরে, গত নয় বছরে। ছ'টি দেশের পুলিশ বাহিনী লাখ লাখ ডলার খরচ করেছে এবং সহস্রাধিক ঘণ্টা ব্যয় করেছে এই হারামজাদাকে ধরার জন্য। কিন্তু কোনোই লাভ হয়নি।

জাঁ রিজ্জো জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এপ্রিলের সকাল। বৃষ্টি হচ্ছে। আলিসা আরমন্দের ছোট স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টটি থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় তা খুবই হতাশাজনক। সে HLM-এ বাস করত, হাউজিং প্রজেক্টের ফরাসি ভার্সন। জায়গাটা উত্তর প্যারিসের শহরতলীতে। এ এলাকার বেকারের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি। আর সকলেই মাদকাসক্ত। আলিসার জানালার নিচে ছোট উঠোন, ধূসর কংক্রিটের দেয়ালে দেয়াল লিখন। ক্রুদ্ধ এবং বিতৃষ্ণ চেহারার একদল তরুণ একটি বাড়ির দোরগোড়ায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে গাঁজা খাচ্ছে।

প্যাথলজিস্ট তার কাজ শেষ করল। দুজন উর্দিধারী সদস্য লাশ সরিয়ে নিতে লাগল।

'বিশ্বাস হয় লোকে এরকম একটা জিনিসের সঙ্গে শোবার জন্য পয়সা দিত?' লাশটা বডি ব্যাগে ভরার সময় একজন তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'আমি হলে আমার জিনিস মিট গ্রাইন্ডারের মধ্যে ঢুকাতাম তবু কাছে আসতাম না।'

ঝট করে ওদের দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো। 'হাউ ডেয়ার ইউ! একটু সম্মান দেখাতে শেখো, ও একজন মানুষ। একজন মানুষ ছিল। তোমরা হয়তো কারও বোন বা কারও মেয়েকে দেখছ।'

'স্যার।'

পুলিশের দুই সদস্য ফিরে গেল নিজেদের কাজে। ইন্টারপোলের এই ব্যস্ত লোকটা চলে যাবার পরে তারা হয়তো কপাল কোঁচকাবে। ভাববে ক্রাইম সিনে কবে থেকে ঠাট্টা-তামাশা করা বারণ বলে আইন জারি হয়েছে? আর ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জোই বা নিজেকে কী ভাবে, অ্যাঁ?

ইন্টারপোলের প্যারিস সদর দপ্তরটি ছোট এবং সাদামাঠাভাবে সাজানো। তবে জাঁ রিজ্জোর অস্থায়ী অফিস থেকে বাইরের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে দূরে আইফেল টাওয়ার ঝুঁকে আছে,

সেসঙ্গে মন্তমর্তে স্যাক্রে-কুত্তর-এর সাদা গম্বুজ নজর কাড়ে। আলিসা আরমন্দের হতচ্ছাড়া অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এ জায়গাটি কত সুন্দর।

জাঁ রিজ্জো তার মাথার চুলে হাত ঢুকিয়ে দিল, বিষণ্নতা যেন তাকে গ্রাস করতে না পারে সে চেষ্টাই করছে। তার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে বছর তিন আগে, মাথাভর্তি ঢেউ খেলানো কালো চুল, গাট্টাগোট্টা, বক্সারদের মতো শরীর, ম্লান ধূসর চোখজোড়া দামি পাথরের মতো জ্বলতে থাকে যখন সে রেগে যায় কিংবা অন্য কোনো কারণে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। জাঁকে ইন্টারপোলের সবাই পছন্দ করে। কাজপাগল মানুষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত নয়– এজেন্সির আঠালো বাঁশ বেয়ে যে অল্প ক'জন মানুষের উপরে ওঠার কোনো খায়েশ নেই তাদের মধ্যে অন্যতম এই জাঁ। সে সর্বদা ন্যায়বিচারের পক্ষে, নিষ্ঠুর এ পৃথিবীতে সত্যের জয়ের জন্য লড়াই করে চলেছে।

মাদকাসক্তি ধ্বংস করে দিয়েছে রিজ্জোর পরিবার। জাঁ-র বাবা-মা দুজনেই ছিল মদ্যপ, অসুখে ভুগে মারা যায় মা। মাদকাসক্তিকে অসুখই মনে করে জাঁ। তার বেড়ে ওঠা ভ্যাংকুভারের মধ্যবিত্ত শহরতলীতে। জাঁর মনে আছে তাদের পড়শীরা তার মাকে সবসময় এড়িয়ে চলত। তার মা সেলিস্টি রিজ্জো এসেছিল এক প্রাচীন ফরাসি কানাডিয়ান পরিবার থেকে। বয়সকালে সেলিস্টি খুবই সুন্দরী ছিল। কিন্তু মদ তার রূপ ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণই কেড়ে নেয়। শেষ সময়ে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ ছিল না পাশে।

জাঁ-র বাবা মদের নেশা থেকে মুক্ত হতে পারলেও তরুণ বয়সে, মাত্র পঞ্চাশে হার্ট-অ্যাটাকে মারা যায়। জাঁ-র একমাত্র সান্ত্বনা ডেনিস রিজ্জোকে বেঁচে থেকে দেখতে হয়নি তার মেয়ের কোকেন আসক্তিকে। আজকের খুন হওয়া মেয়েটির মতোই জাঁর বোন হেলেন পতিতাবৃত্তিতে নেমে গিয়েছিল। অথচ কত উষ্ণ এবং চমৎকার একজন মানুষ ছিল সে। জাঁ রিজ্জো বিশ্বাস করে আলিসা আরমন্দসহ খুনের অন্যান্য সকল ভিক্টিমই উষ্ণ এবং চমৎকার মানুষ ছিল।

জাঁ একরকম জোর করেই এই বাইবেল কিলার কেসটি নিয়েছে তার বস ও বন্ধু অনরি ডুভালকে বলে কয়ে যাতে কাজের চাপের মধ্যে থেকে তার স্ত্রী সিলভিকে ভুলে থাকতে পারে। সিলভির সঙ্গে তার দশ বছরের দাম্পত্য জীবন। কখনো ঝগড়াঝাঁটি কিংবা কথা কাটাকাটি হয়নি দুজনে। তাদের দুটি সন্তান। কিন্তু সিলভি ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে গেছে। জাঁ-কে সে ডিভোর্স দিয়েছে। জাঁ সপ্তাহের সাতদিনই কাজে ডুবে থাকে, সংসারের প্রতি তার একদমই মনোযোগ নেই, এ ব্যাপারটি আর সহ্য করতে পারেনি সিলভি।

ডিভোর্স শব্দটাকে প্রবল ঘৃণা করে জাঁ। সে সিলভি এবং তার বাচ্চাদেরকে ভীষণ মিস করছে। যদিও এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে সংসার করার

সময়ে সে ওদেরকে একদমই সময় দিতে পারেনি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সিলভি তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে জাঁ-র বাসায় এলে জাঁ নিজের একাকীত্বের কথা বললে, যে ওদেরকে ছাড়া তার বুকটা খাঁ খাঁ করে, তার বউ জবাবে বলেছে, 'কিন্তু, জাঁ, ডার্লিং, আমরা যে ডির্ভোস করেছি সে বিষয়টি তোমার উপলব্ধিতেই আসতে সময় লেগেছে চার মাস। জানুয়ারি মাসে ডিক্রি হলো আর মে মাসে তুমি ফোন করে জানতে চাইলে এর মানে কী।'

কাঁধ ঝাঁকিয়েছে জাঁ। 'বসন্তকালটা বড্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে আমার। প্রচুর কাজ ছিল।'

সিলভি ওর গালে চুমু খেয়ে বলল, 'সে আমি বুঝতে পারছি, চেরি।'

'আমরা আবার বিয়ে করতে পারি না? আমি তোমাদেরকে সময় দেব।'

'শুভ রাত্রি, জাঁ।'

বাইবেল কিলার কেসটি জাঁ রিজ্জোর কাছে একই সঙ্গে থেরাপি, শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত। সে যদি এই হারামজাদাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, যদি বেচারি মেয়েগুলোর জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে; যদি আরেকটি জীবন রক্ষা করতে পারে; তাহলে তার ধারণা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সমস্যা হলো আমি ওকে ধরতে পারিনি।

আমি আলিসাকে বাঁচাতে পারিনি।

যেভাবে আমি রক্ষা করতে পারিনি হেলেনকে।

বাইরে থেমে গেছে বৃষ্টি, বসন্তের রোদে ভেজা রত্নের মতো আবার ঝলমলিয়ে উঠেছে প্যারিস।

জাঁ রিজ্জো প্রতিজ্ঞা করল *আমি খালি হাতে কিছুতেই লিয়নে ফিরে যাব না।* লিয়নে ওর পরিবার থাকে।

চব্বিশ

তবে চারদিন পরে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল সে।

ওর মেয়ে ক্লেমেন্স পেটে তীব্র খিঁচুনি নিয়ে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। ইমার্জেন্সি অ্যাপেনডেকটমি।

'ও ভালো আছে,' ফোনে সিলভি আশ্বস্ত করল জাঁকে। 'তবে তোমার কথা বারবার বলছিল।'

বাতাসের গতিতে গাড়ি চালিয়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে লিয়নে পৌঁছে গেল জাঁ। হাসপাতালে, মেয়ের পাশে ক্লান্ত চেহারা নিয়ে বসে আছে সিলভি। 'ওর এই মাত্র জ্ঞান ফিরল,' ফিসফিস করে জানাল সে।

'ড্যাডি!'

ছয় বছর বয়স ক্লেমেন্স, এরই মধ্যে মায়ের কার্বন কপি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মাথায় নরম সোনালি কেশের কুঞ্চন, পিরিচের মতো বড় বড় দুই নীল চোখ। ক্লেমেন্সের ছোট ভাই লুক-ও সিলভির পরিবারের চেহারা পেয়েছে। এতে বেজায় বিরক্ত জাঁ।

'মামমাম বলল তুমি প্যারিসে।

'হ্যাঁ, সোনা।'

'শয়তান লোকটাকে ধরতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল তার কন্যা।

সিলভির চাউনি এড়িয়ে গেল জাঁ।

'এখনও পারিনি।'

'কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, না?'

'নিশ্চয়। তোমার অ্যাপেনডিক্সটা দেখতে এসেছি,' মজা করল জাঁ। 'তোমাকে কি ওরা ওটা দিয়েছে বয়েমে রাখার জন্য?'

'ইয়াক। না!' খিলখিলিয়ে হেসে উঠল ক্লেমেন্স।

'আহ্, ওকে হাসিও না তো!' ধমক দিল সিলভি।

'সরি। তবে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওরা ওটা বাড়ি নিয়ে যেতে দিত বয়েমে রাখতে।'

'কানাডায়?'

'উঃ হ্যাঁ।'

'পুরনো দিনে?'

হাসল সিলভি। 'দেখতেই পাচ্ছ তোমার মেয়ে দ্রুত সেরে উঠছে।'

একটু পরে এক নার্স এসে ওদেরকে ঘর ছেড়ে দিতে বলল। ক্লেমেন্সের বিশ্রামের প্রয়োজন। জাঁ এবং সিলভি করিডরে চলে এলো। 'তুমি এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না,' বলল জাঁ। 'ও আমার মেয়ে। ওকে আমি আমার জীবনের চেয়েও ভালোবাসি।'

'জানি, ডার্লিং। আচ্ছা, তোমার কেসের খবর কী?'

গুঙিয়ে উঠল জাঁ। 'ভালো না। একটা মেয়ে খুন হয়েছে। ওর অবস্থাটা যদি একবার দেখতে!'

জাঁ-র ধূসর চোখে জল। সিলভি ওর বাহুতে হাত রাখল।

'তুমি তো আর সবাইকে রক্ষা করতে পারবে না,' নরম গলায় বলল সে।

'আমি আসলে ওদের কাউকেই রক্ষা করতে পারিনি,' তিক্ত গলায় বলল জাঁ। 'মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেলে আমাকে ফোন করে জানিয়ো।'

কিউ চার্লস দ্য গল-এ ইন্টারপোলের জেনারেল সেক্রেটারিয়েট থেকে ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বে জাঁ রিজ্জোর বাসা। সে ঘরে ফিরেই কম্পিউটার নিয়ে বসল। বাইবেল কিলার মার্ডার নিয়ে শুরু করে দিল কাজ।

প্রতিটি ভিক্টিমের একটি সিরিয়াল নম্বর আছে, লোকাল পুলিশ সেই নম্বরে যাবতীয় এভিডেন্স পেশ করেছে। ইন্টারপোল মেয়েগুলোর তালিকা করেছে BK1, BK2 ইত্যাদি নামে। সর্বশেষ BK10 ছিল ইজিয়া মোরেনো নামে লাল চুলের এক স্প্যানিশ মেয়ে। আগামীকাল হয়তো আলিসা আরমন্দের নাম এবং ছবির পাশে BK11 নম্বর বসাবে জাঁ রিজ্জো।

অফিশিয়াল ফাইলের সঙ্গে নিজের ফাইলও তৈরি করেছে জাঁ। যেসব দেশে খুনগুলো হয়েছে সেসব লোকেশনের মানচিত্রে ও চোখ বুলাল। মাদ্রিদ, লিমা, লন্ডন, শিকাগো, বুয়েনস আইরেস, হংকং, নিউ ইয়র্ক, মুম্বাই... কিন্তু কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পেল না।

জায়গা না হলে হয়তো সময়...

পরবর্তী দুই ঘণ্টা জাঁ প্রতিটি খুনের তারিখ, দিন ও সময় বিশ্লেষণ করল। সংখ্যায় কি কোনো মেসেজ আছে? খুনি প্রতিটি ক্রাইম সিনে বাইবেলের ভার্স রেখে গেছে। জেনেসিস, অধ্যায় ২, ভার্স ১৮, এর সঙ্গে কি ফেব্রুয়ারি ১৮-র কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

না নেই। হাত দিয়ে কপাল রগড়াল জাঁ। *আমার চিন্তা-ভাবনাই কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে*।

সে এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিল। কম্পিউটার ছেড়ে উঠে পড়বে ভাবছে, এমন সময় একটা চিন্তা এলো মাথায়।

সে সেন্ট্রাল ইন্টারপোল ডাটা বেসে লগ ইন করে প্রতিটি খুনের তারিখ টাইপ করল। তারপর একটি তালিকা করল যাতে লেখা থাকল সেসব সহিংস অপরাধের কথা যা একই দিনে একই শহরে সংঘটিত হয়েছে।

নাহ্, এ দিয়েও কিছু পরিষ্কার হলো না।

সে অমীমাংসিত অন্যান্য খুনের তালিকা করল, যাতে ধর্ষণ এবং সিরিয়াস যৌন হামলার তথ্যও থাকল। তবে এর মধ্যেও কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে বাইবেল কিলারের কাজের কোনো যোগসূত্রই নেই।

জাঁ এবারে ডায়লগ বক্স থেকে Violent শব্দটি ডিলিট করে Serious Crime কথাটি লিখল। BK হত্যাকাণ্ড যেসব জায়গায় সংঘটিত হয়েছে সেসব লোকেশনে এই সিরিয়াস ক্রাইমগুলোও করা হয়েছে।

একে একে ওগুলো আবির্ভূত হলো পর্দায়।

মাদ্রিদ : চুরি – ১ মিলিয়ন ডলার প্লাস। ফাইন আর্ট। ANNA গ্যালারি।

লিমা চুরি– ২ মিলিয়ন ডলার প্লাস। ফাইন আর্ট। গ্যালেরিয়া মিউনিসিপ্যাল ডি আর্ট।

লন্ডন : চুরি– ৫,০০,০০০ ডলার প্লাস। হিরেসহ অন্যান্য জিনিস। প্রাইভেট রেসিডেন্স। (রেইস)

নিউইয়র্ক চুরি– ফাইন আর্ট। পিসারো। প্রাইভেট রেসিডেন্স (ম্যাকমেনেমি)

শিকাগো : **চুরি**– ১ মিলিয়ন ডলার প্লাস। গহনা কমার্শিয়াল (নিল লেন)

বুয়েনস আইরেস, হংকং, মুম্বাই...

চুরি, চুরি, চুরি।

জাঁ টের পেল তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠেছে। সে ফোন তুলল।

'বেনজামিন?'

'রিজ্জো?' বেনজামিন জ্যানেট, ইন্টারপোলের প্যারিস ব্যুরো চিফ, ঘুমে জড়ানো গলা।

'একটা জিনিস চোখে পড়ল। বড় ধরনের চুরি। শিল্পকলা, হিরে, প্রায় সবগুলোই সাত অঙ্কের। প্রতিটি খুনের দুই/একদিন আগে এই চুরিগুলো হয়েছে। গত দুইদিনে প্যারিসে কোনো বড় রকমের চুরি-চামারি হয়েছে?

'*Putain de merde*' গুঙিয়ে উঠল বেনজামিন জ্যানেট। 'এখন ক'টা বাজে জানো?'

ওকে অগ্রাহ্য করল জাঁ। 'কেউ কি কার্টিয়ার বা লুভ মিউজিয়ামে হানা দিয়েছে? কিংবা কোনো এমব্যাসিতে?'

ও প্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা।

'হ্যাঁ, একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে। জার্মান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর সিন্দুক থেকে একটি মূল্যবান কালেকশন চুরি গেছে।'

'দাম কত?'

'এক মিলিয়ন ইউরোর ওপরে হবে।'

'কবে?'

'বুধবার রাতে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনজামিন জ্যানেট। 'কিন্তু, জাঁ, এর সঙ্গে তোমার মৃত বেশ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। এটাকে আমরা ডমেসটিক ইনসিডেন্ট হিসেবে দেখছি। এমব্যাসির সকলকে জেরা করা হচ্ছে। কেউ তালা ভেঙে ঘরে ঢোকেনি। এবং... জাঁ? জাঁ, আছ তুমি?'

পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত কাজ করল জাঁ রিজ্জো। তাকে দেখে মনে হলো বহুদিন ঘুমায় না। সহকর্মীরাও তার আলুথালু বেশ, ঝড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে দু'একটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেও গায়ে মাখল না সে। সোজা নিজের অফিসে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

পাঁচ মিনিট পরে তার সেক্রেটারি মেরি সাহস করে ঢুকল সিংহের খাঁচায়।

'কফি?'

'হ্যাঁ, প্লিজ। প্রচুর।'

'আপনার এক্স ওয়াইফ ফোন করেছিলেন। বললেন আজ বিকেলে আপনার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।'

'গুড,' বলল জাঁ। সে মুখ তুলে তাকাল না।

সে একটা সূত্র পেয়েছে। এই কঠিন কেসটি হাতে নেওয়ার পরে এটাই প্রথম সূত্র। এখন তার কাছে অন্য সবকিছু গৌণ।

এগারোটি হত্যাকাণ্ড, সবগুলোই একজন হত্যাকারীর কাজ।

এগারোটি দুঃসাহসী চুরি, সেই একই শহরে, যেখানে খুনগুলো হয়েছে; মেয়েগুলোর মৃত্যুর দুইদিন আগে।

একটি অপরাধেরও সুরাহা হয়নি।

একটা লিঙ্ক আছে। থাকতেই হবে। এবং সেটা কাকতালীয় নয়।

কফি চলে এলো। জাঁ পর পর দুই কাপ স্ট্রং কফি পান করল। তারপর শুরু করল কাজ। প্রথমে সে আর্ট এবং জুয়েলারি চোরদের একটি তালিকা করল যারা আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত। চারশো নাম চলে এলো তালিকায়। তালিকা ছোট করতে করতে এসে ঠেকল পাঁচে।

পাঁচ!

এদের একজন মারা গেছে। তিনজন জেলখানায়।

পঞ্চম ফাইলটিতে ক্লিক করল জাঁ। তার কম্পিউটার স্ক্রিনে এক তরুণীর ছবি ভেসে উঠল। অপূর্ব এক সুন্দরী, পোর্সেলিনের মতো মসৃণ ত্বক, চেস্টনাটরঙা চুল, শ্যাওলা সবুজ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরমা সুন্দরীটির ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না জাঁ।

'ট্রেসি হুইটনি' বিড়বিড় করল সে।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।'

পঁচিশ

'বসুন প্লিজ, মিসেস স্মিট। মিসেস কারসন।'

স্টিমবোট স্প্রিংগস এলিমেন্টারি স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্যারি জোনস তাঁর বিপরীত দিকে বসা দুই মা এবং তাদের দুই গুণধর সন্তানের দিকে তাকালেন। ট্রেসি স্মিটকে দেখলে যেকোনো পুরুষের মাথা ঘুরে যাবে। ছিপছিপে ফিগার, ঝলমলে চেস্টনাট রঙা চুল আর অপূর্ব দুই সবুজ চোখ দেখলে বিশ্বাসই হয় না এ মহিলার বয়স সাঁইত্রিশ। সবাই জানে মিসেস স্মিট বিধবা এবং ধনবতী, তবে এর বেশি আর কেউ কিছু জানে না। এর র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করে বুড়ো ব্লেক কার্টার, প্রায় এক দশক আগে এ শহরে আসার পর থেকেই একান্ত নিভৃতচারীর ভূমিকা পালন করে আসছেন পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলাটি। সুন্দরী বলেই তাঁর নামে সৃষ্টি হয়েছে নানান গুজব। কেউ কেউ ট্রেসি আর ব্লেককে একটি আইটেম হিসেবেও দেখছে। তবে প্রিন্সিপাল জোনস কথাটি বিশ্বাস করেন না। অনেকে বলে ট্রেসি নাকি সমকামী কিন্তু প্রিন্সিপাল জোনসের সামনে বসা মহিলাটির সঙ্গে ইলেন ডিজেনেরেসের চেয়ে ইলেন বারফিনের মিলই যেন বেশি।

ট্রেসির পুত্র সন্তান তার পাশে বসেছে। মায়ের মতো অতটা ফরসা সে নয় তবে দেখতে খুবই সুদর্শন। আর প্রিন্সিপালের ডেস্কের অপর প্রান্তে বসা ইমেলিন কারসনকে লাগছে দানবীর মতো। চর্বি থলথলে হাতজোড়া বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাঁজ করা, আঙুল নয় যেন সাদা সসেজ। আর তার ছেলে রায়ানও বিশালদেহী। সে স্কুলের একজন সম্ভাবনাময় আইস হকি খেলোয়াড়। ক্লাসে সে বেশ জনপ্রিয়। মাথাটা চৌকোণা, ড্যাবডেবে চোখের চাউনিতে তাকে হাবলা মনে হয়। প্রকাণ্ড শরীর বলেই হয়তো সে সহপাঠীদের কাছ থেকে 'রক' নামটি পেয়েছে। ওরা দুজনেই থার্ড গ্রেড অর্থাৎ ক্লাস থ্রিতে পড়ে।

প্রিন্সিপাল জোনস খুবই খুশি হতেন যদি আজ নিকোলাসের বদলে তাঁকে রক কারসনকে ভর্ৎসনা করতে হতো! কার মাকে খুশি করতে হবে তিনি তা বিলক্ষণ জানেন।

'আপনি কি ওকে এবারে স্কুল থেকে বের করে দেবেন?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইল মিসেস কারসন। 'আমার রায়ান সব দেখেছে। ছেলেটা একটা ঠগবাজ।'

'কথা সত্য নয়, মা,' নিষ্পাপ দৃষ্টিতে ট্রেসির দিকে তাকাল নিকোলাস। 'আমি জানি রক মানে রায়ান ভেবেছে ও আমাকে কাজটা করতে দেখেছে। কিন্তু ও ভুল দেখেছে।'

ও কী হ্যান্ডসাম, আবেগে আপ্লুত হয়ে ভাবল ট্রেসি। *আর কী চরম মিথ্যাবাদী*।

সে প্রিন্সিপাল জোনসের দিকে তাকিয়ে মুক্তাঝরা হাসি দিল। 'কী ঘটেছে দয়া করে বলবেন?'

'বেশ কয়েকটি বাচ্চা ঘটনাটি দেখেছে। রায়ান শুধু ঘটনাস্থলে এগিয়ে গিয়েছিল। টিফিন টাইমে নিকোলাসকে দেখা যায় সে মিসেস ওয়াকলস্কির ডেস্কে দাঁড়িয়ে আগামীকালের অঙ্ক পরীক্ষার অ্যানসারগুলো তার সেল ফোন দিয়ে ছবি তুলে নিচ্ছে। সে ক্লাসমেটদের কাছে উত্তরগুলো বিক্রির প্রস্তাব দেয়, এখানে উপস্থিত রায়ানসহ।'

'ঠিক কথা,' সরু গলায় বলে উঠল রায়ান। 'ও উত্তরপত্রের জন্য সবার কাছে দশ ডলার করে চাইছিল। যেন ও চাইল আর আমিও স্টুপিড ম্যাথ অ্যানসারের জন্য ওকে দশ ডলার দিয়ে দিলাম!'

'তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, রক, তুমি এমনিতেও পাশ করে যেতে, ঠিক?'

'ঠিক,' বিশালদেহী বালকের চক্ষু সরু হয়ে এলো। সন্দেহ হচ্ছে নিকোলাস ওর সঙ্গে ইয়ার্কি করল কিনা, তবে ঠিক বুঝতে পারছে না। 'সে যাই হোক, আসল কথা হলো, ও একটা চিট।'

'মিসেস স্মিট, এটা একটি বাচ্চার বিরুদ্ধে আরেকটি বাচ্চার কোনো নালিশের ঘটনা নয়। থার্ড গ্রেডের অর্ধেক বাচ্চাই রায়ানের গল্পে সায় দিয়েছে।'

ট্রেসিও সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। তাকাল ছেলের দিকে, বুঝতে পারছে না কীভাবে ওকে সাহায্য করবে, হঠাৎ নিকোলাসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল সে।

'আমার ফোন চেক করে দেখুন।'

'কী বললে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সিপাল জোনস।

নিকোলাস পকেটে হাত ঢোকাল। মোবাইল ফোন বের করে প্রিন্সিপালের টেবিলে রাখল। 'চেক করুন। দেখুন এর ভেতরে কোনো ছবি আছে কিনা।'

'হ্যাঁ, আপনি ফোনটা একবার চেক করে দেখতে পারেন,' বলল ট্রেসি।

'বেশ।'

প্রিন্সিপাল সুইচ টিপে অন করলেন যন্ত্র, বোকার মতো টেপাটেপি করতে লাগলেন। 'আ... ইয়ে এখানে ছবি দেখতে পাব কীভাবে?'

'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,' উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে বলল নিকোলাস।

'না, আমি দেখাচ্ছি,' মিসেস কারসন বিরাট সাদা হাতটা লম্বা করে খপ করে চেপে ধরল ফোন। 'ও হয়তো ছবি ডিলিট করে ফেলবে।'

মহিলা মিডিয়া ফাইল ওপেন করে 'এই তো পেয়েছি' বলে উল্লসিত চিৎকার দিল। পরক্ষণে তার চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। 'আরি, এসব কী?'

'আমি কি ছবিগুলো একবার দেখতে পারি?' মিষ্টি গলায় জানতে চাইল ট্রেসি। ফোনটা নিল মিসেস কারসনের কাছ থেকে। 'কিন্তু এখানে তো কোনো ম্যাথ পেপারের ছবি দেখতে পাচ্ছি না,' প্রিন্সিপাল জোনসকে ফোন ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল ও।

'ও ছবি ডিলিট করে ফেলেছে! ও একটা মিথ্যুক!' চিৎকার করছে মিসেস কারসন। 'অর্ধেক ক্লাস ছবিগুলো দেখেছে।'

'যে ফাইলই ডিলিট করা হোক না কেন অন্তত ঘণ্টাখানেক সেটা ডিলিটেড আইটেম ফোল্ডারে থাকবেই। মি. ফার্লেকেও আপনি এটা দেখাতে পারেন,' বলল নিকোলাস। ক্রিস ফার্লে ওদের স্কুলের আইটি বিভাগের হেড। 'তবে তিনিও কোনো ছবি দেখতে পাবেন না কারণ আমি কোনো ছবিই তুলিনি। আমি মোবাইলে অ্যাংরি বার্ডস খেলছিলাম। টিচারের ডেস্কের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে রক হয়তো ভেবেছে...'

ট্রেসি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'ইজ দ্যাট অল, মি. জোনস?'

আঃ মহিলার ফিগার কী! মনে মনে বললেন প্রিন্সিপাল জোনস।

'আই গেস দ্যাটস অল, মিসেস স্মিট। এটা নিশ্চয় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কষ্ট করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ।

বাইরে করিডরে এসে নিকোলাস তার মাকে চুমু খেয়ে 'বিদায়' বলল।

'স্কুল শেষে আবার দেখা হবে।'

'হুহ্,' বলল ট্রেসি। 'আচ্ছা, নিকি?'

'বলো?'

'তোমার ব্যাকপ্যাকে যে আরেকটা চিপ আছে ওটা নিয়ে আসতে ভুলো না যেন।'

'কীসের আরেকটা চিপ?'

মুচকি হাসল ট্রেসি। 'যেটার মধ্যে পরীক্ষার উত্তরপত্রের ছবিগুলো আছে, হানি।'

নিকোলাস স্মিট দেখল তার মা লম্বা পা ফেলে ডাবল ডোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাসির দমকে তার কাঁধজোড়া কাঁপছে।

মায়ের জন্য ওই মুহূর্তে নিকির মনে এমন ভালোবাসা উথলে উঠল যে মনে হলো এখুনি সে বিস্ফারিত হবে।

ছাব্বিশ

স্টিমবোট স্প্রিংগস-এর চিরচেনা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসল ট্রেসি।

নিকি তার চেহারা পেয়েছে বটে তবে ব্যক্তিত্বের পুরোটা জুড়েই রয়েছে ওর বাবা জেফ স্টিভেন্স। হাসিখুশি, সুদর্শন, রসিক এবং মাঝে মধ্যে দুষ্টের শিরোমণি হয়ে ওঠা আট বছরের নিকোলাস স্মিট সবদিক থেকেই একজন মিনি জেফ। মাঝে মাঝে সে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যাকে রীতিমতো দুঃসাহসিকই বলা চলে। ট্রেসি ওকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখার যথেষ্টই চেষ্টা করে। শতহলেও সে নিকির মা এবং কলোরাডোতে এসেছেই যাতে তার ছেলে একদম ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে, জেফ এবং তার অভ্যস্ত জীবন যেন একেবারেই ওকে স্পর্শ করতে না পারে। একটি আরও ভালো, আরও সুখী এবং সৎ জীবন। নিকোলাসকে অবশ্যই ট্রেসি নিজের এবং জেফের অতীত সম্পর্কে জানতে দেবে না। তবু ছেলের কিছু দুষ্টামিকে ও প্রশ্রয় না দিয়ে পারে না।

ওকে পরামর্শ দেব যাতে ওর শক্তিটা যেন ভালো কাজে ব্যয় করে।

নিকোলাসের বয়স যখন তিন, ওইসময় সে প্রি-স্কুলের একটি মেয়ের কাছ থেকে তার লাঞ্চের টাকাটা পর পর পাঁচদিন সুকৌশলে হাতিয়ে নিয়েছিল। মেয়েটিকে প্রতিদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখে ওর বাবা-মা'র সন্দেহ হয় এবং তখন আসল সত্যটা বেরিয়ে পড়ে।

'তুমি ওর কাছ থেকে টাকা নিলে কীভাবে?' নরম গলায় ছেলের কাছে জানতে চায় ট্রেসি।

'আমি বলেছিলাম ওকে একটা বিনি বেবি কিনে দেব। বিশেষ বিনি বেবি। জানতাম ও টাকা দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু তুমি নোরাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'না হলে তো ও আমাকে টাকাটা দিত না,' সরল জবাব নিকোলাসের।

'কিন্তু কাজটা তুমি ঠিক করো নি, সোনা,' ধৈর্য ধরে ছেলেকে বোঝায় ট্রেসি। 'এটা অসৎ মানুষের কাজ, বুঝতে পারলে? টাকাটা তো নোরার।'

'কিন্তু নোরার মনটা খুব ছোট।' বলল নিকোলাস।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, খুব খারাপ সে। জুলেসকে সে 'মোটু' বলে খ্যাপায় আর বলে তার লাঞ্চ থেকে নাকি হাঙর গন্ধ আসে। ওর কথা শুনে জুলে খুব কাঁদত। আমি নোরার কাছ থেকে নেওয়া টাকার অর্ধেকটা জুলেকে দিয়ে দিয়েছি।'

বেশ বেশ, ভাবে ট্রেসি। *বিষয়টি তাহলে অন্যভাবে আলোকপাত করার সুযোগও আছে।*

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্টিমবোট স্প্রিংগসের সানশাইন স্মাইল প্রি স্কুলের প্রিন্সিপাল বিষয়টি আবার ভিন্ন চোখে দেখেছিলেন। ফলে পরের বছরটা নিকোলাসকে ঘরে বসে ছবি এঁকে কাটাতে হয়েছে।

তবে ওর সকল কাজই পরহিতব্রতকর ছিল না।

নিকোলাস প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় ক্লাসে রাখা দুটো ইঁদুর, ভ্যানিলা এবং চকোলেটকে তাদের খাঁচা থেকে বের করে এনে ওর টিচারের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল দেখতে 'এরপরে কী ঘটে,' (তারপরে যা ঘটেছে তা হলো বেচারি মিস রডরিক তাঁর গাড়ির ব্রেক ফেল করে T-90-র বরফ পেছল রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করতে যাচ্ছিলেন আর তাঁর চিৎকার বোল্ডার জুড়ে শোনা যাচ্ছিল।)

আর গত বছর, ওর বয়স সাত, স্কুল পালিয়ে কাউকে কিছু না বলে একা একা হকি খেলা দেখতে গিয়েছিল। ছ'টি বাচ্চার এক বিশাল পরিবারের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ে নিকোলাস। খেলা যখন প্রায় শেষ তখন এক সিকিউরিটি গার্ড লক্ষ করে সে একাই এসেছে এবং গার্ড কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটি জানায়।

'তুমি জানো সবাই কীরকম চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল?' ক্রুদ্ধ ট্রেসি পরে খুব বকাবকি করেছে ছেলেকে। 'স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে ফোন করেছে। ওরা ভেবেছে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমিও তাই ভেবেছি।'

'কারণ আমি হকি খেলা দেখতে গিয়েছিলাম? বড্ড বেশি নাটুকেপনা হয়ে গেল না?'

'তোমার স্কুলে থাকার কথা ছিল!' চিৎকার করে ট্রেসি।

'হকি তো এডুকেশনাল।'

'কীভাবে এডুকেশনাল হলো, নিক?'

'এটা কারিকুলামের একটা অংশ।'

'খেলাটা কারিকুলামের অংশ, খেলা দেখতে যাওয়া নয়। তুমি হকি খেলছিলে, হকি নয়। পালিয়ে পালিয়ে ছিলে,' ক্লান্ত শোনায় ট্রেসির কণ্ঠ। 'তবে কথা সেটা নয়। কথা হলো এই যে তুমি একা একা শহরে গিয়েছ। তোমার বয়স মাত্র সাত!'

'জানি তো,' মিষ্টি করে হাসে নিকোলাস। 'এ সপ্তাহে আমাদেরকে কোন্ শব্দটি শিখতে হয়েছে, জানো? "উদ্যোম"। তোমার কি মনে হয় না আমার বয়সের তুলনায় আমি যথেষ্ট উদ্যমী?'

নিকির পেছনেই এখন প্রায় সারাটা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে ট্রেসিকে। যত বড় হচ্ছে ও ততই নানান অঘটন ঘটাচ্ছে। অথচ ছেলের বয়স মাত্র আট। ঈশ্বর ট্রেসিকে সাহায্য করুন! ছেলে তার জীবন, তার চাঁদ-তারা-সূর্য-নক্ষত্র সবকিছু।

মিসেস ট্রেসি স্মিট হিসেবে এখানে বেশ ভালোই আছে ও। এখন আর তাকে অভিনয় করতে হয় না। এ পরিচয় তার বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

গুস্থার হারটগ ওকে শিক্ষাটা দিয়েছিলেন 'কন আর্টিস্ট হিসেবে সফল হতে হলে তুমি যে কাজ করবে সেই পরিচয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যেতে হবে।

'শুধু কাউন্টেস অব নেভারমোর বা এ ধরনের কেউ হওয়ার ভান করলেই চলবে না। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমিই ওই মানুষ। তোমাকে ওই ব্যক্তিটি হতে হবে। খুব কম মানুষই তা পারে, ট্রেসি। তুমি সেই স্বল্পদের মাঝে একজন।'

প্রিয় গুস্থার। তাঁকে খুব মিস করছে ট্রেসি।

ওর মা ওকে বলতেন, 'সত্যি বলছি রে মা, মাঝে মাঝে তোকে আমি চিনতে পারি না। তুই যেন নিজের মাঝে বাতাসের সবগুলো রঙ ধারণ করে আছিস।'

বহুরূপী গিরগিটি সেজে থাকা একই সঙ্গে আশীর্বাদ এবং অভিশাপ। তবে এখন পর্যন্ত এটিকে ট্রেসি আশীর্বাদ বলেই মনে করে। রঙ লুকিয়ে থাকার ক্ষমতা না থাকলে সে এখানে কখনো আসতে পারত না, এই শান্ত, নিরাপদ জীবন উপভোগ করা যেত না। জেফের কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তবে জেফের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে কোনোদিনই ভুলবে না। যদিও গত নয় বছরে ওই আঘাত অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। অন্যান্য সব আঘাতও প্রায় ভুলে গেছে ট্রেসি। তার মায়ের মৃত্যু, জেলখানার সেই জীবন...

জীবন এখন সুন্দর, ভাবে ট্রেসি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রোড ধরে ছুটছে গাড়ি। এ রাস্তার মাথায় তার খামার বাড়ি। এখন এপ্রিল, মাটিতে বরফ জমে থাকলেও গলে যাচ্ছে দ্রুত। কিছুদিন পরে শুরু হবে 'মাড সিজন', কাদায় চটচটে হয়ে যাবে রাস্তাঘাট। তবে তাতে ট্রেসির কিছু আসে যায় না। সে এই পাহাড়ি শহরটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। এখানে সে তার প্রিয় পুত্রকে নিয়ে বেশ আছে।

রাত।

নিকোলাসের বেডরুমে পা টিপে টিপে ঢুকল ট্রেসি। কিছুক্ষণ আগে তার কাছে ব্লেক কার্টার এসেছিল। স্কুলের ঘটনাটি কার কাছে যেন শুনেছে। ব্লেক এখন আর তাকে 'ম্যাম' বলে ডাকে না, নাম ধরে ডাকে এবং 'তুমি' বলে। নিকোলাসের সঙ্গে তার খুব খাতির। ব্লেকও জান দিয়ে ভালোবাসে নিকিকে। সে কিছু উপদেশও দিয়ে গেছে ট্রেসিকে। কারণ ব্লেক জানে সন্তান স্নেহে অন্ধ ট্রেসির

নিকোলাসের কোনো দোষই চোখে পড়ে না। তাই বলেছে, 'তোমার ওকে একটু শাসন করা দরকার, ট্রেসি। এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেখবে তেরো বছর বয়সেই নিকি তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

নিকোলাস গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে। কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বালিশে, হাত দুটো বিছানার উপর ফেলে রেখেছে, যেন এক দেবদূত শুয়ে আছে।

ট্রেসি মনে মনে বলল *ব্লেক ঠিকই বলেছে। আমি ওকে একটু বেশিই আদর করি। কিন্তু না করে কী করব? ও... এত সুন্দর।*

জেফ স্টিভেন্সের কথা না ভাবার চেষ্টা করল ট্রেসি। কিন্তু এই আবেগটিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। জেফ কি এখন কোথাও শুয়ে ঘুমাচ্ছে? সে কি ভালো আছে, সুখী? কাউকে বিয়ে করেছে? ও কি বেঁচে আছে?

যদি এসব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইত ট্রেসি, অনেক আগেই জানতে পারত। কিন্তু গত কয়েক বছরে সে নিজেকে শক্ত করে আটকে রেখেছে। জেফ স্টিভেন্সের অস্তিত্ব কেবল তার মনে এবং মস্তিষ্কে। দুজনে মিলে করা শেষ কাজটির স্মৃতি স্মরণে আসে ট্রেসির। হল্যান্ডে ওরা হিরে চুরি করতে গিয়েছিল। বিয়ের আগের ঘটনা এটা। ডেনিয়েল কুপারের কথা মনে পড়ল। ছোটখাটো ইনস্যুরেন্স এজেন্টটি ওকে গোটা ইউরোপ জুড়ে অনুসরণ করেছিল কিন্তু কোনো অপরাধেই ওকে ফাঁসিয়ে দিতে পারেনি। ট্রেসি যেদিন আমস্টারডাম ছেড়ে চলে যায় তখনই কেবল এক ঝলক দেখেছিল লোকটাকে। ট্রেসিকে কব্জা করতে না পারার তীব্র হতাশা ছিল তার চোখে-মুখে। লোকটার জন্য মায়া লেগেছিল ট্রেসির।

এখন কোথায় সে?

ফেলে আসা দিনগুলোর সেই চরিত্রগুলো এখন কে কোথায়?

পুরনো দিন নিয়ে কোনো অনুতাপ নেই ট্রেসির ভেতরে। তবে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল *আমি নিকির জন্য হলেও একজন ভালো মা হবো। সৎ থাকব।*

সে ছেলেকে চুমু খেয়ে নিজের বিছানায় চলে গেল।

সাতাশ

লিসা লিম তাকিয়ে দেখছে লোকটা তার সুট প্যান্টের যিপ টেনে লাগাল, বিছানায় বসে কাফ লিংক পরল জামার জামায়। সিঙ্গাপুরের একজন হাই ক্লাস হুকার হিসেবে সবরকমের খদ্দেরেই অভ্যস্ত লিসা। মোটা কিংবা পাতলা, বুড়ো অথবা তরুণ, বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত কোনোকিছুতেই তার আপত্তি নেই যদি তারা তাকে ঘণ্টা প্রতি ৫০০ ডলার পারিশ্রমিক দিতে পারে এবং কনডম পরতে রাজি থাকে। লিসা স্রেফ অর্থের জন্যই কাজটা করছে। তবে আজকের মক্কেলটি তার জন্য আনন্দদায়ক একটি সারপ্রাইজ ছিল বলা যায়। এ শুধু সুদর্শনই নয়, একে লিসার বেশ পছন্দও হয়েছে।

'তুমি ঠিকঠাক বাড়ি ফিরতে পারবে তো?' লিসাকে জিজ্ঞেস করল তার মক্কেল টমাস বোয়ার্স। সে ওকে পারিশ্রমিক বাবদ মোটা অঙ্কের একটি বকশিশও দিয়েছে হোটেলের খামে পুরে। লোকটি উঠেছে মান্ডারিন ওরিয়েন্টাল হোটেলের ওরিয়েন্টাল সুইটে। লিসাকে সে লবি থেকে তুলে এনেছিল। 'নাকি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?'

'ধন্যবাদ। আমার কাছে আমার পাসপোর্ট আছে,' টাকার খামটি নিল লিসা। 'আজকের রাতটা আমি খুব এনজয় করেছি।'

'আমিও।'

টমাস বোয়ার্স তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করল। লোকটির গা থেকে দামি কোলনের গন্ধ আসছে, লিসা তার নরম মসৃণ ত্বকে খদ্দেরের পেশিবহুল শরীরের স্পর্শটি আবার উপভোগ করল। এর চুম্বন যেন লাভমেকিংয়ের মতো। আবেগঘন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। টমাস বোয়ার্স সেই অতি দুর্লভ প্রজাতির পুরুষদের একজন মক্কেল হয়েও যে নারীদেরকে ভালোবাসতে জানে।

'তুমি যদি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও আমি তোমাকে আমার ফোন নম্বর দিতে পারি।'

'দেখা করতে পারলে ভালোই হতো তবে দুর্ভাগ্যবশত কালকেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,' লিসাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল বোয়ার্স। 'আমি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ে ব্যাংকক যাচ্ছি।'

'চমৎকার,' হাসল লিসা। 'শুনেছি ভ্রমণটি নাকি খুব উপভোগ্য, মালয়েশিয়ান জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যেতে হয়। সফরটা কি বিজনেস নাকি প্লেজার?'

জবাব দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করে নিল টমাস বোয়ার্স। তারপর চওড়া হাসল।

'দুটোই বলা যায়। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আশা করি উপভোগ করব সফরটা।'

টমাস বোয়ার্স ওরফে জেফ স্টিভেন্স সিঙ্গাপুরে এসেছে তিনটে কারণে।

প্রথম কারণ, সে এশিয়া মহাদেশটিকে ভালোবাসে। এখানকার খাবার বড়ই সুস্বাদু, আবহাওয়া উষ্ণ এবং মেয়েরা বিছানায় দারুণ বন্য। দ্বিতীয়ত, তার শখ ছিল সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকে যেতে ইউরোপের বিখ্যাত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়বে। পুরনো আমলের একটি ট্রেন ভ্রমণের আনন্দ সবচেয়ে বিলাসবহুল প্রাইভেট জেটেও মিলবে না। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, সে এখানে এসেছে একটি অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস চুরি করার জন্য। জিনিসটি রাকা এন্তোমেনার সুমেরিয় মূর্তি। গুস্থার হারটগ জেফকে বলেছেন, 'মূর্তিটি এ মুহূর্তে রয়েছে জেনারেল অ্যালান ম্যাকফির কাছে।'

'আমেরিকান ওঅর হিরো?'

'হ্যাঁ। জেনারেল এপ্রিলের চব্বিশ তারিখ বেলা তিনটায় ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়বেন। তিনি ওটা আটাশ তারিখ ব্যাংককের ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তোমার কাজ হলো উনি যেন সেটা করতে না পারেন সে ব্যবস্থা করা।'

জেফ চারদিন আগেই সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছে। নিজেকে বিশ্রাম প্রদান এবং জেটল্যাগের ধকল সামলানোর দরকার ছিল। শহরে তার সময় ভালোই কেটেছে বিশেষ করে লিসার সঙ্গে গত রাতটি। আজকাল বেশ্যাদের সঙ্গে রাত কাটায় জেফ। তারা তাদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ, নিজেদের মোটিভেশনের ব্যাপারে সৎ, ওর কাছ থেকে অর্থ ছাড়া অন্য কিছু প্রাপ্তি তারা আশা করে না। আর জেফেরও টাকার অভাব নেই। ট্রেসি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে প্রথম বছরটা ভীষণ কষ্টে কেটেছে জেফের। এখন আর ট্রেসির জন্য সে সেই তীব্র বেদনা অনুভব করে না। তবে জেফ একই সঙ্গে এও জানে সে আর কোনোদিন কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে পারবে না। এখন সে তার সমস্ত আবেগ জমিয়ে রাখে নিজের কাজের জন্য। তবে শুধু সেইসব কাজই করে যেগুলো ওকে মুগ্ধ করতে পারে।

'আমার টাকার দরকার নেই,' গুস্থার হারটগকে বলেছে সে। 'আমি যদি কাজ করিই তবে যেটি আমার পছন্দ হবে কেবল সেটিই করব। আমাকে একজন শিল্পী হিসেবে ভাবুন।'

'অবশ্যই আমি তা ভাবি, ডিয়ার বয়। অবশ্যই ভাবি।'

'আমার শুধু প্রয়োজন অনুপ্রেরণা।'

সিঙ্গাপুর শহরে মজা পাবার মতো অনেক কিছুই আছে তবে এখানে অনুপ্রেরণার বড় অভাব। সে যাই হোক এখন সে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ার জন্য তৈরি।

তারপর শুরু হবে খেলা।

আটাশ

জেনারেল অ্যালান ম্যাকফির গমগমে কণ্ঠ ভেসে আসছে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের ডাইনিং কার থেকে।

তিনি বলছিলেন, 'সন্দেহ নেই ইরাক একটি সুন্দর দেশ। ওই মানুষগুলোর জন্য স্বাধীনতা এনে দেওয়া আমার জীবনের অন্যতম গর্বের কাজ। তবে জানি না আর কোনোদিন ওখানে ফিরে যেতে চাইব কিনা। ও দেশে আমার অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি রয়েছে...'

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে আজ দ্বিতীয় রাত এবং জেনারেল প্রথম রাতের মতোই আসর জমিয়ে বসেছেন। জেফ স্টিভেন্স ওরফে টমাস বোয়ার্স দেখছে জেনারেলকে ঘিরে থাকা লোকজন গভীর মনোযোগে তাঁর গল্প শুনছে। বিশেষ করে মহিলারা মনে হয় তাঁর ব্যক্তিত্বে রীতিমতো মুগ্ধ। আজ রাতে জেনারেলের টেবিলে বসেছে চারজন, তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ। দুই বয়সী জাপানি নারী তাঁদের স্বামীদেরকে নিয়ে বসেছেন। জাপানি ট্যুরিস্টদের বড় যে দলটি সিঙ্গাপুরের উডল্যান্ডস স্টেশন থেকে উঠেছে, তাঁরা তাদেরই অংশ। এখানে একজন অভিজাত চেহারার ফরাসী নারীও আছেন, ভ্রমণ করছেন একাকী, আর আছে এক আমেরিকান দেবী যার কোমর ছাপানো লাল চুল, মাথা খারাপ করা দেহসৌষ্ঠব এবং যে একজোড়া আশ্চর্য স্বচ্ছ বাদামি চোখের অধিকারিণী। নাম তার টিফানি জয়। টমাস বোয়ার্সের সঙ্গে গতরাতেই পরিচয় হয়েছে মিস জয়ের। কিছুক্ষণ কথা বলেই সে বুঝে ফেলেছে ভদ্রমহিলাটি জেনারেলের রক্ষিতা, যদিও সমরনায়কটির সেক্রেটারি হিসেবে ভ্রমণ করছে পাশের কামরায়।

'মি. বোয়ার্স, একজন প্রকৃত হিরোর সঙ্গে আমরা সফর করছি, ব্যাপারটি খুব চিত্তাকর্ষক নয় কি?'

'অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।'

জেফ হাসল মিসেস মারজোরি গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে। ইনি এক ইংরেজ বিধবা, বয়স ষাট, সফরসঙ্গী তাঁর বোন। E and O-র ম্যানেজমেন্ট, বিশেষ করে ট্রেনের সর্বদা বিচলিত জার্মান চিফ স্টুয়ার্ড হেলমুট ক্রানজ তার অতিথিদেরকে একত্রে খাবার খেতে এবং গল্পগুজবে উৎসাহ দিয়ে আসছে। গত রাতে জেফ হাঁসের মাংস খেয়েছে অত্যন্ত বিরক্তিকর এক সুইডিশ দম্পতির সঙ্গে একই টেবিলে বসে। তারা এসেছে মালমো থেকে। আজ তাকে টেবিলে শেয়ার

করতে হয়েছে মিস মার্পল বোনদের সঙ্গে। টুইড স্কার্ট, গলায় মুক্তার মালা, মারজোরি গ্রাহাম এবং তাঁর বোন অড্রেকে দেখলে মনে হয় তাঁরা যেন আগাথা ক্রিস্টির বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে সরাসরি নেমে এসেছেন।

'এ ধরনের ট্রিপে সেলিব্রিটিদের কথা অনেক শোনা যায়।' বলে চললেন মারজোরি গ্রাহাম। 'আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোনো বিরক্তিকর পপস্টারকে ট্রেনে দেখব। বদলে জেনারেল ম্যাকফিকে পেলাম। ইনি সত্যি সবার থেকে আলাদা।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল জেফ। 'বিশ্বাস করুন, জেনারেলকে **একই** ট্রেনে দেখতে পেয়ে আমার চেয়ে খুশি বোধহয় আর কেউ হয়নি।'

'আপনারা দুজনেই আমেরিকান সে কারণেই?'

'তাতো বটেই,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেফ।

টিফানি জয় টেবিল থেকে উঠল। সম্ভবত পরের কারের রেস্টরুমে যাবে। পাশ কাটানোর সময় জেফের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হাসল, জেফও ফিরিয়ে দিল হাসি। হালকাভাবে স্পর্শ করল তার হাত। চোখের কোণে দেখতে পেল ওদেরকে লক্ষ করছেন জেনারেল, চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে ঈর্ষা।

খাওয়া শেষ করে পিয়ানো বারের দিকে পা বাড়াল জেফ। জেনারেলের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ট্রেনের আকস্মিক এবং তীক্ষ্ণ এক ঝাঁকুনিতে সে প্রায় সুন্দরী মিস জয়ের গায়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' হাসল জেফ। 'এই ন্যারোগেজ ট্র্যাকগুলো খুব বাজে, না?'

'তা আর বলতে,' খিলখিলিয়ে হেসে উঠল লাল চুল। 'গতরাতে তো আমি আমার বাংকে বয়েমের মধ্যে কয়েনের মতো খালি এদিক-ওদিক বাড়ি খাচ্ছিলাম। কত জায়গা যে ছড়ে কেটে গেছে যদি দেখতেন!'

'আপনার ক্ষতগুলো দেখালে আমারটাও দেখাব,' সরস গলায় বলল জেফ।

'আমার বিশ্বাস আমাদের আগে পরিচয় হয়নি,' জেনারেল ম্যাকফি হিমশীতল চোখে তাকালেন জেফের দিকে।

'আমারও বিশ্বাস পরিচয় হয়নি। টমাস বোয়ার্স,' একটি হাত বাড়িয়ে দিল জেফ।

'মি. বোয়ার্স অ্যান্টিকস এক্সপার্ট,' তথ্য জাগাল টিফানি।

'অ্যান্টিকুইটিজ,' ওকে শুধরে দিল জেফ। 'আর নিজেকে আমি এক্সপার্ট নই বরং ডিলার পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করি।'

'আচ্ছা?' জেনারেলের চেহারার ভাব বদলে গেল। 'ওয়েল, মি. বোয়ার্স, আমাদের পরে কখনো ড্রিংক করা উচিত। আমার কেবিনে একটি জিনিস আছে ওটি হয়তো আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে।'

টিফানি জয়ের পিনোন্নত পয়োধরের ওপর চোখ রেখে জেফ জবাব দিল, 'নিশ্চয়, জেনারেল।'

'তবে এটি বিক্রির জন্য নয়,' ঘাউ করে উঠলেন জেনারেল। 'আর বিক্রয়যোগ্য হলেও এটি কেনার ক্ষমতা আপনার হতো না। এ এক অমূল্য রত্ন।'

'অবশ্যই, স্যার' জেফের দৃষ্টি এখনও সেঁটে আছে টিফানির ওপর আর টিফানি তাকিয়ে আছে ওর পেশিবহুল বুকে।

টমাস বোয়ার্স নিঃসন্দেহে অসম্ভব সুদর্শন একজন পুরুষ। কিন্তু টিফানি জানে লোকটাকে তার ফ্লার্ট করা উচিত হবে না। তাতে খুব মাইন্ড করবেন অ্যালান। জেনারেল অ্যালান ম্যাকফি বিবাহিত, তবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে তার সাহস, শৌর্য এবং সিংহহৃদয়ের জন্য। জেনারেলের শক্তি এবং সংহতিই প্রথম দর্শনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল টিফানিকে। এবং ক্ষমতা তো বটেই। এক সুদর্শন আগন্তুক টিফানির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বলেই সে জেনারেলকে দুঃখ দিতে পারে না। কথাটা ভেবে টিফানির নিজেরই লজ্জা লাগল। লালচে হলো গাল।

'কাল আপনার সঙ্গে ড্রিংক করতে পারব, জেনারেল,' হাসিমুখে বলল টমাস বোয়ার্স। 'আজ রাতে আমার কিছু কাজ আছে। আপনাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত, মিস জয়।'

সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

টিফানি জয়ের গণ্ডদেশের লালচে ভাবটা আরও গাঢ় হলো। 'মি. বোয়ার্স।'

বেশ বেশ, কেবিনে ফিরল জেফ আপন মনে হাসতে হাসতে। *মুরগির খোঁয়াড়ে একটা শেয়াল ঢোকানো গেছে। একটা ধাপ এগোনো গেল বটে।*

উনত্রিশ

জেফের কেবিনটি সুন্দর তবে আকারে খুবই ছোট। একবার ট্রেসি একটি বিশেষ দামি পাথর চুরি করার জন্য লন্ডন থেকে ভেনিসে যাচ্ছিল ভেনিস স্পিলন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ে। নিজের কামরাটিকে সে বর্ণনা দিয়েছিল 'ক্যান্ডি বক্স' বলে।

জেফের কক্ষটিও সেরকম, লাল মখমলের ছড়াছড়ি চারদিকে, রয়েছে ব্রকেড করা একটি সিঙ্গল আর্মচেয়ার, খুদে একটি টেবিল এবং ভাঁজ করা যায় এমন বাংক বেড। এটা যেন গুয়ানতানামো বে থেকে অর্ডার করে আনা। এই বিছানায় শোয়ার মতো যন্ত্রণা আর নেই।

যে বাথরুমে হুডিনি পর্যন্ত ঢোকার আগে দু'বার ভাবতেন সেরকম অতি আঁটসাঁট একটি বাথরুমে কোনোরকমে গোসল সেরে, বাংকে শুয়ে জেফ আবারও পড়ছে গুস্থারের দেওয়া জেনারেল অ্যালান ম্যাকফির ওপরে তৈরি করা ফাইলটি।

২০০৭ সালে জেনারেল ছিলেন পবিত্র নগর নিপ্পুরে, মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক। শহরটি বাগদাদ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর মাঝখানে। ২০০৩ সাল থেকে কোয়ালিশন ফোর্সের ওপর দায়িত্ব ছিল নিপ্পুরের মতো আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে কোনো প্রত্নতত্ত্ব যেন লুণ্ঠন না হতে পারে তার ওপর খেয়াল রাখা। এ শহর ছিল প্রি সার্গোনিক, আক্কাডিয়ান এবং প্রাচীন বেবিলোনিয়ান আর্টিফ্যাক্টের রত্নভাণ্ডার। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে মেসেপটেমিয় সম্রাট রাজা এনটোমেনার একটি মূর্তি, যেটি ২০০৩ সালে ইরাকের জাতীয় জাদুঘর থেকে লুঠ হয়ে যায়, সেইরকম একটি মূর্তি নিপ্পুরের একটি কবরে ফরাসি এক গ্রাউন্ড ইউনিট আবিষ্কার করে। ছয় সপ্তাহ পরে এটি একটি 'নিরাপদ' কোয়ালিশন সেফ হাউজ থেকে খোয়া যায়, ক'দিন আগেই ওটা ল্যুভ জাদুঘরে পাঠানোর কথা ছিল। স্থানীয়ভাবে প্রচুর খোঁজাখুঁজি চালিয়েও কোনো লাভ হয়নি, যদিও ওর সন্দেহের তীর গিয়ে বেঁধে আহিল হাফিজ নামে এক স্থানীয় চোরের গায়ে। হাফিজকে গ্রেপ্তার করা হয় তবে আদালতে নেওয়ার আগেই তাকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় ক্রুদ্ধ জনতা। হাফিজ বারবারই বলছিল সে রাজার মূর্তিটি চুরি করেনি। তবে সে মূর্তির আর দেখা মেলেনি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় জেনারেল ম্যাকফি নিজেই ওই আর্টিফ্যাক্টটি চুরি করেন। প্রখ্যাত জেনারেলটি অনেক আগে থেকেই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ বিক্রি করে দিয়ে বেশ ভালো অর্থকড়ি কামাই করছেন। এন্টোমেনার মূর্তিটি উপযুক্ত লোকের কাছে বিক্রি করার জন্য কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। অবশেষে তিনি একজন ক্রেতা পেয়েছেন যার কাছে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলারে জিনিসটি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন। ক্রেতাটি একজন থাই ড্রাগ লর্ড, নাম চাও তাক চাও। চাও অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ এবং অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তার বিরুদ্ধে অপুস্তি অপহরণ, হত্যা এবং নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। অশিক্ষিত, চাষাড়ে হওয়া সত্ত্বেও সে এ ধরনের সমস্ত মূর্তি সংগ্রহ করতে পছন্দ করে।

এশিয়ান এয়ারপোর্টগুলোর কাস্টমসের ঝামেলা এড়াতে জেনারেল বোট এবং ট্রেনে ভ্রমণ করছেন। আমেরিকা এবং দেশের বাইরে একজন সামরিক নায়ক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন তাঁর শৌর্য-বীর্যের কারণে।

জেফ ভাবছিল *সবাই দেখছি এ লোকটাকে পছন্দ করে। এ লোক নিজেকেই বেশি ভালোবাসে। তবে লোকটা একটা প্রতারক এবং খুনি।*

জেফ চোখ বুজে কল্পনা করার চেষ্টা করল সেই তরুণ ইরাকির কথা যাকে চুরির দায়ে তার স্বজাতিরাই তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বধ্যভূমির দিকে। তাকে এমন এক অপরাধের জন্য শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে যে কাজটি সে করেনি। জেনারেল ম্যাকফি ওকে বাঁচাতে পারতেন। তাঁর একজন বলির পাঁঠার দরকার ছিল না। অপরাধটি হয়তো যুদ্ধ পরবর্তী আরও অনেক ঘটনার মতোই অমীমাংসিত থেকে যেত। কিন্তু লোকটা শক্তিহীন, নিরপরাধ একজন মানুষকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

মত বদলে ফেলল জেফ।

শুধু মূর্তি চুরিই যথেষ্ট নয়।

এই হারামজাদাকে ওর নিজের ওষুধ নিজেকেই গিলতে হবে।

মিস টিফানি জয়ের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হলো না টমাস বোয়ার্সের।

সে লক্ষ করেছে জেনারেল সবসময় তাঁর 'সেক্রেটারি'র আগেই ব্রেকফাস্ট করতে চলে যান এবং একা। তিনি যাওয়ার পরে মিস জয় সুড়ুৎ করে চলে আসে নিজের কেবিনে, এখানে সে রাতে ঘুমিয়েছে বোঝাতে এলোমেলো করে রাখে বিছানা, গোসল সেরে পোশাক পরে খানিক বিরতি শেষে যোগ দেয় তার বসের সঙ্গে। কাজেই করিডরে তার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক ব্যাপার আর হয় না।

'মিস জয়, আজ আপনাকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে। কাটাছেঁড়ার দাগগুলোর কী অবস্থা?'

'মি. বোয়ার্স!'

টিফানি নিজেকে সামলাতে না পেরে লাল হয়ে যায় লজ্জায়। এই অ্যান্টিকস ডিলারটির সঙ্গে দেখা হলে সে যে খুশি হয়ে ওঠে এটা ও নিজেও চায় না। কিন্তু টমাস বোয়ার্সের বয়স এত কম আর এমন সুদর্শন, ওদিকে অ্যালান, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন, এত বুড়ো। যেন নিজেই একটা অ্যান্টিকুইটি।

'ইজ সামথিং ফানি? আপনি কি জানেন হাসলে আপনাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে?'

হেসে উঠল টিফানি। 'অ্যালান... জেনারেল ম্যাকফি... কাল রাতে খুব রাগ করেছেন। বললেন আপনি নাকি তখন ইচ্ছে করে আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন।'

'ঠিক কথাই বলেছেন তিনি,' কাছিয়ে এলো জেফ। ট্রেনটির করিডর ভীষণ সরু, তার এবং টিফানির নাক প্রায় ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। 'আচ্ছা, মিসেস ম্যাকফি কাছেপিঠে কোথাও নেই? নাকি বাড়িতে বসে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখছেন।'

'আ... আমার ঠিক মনে হয় না তিনি জেনারেলের আগুন ঠিকমতো জ্বালিয়ে রাখতে পারছেন,' স্বীকারোক্তির সুরে বলল টিফানি।

'আর তোমার আগুনের কী অবস্থা, মিস জয়?' জেফের হাত মেয়েটার সরু কোমর জড়িয়ে ধরল, সেখান থেকে পিছলে নেমে গেল নিতম্বে।

'ওহ, মি. বোয়ার্স!'

'টমাস।'

'টমাস। আমি চাই কিন্তু আমি... আমরা পারব না। উনি আমার বস।'

'তুমি জানো ওরা শুধু কাজের কথাই বলে, কখনো খেলতে দেয় না।...'

বিরক্তিকর সুইডিশ দম্পতি আবির্ভূত হলো তাদের কেবিন থেকে। অনিচ্ছা নিয়ে জেনারেলের সেক্রেটারিকে ছেড়ে দিল জেফ। ওদেরকে যাওয়ার পথ করে দিল।

'তোমার বস গত রাতে তাঁর কেবিনে নাকি কী একটা অমূল্য ধন আছে তা নিয়ে খুব বড়াই করছিলেন,' ওরা আবার একা হতেই উদাস স্বরে বলল জেফ।

'হ্যাঁ, তবে ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারব না,' পরিষ্কার গলায় বলল টিফানি।

'কেন পারবে না?' সামনে এগিয়ে এসে জেফ হঠাৎ করে ওর মুখে চুমু খেয়ে বসল।

'টমাস।'

'তিনি ওটার কথা আমাকে জানাতে চেয়েছেন। কামন। আমি কাউকে বলব না। ওখানে তিনি কী লুকিয়ে রেখেছেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভায়াগ্রার বোতল?'

'ডোন্ট বি মিন।'

'নাকি খাঁটি প্লাটিনামের সুতো দিয়ে তৈরি পরচুলা?'

'আহ্ থামো তো!' খিলখিলিয়ে হাসল টিফানি। 'ওটা একটা মূর্তি। লিবারেশনের পরে এক ইরাকি ভদ্রলোক মূর্তিটি জেনারেলকে উপহার দেয়। খুব পুরনো এবং দুর্লভ জিনিস।'

'অ্যালানের ইরেকশনের মতো,' ঠাট্টা না করে পারল না জেফ।

'শোনো, আজ বিকেলে কোয়াই নদীতে বোট ট্যুর আছে।'

'জানি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল টিফানি। 'জেনারেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ। সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর এই গল্প শুনে আসছি। তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত এবং প্রসিদ্ধ–'

'এই প্যাঁচাল আর শুনতে হবে না। বলবে তোমার শরীর ভালো নেই।'

'কিন্তু তিনি জানেন আমি–'

'ভং ধরবে। কামন, মিস জয়, লিভ আ লিটল! আমি আর তোমার বস যাতে আলাদা বোটে থাকি সে ব্যবস্থা আমি করব। তারপর সুযোগ বুঝে চলে এসে একবার উঁকি দেব জেনারেলের অমূল্য ধনের ওপর।'

'মানে মূর্তির কথা বলছেন, তাই না, মি. বোয়ার্স?' মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল টিফানি।

'কীসের কথা বলছি তা আজ বিকেলেই দেখতে পাবে, মিস জয়। এনজয় ইয়োর ব্রেকফাস্ট।'

ত্রিশ

কোয়াই নদীর বাতাস ভয়ানক তেতে আছে। তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি তো হবেই। পরনে খাকি স্ল্যাক এবং লিনেন শার্ট, সঙ্গে একটি ছোট রুক স্যাক, দরদর করে ঘামছেন জেনারেল অ্যালান ম্যাকফি।

'আপনি নিশ্চয় এরকম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, জেনারেল। আপনার রহস্যটি কী?'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন জেনারেল ম্যাকফি। তিনি টমাস বোয়ার্সকে খুবই অপছন্দ করেন। লোকটা বড্ড বেশি সুদর্শন। এমন গরমেও সাদা শার্ট এবং শর্টস পরে ভাব দেখাচ্ছে যেন তার গরমই লাগছে না। *হারামজাদা*!

'কোনো রহস্য নেই, মি. বোয়ার্স। স্রেফ অধ্যবসায়।'

'খুবই প্রশংসনীয়। লক্ষ করছি আপনার সেক্রেটারি আমাদের সঙ্গে নেই। সামরিক ইতিহাস কি তিনি পছন্দ করেন না?'

'মিস জয়ের শরীর ভালো না। সে তার কেবিনে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

E and O প্যাসেঞ্জাররা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা ভেলার দিকে এগোচ্ছে। এশিয়ানরা যাচ্ছে জাপানিভাষী গাইডের দিকে আর ইউরোপীয়রা এগোচ্ছে অস্ট্রেলিয় এক্স সার্ভিসম্যানের নৌযানের দিকে। সে কমেন্ট্রি দেবে।

জেফ চলল জাপানি র‍্যাফট অভিমুখে। সঙ্গে সঙ্গে তার পথ আগলে দাঁড়াল ট্রেনের চিফ স্টুয়ার্ড, চেহারায় আতঙ্ক।

'না, না, মি. বোয়ার্স। ইংরেজিভাষীদের জন্য এ লাইনটি নয়। আপনি অন্য সারিতে যান।'

'ধন্যবাদ, হেলমুট। তবে আমি এ ভেলাতেই উঠতে চাই।'

সে ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল।

'প্লিজ, মি. বোয়ার্স, ব্যাপারটি খুব জরুরি। আমাদের সকল ইউরোপীয় ভিজিটরদেরকে অপর ভেলায় চড়তে বলেছি।'

'নিশ্চয় বলেছ।' হাসল জেফ। 'তবে আমি এটাই নেব।'

খুদে নাটকটি পেছনে মঞ্চস্থ হতে দেখে ঘটনা কী জানার জন্য এগিয়ে এলেন জেনারেল ম্যাকফি।

'কী হয়েছে, মি. বোয়ার্স?'

জেনারেলের কানে কানে বলল জেফ। 'শুনলাম ওরা জাপানিদের বোটের ট্যুরে একদম আলাদা ভার্সনের ব্যবস্থা করেছে। বলবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের জাপানি সৈনিকরা কত সাহসী এবং মহান ভূমিকা রেখেছে এবং জাপানিরা যে বন্দি মিত্র বাহিনীর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাত শোনা যায় তা নাকি স্রেফ অতিরঞ্জন। আসলে কী বলে শুনবার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'বটে বটে! এরকম মিথ্যাচারিতা করা হবে! আপনাকে এ সংবাদ কে দিল?'

'দিয়েছে একজন।' কাঁধ ঝাঁকাল জেফ। 'বর্ণনা দেওয়া হবে জাপানি ভাষায় তবে মিনামি আমাকে তা ব্যাখ্যা করে শোনাবে বলেছে।' সারির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক জাপানি ভদ্রমহিলাকে ইঙ্গিতে দেখাল ও।

'আমিও এ ভেলায় উঠছি,' ঘোষণার সুরে বললেন জেনারেল।

'স্যার! আমি আপত্তি জানাচ্ছি।' বেচারা চিফ স্টুয়ার্ডকে দেখে মনে হলো সে এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'আমাদের একটা সিস্টেম আছে...'

'তা তো থাকবেই।' বলে জেফের পেছন পেছন ভেলায় উঠে পড়লেন জেনারেল। পেছনে, জেটিতে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল চিফ স্টুয়ার্ড।

নদীপথে এগোচ্ছে ভেলা, জেনারেলের মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে। বোয়ার্স ঠিকই বলেছিল ওরা জাপানি ট্যুরিস্টদেরকে যে জঞ্জাল খাওয়াচ্ছে তাতে সত্যের লেশমাত্র নেই। তিনি ম্যানেজমেন্টের কাছে এ বিষয়ে কঠোর নালিশ জানাবেন। জাপানি অনুবাদকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু মহিলা এত আস্তে এবং সংক্ষেপে বলছে যে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের শব্দে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গরমে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, ছোট ভেলাটিতে বসে আছেন প্রায় উবু হয়ে আর মাঝে মধ্যেই ছোট বাদুড় আকারের মশা তাড়িয়ে গলদঘর্ম দশা তাঁর। খুবই বাজে একটা ট্রিপ এটা। আর্দ্রতার পরিমাণ এতই বেশি মনে হচ্ছে বাতাস নয়, গরম সুপ ঢুকছে নাকের ভেতরে। ব্যাকপ্যাকটা সরিয়ে রাখলেন জেনারেল, খুলে দিলেন শার্টের বোতাম, স্বস্তি পেলেন দেখে গরমে টিকতে না পেরে একই কাজ করেছে বোয়ার্সও।

ট্রেনে ফিরে সোজা নিজের কেবিনে এগোলেন জেনারেল। ঘামে ভেজা জামাকাপড় ছেড়েই তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ভয়ানক কড়া একটি চিঠি লিখবেন। তবে করিডরে তাঁকে থামিয়ে দিল প্রায় হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হেলমুট।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, জেনারেল। আমার কোনো ধারণাই নেই কীভাবে এটা ঘটল। তবে এ মুহূর্তে আপনার কেবিনে যেতে পারবেন না, স্যার।'

'আমি আমার কেবিনে যেতে পারব না মানে?' হুঙ্কার ছাড়লেন জেনারেল।

'একটা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে,' জার্মানকে দেখে মনে হলো এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'আপনার কেবিন এবং মিস জয় দুজনেই ছিল তাদের টার্গেট। ইয়াং লেডিকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। পুলিশ আসছে।'

যাত্রার বাকি সময় জেনারেল ম্যাকফির কেবিনে ডাকাতির চেষ্টা এবং তাঁর সুন্দরী সেক্রেটারিটিকে অজ্ঞান করে রাখার ঘটনাটি নিয়ে সরগরম থাকল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। ছয় ঘণ্টা দেরি করিয়ে দিয়ে অবশেষে মালয় পুলিশ তাদেরকে থাইল্যান্ডের সীমান্তে ঢোকার অনুমতি দিল। কিছু গহনা ছাড়া কেবিন থেকে আর কিছুই চুরি যায়নি।

সে রাতে ক্রুদ্ধ টিফানি আউটডোর ভিউয়িং প্লাটফর্মে জেফকে একা পেয়ে তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কী ব্যাপার, টমাস? কোথায় ছিলে তুমি?'

'দুঃখিত। তোমার বসের সঙ্গে একই ভেলায় আটকে গিয়েছিলাম। আর বেরুতে পারিনি।'

'ডাকাতরা নিশ্চয় ওই মূর্তিটার খোঁজেই এসেছিল।'

'আমারও তাই মনে হয়। বেচারি। তুমি বোধহয় অনেক ভয় পেয়েছ।' জেফ ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। ওর দিকে এগিয়ে এলো টিফানি।

'আমি আসলে বলতে পারব না কী ঘটেছে। পুলিশের ধারণা কি হোল দিয়ে ক্লোরোফর্ম গ্যাস ছেড়ে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। জ্ঞান ফিরে দেখি ঘরে যেন বোমা পড়েছে। সবকিছু তছনছ হয়ে আছে। তবে ওরা যার খোঁজে এসেছিল তা পায়নি।'

'আমিও তাই শুনলাম, 'বলল জেফ। 'জেনারেল অমন ছোট একটা জায়গায় জিনিসটা কীভাবে লুকিয়ে রাখলেন? সেটাই মাথায় ঢুকছে না।'

'তোমাকে তো বলেইছি,' শ্রাগ করল টিফানি। 'জেনারেল একজন প্রতিভাবান মানুষ। তাঁকে যেমনটা দেখায় তার চেয়ে অনেক বেশি চতুর তিনি।'

'তাতে আর সন্দেহ কী,' বলল জেফ।

E and O (Eastern and Oriental Express)-এর ক্ষুদ্রকায় প্রকোষ্ঠের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে ব্যাংককের পেনিনসুলা হোটেলে উঠে জেনারেল অ্যালান ম্যাকফির মনে হলো তিনি স্বর্গে এসেছেন। খাবারটা সুস্বাদু, ত্রুটিহীন সার্ভিস এবং বিছানা এত নরম ও প্রশস্ত যে খুশিতে চোখে জল এসে গেল তাঁর। ট্রেনের সহযাত্রীদের শকুনি চক্ষু থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন জেনারেল যারা সারাক্ষণ

টিফানিকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখত। এশিয়া ট্রিপ শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই, জেনারেল মজা করে তাঁর তরুণী সেক্রেটারির মাখন কোমল শরীরটাকে চেখে দেখবেন। স্বস্তি যে এখানে সেই বদমাশ টমাস বোয়ার্সটা নেই।

অতি সংক্ষিপ্ত টুপিস সোনালি বিকিনিতে সকালের রোদে সোনার মতোই ঝলমল করছে টিফানি জয়। জেনারেল এবং সে এসেছে হোটেলের সুইমিং পুলে। তার কপালে চুমু খেয়ে জেনারেল বললেন, 'আমি একটা কাজে বেরচ্ছি। তবে রাতের আগেই ফিরে আসব। তখন দুজনে মিলে মজা করব।'

ওকে ছেড়ে চলে যেতে খারাপই লাগছে, ভাবছেন জেনারেল। *তবে আজ রাতে ওর সঙ্গে যখন ডিনার করব তখন আমি দুই মিলিয়ন ডলারের মালিক থাকব।*

'গুডলাক,' বলে উপুড় হয়ে শুলো টিফানি।

জেনারেলকে সামরিক কায়দায় হেঁটে যেতে দেখল ও। টিফানি খুশি যে শেষ পর্যন্ত টমাস বোয়ার্সের সঙ্গে সে বিছানায় যায়নি। লোকটা খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, এবং সেক্সি। তবে এরকম লোক ডজন ডজন মেলে। অ্যালান সবার থেকে আলাদা। তিনি একজন ওঅর হিরো, প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং সিরিয়াস টাইপের মানুষ। একটু দাম্ভিক তবে মনটা খুবই ভালো।

আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

একত্রিশ

মানুষ এরকম জায়গায় বাস করে কী করে?

চারপাশে উকুনের মতো গিজগিজ করতে থাকা থাইদের ভিড়ের চাপে ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকে গেল জেনারেল অ্যালান ম্যাকফির।

তিনি স্কাইট্রেনে চেপে ব্যাংকচাক এসেছেন। এটি ব্যাংককের বিখ্যাত মনোরেল। ট্যাক্সিতে চড়ার ঝুঁকি নেননি পাছে ড্রাইভার তাঁর চেহারা চিনে রাখে। মূল্যবান ব্যাকপ্যাকটি আঁকড়ে ধরে মার্কেটের মধ্য দিয়ে এখন পদব্রজে চলছেন। তাঁর দু'পাশে অসংখ্য দোকান যেখানে কাপড়, ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সস্তা ধর্মীয় আইকন এবং মুরগির ঠ্যাং দিয়ে তৈরি বমিউদ্রেককারী ভেষজ ওষুধও বিক্রি হচ্ছে। আর মানুষের যা ভিড়!

প্রতিটি মোড়ে হতভাগা থাইগুলো লাশের মতো উবু হয়ে বসে আছে। দেখলে মনে হয় শীঘ্রি পরপারের টিকিট কাটবে। চাও তাকের খদ্দের। এদের জন্য কোনোরকম করুণা অনুভব করছেন না জেনারেল। এরা নিজেরাই তাদের দারিদ্র্য এবং দুর্দশার জন্য দায়ী।

চাও তাকের টর্চার চেম্বার নিয়ে পিলে চমকানো অনেক গল্প শুনেছেন জেনারেল। সে নাকি তার শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরে পিটিয়েই মেরে ফেলে। তবে জেনারেলের পিলে চমকায়নি। এই মাদক সর্দার এবং গ্যাং লিডাররা নিজেদেরকে যোদ্ধা ভাবে। *ওদেরকে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দাও, একটা দিনও টিকতে পারবে না।* বেশিরভাগই অশিক্ষিত গুণ্ডা যারা পুকুরের ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয়েছে। সংস্কৃতি বিবর্জিত এরকম একটা অসভ্য মানুষকে এন্টোমেনার চমৎকার মূর্তিটি তুলে দিতে হবে ভেবে বেশ মন খারাপই লাগছে জেনারেলের। তবে বিজনেস ইজ বিজনেস। জেনারেল অ্যালান ম্যাকফি এর বিনিময়ে যে দুই মিলিয়ন ডলার পাবেন তা দিয়ে অবসর জীবনটা দিব্যি বিলাসবসনে কাটানো যাবে।

গোলাম শ্রেণির এক লোক এসে হাজির হলো একটি গলিপথ থেকে। জেনারেলের পাশে এসে দাঁড়াল ইঁদুরের মতো।

'ম্যাকফি?'

মাথা দোলালেন জেনারেল।

‘এই পথে।’

সাদামাটা ভবনে একটি স্বল্পসজ্জিত কক্ষে চাও তাকের অফিস। ঠিক ভাড়া বাড়ির মতো নয় তবে একেবারেই হতচ্ছাড়া চেহারা। জোড়াতালি দেওয়া এয়ারকন্ডিশন, রঙওঠা দেয়াল আর কার্পেট দেখে মনে হলো এ জিনিস মেঝেয় পাতার পরে আর ধোয়া হয়নি। মেক্সিকোতে ড্রাগ ব্যারনরা জীবনযাপন করে সম্রাটের মতো। বোঝা যায় চাও তাক তার টাকা অন্য কোথাও ব্যয় করছে।

‘মূর্তি এনেছেন?’

ডেস্কের উপর ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রাখলেন জেনারেল।

‘আপনি টাকা জোগাড় করেছেন?’

আরেক ভৃত্য ম্যাকফিকে একটি ব্রিফকেস দিল।

‘গুনে দেখলে আপত্তি নেই তো?’

চাও তাক তাঁর কথা শুনছে না। ক্রিসমাস সকালের লোভী শিশুর মতো সে জেনারেলের ব্যাকপ্যাকের উপর হামলে পড়েছে। তাড়াহুড়ো করে র‍্যাপ ছিঁড়ে বের করছে মূর্তি।

‘সাবধান!’ না বলে পারলেন না জেনারেল। ‘ওই ব্যাগের মধ্যে দুই হাজার বছরেরও আগের ইতিহাস রয়েছে।’

বেঁটে, চৌকোনা থাই লোকটি হাতে নিল এন্টোমিনার মূর্তি, যেন একটা বানর বাদাম খুঁটে দেখছে। *অশিক্ষিত চাষা*।

হঠাৎ কী যেন ঘটল। আঁধার ঘনিয়ে এলো চাও তাকের মুখে। সে বাচ্চাদের ঝুমঝুমি নাড়ানোর মতো জোরে ঝাঁকি দিল মূর্তিটিতে। তারপর থাই ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল। তার দুই লোক ছুটে এলো। দুজনেই মূর্তির বেস বা ভিত পরীক্ষা করে দেখল। তারপর তিনজনই আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকাল জেনারেলের দিকে।

‘আপনি আমাকে চিট করতে চেয়েছেন!’ থুতু ফেলল চাও তাক।

‘হাস্যকর কথা বলবেন না!’

‘হাস্যকর? আপনি হাস্যকর। দুই হাজার বছরের পুরনো মূর্তি, আপনি কি আমাকে বোকা ঠাউরেছেন?’ তার লোকদের হাত থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিয়ে ম্যাকফির দিকে ছুড়ে মারল চাও তাক। জেনারেল চট করে লুফে নিলেন ওটা।

‘ফর ক্রাইস্টস শেক! এসব কী করছেন আপনি?’

‘মূর্তির তলার দিকে তাকান। বেস দেখেন!’

রাগে গরগর করে উঠল চাও তাক।

জেনারেলের মুখ থেকে সরে গেল রক্ত।

‘দুই হাজার বছর আগে ওরা সিরিয়াল নম্বর লিখত? ওদের কাছে বার কোড ছিল?’

'আ... আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' আমতা আমতা করলেন জেনারেল। 'এটা একটা মিসটেক। কেউ নিশ্চয় কোথাও আমার মূর্তিটা বদলে দিয়েছে।' ট্রেনের ডাকাতির ঘটনাটি মনে পড়ল। কিন্তু স্ট্যাচু তো সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই ছিল। ট্রেনের কেবিনে ওটা কখনো ছিল না।

'দেখুন, আমি সরাসরিই বলছি আপনি আপনার টাকাটা রেখে দিন।' তিনি ব্রিফকেস বন্ধ করে ডেস্কের উপারে ঠেলে দিলেন। 'জানি না ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তবে–'

দুই জোড়া হাত পেছন থেকে তাঁকে চেপে ধরল। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন একটা ধাতব ক্রোবার দিয়ে তাঁর হাঁটুর পেছনে জোরে বাড়ি মারল। চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন জেনারেল।

'আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করতে চেয়েছ!'

হার্ভার্ড পাস করা আমেরিকান যুদ্ধ নায়ক তাকালেন অশিক্ষিত ড্রাগ ডিলারের নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয় মুখে। জেনারেলের চোখ ছাপিয়ে জলধারা নামল।

কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না।

টিফানি জয় চল্লিশ মিনিট ধরে টেবিলে অপেক্ষা করছে এমন সময় তার জন্য শ্যাম্পেন এলো, সঙ্গে একটি চিরকুট।

সে হাসল। *অবশেষে সময় হলো*।

ওয়েটার চলে যেতে সে বোতল খুলল, গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে খুলল চিরকুট। লেখাটি পড়ামাত্র তার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

জেনারেল মারা গেছেন। তোমার বিল আমি দিয়ে দিয়েছি। এক্ষুণি ব্যাংকক ছেড়ে চলে যাও নতুবা ওরা তোমাকেও খুন করবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করার দরকার নেই। তোমার বন্ধু। T.B

T.B

টমাস বোয়ার্স।

টিফানি টেবিল থেকে উঠেই ছুট দিল।

এয়ারবাস A380-র আসনে বসে ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেফ স্টিভেন্স। এটা দুবাই হয়ে লন্ডন যাচ্ছে।

নিচু হলো ও, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করল মূর্তিটি।

ফ্রান্সিনের কথা ভাবছে ও। E and O-র সেই ফরাসি নারী। জেফ এবং জেনারেল যখন কোয়াই নদীতে ঘুরতে গিয়েছিল তখন সে-ই এন্টোমেনার মূর্তি চুরির চেষ্টা করে। মহিলাকে দেখামাত্র ও চিনতে পেরেছে কারণ কয়েক বছর

আগে সে এবং ট্রেসি প্যারিসে একটি জিনিস চুরি করতে গিয়ে জানতে পারে ফ্রান্সিনেরও ওটির প্রতি লোভ রয়েছে। ফ্রান্সিন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়েছিল জেফের মতো একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ফ্রান্সে ফ্রান্সিন সেবার ওদেরকে টেক্কা দেয়। তবে এবারে আর সফল হতে পারেনি। ভেলায় বসে জাপানি মিনামির গল্পে জেনারেল যখন বিরক্ত ওই ফাঁকে জেফ তাঁর ব্যাকপ্যাকের সঙ্গে নিজেরটা হাত বদল করে ফেলে। জেফের ব্যাগে ছিল সস্তা, নকল একটা মূর্তি যা ইউরোপের অনেক জায়গার গিফট শপেই কিনতে পাওয়া যায়। প্লেন উড়াল দিল আকাশে। আসনে হেলান দিয়ে টিফানি জয়ের কথা ভাবতে লাগল জেফ। মেয়েটা তার পরামর্শ শুনেছে তো? চাও তাক আধা খেঁচড়া কাজ করে না। আর মিস জয়ের পরিণতি তার হৃদয়হীন প্রেমিকের মতো হোক এটা মোটেই চায় না জেফ।

জেনারেল অ্যালান ম্যাকফি, আহিল হাফিজ এবং সুইটজারল্যান্ডের কালেক্টরের কথা ভাবল ও যিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন সম্রাটের মূর্তিটা হাতে পাবেন।

ট্রেসির কথাও মনে করল জেফ। ওকে ছাড়া সমস্ত কাজই কেমন পানসে লাগে।

তারপর সে আসনে হেলান দিয়ে স্বপ্নহীন, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

বত্রিশ

নিকোলাসকে নিয়ে লস এঞ্জেলসে বেড়াতে এসেছে ট্রেসি।

এর আগে নিকোলাস কখনো লস এঞ্জেলসে আসেনি। বড় শহর বলতে সে শুধু ডেনভারে গিয়েছিল। তাও কেবল একদিনের ট্রিপে।

জুলাই মাস। বাইরে তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রি। লোকে যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কিংবা অফিসে নিজেদেরকে আটকে রাখছে ওইসময় ট্রেসি তার ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে ট্যুরিস্টদের জন্য আর্কষণীয় জায়গাগুলোতে। ট্রেসি তার ছেলেকে কলোরাডোর স্থানীয় সামার ক্যাম্প বিভার ক্রিকে পাঠিয়েছিল। ওখানে নিক ছুটি কাটিয়েছে সাঁতার কেটে, মাছ ধরে, নৌকা চড়ে এবং ক্যাম্পিং করে। বেশ মজার সময় ছিল সেটা। এ বছর সে সিদ্ধান্ত নেয় ছেলেকে পৃথিবীটি আরেকটু ঘুরিয়ে দেখাবে।

লস এঞ্জেলসের সবকিছুই উত্তেজিত করছে নিকোলাসকে। খাবার থেকে শুরু করে রাস্তায় গিজ গিজ করা ল্যাম্বারঘিনি, ফেরারি, বুগাভ্তি, টেসলা, ভেনিস বীচ ইত্যাদি প্রবল আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে সে।

'জায়গাটা দারুণ।' বেল এয়ার হোটেলের সুইটে বসে এক রাতে তার মাকে বলেছিল নিক। 'এখানে আমরা চলে আসতে পারি না, মা? প্লিজ?'

কিছুক্ষণ আগে কোকোনির মেলরোজে ছেলেকে নিয়ে লাঞ্চ করতে এসেছে ট্রেসি। জায়গাটি তারকা দর্শনের স্বর্গ।

লাঞ্চ খাওয়ার পর নিকের জন্য সানডির অর্ডার দিল ও। আইসক্রিম আসার পরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নিকোলাস। ট্রেসি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চারপাশে চোখ বুলাতে লাগল। তখন তিনজনের একটি দল ঢুকল রেস্টুরেন্টে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করল ট্রেসির।

প্রথমে শুধু নেকলেসটাই দেখতে পেল ও। *একজন রত্নচোর সবসময়ই রত্নচোর*। এখন সৎ জীবনযাপন করলেও অমন একটা জিনিসের ওপর থেকে চোখ সরানো সত্যি মুশকিল রুবির একটা মালা, প্রতিটি আকারে শিশুদের মুঠোর সমান বড়, ঝুলে আছে হাড়গিলে চেহারার, মধ্যবয়সী এক মহিলার খটখটে শুকনো গলায়। এমন সুন্দর গহনা খুব কমই দেখেছে ট্রেসি।

মহিলা এসেছে তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামীটি দেখতে অবিকল একটা ভাউয়া ব্যাঙের মতো, কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ড্যাবডেবে চক্ষু। লোকটাকে

চেনা চেনা লাগছে কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না ট্রেসি। দম্পতির সঙ্গে রয়েছে এক তরুণী। পেছন থেকে তার লম্বা, ছিপছিপে অভিজাত ফিগারখানা দেখতে পাচ্ছে ও। এমন সময় মেয়েটি ঘুরল।

বিষম খেল ট্রেসি, গরম কফি ওর জিভ পুড়িয়ে দিল। জল এসে গেল চোখে।

'তুমি ঠিক আছ তো, মা?'

'আমি ঠিক আছি, বেটা,' ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুছল ট্রেসি, একই সঙ্গে নিজের চেহারা আড়াল করেও রাখছে।

'তোমার ডেজার্ট শেষ করো।'

এ হতে পারে না।

এ হওয়ার নয়।

কিন্তু তাই তো দেখা যাচ্ছে।

রেবেকা মর্টিমার! ব্রিটিশ জাদুঘরের সেই মেয়েটা। যাকে ট্রেসি তার বেডরুমে জেফের সঙ্গে হাতেনাতে ধরেছিল। যে মেয়েটা ওর বিবাহিত জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে, শুধু লস এঞ্জেলসেই নয়, এই রেস্টুরেন্টেও, ওর কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে বসে আছে।

মেয়েটার চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেটাই স্বাভাবিক। প্রায় এক দশক তো কম সময় নয়। লম্বা লাল চুল এখন প্লাটিনাম ব্লন্ড, কেটে ছোট করে ফেলেছে। তবে হার্ভে লেগার-এর মিনি ড্রেস তার পুরুষালী দেহ সৌষ্ঠবের প্রায় সবটাই প্রকাশ করে দিচ্ছে। সে যখন মোটা লোকটার কৌতুক শুনে মাথা পেছনে হেলিয়ে ছিনালদের মতো হাসছে, তাতেও তাকে দশ বছর আগের রেবেকা হিসেবে চেনা যাচ্ছে।

মোটুকে এতক্ষণে চিনতে পেরেছে ট্রেসি। এ হলো পরিচালক অ্যালান ব্রুকস্টিন। তার মানে ওই নেকলেসটা নিশ্চয় সেই বিখ্যাত ইরানি চুনির হার।

পুরো গল্পটা পরিষ্কার স্মরণে নেই ট্রেসির। তবু যদ্দুর মনে পড়ে ওটা ছিল ইরানের সাবেক শাহ'র এক রক্ষিতার। নেকলেসটা পেতে তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয়। ভ্যানিটি ফেয়ার পত্রিকা এ নিয়ে একটা আর্টিকেলও লিখেছিল। এলিজাবেথ টেলর তাঁর মৃত্যুর আগে নেকলেসটি কিনতে চেয়েও ব্যর্থ হন। ওটা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। ব্রুকস্টিন গত বছর গোপনে তাঁর স্ত্রীকে নেকলেসটি কিনে দেন বিশাল অঙ্কের টাকায়, সম্ভবত অবৈধ পন্থায়। এবং এ মুহূর্তে সেই বিখ্যাত নেকলেস ওই মহিলার রক্তমাংসের গলায় ঝুলছে একটি সাধারণ চেইনের মতো!

ট্রেসি মেইতর'ডিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওঁরা অ্যালান ব্রুকস্টিন এবং তাঁর স্ত্রী, তাই না?'

'জী, ম্যাম। এখানে ওঁরা নিয়মিত আসেন।'

'ওদের সঙ্গে যে তরুণীটি আছেন তাকে তুমি চেন?'

মেইতর ডি' সাধারণত তার খদ্দেরদের সঙ্গে আজাইরা প্যাঁচাল পাড়ে না। তবে অপূর্ব সুন্দরী মিসেস স্মিটকে তার মোটেই সাধারণ কোনো ট্যুরিস্ট বলে মনে হয়নি। একে দেখলেই বোঝা যায় বিরাট বড়লোক এবং অত্যন্ত অভিজাত।

'ওনার নাম লিজা কানিংহাম। এর আগেও ওনাকে শেইলা... মানে মিসেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গে এখানে আসতে দেখেছি। উনি একজন ব্রিটিশ অভিনেত্রী।'

তা তো হবেই। ও তো খুবই ভালো অভিনয় জানে। তিক্ত মনে ভাবল ট্রেসি।

ট্রেসি লক্ষ করল 'লিজা' কীভাবে পরিচালক এবং তার স্ত্রীর মাঝে নিজের মনোযোগ সমান ভাগ করে দিচ্ছে। দুজনকেই দক্ষতার সঙ্গে তোষামোদ করে চলেছে মেয়েটা। এর আগে 'রেবেকা' হিসেবেও সে আর্কিওলজির ছাত্রী সেজে, নিষ্পাপ চোখ মেলে, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ভাব ধরে চমৎকার অভিনয় করেছিল।

হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় খেলল ট্রেসির।

ও মোটেই অভিনেত্রী কিংবা ছাত্রী নয়। ও আসলে আমার এবং জেফের মতোই একজন কন আর্টিস্ট।

এখন ব্যাপারটি একদম পরিষ্কার। মেয়েটা আসলে পরিচালক এবং তার বউয়ের সঙ্গে খাতির জমিয়েছে রুবির ওই নেকলেসটি হাতানোর জন্য।

'মা? তোমাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'আমি ঠিক আছি, বাবা,' ট্রেসি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল নিকোলাস তার সঙ্গে আছে। ওর গাল জ্বলছে, চোখ ঝকঝক করছে, বেড়ে গেছে হৃৎস্পন্দন, সেই চেনা হার্টবিট যেটিকে দীর্ঘদিন অবহেলা করে এসেছে ট্রেসি।

আমি এবারে ওর খেলাটাই খেলব।

এবারে আমি জিতব।

ট্রেসি যখন বিল মিটিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ও শেইলা ব্রুকস্টিনের রুবির নেকলেস চুরি করবে।

তেত্রিশ

বলা মুশকিল পরবর্তী হপ্তাটি কে বেশি উপভোগ করল– ট্রেসি নাকি নিকোলাস। লস এঞ্জেলসের দর্শনীয় সমস্ত জায়গা ছেলেকে ঘুরিয়ে দেখানোর সময় ট্রেসির মস্তিষ্ক জুড়ে রইল রুবির নেকলেস। সে একটার পর একটা প্ল্যান করে চলল কীভাবে ওটা চুরি করা যায়। এবং এ বিষয়টি নিয়ে সে ভারী উত্তেজিত হয়ে রইল।

দুইদিন পরে চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি রেডি করল ট্রেসি।

কাজটি কঠিন, দুঃসাহসী এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে সময় পাবে মাত্র দশদিন। এরপরে ওর বাড়ি ফেরার কথা।

অ্যালান এবং শেইলা ব্রুকস্টিন বাস করেন বেভারলি হিলসের সানসেট বুলেভার্ডের উত্তরে প্রকাণ্ড এবং কুৎসিত দর্শন একটি বাড়িতে। বাড়ির সামনের ফটকটি আরও বেশি কুৎসিত দেখতে এবং আরও বড়। টিউডর ম্যানরের হাস্যকর এ সংস্করণটির চারপাশ ঘিরে আছে নানা রঙ ও আকারের সাজানো ফুলের বাগান আর ড্রাইভওয়ে থেকে শুরু হয়েছে রাস্তার দু'পাশে সজ্জিত সিরামিকের তৈরি বিকট চেহারার সব বামন ভূতের মূর্তি।

'বামনভূতগুলো আপনার খুব পছন্দ হয়েছে, না? আমার ওয়াইফের সংগ্রহ। সে ওগুলো সারা পৃথিবী থেকে কালেক্ট করেছে। জাপান, ফ্রান্স, রাশিয়া, এমনকি ইরাক থেকেও। ইরাকিরা গার্ডেন স্ট্যাচুরিয়াতে আগ্রহী এটা নিশ্চয় আপনি জানতেন না? বাট আই টেল ইউ, মিস লেন–'

'প্লিজ আমাকে থেরেসা বলে ডাকবেন।'

'থেরেসা,' প্রশস্ত হাসি ফুটল অ্যালান ব্রুকস্টিনের মুখে।

'আমরা সবাই খুব মজার একটি পৃথিবীতে বাস করছি।'

সামনে দাঁড়ানো ঝকঝকে সুন্দরী তরুণী ইনস্যুওরেন্স এজেন্টটি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। অ্যালান ব্রকস্টিন খুব কমই এরকম সাক্ষাতে সশরীরে উপস্থিত হন। তাঁর পিএ হেলেন এই মেয়েটির কথা বলেছিল। গতকাল ঘটনাক্রমে.মিস থেরেসা লেনের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে যায় ব্রুকস্টিনের। ছিপছিপে শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখশ্রী, মাথাভর্তি চেস্টনাট কালারের চুল,

নৃত্যরত অদ্ভুত সুন্দর দুই সবুজ চোখের অধিকারিণী তরুণটিকে দেখামাত্র তিনি ওকে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য শেডিউল দিয়ে দিয়েছিলেন।

'আপনার ওয়াইফের রুচিবোধের তারিফ করতেই হয়। তাঁর নেকলেসটির মতো সুন্দর জিনিস জীবনে দেখিনি।'

'আসলে পছন্দটা আমার ছিল,' গর্ব করে বললেন অ্যালান ব্রুকস্টিন। 'আমিই ওকে ওটা কিনে দিই। আপনি কি সিন্দুকটা একবার দেখবেন?'

হাসল ট্রেসি। 'সেজন্যই তো এখানে আসা।'

ম্যালিবুতে সার্ফ ক্যাম্পে নিকোলাসকে আজ সারাদিনের জন্য রেখে এসেছে ট্রেসি। তবু এখানকার কাজটা দ্রুত সেরে নিয়ে কেটে পড়তে চায়। কারণ বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে।

'এদিক দিয়ে আসুন, থেরেসা। পথ সামলে।'

অ্যালান ব্রুকস্টিন ওকে নিয়ে হলওয়ের একটা গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে এগোলেন। সবখানেই মোটা কার্পেট পাতা। দেয়ালে গোলাপি, নীল আর সবুজ রঙের পেইন্টিংয়ের রায়ট। ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে ফুল ইউনিফর্ম পরা দুই মেইড নিজেদেরকে যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল। তাদের চোখে-মুখে ভীতির ছাপ লক্ষ করল ট্রেসি। ও শুনেছে ব্রকস্টিন দম্পতি তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করে। কথাটি তাহলে মিথ্যা নয়।

সিন্দুক না বলে সিন্দুকগুলোই বলা ভালো– রয়েছে মাস্টার সুইটে, শেইলার ড্রেসিংরুমের একটি প্যানেলের পেছনে।

'আপনার তিনটা সিন্দুক?'

'চারটা।' অহংকারে বুক ফুলে উঠল অ্যালান ব্রুকস্টিনের। তাতে তাঁকে আরও বেশি ব্যাঙের মতো লাগল।

'এই তিনটা সিন্দুক আসলে নকল। প্রতিটির মধ্যেই আমি কম দামি জিনিসপত্র রাখি যাতে চোর এলেও ভাবে তার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। তিন নম্বর সিন্দুকটিতে রয়েছে ইরানিয়ান নেকলেসটির রেপ্লিকা। কৃত্রিমভাবে তৈরি রুবি, দেখতে অবিকল আসলের মতো। খালি চোখে পার্থক্য বুঝতে পারবেন না। দেখবেন?'

সিন্দুক খুলে তিনি নেকলেস বের করলেন। এ জিনিসই কেকোনিতে দেখেছিল ট্রেসি। পরিচালক ওর হাতে টুপ করে ফেলে দিলেন নেকলেসটি। পাথরগুলো বেশ ভারি, জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে।

'এটা নকল?'

'এটা নকল।'

'দারুণ তো!'

'ধন্যবাদ, থেরেসা।' অ্যালান ক্রুকস্টিনের চোখ আঠার মতো সেঁটে রয়েছে ট্রেসির স্তনবৃন্তের উপর।

'আপনার স্ত্রী এটা পরে বাইরে যান?'

'মাঝে মাঝে,' নেকলেসটি যথাস্থানে রেখে দিলেন ক্রুকস্টিন। রাতে LACMA গালায় সে আসলটা পরে যাবে। ওই অনুষ্ঠানে আমাকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে,' বলার লোভ সামলাতে পারলেন না চিত্র পরিচালক।

'অভিনন্দন! আপনার স্ত্রী নিশ্চয় আপনার জন্য রোমাঞ্চিত।'

ভুরু কোঁচকালেন অ্যালান ক্রুকস্টিন। 'জানি না। সে কেবল রোমাঞ্চিত হয় রুবির ওই নেকলেস পরে তার বান্ধবীদের দেখিয়ে বেড়াতে পারলে।' উচ্ছ্বাসশূন্য হাসি হাসলেন তিনি। 'তবে শেইলা বলতে পারবে না কোনটা আসল কোনটা নকল। পাথরগুলো থেকে জ্বলজ্বলে আভা বেরলেই হলো।'

ট্রেসি পরিচালকের পেছন পেছন তাঁর ড্রেসিংরুমে চলে এলো। একটি ক্লজিটের পেছনে রাখা একটি ফলস প্যানেল খুলতেই আত্মপ্রকাশ করল, চতুর্থ সিন্দুক।

'প্রতিদিন কোড পরিবর্তন হয়।'

'সবগুলো সিন্দুকের নাকি শুধু এটার?'

'সবগুলো সিন্দুকের।'

'কে কোড বদলায়?'

'আমি। শুধু আমি। কেউ জানে না প্রতিদিন আমি কী কোড ব্যবহার করি, শেইলাও না। আপনাদের কোম্পানি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছে বলে আমি খুশি হয়েছি, থেরেসা। তবে এই কোডের বেড়াজাল ডিঙিয়ে এবং আমার গার্ড ও অ্যালার্ম সিস্টেম ফাঁকি দিয়ে কারও পক্ষে এ সিন্দুকগুলো খোলা সম্ভব নয়।'

মাথা দোলায় ট্রেসি। 'আমি কি একবার ঘুরে দেখতে পারি?'

'বী মাই গেস্ট।'

জুতো খুলে একটার পর একটা ঘরে ঢুঁ দিল ট্রেসি। প্রতিটি ক্লজিটে ঢুকে দেখল, তাক বাইল, ক্রুকস্টিনের সুট, শার্ট, ড্রেস, জুতো সব ঘাঁটাঘাঁটি করল। নিজের বড়সড় প্রাডা পার্স খুলে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি বের করল। দেখতে অনেকটা ইলেকট্রনিক মনিটরের মতো। আয়নার ধারগুলো ঘেঁষে মনিটর চালাতে গিয়ে নানারকম বিদঘুটে শব্দ হতে লাগল।

'ঠিক আছে,' কাঠের একটি মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে সিলিং প্যানেল পরীক্ষা করছিল ট্রেসি, অকস্মাৎ ঘুরল।

মইয়ের নিচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যালান ক্রুকস্টিন, ট্রেসির আন্ডারওয়্যার দেখছিলেন নিবিষ্ট চিত্তে। ওর গলা শুনে লাফিয়ে উঠলেন।

'কী? কোনো সমস্যা?'

'না। কোনো সমস্যা নেই,' হাসল ট্রেসি। 'কোনো ক্যামেরা কিংবা ডিভাইস চোখে পড়ল না। স্বীকার করছি আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভালো। তবু বলব আপনার স্টাফরা, এ ঘরে যাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে, তাদের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন। আমরা এরকম বহু ঘটনা জানি যে মেইডরা সিন্দুকে পিনহোল ক্যামেরা বসিয়ে সিন্দুক খোলা এবং বন্ধের কোড জেনে নিয়ে তা তাদের বয়ফ্রেন্ডদের কাছে পাচার করেছে এবং পরে লুঠ করেছে বাড়ি।'

'আমাদের মেইডরা তা পারবে না,' সহাস্যে বললেন অ্যালান ব্রুকস্টিন। 'ওদের সেই বুদ্ধিই নেই মাথায়।'

তবু ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, ভাবলেন তিনি। আর কোনো ইনস্যুরেন্স এজেন্সির এজেন্ট এ বিষয়ে আগে কখনো সাবধান করেনি তাঁকে।

'তুমি খুব স্মার্ট মেয়ে, থেরেসা। আই লাইক দ্যাট। আর কোনো টিপস আছে আমার জন্য?'

ট্রেসি যেন একটু থমকে গেল, তারপর ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'সত্যি বলতে কী, অ্যালান। আছে।'

চৌত্রিশ

নির্বোধ ধনবতী মহিলাদের জন্য সময় নষ্ট করতে মোটেই আগ্রহী নয় এলিজাবেথ কেনেডি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার যে কাজের ধরন, তাতে এদের পেছনেই অনেক সময় ব্যয় করতে হয় তাকে। তবে শেইলা ব্রুকস্টিনের মতো গব্রেট টাইপের মহিলা সে খুব কমই দেখেছে।

'এটা সহ্য করা সত্যি আমার জন্য খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।' এলিজাবেথ বলল তার পার্টনারকে। 'মহিলার মতো নির্বোধ আমি দুটি দেখিনি।'

'তুমি বরং টাকাটার দিকে মনোযোগ দাও,' বলল তার পার্টনার।

'তাই চেষ্টা করছি।'

এলিজাবেথ কেনেডি ব্রিটিশ অভিনেত্রী লিজা কানিংহাম সেজে শেইলার সেরা সই পাতিয়েছে। এখন এই অভিনয় তার কাছে অত্যাচার মনে হচ্ছে। কাজ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত গাধীটার সঙ্গে তার বান্ধবী সেজে থাকতেই হবে।

'কোনটা পরব, লিজা? অ্যালাইয়া নাকি বালেন সিয়াগা?'

'লিজা' এ মুহূর্তে রয়েছে শেইলা ব্রকস্টিনের ড্রেসিং রুমে, তার বান্ধবীকে ড্রেস পরতে সাহায্য করছে। শেইলা আজ রাতে LACMA-র অনুষ্ঠানে যাবে। অ্যালান ব্রুকস্টিন, শেইলার চর্বিদার, নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে ভাবা স্বামীটি কী একটা পুরস্কার পাবে।

'আগে বালেন সিয়াগোটা পরো,' লিজা গলা উঁচিয়ে বলল বেডরুমে।

শেইলা তার হাড্ডিসার শরীরে কালো সিল্কের জটিল লেয়ারগুলো বসানোর চেষ্টা করছে, ওইসময় এলিজাবেথ পার্স খুলে তার পার্টনারের দেয়া নকল নেকলেসটি বের করল। আসলটার সঙ্গে আজ এটা বদল হবে। অ্যালান ঘণ্টা দুয়েক আগে তাঁর ড্রেসিংরুমের সিন্দুক খুলে আসল নেকলেসটা স্ত্রীর ড্রেসারে রেখে গেছেন।

'আমি কি তোমাকে নেকলেসটা পরিয়ে দেব?'

'পরাবে? তাহলে খুব ভালো হয়, লিজা,' গদগদ কণ্ঠে বলল শেইলা।

এলিজাবেথ নকল রুবির নেকলেসটা পরিয়ে দিল শেইলার হাড় সর্বস্ব গলায়। বুড়ি যখন আয়নায় তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল এক মুহূর্তের জন্য ধক করে

উঠল এলিজাবেথের বুক। *ও কি সত্যি পার্থক্যটা ধরতে পারবে না?* তবে একটু পরেই কপাল থেকে অদৃশ্য হলো ভ্রুকুটি রেখা, শেইলার মুখে ফুটল আত্মতৃপ্তির চিরাচরিত ফাঁকা হাসি।

'কেমন লাগছে আমাকে?'

তোমাকে দেখাচ্ছে একটা বুড়ি গুটকা টার্কির মতো যে তার গলায় ঝুটো লাল পাথরের একটা মালা জড়িয়ে রেখেছে।

'দুর্দান্ত লাগছে তোমায়। অ্যালানেরও মাথা ঘুরে যাবে তোমাকে দেখে।'

'আর অন্যান্য পরিচালকদের বউগুলোর ঈর্ষায় দম বন্ধ হয়ে আসবে। কতগুলো মাগি।' শেইলা বিশ্রি গলায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

ঘণ্টাখানেক বাদে শেইলা যখন শোফার চালিত বেন্টলি কন্টিনেন্টালে চড়ে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো, তার কিছুক্ষণ পরে 'লিজা' ছুটল তার পার্টনারের সঙ্গে দেখা করতে, তার পাশে চুপচাপ শুয়ে আছে বহুমূল্য রুবির নেকলেসটি।

আগামীকাল আমি এরকম সময় ক্যারিবিয়ান সাগরে থাকব ইয়টে।

বিদায়, শেইলা! বিদায় লিজা কানিংহাম।

'তুমি একটা বোকা। তোমাকে বোকা বানিয়েছে!'

এলিজাবেথ কেনেডি টের পেল তার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। লজ্জা বা বিব্রতবোধ করার কারণে নয়। প্রচণ্ড রাগে। তার পার্টনার কী করে তার সঙ্গে এরকম আচরণ করার সাহস পায়? ব্রুকস্টিনদের সঙ্গে খাতির জমাতে তাকে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, সময় লেগেছে। ওই অন্তঃসারশূন্য মহিলার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শূন্য বুলি বকতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে। কুৎসিত অ্যালানটার সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফ্লার্ট করেছে এলিজাবেথ।

'আমার কাজ ছিল নেকলেস হাতিয়ে আনা। আমি তাই করেছি। আপনি এতে কোন অবদানটা রেখেছেন শুনি?'

'তোমার কাজ ছিল ইরানিয়ান রুবির নেকলেস নিয়ে আসা। এগুলো ইরানিয়ান রুবি নয়।' ম্যাগনিফাইং লুপ থেকে মুখ তুলল পার্টনার। 'তুমি নকল জিনিস দিয়ে নকল জিনিস নিয়ে এসেছ।'

এলিজাবেথের মাথায় চিন্তার ঝড়। শেইলা জেনেশুনে এরকম একটা প্রতারণা করেছে হতেই পারে না। এরকম করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। তাছাড়া ওর মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধিরও বালাই নেই। ব্রুকস্টিন নিশ্চয় নকল নেকলেস রেখে গেছে তার স্ত্রীকে না জানিয়ে। কিন্তু সে-ই বা কেন এমন কাজ করতে যাবে...?

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো ওর।

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে অ্যালান আসল রুবির নেকলেসটাই কেনেনি? ওকেও যদি নকলটা গছিয়ে দেওয়া হয়?'

'বোকার মতো কথা বলো না,' কর্কশ গলায় বলল তার পার্টনার।

'এরকম হতেই পারে।'

'না, হতে পারে না। তোমার কি ধারণা আমি খোঁজখবর নিইনি? আমি তোমার মতো নই। কোনো কাজ করলে সেটা নিখুঁতভাবেই করি। এবং ব্রুকস্টিনের কাছে আসল নেকলেসটিই আছে। এবং সেটা ওর সিন্দুকেই রয়েছে। তুমি যাও। ওটা নিয়ে এসো।'

ইতস্তত করতে লাগল এলিজাবেথ। পার্টনারকে বলতে ইচ্ছে করল এ পরিকল্পনা বাদ দিতে। মন চাইল বলে সে কারও হুকুমের দাস নয়। কিন্তু এটার পেছনে যে পরিমাণ শ্রম এবং সময় ব্যয় করেছে ও মনে পড়তে কাজটা আবারও করতে রাজি হয়ে গেল। তাছাড়া ব্রুকস্টিনদের বাড়ি এখন খালিই থাকবে...

'কোডটা আমাকে দিন।'

পঁয়ত্রিশ

সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং কৌশলগুলো কী কী হতে পারে দ্রুত ভেবে নিল এলিজাবেথ। অনুষ্ঠান আরও কয়েক ঘণ্টা চলবে, তার বেশিও হতে পারে, কাজেই ব্রুকস্টিন দম্পতির জলদি বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা কম। ওদের হাউজকীপার কনচিটা নিশ্চয় এতক্ষণে নিজের বাসায় চলে গেছে। কাজেই বাড়ি খালি থাকবে তবে সচল রইবে অ্যালার্ম। সেটা কোনো সমস্যা নয়। কারণ এলিজাবেথের কাছে চাবি আছে এবং কোডও স্মরণে রেখেছে সে।

সমস্যা হতে পারে দুই সিকিউরিটি গার্ডকে নিয়ে। এডুয়ার্ডো এবং নিকো, ওরা রাতে বাড়ি পাহারা দেয়। দুজনেই 'লিজা'র চেহারা চেনে। এতে বরং সুবিধেই হলো। এলিজাবেথ ফ্রন্ট ডোরে গিয়ে ওদেরকে বলবে সে তার ব্যক্তিগত একটা জিনিস ভুলে ফেলে রেখে গেছে। তবে এতে যে সমস্যাটি হবে তা হলো চুরির ঘটনা আবিষ্কার হওয়ার পরে সবাই বুঝে যাবে লিজা কানিংহামই চোর। তখন পুলিশ এবং এফবিআই তার পিছু লাগবে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবে তার ছবি এবং আরও নানান জটিলতা সৃষ্টি হবে যা এলিজাবেথ লিজা সেজে না গেলে সহজেই এড়াতে পারবে।

ও ঠিক করল বাড়িতে চুরি করে ঢুকবে– মুখে কাপড় বেঁধে, জানালা দিয়ে চট করে প্রবেশ করবে ভেতরে। অ্যালার্ম অচল করে দিতে সে চল্লিশ সেকেন্ড সময় পাবে। যথেষ্ট সময়। আর নিকো এবং এডুয়ার্ডো তো আর সিআইএ নয়। ওরা যখন কথা বলতে বাড়ির দূর প্রান্তের কোথাও চলে যাবে সেই ফাঁকে হানা দেবে ও। কোথাও দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকবে বাড়িতে।

এস্টেটের পেছনের একটি গলিতে গাড়ি নিয়ে চলে এলো এলিজাবেথ। বন্ধ করল ইঞ্জিন এবং বাতি। তার হৃৎস্পন্দন একদমই স্বাভাবিক। নকল নেকলেস নিয়ে ধরা খেয়ে নিজের ওপর যারপরনাই বিরক্ত। তবে এ ভুল সহজেই সংশোধন করা সম্ভব। আসল নেকলেসটি হাতে পেলেই এতদিনকার পরিশ্রমের কথা ভুলে যাবে সে।

কালো সিল্কের বালাক্লাভায় মাথা ঢেকে নিল এলিজাবেথ। গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে জমে গেল বরফের মতো।

মাস্টার বেডরুমের জানালা হাট করে খোলা। একটা রশি নিচে ছুড়ে ফেলার পরিচিত শব্দটি শুনতে পেল ও। তারপরই দেখল কালো পোশাকে অঙ্গ ঢেকে

আবির্ভূত হয়েছে এক ছায়ামূর্তি, মাকড়সার সাবলীল গতিতে, নিঃশব্দে দেয়াল বেয়ে নিচে নামছে সে। তার নড়াচড়ার ছন্দে রয়েছে ব্যালে নৃত্যশিল্পীদের অপূর্ব সুষমা, তাকিয়ে দেখার মতো। মাটি থেকে বারো ফুট উঁচু, সমতল একটি ছাদের উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ছায়ামূর্তি। দেখে মনে হলো যাচাই করে নিচ্ছে দূরত্ব, তারপর অবিকল একটা বেড়ালের মতোই সে বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের উপর লাফিয়ে পড়ল। ওখান থেকে ত্রিশ ফুট দূরে এলিজাবেথ তার গাড়ি পার্ক করে রেখেছে।

রাগের একটা হল্কা উঠল এলিজাবেথের শরীরে। চোরের প্রস্থান এতটাই দৃষ্টিনন্দন ছিল যে দৃশ্যটি সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতক্ষণ উপভোগ করছিল। এখন তার মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠেছে।

এ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এত কষ্ট করার পরে কেউ একজন এসে আমার বাড়া ভাতে ছাই দিল! হারামজাদা আমার নেকলেস নিয়ে চলে গেল!

ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিটি ঘুরল এবং সরাসরি তাকাল এলিজাবেথের গাড়ির দিকে। ব্যাকপ্যাকে হাত ঢুকিয়ে সে রুবির নেকলেসটি বের করে উপহাসের ভঙ্গিতে এলিজাবেথের দিকে দোলাতে লাগল।

হেডলাইট জ্বেলে দিল এলিজাবেথ। এতদূর থেকেও লাল পাথরগুলোর আশ্চর্য দীপ্তি দেখতে পাচ্ছে সে, তাকে যেন প্রলুব্ধ করে কাছে ডাকছে। কালো পোশাকধারী তার কালো বালাক্লাভাটি খুলে ফেলতেই একরাশ চেস্টনাট রঙের কেশ ছড়িয়ে পড়ল মুখের দুই পাশে। *ওটা পুরুষ নয় নারী!* যে চেহারাটি ইহজীবনে আর দেখতে পাবে না ভেবেছিল এলিজাবেথ, সেই মুখখানা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, তার সবুজ চোখে পরিষ্কার জয়ের উল্লাস।

নিজের গাড়িতে উঠে, রাতের আঁধারে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ্য করে একটি উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিল ট্রেসি হুইটনি।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট নিজের গাড়িতে বসে রইল এলিজাবেথ। তারপর ফোন করল।

'পেয়েছ ওটা?'

তার পার্টনারের কণ্ঠ শীতল, সংক্ষিপ্ত এবং তাতে হুকুমের সুর পরিষ্কার। এ কণ্ঠটি শুনতে যে কী ঘৃণা করে এলিজাবেথ!

'না,' সাদামাটা গলায় জবাব দিল ও, কোনোরকম ক্ষমাপ্রার্থনার ধার ধারল না। 'আমি দেরি করে ফেলেছি।'

'দেরি করে ফেলেছ মানে? অনুষ্ঠান শেষ হতে তো এখনও অনেক বাকি।'

'আমি এখানে পৌঁছে দেখি একজন ইতোমধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে নেকলেস। আমি এইমাত্র ওকে চলে যেতে দেখলাম।'

লাইনের অপরপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা।

এলিজাবেথ বলল, 'আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না ওটা কে ছিল।'

ওই প্রান্তে ভাঙল না নীরবতা। এলিজাবেথের পার্টনার অনুমান নির্ভর খেলা পছন্দ করে না। আসলে কোনোরকম খেলাই তার পছন্দ নয়।

'ট্রেসি হুইটনি।'

তার পার্টনার যখন কথা বলল, এলিজাবেথের মনে হলো আবেগে যেন থরথর করছে গলা।

'এ হতেই পারে না। ট্রেসি হুইটনি এখন আর অ্যাক্টিভ নয়। সে তো প্রায় মরেই গেছে। বহুদিন কেউ তাকে–'

'–প্রায় দশ বছর ধরে কেউ তাকে দেখেনি। আমি জানি। আমি ওখানে ছিলাম, মনে আছে? তবে আপনাকে আমি জোর দিয়ে বলছি ওটা ট্রেসি হুইটনিই ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনতে পেরেছি। এবং আমি নিশ্চিত ও-ও আমাকে চিনতে পেরেছে।'

ট্রেসি হোটেলের বেবী সিটারকে মোটা অঙ্কের বকশিশ দিল।

'ওয়াও, অনেক অনেক ধন্যবাদ। সিনেমা কেমন লাগল?'

'চমৎকার। খুব উপভোগ করেছি।'

চলে গেল বেবী সিটার। নিকোলাসের ঘরে ঢুকল ট্রেসি। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রাতে মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়েছে ট্রেসি– ওই মেয়েটা, রেবেকা তার মুখ দেখেছে। অবশ্য ট্রেসি ইচ্ছে করেই ওকে নিজের চেহারা দেখিয়েছে। দেখুক কে ওকে টেক্কা দিল।

কাল ট্রেসি রুবির নেকলেসটি তার ডিলারকে দিয়ে সাত অঙ্কের একটি টাকা নিয়ে ত্যাগ করবে লস এঞ্জেলেস। তবে টাকার জন্য তার শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহের গতি বৃদ্ধি পায়নি কিংবা তার শত্রুকে পরাজিত করার আনন্দেও সে উত্তেজিত নয়। তার আনন্দটা একজন দক্ষ পিয়ানোবাদকের সেই আনন্দের মতো যে বহুদিন তার যন্ত্র থেকে দূরে সরে থেকে আবার বাজনাটি বাজাতে শুরু করেছে এবং লক্ষ করেছে দীর্ঘদিনের বিরতি সত্ত্বেও তার দক্ষতায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি, আগের মতোই চমৎকারভাবে সে বাজাতে পারছে। এ যেন পুনর্জীবন লাভ করা, যখন আপনি জানেনও না যে আসলে আপনি মারা গেছেন।

আমি এখন ট্রেসি স্মিট, নিজেকে দৃঢ়ভাবে বলল ট্রেসি। *আজ রাতের ঘটনাটি ছিল স্রেফ একটি ওয়ান শট ডিল*।

এ কথাটি মনে মনে বারবার বলল ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সেঞ্চুরি সিটি কন্ডোতে, এলিজাবেথের পার্টনার ফোন রেখে দিয়ে বিছানার পাশে এসে বসল। কাঁপছে সে।

ট্রেসি হুইটনি বেঁচে আছে? এত বছর পরেও?

এলিজাবেথের কথা শুনে তো মনে হলো সে সত্যি ট্রেসিকেই দেখেছে। এবং ট্রেসিই নেকলেসটি চুরি করেছে। সে যেভাবেই হোক হাঁদা ব্রুকস্টিনদেরকে কাঁচকলা দেখিয়ে ওটা হাতিয়ে নিয়েছে। ট্রেসি হুইটনি অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট, নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। ট্রেসি না থাকলে সে আজ এ ব্যবসাতেই আসত না। মাঝে মাঝে জীবন যে কেমন উপহাস হয়ে ওঠে!

এলিজাবেথের পার্টনার নেকলেস নিয়ে আর একদমই ভাবছে না। নেকলেস এখন তার কাছে আর কোনো বিষয় নয়। তার কাছে কোনোকিছুই এ মুহূর্তে কোনো বিষয় নয়, শুধু একটি অবিশ্বাস্য, উত্তেজক বিষয় বাদে :

ফিরে এসেছে ট্রেসি হুইটনি।

ছত্রিশ

এফবিআই'র লস এঞ্জেলেস সদর দপ্তরে কনফারেন্স চলছে। অফিসটি উইলশায়ার বুলেভার্ডে, সুইট নং ১৭০০, সময় সকাল এগারোটা। সহকারী পরিচালক জন মার্সডেনের অফিসে এ মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে এজেন্ট মিলটন বাক। সে-ই মূলত চার্জে আছে। এজেন্ট বাকের বয়স ত্রিশের কোঠায়, সুদর্শন চেহারায় ছেলেমানুষী একটা ভাব লক্ষ করা যায়। মিল্টন বাকের উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, এখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলের চেয়ে সে উচ্চতায় খাটো।

অন্যান্যদের মতো রয়েছেন সহকারী পরিচালক মার্সডেন, এফবিআই এজেন্ট সুসান গ্রীন এবং টমাস থার্টন ও ইন্টারপোলের ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো।

এজেন্ট বাক বলল, 'কোনো কানেকশন তো পেলাম না।'

বিরক্ত বোধ করল জাঁ রিজ্জো। ইন্টারপোলে মিল্টন বাকের মতো শত শত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এজেন্ট দেখেছে যারা বাতিকগ্রস্ত, নিজেদেরকে বিরাট কিছু ভাবে। যদিও ফাঁকা মাথা দিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাই তাদের নেই। হতাশাজনক হলেও সত্যি এরাই সবসময় উপরে উঠে যায়।

'তুমি তো ফাইল পর্যন্ত পড়নি।'

'পড়ার প্রয়োজন হয়নি, মি. রিজ্জো–'

'ইন্সপেক্টর রিজ্জো,' বলল জাঁ।

'আমি এবং আমার টিম এক সার সফিসটিকেটেড, বিশেষ চুরি নিয়ে তদন্ত করছি যেখানে লাখ লাখ ডলার মূল্যের জুয়েলারি এবং ফাইন আর্ট চুরি গেছে। আর আপনি পড়ে আছেন কতগুলো বেশ্যার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে।'

'বারো জন। বারো জন ভিক্টিম। ফাইল পড়লে আপনি...?'

'আমাদের কেসের সঙ্গে ওসবের যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বুঝবার জন্য আপনার ফাইল পড়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'কথাটা ভুল বললেন,' জাঁ তার ব্রিফকেস খুলে এক তাড়া ফটোগ্রাফ বের করে ঘরের সবাইকে বিলি করল। 'সম্পর্ক আছে। আপনারা তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এই মেয়েটির নাম ট্রেসি হুইটনি।'

'ট্রেসি হুইটনি?' প্রথমবারের মতো কান খাড়া হয়ে গেল সহকারী পরিচালক জন মার্সডেনের। মিল্টন বাকের চেয়ে কুড়ি বছরের সিনিয়র মার্সডেনকে জাঁ রিজ্জোর কাছে অনেক বেশি ইমপ্রেসিভ মনে হয়েছে। মানুষটা চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলেন। মিল্টনের মতো হাঁদা নন।

'হোয়াই ডু আই নো দ্য নেম?'

জাঁ রিজ্জো জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খোলার আগেই তাকে থামিয়ে দিল এজেন্ট বাক।

'মরা কেস, স্যার। হুইটনি ইজ অলমোস্ট সার্টেনলি ডেড। সে ডাকাতির অভিযোগে লুইজিয়ানায় জেল খেটেছে।'

'সে ওই অপরাধটি করেনি,' প্রতিবাদ করল জাঁ। 'পরবর্তীতে এভিডেন্সে দেখা যায়–'

'সে আগেই মুক্তি পেয়ে যায়,' হড়বড় করে বলল মিল্টন বাক। 'তারপর তার নাম জড়িয়ে পড়ে কিছু আন্তর্জাতিক প্রতারণা এবং চুরির সঙ্গে। ইন্টারপোল তাকে নিয়ে কিছুদিন মাতামাতি করেছিল তবে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। আট-নয় বছর আগে সে একদম লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়।'

'তুমি এ কথা জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন মার্সডেন।

'ম্যাকমেনি পিসারো চুরির ঘটনা এবং শিকাগোতে নিল লেন ডায়মন্ড চুরির ঘটনায় আমরা ওর সম্পৃক্ততা আছে কিনা খতিয়ে দেখেছি। কোনো কানেকশন পাওয়া যায়নি।' ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে জাঁ রিজ্জোর দিকে তাকাল বাক। 'ট্রেসি হুইটনি এখন পুরনো খবর।'

সুসান গ্রীন, সাদামাটা চেহারার এক তরুণী, বাকের দলের লোক, ফিরল জাঁ রিজ্জোর দিকে।

'আপনার বিশ্বাস মিস হুইটনির সঙ্গে এই তরুণীর মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে? কেন তার কথা ভাবছেন?'

এজেন্ট গ্রীন ক্ষতবিক্ষত এক তরুণীর লাশের ছবি তুলে নিল টেবিল থেকে। এটি জাঁ রিজ্জো কিছুক্ষণ আগেই তাদেরকে দেখিয়েছে।

'মেয়েটার নাম সান্ড্রা হুইটমোর।'

'মাদকাসক্ত বেশ্যা,' নাক-মুখ কুঁচকে বলল মিল্টন বাক।

কটমট করে তার দিকে তাকাল জাঁ। অগ্নিদৃষ্টিতে পুড়িয়ে দিতে চাইল যেন বাককে।

'সান্ড্রা গত চার মাস ধরে মাদক থেকে দূরে ছিল। সে একজন সিঙ্গল মা এবং কস্টকোতে কাজ করত।'

'তার নাইট জব সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি,' নাক সিঁটকাল বাক।

'শেইলা ব্রুকস্টিনের ইরানি রুবির নেকলেস চুরি হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে খুন হয়ে যায়। সেই একই লোক তাকে খুন করেছে যে অন্যদেরকেও হত্যা করেছিল। এসব কেসের প্রতিটিতেই দেখা গেছে আপনার 'সফিসটিকেড বিশেষ চুরি' যে শহরে সংঘটিত হয়েছে, সেই একই শহরে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে।'

প্রতিটি শব্দ জোর দিয়ে বলল রিজ্জো। 'ওই চুরিগুলোর বেশিরভাগই স্থানীয় পুলিশের ধারণা, কোনো মহিলার কাজ। তবে আপনারা জানেন এরকম ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের সাসপেক্ট হিসেবে আমাদের ফাইলে তেমন নারী অপরাধী নেই বললেই চলে।'

অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর মার্সডেন জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রেসি হুইটনিই কি প্রাডোতে হামলা করেছিল? ও গোয়ার একটা ছবিও তো চুরি করেছে?'

হাসল জাঁ রিজ্জো। 'পুয়ের্তো। ঠিকই বলেছেন। আপনার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।'

'ওর একজন পার্টনার ছিল। এক লোক।'

'জেফ স্টিভেন্স।' মাথা ঝাঁকায় রিজ্জো।

মিল্টন বাকের গা জ্বালা করছে। 'দেখুন, ট্রেসি হুইটনির বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা যায়নি। জেফ স্টিভেন্সের বিরুদ্ধেও না। আর পুয়ের্তো চুরি যায়নি। মিউজিয়াম ওটা একজনের কাছে বিক্রি করেছে।'

'হুইটনি ওদেরকে বুঝিয়েছিল যে ওটা নকল। ওই জিনিস দিয়ে প্রচুর টাকা আয় করেছিল হুইটনি।'

'তখন কী ঘটেছে সব এখন প্রাচীন ইতিহাস। কথা হলো ব্রুকস্টিনদের নেকলেস চুরির ঘটনায় ট্রেসি কোনো সাসপেক্ট নয়।'

'আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন?'

'করি।'

'কোনো মহিলাকে?'

একটু ইতস্তত করে জাঁ রিজ্জোকে একটি ছবি দিল মিল্টন বাক। 'এ মহিলার নাম এলিজাবেথ কেনেডি। তার কয়েকটি নামের একটি আর কী। লিজা কানিংহাম, রেবেকা মর্টিমার এরকম আরও অনেক নামে সে পরিচিত। সে একজন কন উওম্যান এবং এ কাজে অত্যন্ত দক্ষ। আমাদের বিশ্বাস করার মতো কারণ রয়েছে এর সঙ্গে শেইলা ব্রুকস্টিনের পরিচয় ছিল। শিকাগোর চুরির ঘটনাতেও সে একজন সাসপেক্ট।'

সাদা সোনালি চুলের চোখ ধাঁধানো সুন্দরী তরুণীটির ছবিতে চোখ বুলাল জাঁ রিজ্জো। মেয়েটির মুখখানা খুবই আবেদনময়, উঁচু চোয়াল, পুতুলের মতো। এটা কল্পনা করাও শক্ত সান্ড্রা হুইটমোরসহ অন্যান্য মেয়েদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে। ট্রেসি হুইটনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

'আপনি কি জানেন এই মহিলা কোথায় থাকে?'

এই প্রথম কালকে দেখে মনে হলো সে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। 'ঠিক এ মুহূর্তে জানি না। তবে জানার চেষ্টা করছি। বললামই তো তার অনেকগুলো ছদ্মনাম।'

'আমি ছবিটি আমার কাছে রাখতে পারি?'

জোরে শ্বাস ফেলল মিল্টন বাক। 'ইচ্ছে করলে রাখুন। তবে খুব একটা লাভ হবে না। শুনুন, রিজ্জো, আপনি আমার মতোই সব কথাই জানেন; পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শহর জুড়ে প্রতিদিনই খুন হয়ে যাচ্ছে হুকাররা। আপনার মৃত মেয়েদের সঙ্গে ব্রুকস্টিনদের নেকলেসের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি খড়ের গাদায় সুই খুঁজছেন, ভাই। এখন আমাকে একটু ক্ষমা করতে হবে। আমার অন্য কাজ আছে।'

সাঁইত্রিশ

হলিউডে স্টাভার্ড হোটেলের নিজের রুমে ফিরে এলো জাঁ রিজ্জো। এখন লাঞ্চের সময় কিন্তু এফবিআই'র সঙ্গে অসফল মিটিং তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। পৃথিবীতে যে শহরটিকে ও সবচেয়ে ঘৃণা করে তা হলো এই লস এঞ্জেলেস। এখানে এলেই সে হোম সিকনেসে ভুগতে থাকে। এর গ্ল্যামার এবং আলো ঝলমলে জগতের নিচে একাকীত্ব এবং নির্বান্ধব একটি পরিবেশ লুকিয়ে আছে। সবাই এখানে কর্কশ আচরণ করে। পুড়ে যাওয়া আশার গন্ধ জমাট বেঁধে থাকে বাতাসে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ফ্রান্সে ছেলেমেয়েদের কাছে ফোন করল জাঁ। ওদের গলা শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে। ক্লেমেন্স গেছে বন্ধুর বাড়ি আর লুক টিভিতে *উইনি ল্'রসন* দেখতে ব্যস্ত। এখন তাকে ওখান থেকে টেনে সরায় কার সাধ্য।

'কিছু মনে করো না,' বলল সিলভি নরম গলায়। 'ও আসলে খুব টায়ার্ড।'

'জানি। ওকে মিস করছি আমি। তোমাদের সবাইকে বড্ড মিস করছি।'

সিলভির সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলার পরে জাঁ তার কাজ নিয়ে বসল। সান্ড্রা হুইটমোরের ক্ষত-বিক্ষত লাশের ক্ষত-বিক্ষত ছবিগুলো ছড়িয়ে দিল বিছানায়।

সান্ড্রাকে অন্যদের মতোই জবাই করে তারপর তার নখ কেটেছে এবং চুল আঁচড়ে দিয়েছে খুনি। একটি বাইবেলও যথারীতি পড়ে আছে লাশের পাশে। সান্ড্রার পা জোড়া দুদিকে ছড়ানো। ছবিটি দেখে অদৃশ্য খুনির প্রতি এমন ঘৃণা হলো রিজ্জোর যে রাগের চোটে প্রায় বমি এসে গেল।

এফবিআই তাকে সাহায্য করতে চাইছে না কেন?

মিল্টন বাক কেন বিশ্বাস করতে চাইছে না যে এসব ঘটনার পেছনে ট্রেসি হুইটনি কিংবা ওই মেয়েটার হাত আছে? কেন সে বিশ্বাস করছে না দুই কন নারী এবং পতিতাদের খুনের ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে? সহকারী পরিচালক মার্সডেন আজ ট্রেসির পার্টনার জেফ স্টিভেন্সের কথা বললেন। জাঁ এই স্টিভেন্স সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। এবারে কিছু খোঁজখবর নেওয়া যাক?

তবে এককেবারে একটা করে কাজ। আগে ট্রেসি হুইটনি।

লস এঞ্জেলেস রিজ্জো আর তিনদিন আছে। তারপর সে লিয়নে, বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে LAPD এবং এফবিআই'র তাকে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছাই নেই। তদন্ত যা-ই করুক জাঁ, একা করতে হবে।

সে ফোন তুলে নিল।

প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ধারে, সাগর সৈকতের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করার জন্য নোবু ম্যালিবু হলিউড তারকাদের শুক্রবার রাত কাটানোর একটি আদর্শ স্থান। এমনকি অ্যালান ব্রুকস্টিনের মতো খেলোয়াড়কেও টেরাসে টেবিল দখল করার জন্য ফোন করে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তিনি আশা করছেন এখানে এসে শেইলার মন খারাপ খানিকটা হলেও ভালো হবে। রুবির নেকলেসটি চুরি হওয়ার পর থেকে শেইলার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই কেউ তার দাঁত তুলছে।

শেইলা এখন সুশি খাচ্ছে, তার ছোট, বিশ্রী মুখটাকে লাগছে বেড়ালের পোঁদের মতো। তার দিকে তাকিয়ে অ্যালান ব্রুকস্টিন মনে মনে বললেন, '*আমি তোমাকে ভালোবাসি না। আমি এমনকি তোমাকে পছন্দও করি না। তোমাকে ওই নেকলেসটা কিনে দেওয়াই আমার উচিত হয়নি*।

'এক্সকিউজ মি, মি. ব্রুকস্টিন, মিসেস ব্রুকস্টিন? আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?'

খামোখাই অনুমতি চাওয়া হলো। কারণ গাট্টাগোট্টা, ছোটখাটো, কানাডিয় উচ্চারণে ইংরেজি বলা লোকটা ইতোমধ্যে পরিচালক এবং তাঁর স্ত্রীর মাঝখানে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে গেছে।

'আমি বেশি সময় নেব না। এখানে, লস এঞ্জেলেসে এসেছি একটি খুনের বিষয়ে তদন্ত করতে। গত রোববার রাতে হলিউডে এক যুবতী নারী খুন হয়েছে। যে রাতে আপনাদের বাড়িতে চুরি হয় তার পরের দিনের ঘটনা এটি,' জাঁ রিজ্জো তার ইন্টারপোলের পরিচয়পত্রটি বের করে টেবিলে রাখল।

'খুন হয়েছে? কী ভয়ানক!' হাসি হাসি মুখে বলল শেইলা। তার পাশে বসা পুলিশ অফিসারটি ভারী হ্যান্ডসাম। যাক, একটা মার্ডার ইনভেস্টিগেশনের বিষয় নিয়ে অন্তত তার বান্ধবীদের সঙ্গে গপ্পো করতে পারবে শেইলা। 'আমরা কি এই যুবতী নারীটিকে চিনি?'

'তাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ পোষণ করছি,' বলল জাঁ। 'এই মেয়েটির পেশা ছিল পতিতাবৃত্তি।'

হাসি হাসি ভাবটি শেইলার মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে সন্দেহের চোখে কটমটে দৃষ্টিতে তাকাল তার স্বামীর দিকে।

'যীশাস। আমার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে কোনো হুকারের পরিচয় নেই।'

'আচ্ছা, স্যার, এই মেয়েটিকে কি আপনি চেনেন?'

ট্রেসি হুইটনির ছবি বের করে দেখাল জাঁ।

'এটাই কি সেই বেশ্যাটা নাকি?' শেইলা ব্রুকস্টিন এখনও দৃষ্টিতে ছুরির ফলা হানছে স্বামীর দিকে। অ্যালান ঝুঁকে ছবিটি দেখছেন।

'না।' জবাব দিল জাঁ। 'তবে এই কেসের সঙ্গে এ মহিলার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। মি. ব্রুকস্টিন, ছবির মহিলাকে চিনতে পারছেন?'

'বোধকরি চিনতে পারছি না।'

''বোধকরি'' মানে কী, অ্যাঁ?' কাকের গলায় চেঁচাল শেইলা।

'তুমি ওকে চেন নাকি চেন না।'

'মাই গড, শেইলা, তুমি পাঁচ সেকেন্ডের জন্য একটু চুপ করে থাকবে, প্লিজ?' অ্যালান ব্রুকস্টিন আবার ছবিটি দেখলেন। 'এর চুলের রঙ এখন বদলে গেছে। এ ছবির চেয়ে তার বর্তমান বয়সও বেশি। তবে মনে হচ্ছে এই সেই মেয়ে যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে এসেছিল।'

'সম্প্রতি?'

'আমার বাড়িতে এসেছিল সপ্তাহখানেক আছে। পিনহোল ক্যামেরার ব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল– শেষে দেখলাম ওই ক্যামেরার সাহায্যেই চোর আমার সিন্দুকের কোড জেনে নিয়ে চুরিটা করেছে। মেয়েটার কথা আরও সিরিয়াসলি নেয়া উচিত ছিল।'

'ধন্যবাদ মি. ব্রুকস্টিন এবং মিসেস ব্রুকস্টিন। আপনারা অনেক সাহায্য করলেন আমায়।'

'চুরির সঙ্গে এই মহিলার কোনো সম্পর্ক আছে? আমার নেকলেস কীভাবে পাব?' হুঙ্কার ছাড়ল শেইলা ব্রুকস্টিন।

কিন্তু জাঁ রিজ্জো ততক্ষণে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

পরদিন সকাল ছ'টায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রিজ্জো। আরেকটি প্রবল মেহনতের দিন শুরু হলো। ট্রেসি হুইটনি নিশ্চয় খুব দামি হোটেল ছাড়া উঠবে না। জাঁ ডাউনটাউন ধরে পশ্চিমে এগোল, ওদিকেই লস এঞ্জেলেসের সবচেয়ে দামি হোটেলগুলোর অবস্থান। দশটা নাগাদ সে তার তালিকায় লেখা সাতটি

হোটেলের পাঁচটিতে টুঁ মেরে ফেলল। রিজ কার্লটন, ফোর সিজনস, পেনিনসুলা, রুজভেল্ট এবং S2S. কোথাও ট্রেসির পাত্তা নেই। নিজের ওপরেই সন্দেহ হতে লাগল জাঁ রিজ্জোর। ট্রেসি কি কোনো ভাড়াটে ম্যানসনে উঠেছিল? অথবা কোনো বন্ধু কিংবা লাভারের বাড়িতে। হয়তো টাকা-পয়সা সব খুইয়ে কোনো মোটেলেও উঠতে পারে। হয়তো অ্যালান ক্রুকস্টিনের ভুল হয়েছে। ট্রেসি লস এঞ্জেলেসে আসেইনি। জাঁ রিজ্জোই তো আর প্রথম ব্যক্তি নয় যে ট্রেসির ছায়া ধাওয়া করে ব্যর্থ হয়েছে।

সান্তা মোনিকার শাটারস হোটেলের ম্যানেজার বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমার সকল অতিথির চেহারা আমার চেনা, ইন্সপেক্টর। আমি একশোভাগ নিশ্চিত এই ভদ্রমহিলা আমাদের হোটেলে ওঠেননি।'

বাকি রইল কেবল বেল এয়ার হোটেল। আশায় তেমন বুক না বেঁধেই ম্যানেজারকে ট্রেসির ছবি দেখাল রিজ্জো।

ও হ্যাঁ, মিসেস স্মিট। বাংলো নম্বর ছয়। তিনি তো চারদিন আগে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?' তথ্যটি পেয়ে খুশিতে বাগবাগ জাঁ। 'উনি কি কোনো ঠিকানা রেখে গেছেন?'

'উম...' ম্যানেজার কম্পিউটারে কী যেন টাইপ করল। 'না। কোনো ঠিকানা রেখে যাননি। তবে ক্রেডিট কার্ডে বিল দেওয়ার একটা অ্যাড্রেস ছিল। ওতে চলবে?'

সোৎসাহে মাথা ঝাঁকাল জাঁ।

'চমৎকার ভদ্রমহিলা,' ডিটেলস প্রিন্ট করার সময় মন্তব্য করল ম্যানেজার। 'ওনার মতো আমাদের সকল অতিথিই যদি সদাশয় এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন। তাঁর বকশিশের হাতটিও বেশ খোলা।'

'উমম,' শুনছে না জাঁ।

'তাঁর ছেলেটিও ভারী চমৎকার।'

জাঁকে ঠিকানা দিল ম্যানেজার।

'তার ছেলে?'

'নিকোলাস। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। আর দেখতেও ভারী সুন্দর। তার মায়ের মতোই।' হাসল ম্যানেজার। হঠাৎ কী মনে পড়তে ঝুঁকে এলো সামনে। 'ওনার কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো?'

'না, না,' বলল জাঁ। 'সেরকম কিছু না।'

গাড়িতে বসে সে ম্যানেজারের দেওয়া ঠিকানাটি পড়ল।

স্টিমবোট স্প্রিংস, কলোরাডো।

বিশ্বের সর্বকালের সেরা ও সফল কন আর্টিস্টটি পাহাড় ঘেরা, শান্ত ছোট একটি শহরে চুপচাপ বসবাস করছে এ কথা কল্পনা করতেও তো কষ্ট হয়। জাঁ একবার ভাবল মিল্টন বাককে ফোন করে বলে দেবে কিনা সে কী আবিষ্কার করেছে। তাহলে এফবিআই'র কর্মকর্তাটার থোতা মুখটা ভোঁতা হয়ে যেত। তবে পরক্ষণে নাকচ করে দিল সে চিন্তাটা। বাকের আগ্রহ কেবল ডাকাতির কেস সমাধান এবং চুরি যাওয়া জুয়েলারি ও শিল্পকলাগুলো উদ্ধার করার প্রতি। আর জাঁ রিজ্জো এসেছে একজন খুনিকে গ্রেপ্তার করতে। তাছাড়া এ তথ্য সে নিজে কষ্ট করে জোগাড় করেছে। *এফবিআই তো আর আমার পিঠ চুলকাচ্ছে না। আমি কেন তাদেরটা চুলকাতে যাব?*

ফ্রান্সে আর ক'টা দিন পরে ফিরলেও চলবে।

এখন সে মিসেস ট্রেসি স্মিটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

আটত্রিশ

'চেক।'

'কী? কীভাবে চেক হলো?' ট্রেসি প্রথমে দাবা বোর্ডের দিকে তাকাল, তারপর নিকোলাসের দিকে। সরু হয়ে এলো চাউনি। 'আমি ওভেনে পিজ্জা রাখার সময় তুমি আমার রানি সরিয়ে ফেলনি তো?'

'তোমার মনে খালি সন্দেহ, মা! আমি কেন তা করতে যাব?'

'করেছিস নাকি?'

নিকোলাস আশ্চর্য সরল দৃষ্টি ফোটাল তার চোখে।

'তুমি জানো দাবার প্রথম নিয়ম হলো কখনো বোর্ডের উপর থেকে চোখ সরাতে নেই। আমাকে তোমার ওই প্রশ্নটা করা উচিতই হয়নি।'

'রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা কখনো ভেবেছিস, বাপ?' মজা করে প্রশ্ন করল ট্রেসি। 'তাহলে খুব ভালো করবি।'

ট্রেসি তার শেষ বিশপটি চালল। নিকোলাস ওটা তার বড়ে দিয়ে চট করে খেয়ে নিল। আরও চারটে চাল চেলে সে তার মাকে কিস্তি মাত করে দিল।

খেলা শেষে ব্লেক কার্টারের খোঁজে বাইরে গেল নিকোলাস। ও যাওয়ার অল্পক্ষণ পরে কেউ দরজায় কড়া নাড়ল। ট্রেসি তখন ওভেন থেকে পিজ্জা নামিয়েছে। নিশ্চয় ব্লেক। সে তিন মাইল দূর থেকে ট্রেসির রান্নার গন্ধ পায়।

হাসতে হাসতে দরজা খুলে দিল ট্রেসি। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সুদর্শন আগন্তুক।

'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

লোকটা তার গাঢ় ধূসর চক্ষু মেলে অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে ট্রেসিকে। তারপর সে যে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করল, ট্রেসির কলজেয় যেন কেউ গলানো সিসা ঢেলে দিল।

'হ্যালো, মিস হুইটনি।'

দম ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ট্রেসির। জাঁ রিজ্জো দেখল ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে, তারপর পরক্ষণে রক্তস্রোত ছুটে এসে ভরিয়ে দিল গণ্ডদেশ। ছবির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী দেখতে রক্তমাংসের ট্রেসি। অনেক তরুণ এবং ন্যাচারাল।

'আয়াম সরি। আপনি নিশ্চয় আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছেন।'

দরজা বন্ধ করতে গেল ট্রেসি কিন্তু জাঁ একটা হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল। তার হাতে ইন্টারপোলের আইডি। 'একটা কথা বলি শুনুন। আসুন একটা চুক্তি করি। আপনি আমার সময় নষ্ট করবেন না, আমিও আপনার সময় নষ্ট করব না। আমি জানি আপনি ব্রুকস্টিনদের রুবির নেকলেসটি চুরি করেছেন।'

এক সেকেন্ড বিরতি দিল ট্রেসি, তারপর বলল, 'কীসের নেকলেসের কথা বলছেন আপনি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জাঁ রিজ্জো।

'আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চাই না, মিস হুইটনি। কিন্তু প্রয়োজন হলে করব। আমি এখানে এসেছি কারণ আপনার সাহায্য আমার দরকার। আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি?'

ট্রেসি দ্রুত চিন্তা করছে। তার প্রথম ভাবনা নিকোলাসকে নিয়ে। তার ছেলে ব্লেকের কাছে, আস্তাবলে গেছে। কিন্তু ফিরে আসবে শীঘ্রি।

'আপনি দশ মিনিট সময় পাবেন,' জাঁকে রুক্ষ গলায় বলল ও।

ট্রেসির পেছন পেছন জাঁ বড়সড়, গ্রাম্য আদলে গড়া একটি কিচেনে ঢুকল। বেশ উষ্ণ এবং আন্তরিক একটা ভাব আছে রান্নাঘরটিতে। ফার্মহাউস টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে দাবার বোর্ড এবং বাচ্চাদের পত্রিকা। হাতে আঁকা শিশুতোষ প্রচুর ছবি টাঙানো সর্বত্র, সে সঙ্গে কালো চুলের ভারী মিষ্টি চেহারার একটি বাচ্চার বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য ফটোগ্রাফ ফ্রেমে বাঁধাই করা ঘরজুড়ে। ছেলেটিকে চেনা চেনা লাগছে।

'আপনার ছেলে?'

'আপনি কী চান, ইন্সপেক্টর রিজ্জো?' ট্রেসির কণ্ঠে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই।

জাঁ সদয় গলায় বলল, 'এত অ্যাটিটিউড দেখাবেন না, মিস হুইটনি। বললামই তো আমি জানি আপনি গত সপ্তাহে লস এঞ্জেলেসে শেইলা ব্রুকস্টিনের নেকলেস চুরি করেছেন। আপনি যদি চান এখনি আপনাকে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় থানায় বসে আপনাকে আমরা জেরা করতে পারি।'

'গো অ্যাহেড,' উপহাসের ছলে হাত বাড়িয়ে দিল ট্রেসি। 'আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

জাঁকে ইতস্তত করতে দেখে সে উঁচু গলায় হেসে উঠল। 'আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, ইন্সপেক্টর। আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারলে করতেন। কাজেই আমি বরং আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি এত অ্যাটিটিউড না দেখিয়ে এখনি আমার বাড়ি থেকে বিদায় হোন।'

অপমান গায়ে না মেখে জাঁ গায়ের কোট খুলে টেবিলে বসল। 'আপনি নিজের সম্পর্কে বড্ড নিশ্চিত হয়ে কথা বলছেন, মিস হুইটনি। কী করে জানলেন আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই?'

ট্রেসি লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। এই দাবা খেলায় এক সেকেন্ডের জন্যও বোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

'কারণ আমি কোনো রুবির নেকলেস চুরি করিনি।'

এবারে জাঁ'র হেসে উঠবার পালা। এ মহিলা সত্যি জিনিস বটে।

'এবং ভালো কথা, আমার নাম ট্রেসি স্মিট।'

'আচ্ছা? আর আমার নাম রিপ ভ্যান উইংকল।'

'নামটা খুবই বাজে, ইসপেক্টর ভ্যান উইংকল,' নেচে উঠল ট্রেসির সবুজ চোখ।

'এজন্য আমার মা দায়ী।' তাল মিলিয়ে বলল জাঁ।

'কেন? আপনার বাবার নাম ছিল বুঝি ওটা?'

'ঠিক বলেছেন।' হাসল জাঁ। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'আচ্ছা, এসব এখন থাক। আমি আপনাকে 'ট্রেসি' বলে ডাকি? আর আপনি আমাকে 'জাঁ' বলবেন।'

সে হাত বাড়িয়ে দিল।

'ওকে জাঁ,' লোকটিকে এবারে পছন্দ হয়ে গেল ট্রেসির। তবে সে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। এ লোক একজন পুলিশ। এ তার বন্ধু নয়। 'আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি একটা সিরিজ মার্ডার নিয়ে তদন্ত করছি।'

ট্রেসির চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটল। জাঁ তাকে বাইবেল কিলারের হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে বিশদ বলল। মনোযোগ দিয়ে শুনল ট্রেসি। জাঁ'র বর্ণনা শুনে সে আতঙ্কবোধ করছে। তবে নিকোলাস আসার আগেই ও এ লোকটিকে বাড়ি থেকে বিদায় করতে চাইছে।

'শেষ মেয়েটি সপ্তাহখানেক আগে হলিউডে খুন হয়েছে। যেদিন শেইলা ব্রুকস্টিনের রুবির নেকলেস চুরি হয়, তার পরের দিন। ভিক্টিমের নাম সান্ড্রা হুইটমোর। আপনার ছেলের বয়সী তার একটি বাচ্চা আছে।'

'আমি দুঃখিত,' বলল ট্রেসি। 'মন থেকেই বলছি। বাইরের দুনিয়ায় মানসিকভাবে অসুস্থ কিছু হারামজাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে মনে হয় না এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব। আমি সান্ড্রা হুইটমোর বা অন্যান্য মহিলাদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'তবে বিষয়টি আপনি যা ভাবছেন তারচেয়েও জটিল,' বলল জাঁ। 'আমার একটি থিওরি আছে... এক এক করে প্রতিটি কেস আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এতে সময় লাগবে।'

উঠে দাঁড়াল ট্রেসি। নিকোলাস এবং ব্লেক যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে।

'আমি দুঃখিত। আমার হাতে আর সময় নেই। আপনি এখন চলে যান।'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরেই কেবল আমি যাব,' রাগত গলায় বলল জাঁ।

সে-ও সিধে হলো। তাকাল জানালার বাইরে। এক বুড়ো লোকের হাত ধরে হেঁটে আসছে একটি বালক।

বেল এয়ার হোটেলের ম্যানেজার ঠিকই বলেছিল। ছেলেটা দেখতে খুবই সুন্দর।

'আপনার ছেলেটি খুব সুদর্শন।'

'ধন্যবাদ।'

'ওই লোকটি কি ওর বাবা?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ট্রেসি। 'না।'

সে জাঁ'র কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। নিকোলাস এবং ব্লেক কাছিয়ে আসছে। একটা ভয়ের ঢেউ উঠল ট্রেসির দেহে। এ লোকটা যদি ওদের সামনে কিছু বলে বসে, নিকির সামনে কিছু যদি বলে ফেলে...

'প্লিজ, আপনি চলে যান।'

'ওর বাবা কোথায়?'

'ওর বাবা মারা গেছে।'

'আশ্চর্য!' বলল জাঁ রিজ্জো। 'আমি তো শুনেছি মি. স্টিভেন্স বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছেন। এফবিআই'র তথ্য মতে তিনি এখন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত।'

ট্রেসি টেবিলের কোণা চেপে ধরল। মনে হলো পায়ের নিচে মেঝেটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

জাঁ'র দিকে ফিরল ও। ভেতর থেকে উথলে ওঠা আবেগ ও চেহারা থেকে আড়াল করতে পারল না তবে কোনো কথাও যোগাল না মুখে। এ লোক জেফের কথা জানল কী করে? ও জেফের কথা শুনতে চায় না। এখন নয় এবং কদাপি নয়। এবং বিশেষ করে এই ছোটখাটো লোকটির কাছ থেকে তো নয়ই যে ওর পরিচয় জানে এবং কীসব হত্যাকাণ্ড এবং ক্রাইমের কথা বলছে যার সঙ্গে ওর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

'আমাকে এই হত্যাকাণ্ডগুলোর রহস্য সমাধানে সাহায্য করুন,' বলল জাঁ।

'আমি পারব না। আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আপনার থিওরি ভুল। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সাহায্য করুন নতুবা আপনার ছেলের কাছে সত্যটা প্রকাশ করে দেব।'

দড়াম করে খুলে গেল কিচেনের দরজা।

মায়ের সঙ্গে অচেনা লোকটিকে কৌতূহল নিয়ে দেখল নিকোলাস।

'হ্যালো।'

'হ্যালো।' হাসল জাঁ।

'কে আপনি?'

ছেলেটি অবাক হয়েছে তবে কিচেনে অচেনা একজন পুরুষ মানুষকে দেখে মোটেই ভয় পায়নি। তার সঙ্গের লোকটিকে লাগছে ক্লিন্ট ইস্টইডের কোনো ওয়েস্টার্ন ছবি থেকে উঠে আসা কাউবয়ের মতো। *এ কি ট্রেসির বয়ফ্রেন্ড?* ভাবল জাঁ।

ট্রেসি যেন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ আগের সমস্ত আত্মবিশ্বাস উবে গেছে কর্পূরের মতো। তার মনে হচ্ছে এখনই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। অবশেষে বিড়বিড় করে বলল, 'এ হলো... এ হলো...'

'আমার নাম জাঁ। আমি তোমার মায়ের পুরনো একজন বন্ধু।'

'আপনি ইউরোপ থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল নিকোলাস। 'আমার জন্মের আগে থেকে ওখানে থাকেন?'

'ঠিক বলেছ। ভাবলাম আজ রাতে তোমার মা'র সঙ্গে ডিনার করে যাই। পুরনো দিনগুলো নিয়ে গল্পগুজব হবে। আমি শহরের একটি হোটেলে উঠেছি।'

'উনি আজ রাতে আপনাকে সময় দিতে পারবেন না। আমাদের অন্য কাজ আছে।'

গির্জার পুরনো ঘণ্টার মতো গমগম করে বেজে উঠল ব্লেক কার্টারের কণ্ঠ।

'রাইট, ট্রেসি।'

ট্রেসির দিকে একবার তাকিয়েই ব্লেক বুঝতে পেরেছে জাঁ নামের লোকটি মোটেই ওর পুরনো বন্ধু নয়। ট্রেসিকে ভীত লাগছে। ওকে কখনো ভয় পেতে দেখেনি ব্লেক।

'তাহলে আগামীকাল, কেমন?' জিজ্ঞেস করল জাঁ।

বুড়ো কাউবয় ট্রেসির কাঁধে ওকে নিরাপত্তা দেওয়ার ভঙ্গিতে একটি হাত রাখল। পিতৃসুলভ কিংবা প্রেমিকসুলভ যে কোনো কিছু একটা আচরণ একে ধরে নেওয়া যায়। এদের সম্পর্কটা যে কী ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না জাঁ। তাছাড়া বুড়োটা কি ট্রেসির অতীত সম্পর্কে জানে? কিংবা তার বর্তমান সম্পর্কে?

'ঠিক আছে,' বলল ট্রেসি। 'আগামীকাল।'

জাঁ রিজ্জোর চেহারা আর দেখার ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু ওর তো কোনো উপায়ও নেই।

দাবা খেলা শুরু হয়ে গেছে এবং এবারে ট্রেসিকে চাল দিতে হবে।

উনচল্লিশ

পাহাড়ি গ্রাম্য এলাকায় গিয়ান্নি একটি আরামদায়ক রেস্টুরেন্ট। স্কি ঢালের ঠিক পাদদেশে ওটা, স্থানীয় লোকজন এবং ট্যুরিস্ট উভয়ের পছন্দের জায়গা। স্টাফরা সবাই ট্রেসিকে চেনে। যদিও মিসেস স্মিট এখানে খুব কমই খেতে আসেন। রেস্টুরেন্টের কর্মচারীরা ভাবছিল কিনারের বুথে বসে স্টিমবোটের সবচেয়ে ধনবতী বিধবাটির সঙ্গে যে সুদর্শন লোকটি ডিনার করতে এসেছে সে কে। তবে কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল না।

জাঁ সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো। সে ট্রেসিকে কতগুলো ছবি দেখাল, বারোজন ভিক্টিমের বেশিরভাগ পারিবারিক ফটোগ্রাফ। মাদ্রিদে ইজিয়া মরেনো হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে। প্যারিসে, একটি ক্যাম্পসাইটের বাইরে তার বোনের সঙ্গে হাস্যরত আলিসা আরমন্দ। সান্দ্রা হুইটমোর তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'এই মহিলাদের সকলেই পতিতা। গত নয় বছরে এরা সবাই খুন হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন শহরে।'

'এবং আপনার ধারণা একজন খুনিই কাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, একজন খুনিই খুনগুলো করছে।'

জাঁ ওকে বলল খুনি হত্যার পরে তার শিকারদের কীভাবে হাত-পায়ের নখ কেটে, চুল আঁচড়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে লাশের পাশে বাইবেলের কোনো শ্লোক খুলে রেখে দেয়। 'সে পুলিশ প্রসিডিওর সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে অথবা জানে কীভাবে DNA প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, ক্রাইম সিন ক্লিন করে রাখে। এবং সে লাশগুলো নাটকীয় কায়দায় সাজায়।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমি কোত্থেকে আসছি বুঝতে পারলাম না।' বলল ট্রেসি।

'প্রতিটি খুনই হয়েছে কোনো শহরে বড় ধরনের কোনো চুরির ঘটনা ঘটার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওই একই শহরে খুন হয়েছে। একটি চুরির রহস্যেরও সমাধান করা যায়নি। প্রতিটিই ছিল অত্যন্ত জটিল, নিখুঁত পরিকল্পিত এবং দারুণভাবে সংঘটিত। অর্ধেকেরও বেশি ঘটনায় জড়িত একজন নারী। আর এ ধরনের কাজে নারীদের অংশগ্রহণ খুব বেশি নেই, আপনি তো জানেনই।'

'এ ধরনের কাজ মানে কী, ইন্সপেক্টর?'

একটা ভুরু তুলল জাঁ। 'কাম অন নাউ, মিসেস হুইটনি।'

'আমাকে শুধু 'ট্রেসি' বলুন। এবং দয়া করে গলা নামিয়ে কথা বলুন।'

'সরি। কথা হলো এরকম লেভেলে খুব কম মহিলাই কাজ করছে। এবং সাত অঙ্কের নিচে কোনো ফিগারই নেই। হাইলি সফিসটিকেটেড।'

মাথা ঝাঁকাল ট্রেসি। 'বলে যান।'

'আমি চুরিগুলো নিয়ে গবেষণা শুরু করি এবং ফিমেল সাসপেক্টরদেরকে খুঁজতে থাকি। আপনার নাম উঠে আসে ইন্টারপোল ডাটাবেসে। একটা জিনিস আমি লক্ষ করি গত নয় বছরের কেউ আপনাকে দেখেনি কিংবা আপনার কোনো কথাও শোনেনি, যখন আপনি লন্ডন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।'

'তো?'

'প্রথম ভিক্টিম ক্যারেন গ্রিন খুন হয় নয় বছর আগে। লন্ডনে। একই সময়। একই নগর। আপনিও উধাও হয়ে গেলেন আর এই হত্যাকাণ্ডগুলোও শুরু হলো।'

জাঁ মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল ট্রেসির দিকে।

ট্রেসিও নির্নিমেষ তার দিকে চেয়ে থাকল। এই লোকটি যদি তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে তার এবং নিকোলাসের জীবন ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি না দিত, লোকটির চাউনি দেখে ও হয়তো এখন হেসেই উঠত।

'ব্যস এই? ওটাই আপনার কানেকশন? নয় বছর আগে লন্ডনের ঘটনা?'

রাগ প্রকাশ পেল জাঁ-র কণ্ঠে। 'এটা একটা লিংক।'

'না, তা নয়। এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা। আর আমি উধাও হয়ে যাইনি। আমি লন্ডন ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমার নতুনভাবে শুরু করার দরকার ছিল এবং আমি তা করেছি।'

'কাকতালীয়?' বলল জাঁ। 'তাই কি? একটু ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করি, কেমন? নিউইর্য়ক সিটি, তিন বছর পর। মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টের একজন কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দেওয়া এক মহিলা ফিফথ এভিন্যুতে দিনে দুপুরে একটি বাড়ি থেকে পিসারোর একটি ছবি চুরি করে নিয়ে যায়। আপনার কাজের সঙ্গে এটির মিল আছে না?'

'কাজটি দুঃসাহসিকই বটে,' স্বীকার করল ট্রেসি। 'আমিও দিনে দুপুরে ডাকাতি পছন্দ করতাম। তবে ওইসময় আমি নিউইয়র্কের ধারে কাছেও ছিলাম না।'

বলে চলল জাঁ।

'ঠিক আছে। শিকাগো। নিল লেন স্টোর থেকে হিরের একটি ব্রেসলেট এবং তার সঙ্গে ম্যাচ করা একজোড়া কানের দুল চুরি হয়। শুধু ক্যামেরা এবং অ্যালার্ম অকেজো করেই দেওয়া হয়নি ওগুলো আবার রিসেটও করা হয়েছিল। তিন সপ্তাহ আগে কেউ জানতেই পারেনি যে ওগুলো চুরি গেছে। আসলের জায়গায় নকল জিনিস রেখে গিয়েছিল চোর এবং অত্যন্ত নিখুঁত ছিল সেগুলো।'

'আবারও শুনে মুগ্ধ হচ্ছি।'

'কিন্তু কোনো কিছু মনে পড়ছে না?'

ওয়াইনে চুমুক দিল ট্রেসি। 'এখন পর্যন্ত নয়।'

'মুম্বাই, দুই বছর আগের কথা। এক লোভী প্রোপার্টি ডেভেলপার রুমাল সাইজের এক খণ্ড জমি কিনে ধরা খায়। তার সঙ্গে এ প্রতারণাটি করেছিল এক সুন্দরী আমেরিকান তরুণী, লোকটার সাথে নাকি সে একটা রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।'

'লোকটা কি বিবাহিত ছিল?'

'ছিল। জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেসি। 'তাহলে উচিত শিক্ষাই পেয়েছে। আপনার কী মনে হয়?'

'আমার কী মনে হয় তা বলছি,' জাঁ রিজ্জো ঝুঁকে এলো টেবিলের উপর। 'আমার মনে হয় এ সমস্ত কাজেই আপনার নামটি লেখা আছে।'

'শুধু একটি ছোট বিষয় বাদে... ঘটনার সময় আমি নিউইয়র্ক কিংবা শিকাগোতে ছিলাম না। আর মুম্বাই, আমি জীবনেও ইন্ডিয়া যাইনি। এবং হংকং, লিমা... এবং এসব দেশ...' ট্রেসি ছবিগুলো ঠেলে দিল জাঁয়ের দিকে। 'আমি গত নয় বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পা রাখিনি, ইন্সপেক্টর। নির্কির স্কুলের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। আমি এখানে, এই স্টিমবোট স্প্রিংসেই ছিলাম। গোটা শহর আমার অ্যালিবাই।'

এক ওয়েট্রেস এসে Vongaloes-এর প্লেট দুটি নিয়ে গেল, কেউই খাবার স্পর্শ করেনি। জাঁ রিজ্জো কফি আর এক প্লেট Contucini-র অর্ডার দিল। খালি পেটে মদ গিলে মাথাটা বোঁ বোঁ করছে।

ট্রেসি বলল, 'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, ইন্সপেক্টর। করবও। এই মেয়েগুলোর জীবনে যা ঘটেছে তা খুবই হৃদয়বিদারক এবং আশা করি আপনি এর জন্য দায়ী ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করতে পারবেন। কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন ট্রেসি হুইটনির খোঁজে এবং ট্রেসি হুইটনি ইজ ডেড। সে নয় বছর আগে মারা গেছে।'

'হুমম,' বলল জাঁ।

'এমনকি সে যদি বেঁচেও থাকত, লোকের ক্ষতি হয় এরকম কাজ কখনো করত না।'

'হুমম,' আবার বলল জাঁ।

'কী? 'হুমম'-এর মানে কী?'

'আমি এক মৃত সুন্দরীর কথা ভাবছিলাম যে দশদিন আগে লস এঞ্জেলেসে একটি চমৎকার চৌর্যকর্ম সম্পাদন করেছে। ট্রেসি হুইটনি সত্যি এক নারী বটে।'

হেসে উঠল ট্রেসি। 'আমারও তাই ধারণা। সে একটা মেয়ে ছিল বটে।'

'ওই রুবিগুলোর অনেক দাম, তাই না? দুই, তিন মিলিয়ন? প্রাইভেট কালেক্টরদের কাছে আরও বেশি হওয়ার কথা।'

'আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' মিষ্টি করে হাসল ট্রেসি। 'ওহ্, চমৎকার। এই তো কফি এসে গেছে।'

ঘন, কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছে ট্রেসি, তাকে লক্ষ করতে করতে জাঁ রিজ্জো ভাবছিল কেন অসংখ্য পুরুষ এই মহিলাটির জন্য দিওয়ানা ছিল। সে সুন্দরী সন্দেহ নেই, তবে শারীরিক সৌন্দর্য ছাড়িয়েও তার ভেতরে অনেক কিছু আছে। সে চতুর, সুরসিক এবং আইনের দুই প্রান্তের শক্রকেই সহজে ঘোল খাইয়ে দিতে পারে আনন্দের সঙ্গে। জাঁ রিজ্জো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'তাহলে আপনার ছেলে কিছুই জানে না বলছেন। আপনার অতীত কিংবা তার বাবা সম্পর্কে।'

ধীরগতিতে কফির কাপটি টেবিলে নামিয়ে রাখল ট্রেসি। হিম চোখে তাকাল জাঁ-এর দিকে। ওই চোখে এখন পরিহাস সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। যুদ্ধের দামামা বাজছে যেন তারায়।

'না, সে জানে না। এবং কোনোদিন জানতেও পারবে না।'

'জেফ স্টিভেন্স কি জানে তার একটি ছেলে আছে?'

'জেফ স্টিভেন্সের কোনো ছেলে নেই!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ট্রেসি। 'অন্ততঃ আমার তরফ থেকে নয়। নিকি একান্তই আমার সন্তান। শুধু আমার। আমি ওকে বড় করেছি। আমাকেই শুধু ওর দরকার।'

গলার স্বর উঁচু করে ফেলেছে বুঝতে পেরে সুখের ছায়ায় নিজেকে আড়াল করল ট্রেসি। নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ল জাঁ রিজ্জোর। সে ওদেরকে কী সাংঘাতিকভাবেই না মিস করছে। জেফ স্টিভেন্সের জন্য তার মায়া লাগল।

ওর মনে পড়তে পেরেই যেন বলল ট্রেসি, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন না, ইন্সপেক্টর।'

'জাঁ।'

'জাঁ,' ভুল শোধরাল ট্রেসি। 'জেফকে আপনি আমার মতো চেনেন না।'

'আসলে বলতে চাইছেন তাঁকে আমি আপনার মতো ঘৃণা করি না।'

'ওকে ঘৃণা করি?' ট্রেসিকে খুবই মর্মাহত দেখাল। 'আমি জেফকে ঘৃণা করি না। আমি স্রেফ নিকিকে ভালোবাসি। সেটা একদমই ভিন্ন জিনিস। আমি যদি বলি জেফ বাবা হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হবে, আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। হ্যাঁ, সে লাভিং, চার্মিং এবং সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অস্বীকার করছি না। তবে ওর ওপর আপনি ভরসা করতে পারবেন না। জেফ শেষ পর্যন্ত নিকির হৃদয় ভেঙে দেবে। যেভাবে আমার মনটা ভেঙে দিয়েছিল।'

'আপনাদের মধ্যে কী হয়েছিল? কিছু মনে না করলে আমাকে বলতে পারেন।'

চল্লিশ

ট্রেসি কী বলবে? জাঁ রিজ্জো সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ। তারচেয়েও বাজে ব্যাপার সে একজন পুলিশ। তবু ট্রেসি তাকে গড়গড় করে সব ঘটনা বলে দিল। বলল জেফের প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করার পরে তাকে কীভাবে হারিয়েছিল। জানাল বিবাহিত জীবন এবং সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সে কত সংগ্রাম করেছে। ঈটন স্কোয়ারের বাড়ির বেডরুমে জেফ এবং রেবেকা মর্টিমারকে চুম্বনরত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ার ঘটনাও বাদ দিল না। বিশ্বাসঘাতকতার সেই তীব্র ব্যথা সয়েই সে জেফকে ছেড়ে তখন চলে আসে, জানল ইন্সপেক্টর। রেবেকাকে যে গত মাসে এল.এ তে শেইলা ব্রুকস্টিনের সঙ্গে ডিনার করতে দেখেছে সেই তথ্যও দিল ট্রেসি।

'আমি লস এঞ্জেলেস গিয়েছিলাম আমার ছেলেকে নিয়ে ছুটি কাটাতে। আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না–' সঠিক শব্দটি হাতড়াল ও– 'রিটায়ারমেন্ট থেকে ফিরে আসব। তবে ওকে দেখামাত্র বুঝতে পারি ও নেকলেস চুরি করতে এসেছে। ও আমার সঙ্গে যা করেছিল তার ছোট্ট একটি প্রতিশোধ হিসেবে আমি ওটা হাতিয়ে নিই।'

'বুঝতে পারছি,' বলল জাঁ।

সরু হলো ট্রেসির চাউনি। 'সত্যি বুঝতে পারছেন?'

'নিশ্চয়। আপনি শুনলে খুশি হবেন আপনার বন্ধু 'রেবেকা' এখন ব্রুকস্টিন ঘটনায় এফবিআইয়ের প্রধান সাসপেক্ট। তার আসল নাম এলিজাবেথ কেনেডি।' মিল্টন বাক ওকে যে ছবিটি দিয়েছিল সেটি ট্রেসিকে দেখতে দিল জাঁ।

ভুরু কুঁচকে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল ট্রেসি।

এলিজাবেথ।

এত সুন্দর একটা নাম এই শয়তানির সঙ্গে মানায় না।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ রইল ট্রেসি। ডুবে গেছে চিন্তায়। অবশেষে জাঁ রিজ্জো বলল, 'আমেরিকায় আরও দুটি চুরির জন্যও ওরা ওকে খুঁজছে। নিউইয়র্কে পিসারো চুরি এবং শিকাগোর হিরে চুরি।'

'আর অন্যান্য চুরিগুলো?' জানতে চাইল ট্রেসি। 'যেগুলো ইউরোপ এবং এশিয়ায় ঘটেছে এবং যেখানে এসব ঘটনা ঘটার পরে মেয়েগুলো খুন হয়েছে।'

'পুলিশ বিশ্বাস করে না চুরি আর বাইবেল কিলারের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক রয়েছে।' তিক্ত গলায় বলল জাঁ। 'তাছাড়া ওদের কাজের ধরন তো আপনার জানাই আছে। জুরিসডিকশনের বাইরে কিছু ঘটলে ব্যুরো মাথা ঘামাতে আগ্রহী নয়। তারা আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়, নিজেরা কিছুই করে না। এমনকি সিআইএ'র সঙ্গেও কোনোরকম শেয়ার করে না। অথচ মেয়েগুলো একটার পর একটা নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে।' সে লস এঞ্জেলসে এজেন্ট মিল্টন বাকের সঙ্গে মিটিংয়ের কথা খুলে বলল ট্রেসিকে।

'ঠিক আছে। কিন্তু আপনি তো এখন 'এলিজাবেথ' নামটি জানেন,' বলল ট্রেসি। নামটি এখনও ওর কাছে কেমন অদ্ভুত লাগছে। 'আপনি তো ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়েই তদন্ত চালাতে পারতেন। এফবিআইকে আপনার প্রয়োজন নেই।'

জাঁ রিজ্জো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'সমস্যা হলো, আমি বিশ্বাস করিনি ওটা এলিজাবেথ ছিল। আমি ভেবেছি ওটা আপনি।'

'আপনি ভেবেছেন আমি বিশ্বজুড়ে ঘুরে ঘুরে পতিতাদেরকে খুন করে বেড়াচ্ছি?'

'না, না, না। অবশ্যই না। আমাদের হত্যাকারী একজন পুরুষ।'

'ওকে গুড। খুশি হলাম আপনি ভণিতা না করে কথাটি বললেন।'

'তবে আমি ভেবেছিলাম চুরি আর খুনগুলোর মধ্যে আপনি একটা লিংক ছিলেন।'

'কারণ নয় বছর আমি আড়ালে ছিলাম বলে?'

'কারণ নয় বছর আপনি আড়ালে ছিলেন বলে। কারণ ছিল লন্ডন। কারণ ছিল আপনি একজন নারী। কারণ এসব চুরি আপনার কাজের ধরনের সঙ্গে মিলে যায়।'

হাসল ট্রেসি। 'আপনি আমাকে নস্টালজিক করে তুলছেন।'

'কারণ আপনি ব্রুকস্টিনদের নেকলেস চুরি করেছেন,' বলে চলল সে, কারণগুলো একের পর এক কর গুনে বলছে।

'কারণ আমি কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাস করি না। অন্তত এক কাতারে বারোটি মৃত্যুর ঘটনা। এবং কারণ জোরালো কোনো সাসপেক্ট ছিল না।'

'কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছিল না।' বলল ট্রেসি।

মাথা ঝাঁকাল জাঁ। 'কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছিল না, আমার অনুমান।'

'আপনার অনুমান মানে কী? আপনাদের হাতে তো এখন সন্দেহভাজন হিসেবে এলিজাবেথ কেনেডি রয়েছে।'

'হুমম।'

'আচ্ছা? আমরা আবার 'হুমম'-এ ফিরে যাচ্ছি?'

ওর দিকে মুখ তুলে চাইল জাঁ। 'আমি এখনও আপনাকে লিংক বলে ভাবছি।'

হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরল ট্রেসি।

'একবার চিন্তা করে দেখুন,' বলল জাঁ। 'এই কাজগুলোর ধরন হুবহু আপনার মতো।'

'কিছুটা মিল তো রয়েছেই, অন্তত ওপর থেকে দেখলে তাই মনে হয়,' স্বীকার গেল ট্রেসি। 'তবে আমি ওখানে ছিলাম না, জাঁ।'

'মিলের চেয়েও বেশি। আপনি যদি নিজে চুরিগুলো করে না থাকেন–'

'কোনো 'যদি' নয়। আমি ওগুলো করিনি। আমি প্রমাণ দেখাতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে যে-ই করুক না কেন, আপনার কৌশল সে নকল করেছে। তার মানে ওরা আপনাকে চেনে। খুব ভালোভাবে। জানে আপনি কীভাবে কাজ করেন।'

কেউ জানে না আমি কীভাবে কাজ করি, মনে মনে বলল ট্রেসি। *শুধু জেফ ছাড়া। এবং গুন্থার। তবে বিশ্বাস হয় না গুন্থার গোটা বিশ্বজুড়ে চুরিচামারি করে বেড়াচ্ছেন।*

সে জাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয় কেউ আমাকে ফাঁসাতে চাইছে?'

'হতে পারে। এরকম কোনো শত্রুর কথা আপনার জানা আছে কি?'

হো হো করে হেসে উঠল ট্রেসি। 'শত শত!'

'আমি সিরিয়াস!'

'আমিও! দাঁড়ান একটু ভেবে বলি। ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়েরপন্ট নামে এক লোক আছে সে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। রয়েছে লয়েস বেলামি, গ্রেগরি হ্যালস্টন, আলবার্তো ফরটিনাটি...' ওর সাবেক কয়েকজন ভিক্টিমের কথা বলল ট্রেসি। 'মাদ্রিদের প্রাডো জাদুঘরেও আমার অমঙ্গল কামনা করার লোকের অভাব নেই... তবে এদের বেশিরভাগের ধারণা আমি আর বেঁচে নেই। এফবিআই-এ আপনার বন্ধুদের মতো আর কী।'

'হয়তো আমরা ভুল করে শত্রু খুঁজছি,' বলল জাঁ। 'এ কাজের মোটিভ হয়তো অন্য কিছু। হয়তো এ লোকটি আপনার কাজের ধরনের খুব ভক্ত এবং আপনার পদক্ষেপ অনুসরণ করে এগোতে চায়।'

'ভক্ত?' হাসল ট্রেসি। 'খুবই হাস্যকর একটা কথা বললেন আপনি। এসব চৌর্যবৃত্তির জন্য আপনার একমাত্র ভায়াবল সাসপেক্ট হলো এলিজাবেথ কেনেডি। সে একজন নারী, সে অ্যাক্টিভ এবং সে এই লেভেলে অপারেট করছে। আমি

একটি ঘটনা থেকে জানি সে শেইলা ব্রুকস্টিনের পেছনে কয়েক মাস ধরে লেগে ছিল। তবে আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি এই মহিলা আমার কোনো ভক্ত নয়। সে আমার স্বামীকে সিডিউস করেছিল, ইন্সপেক্টর। সে আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং সেটা টাকার জন্য নয়। মজা পাবার জন্য।' ট্রেসির কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে উঠল। 'আমি ওকে ঘৃণা করি। এবং সে-ও আমাকে ঘৃণা করে।'

'বুঝলাম কিন্তু ব্যাপারটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?' বলল জাঁ। 'এখনও এ কারণেই আপনি লিংক হয়ে আছেন। এলিজাবেথ কেনেডি নতুন সাসপেক্ট হিসেবে উদয় হয়েছে। ইন্টারপোল তাকে চেনে না, মানে কয়েকদিন আগেও চিনত না... এবং এমনকি সে আপনার সঙ্গে কানেক্টেডও।'

'মানে?'

গুঙিয়ে উঠল জাঁ। 'জানি না। এর মানে আমি জানি না।'

জাঁ যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। তবে তার কাছে আদৌ কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা সে নিজেও নিশ্চিত নয়। তার খিদে পেয়েছে। নিজেকে বিধ্বস্ত লাগছে।

'আমার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান,' বলল ট্রেসি। 'ধরুন চুরি এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে একটি লিংক আছে। ধরুন এলিজাবেথ সবগুলো চুরির সঙ্গে জড়িত। সেক্ষেত্রে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি এটা হওয়া উচিত নয় যে ওকে খুঁজে বের করবেন?'

'আপনার কথা হয়তো ঠিক। তবে এলিজাবেথ কেনেডিকে খুঁজে বের করা এত সহজ নয়। মহিলা একজন প্রফেশনাল। এফবিআইকে সে অন্তত তিনবার ঘোল খাইয়েছে বলে আমি জানি। ব্রুকস্টিনদের ঘটনা ঘটার পরে সে আপনার চেয়েও দ্রুতগতিতে এল.এ থেকে উধাও হয়ে যায়।'

'তো ওর সম্পর্কে কী কী জানেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি।

'তেমন কিছু নয়।' এফবিআই-র কাছ থেকে যেসব তথ্য পেয়েছিল জাঁ তা-ই বয়ান করল ওকে। 'পুলিশের ধারণা সে একজন পার্টনারকে নিয়ে কাজ করে। একজন পুরুষ। আপনি যেভাবে জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করতেন।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

বিস্মিত দেখাল জাঁকে। 'কেন?'

'টাকাটা ভাগাভাগি করার কী দরকার যদি প্রয়োজন না হয়? জেফ এবং আমার কথা আলাদা। আ ওয়ান শট ডিল। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর জন্যই কেউ কেউ ভাবতে পারে এলিজাবেথের মতো মেয়ের পেছনে একজন পুরুষ দরকার।'

খাবারের বিল মিটিয়ে দিতে ওয়েটারকে হাত ইশারায় ডাকল জাঁ।

'আসবার জন্য ধন্যবাদ, ট্রেসি।'

'আমার কোনো উপায় ছিল না, ছিল কি?' বলল ট্রেসি।

'দেখুন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল জাঁ। 'সত্যি বলছি। দেখতেই পাচ্ছি এখানে আপনি একটি সুন্দর জীবন গড়ে তুলেছেন। আমি আপনার এবং আপনার ছেলের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চাই না।'

'তাহলে করবেন না,' চেষ্টা করা সত্ত্বেও চোখের জলটাকে বাধা দিতে পারল না ট্রেসি। 'আমি যা জানি সব আপনাকে বললাম। এখন দয়া করে আমাদেরকে একটু একা থাকতে দিন।'

'পারব না,' বলল জাঁ। 'অন্তত এখনই নয়।'

'পারবেন না মানে কী? অবশ্যই পারবেন!'

মাথা নাড়ল জাঁ। 'আমাকে একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে, ট্রেসি। আবার আরেকটা খুন করার আগেই এই হারামজাদাকে আমার পাকড়াও করতে হবে। তবে এর আগেই যদি এফবিআই এলিজাবেথ কেনেডিকে গ্রেপ্তার করে ফেলে তাহলে ওকে চুরির দায়ে সোজা জেলে পাঠিয়ে দেবে। এই সাইকোর সঙ্গে আমাদের একমাত্র লিংকটা তখন হারিয়ে যাবে। আপনি এইমাত্র যা বললেন ঠিকই বলেছেন। এলিজাবেথকে আমাদের খুঁজে বের করা দরকার।'

'আমি 'আমরা' শব্দটি বলিনি। বলেছি 'আপনি।' রেগে গিয়ে বলল ট্রেসি। 'আপনার ওকে খুঁজে বের করা দরকার, জাঁ।'

'ওকে খুঁজে বের করে পিছু নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই লোকটার সন্ধান পাই। এজন্য তোমার সাহায্য দরকার, ট্রেসি,' চট করে 'তুমি'তে নেমে এলো জাঁ।

'তুমি' করে বলায় রাগ করল না ট্রেসি। সে শুধু অনুনয়ের গলায় বলল, 'ঈশ্বরে দোহাই বলছি আমি এলিজাবেথকে চিনি না। আমি আপনাকে সাহায্য করব কীভাবে? বললামই তো, এল. এ তে ওর সঙ্গে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যায় আমার। তার আগে বহুদিন ওকে আমি দেখিনি। প্রায় এক দশক! আজ রাতের আগে ওর আসল নামটা পর্যন্ত জানতাম না আমি!'

'কিন্তু কথা হলো সে তোমাকে জানে,' বলল জাঁ। 'সে তোমার মতো করে চিন্তা করে। তোমার ঢঙে কাজ করে। তুমি আছ তার মাথার মধ্যে, ট্রেসি। সে তুমি চাও বা না চাও। মিল্টন বাক ওর সন্ধান পাবার আগেই ওকে খুঁজে বের করতে আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে।'

'আর যদি আমি সাহায্য করতে রাজি না হই?' ফুঁসে উঠল ট্রেসি।

'তাহলে তোমার পরিচয় আমি প্রকাশ করে দেব। তোমার ছেলের কাছে সত্যটা জানাব। আমি দুঃখিত, ট্রেসি–' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জাঁ–'কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা নেমে এলো দুজনের মাঝে। তারপর ট্রেসি বলল, 'ওর খোঁজ পেলে কি তুমি আমাকে একা থাকতে দেবে? প্রতিজ্ঞা করো যে আর কোনোদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না?'

'প্রতিজ্ঞা করছি।'

জাঁ ওর হাত বাড়িয়ে দিল। ট্রেসি ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। ট্রেসি মনে মনে বলল *এই লোকটিকে আমি বিশ্বাস করি। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো।*

খাবারের বিল মিটিয়ে দিল জাঁ। ওরা বেরিয়ে এলো বাইরে। রাতের ফুরফুরে বাতাস গায়ে মেখে দুজনে পা বাড়াল জাঁ-এর গাড়ির দিকে।

'তো,' বলল জাঁ। 'তুমি এলিজাবেথ কেনেডি। তুমি ছয়মাস ধরে প্লান করেছ ব্রুকস্টিনদের রুবির নেকলেস চুরি করবে কিন্তু তোমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী এসে শেষ মুহূর্তে সেটা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এরপরে তুমি কী করবে?'

ট্রেসি একটু চিন্তা করল।

'রি গ্রুপ। যখন একটা কাজ ব্যর্থ হয়ে যায় তখন রিকভার করার জন্য তোমার কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। তুমি এটা বিশ্লেষণ করবে, তোমার ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করবে।'

'ওকে। কোথায়? তুমি যদি ওর জায়গায় হতে তাহলে তুমি কোথায় যেতে?'

'আমি যদি হতাম?' বিরতি দিল ট্রেসি, তারপর হাসল। 'বাড়ি। আমি হলে বাড়ি যেতাম।'

একচল্লিশ

লন্ডন
তিন মাস পরে...

কিচেনের সার্সি দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এডুইন গ্রিভস অবাক হয়ে ভাবলেন *আমি আবার কেন এখানে এলাম?* তাঁর বিশাল, আরামদায়ক ফ্লাটটির বিপরীতে কাডোগান গার্ডেনস। কম্যুনাল টেনিস কোর্ট ভিজে সপসপে এবং জনশূন্য, শুধু গাছগুলো একা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর শরতের হিমেল হাওয়ার চাবুক সইছে।

আমি তো টেনিস খেলতাম। চার্লি সবসময় আমাকে খেলায় হারিয়ে দিত। যদিও ও তখন খুব ছোট ছিল।

চার্লি এখন কোথায়?

চার্লি গ্রিভস, এডুইনের একমাত্র ছেলে সাধারণত মঙ্গলবার আসে বাপের চিঠিপত্রগুলো পড়ে দিতে এবং হ্যারডস থেকে কেনা মুদি সদয়গুলো পৌঁছানোর জন্য। এডুইন গ্রিভস সবসময় হ্যারডসেই কেনাকাটা করেন। সকলেরই কিছু না কিছু স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করে চলা উচিত, এমনকি নব্বই বছর বয়সেও।

চার্লি এখনও আসছে না কেন? আজ কি তবে মঙ্গলবার নয়? কিন্তু এডুইনের মনে হচ্ছে আজ মঙ্গলবার।

'আমি আপনাকে চা বানিয়ে দিই, মি. গ্রিভস?'

ড্রইংরুম থেকে ভেসে এলো এক তরুণীর কণ্ঠ।

ও হ্যাঁ, চা। আমি তো নিজের জন্য এবং বোনহ্যামস অকশান হাউস থেকে আসা সুন্দরী মেয়েটির জন্য চা বানাচ্ছিলাম।

বুড়ো মানুষটি যখন স্খলিত পদক্ষেপে অবশেষে ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে মিষ্টি হাসল মেয়েটি। ট্রে টেবিলে রাখতে গিয়ে কাপ-পিরিচে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দ তুলল। অ্যান্টিক ডালটন চায়না মগে নিয়ে আসা চা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিলেন গ্রিভস। চা একদম ঠাণ্ডা।

'ধন্যবাদ,' মেয়েটি তবু চায়ে চুমুক দিল, ভান করল যেন ব্যাপারটি খেয়ালই করেনি। 'আমি পেপার ওঅর্কগুলোতে সই করে রেখেছি, সঙ্গে চেকও আছে। আমরা কি আপনার ছেলের জন্য অপেক্ষা করব?'

'কেন? এটা তো তার কেনা পেইন্টিং নয়।'

'তা নয়। তবে...'

'আমি এখনও মারা যাইনি,' হাসলেন এডুইন গ্রিভস। তার বুকে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ উঠল। 'তবে চার্লির বউয়ের কথা শুনলে মনে হবে আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক যেন তারা। শকুন কোথাকার!' বুড়ো লোকটির চেহারা থমথমে হয়ে গেল। তরুণী এর আগেও প্রচুর ধনবান বৃদ্ধের সঙ্গে কাজ করেছে। কাজেই সে তাদের মুড খুব ভালো বোঝে। এই বুড়োদের মেজাজ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

'তাছাড়া,' বলে চললেন এডুইন, 'এটা তো আসল টার্নারও নয়। সবাই জানে এটা নকল ছবি।'

'তা জানে,' খোশমেজাজের গলায় বলল মেয়েটি। 'কিন্তু এটি এখনও যথেষ্ট মূল্যবান। গ্রেশাম নাইট তাঁর সময়কালের সবচেয়ে প্রতিভাবান নকল চিত্রশিল্পী ছিলেন। এ কারণেই আমার ক্লায়েন্ট এত টাকা দিয়ে এ ছবিটি কিনতে চেয়েছেন।'

'চেকটা একটু দেখি?' এডুইন গ্রিভস তাঁর কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে দিলেন চেকের দিকে। ওটা মুখের সামনে এনে ঘোলাটে চোখে টাকার অঙ্কটি দেখার চেষ্টা করলেন। 'পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড?' বোনহ্যামস থেকে আসা তরুণীর দিকে তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। 'এত টাকা! গুড গ্রেসিয়াস, মাই ডিয়ার। আমার এত টাকার দরকার নেই।'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'এটা টার্নার না হলেও এর মূল্য কিন্তু কমে যায়নি। আপনি তো ওটা বিক্রি করতেই চেয়েছেন। এখন যদি আপনার ছেলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান....'

'না, না, না,' খিটখিটে গলায় বললেন গ্রিভস। 'চার্লি আসবে মঙ্গলবার। তাছাড়া এটা তার কেনা পেইন্টিংও নয়। আমি চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে দেব।'

তরুণী তাঁকে একটি কলম দিল। এডুইন গ্রিভস কাগজে সই করলেন।

'আমাদের টেনিস খেলার কথা। কিন্তু এমন বিশ্রি বৃষ্টি শুরু হলো!'

'ঠিক তাই। আমি কি এখন পেইন্টিংটি নিতে পারি?'

'চার্লি প্রতি মঙ্গলবার আসে।'

মেয়েটি পেইন্টিংটি ঢোকাল একটা প্যাডঅলা ক্যানভাস ব্যাগে। ছবিটি নেওয়ার জন্যই সে এটা এনেছে।

'চেকটা কফি টেবিলের উপর রইল, মি. গ্রিভস। নাকি নিরাপদ কোনো জায়গায় রেখে দেব?'

'এহ্, চা-টা দেখছি একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' কাপটি নামিয়ে রাখলেন এডুইন গ্রিভস। 'চার্লি খুব ভালো টেনিস খেলে। আমাকে সবসময় হারিয়ে দেয়।'

মেয়েটি যখন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গিয়েছে তখনও আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছেন বৃদ্ধ মানুষটি।

এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে শহরের দিকে ছুটে চলেছে কালো ট্যাক্সি, ভেতরে বসে আপনমনে হাসছে এলিজাবেথ কেনেডি।

বোকা বুড়ো।

ক্যানভাসের ব্যাগের চেইন খুলে পেইন্টিংয়ের দিকে স্নেহাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। একটি ক্ল্যাসিক তৈলচিত্র। সে এডুইন গ্রিভসকে যা বলেছে সব সত্য। ছবিটি সত্যি টার্নারের আঁকা নয়। নকল ছবি। গ্রেশাম নাইটের অনবদ্য সৃষ্টিগুলোর একটি। এবং মূল্যবান। এলিজাবেথ যে ৫০,০০০ পাউন্ড দিয়ে এলো তার থেকে দশগুণ বেশি দাম তো হবেই। এডুইনকে ও যে চেকটি দিয়ে এসেছে সেটি ভেজাল নয়। যদিও অ্যাকাউন্টের মালিক কে জানে না এলিজাবেথ।

বৃষ্টির কারণে লন্ডন শহর এখন ধূসর এবং বিষণ্ন। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে ফুলে ওঠা টেমস নদী মন্থর গতিতে। টিউব স্টেশনের কম্যুটার ট্রেনগুলো ড্রেনের নিচের ইঁদুরদের মতো ছোটাছুটি করছে। ছাতা মাথায় দিয়ে অনেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিতে, কারও পরনে বর্ষাতি, হিম বাতাসে কাঁপছে ঠকঠক করে। এমন বিশ্রি বৃষ্টির দিনে আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরছে এলিজাবেথ। ক্যাবের ভেতরটা গরম এবং নিরাপদ, কোলে তার লেটেস্ট বিজয়ের নিশানা, ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল ও।

লস এঞ্জেলসের কাজটা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও। কত মাস ধরে ব্রুকস্টিনদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে শেষে কিনা এই ছিল কপালে। ওরই নাকের ডগা দিয়ে নেকলেসটা হাতিয়ে নিয়ে গেল ট্রেসি হুইটনি মাগি। ট্রেসিকে যে কী ঘেন্না করে এলিজাবেথ! এর খানিকটা কারণ এ কাজের সঙ্গে জড়িত লোকজন এখনও তাকে নিয়ে ফিসফাস করে যেন ট্রেসি একজন দেবী, তার মতো কন আর্টিস্টের রেকর্ড কেউ কোনোদিন ভাঙতে পারবে না। তবে এলিজাবেথ মনে করে সে অনেক আগেই ট্রেসির রেকর্ড ভেঙেছে। সে ট্রেসির চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে, আয় উপার্জনও করেছে ওর চেয়ে দ্বিগুণ। তবে এলিজাবেথের অপছন্দ করার মূল জায়গাটা পেশাদার ঈর্ষা নয়, সেক্সুয়াল জেলাসি।

জেফ স্টিভেন্স ভালোবাসে ট্রেসি হুইটনিকে।

এ কারণেই এলিজাবেথ কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না ট্রেসিকে।

তবে ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্যও হয় না।

আমি তো ওই মাগির চেয়ে দেখতে-শুনতে অনেক ভালো এবং বিছানায় আমার তুলনাই হয় না। আমাকেই যখন পেতে পারে জেফ তাহলে ওকে ওর এত পছন্দ কেন?

জেফের প্রেমে পড়ার তেমন ইচ্ছাও ছিল না এলিজাবেথের। সে বহু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তাদেরকে নাকানিচুবানি খাইয়েছে, কিন্তু জেফ স্টিভেন্সই একমাত্র মানুষ যার প্রতি তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল ওর। তবে ওকে শুধু চুমু খাওয়া ছাড়া শারীরিক সম্পর্কটি আর বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারেনি বলে অতৃপ্ত কামনার একটা আগুন সারাক্ষণই জ্বলছে ওর দেহ-মনে। জেফকে তার মনে হয় নিজের মতো। জেফ যেন তার আয়না। তার যমজ সৃষ্টি। তার শরীরের একটি অংশ।

এলিজাবেথ জেফের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়েছে। যতই ওর সম্পর্কে তথ্য জেনেছে ততই ওর জীবনের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়েছে সে। দুজনেই ছেলেবেলায় মা-বাবা দ্বারা পরিত্যক্ত, দত্তক সন্তান হিসেবে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বড় হয়েছে। কৈশোর কাল থেকে উভয়েই নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, চেহারা এবং স্মার্টনেস কাজে লাগিয়ে, অন্যদেরকে ঠকিয়ে কিংবা ধোঁকা দিয়ে আয়-রোজগার করতে শিখেছে। ওরা দুজনেই এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে তা শুধু টাকা এবং রোমাঞ্চ আস্বাদনের জন্য। এবং তারা দুজনেই সেরাদের সেরা। এবং এলিজাবেথ মনে করে তাদের সেক্সুয়াল কেমিস্ট্রিই দুজনকে অমোঘ নিয়তির মতো কাছে টেনে এনেছে।

তবে ওদের পরিপূর্ণ সুখের জন্য একটিই অন্তরায়– ট্রেসি হুইটনি। তিন বছর আগে জেফের সঙ্গে শেষ দেখা হয় এলিজাবেথের। সে ওখানে গিয়েছিল এয়ারপোর্ট থেকে কিছু হিরে চুরি করতে– ওটা ছিল তার ক্যারিয়ারের একটি হাইপয়েন্ট। আর জেফ হংকং গিয়েছিল পেরুতে, তার এক কালেক্টরের জন্য কিছু প্রাচীন চাইনিজ পাথরের ফলক হাতিয়ে নিতে। এক রাতে সে হোটেলে ফিরে দেখে তার বিছানায় সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে এলিজাবেথ। অপেক্ষা করছে তার জন্যই।

'স্বীকার করো,' আদুরে বেড়ালের মতো গরগর করে উঠেছিল এলিজাবেথ বাদামি রঙের মসৃণ, সুঠাম পা জোড়া দুইপাশে ছড়িয়ে দিয়ে। সেই সঙ্গে নৃত্যশিল্পীদের মতো নিখুঁত পৃষ্ঠদেশ সামান্য বাঁকা করে বলেছিল, 'আমাকে তুমি চাইছ। আমি যেভাবে তোমাকে কামনা করি তুমিও সেভাবে আমাকে চাও। তুমি সবসময়ই আমাকে চেয়েছ।'

জেফের ফুলে ওঠা প্যান্টের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথের ধারণা বদ্ধমূল হয়। যদিও জেফের চেহারার তীব্র বিরাগ বলছিল অন্য কথা।

'তুমি যদি পৃথিবীর শেষতম নারীটিও হও তবু আমি তোমার সঙ্গে শোবো না।'

'অবশ্যই শোবে,' বলল এলিজাবেথ। 'মনে নেই লন্ডনে কী দারুণভাবে চেয়েছিলে আমাকে? কিন্তু তোমার বউ এসে সব ভণ্ডুল করে দিল।'

'গেট আউট।'

জেফ এলিজাবেথের জামাকাপড় তুলে নিয়ে ওর গায়ে ছুড়ে মারল। খুলে ধরল দোর।

'তোমার কারণেই আমি আমার জীবনের একমাত্র প্রেমকে হারিয়েছি।'

জেফ ওকে প্রত্যাখ্যান করার স্মৃতি ফিকে হয়ে এলেও সেই কথাগুলো আজও এলিজাবেথের বুকে জ্বালা ধরায়। *তোমার কারণেই আমি আমার জীবনের...*

ট্রেসি হুইটনি জেফ স্টিভেন্সের সোল মেট নয়।

জেফের সোল মেট হলো এলিজাবেথ কেনেডি।

একদিন কোনো না কোনোভাবে সে জেফের চোখ খুলে দেবে।

'আমরা এসে পড়েছি।'

থেমে গেছে ক্যাব। ওরা ক্যানারি গোয়ার্ফে পৌঁছে গেছে। এলিজাবেথ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত তার ভবনে ঢুকে পড়ল। কাচ আর ইস্পাতে মোড়া এক শিলা স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান এ বিল্ডিং থেকে গোটা লন্ডন শহর দেখা যায়। পাঁচ হাজার বর্গফুটের একটি পেন্টহাউজ নিয়ে থাকে এলিজাবেথ। তার ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য ফাইন আর্ট এবং দামি দামি, অত্যাধুনিক সব আসবাব। উলভারহাম্পটনে একটি কাউন্সিল হাউসের এক চিলতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হতো ওকে। তাই সুপরিসর জায়গার প্রতি ওর আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলা থেকে। এবং ঘর সাজানোয় সে সারল্যকে গুরুত্ব দেয় বেশি। তার বাসার ডেকোরেশনে এশিয়ান থিম লক্ষ করা যায়, গোটা জায়গাটাই হাই সিলিংয়ের এবং খোলামেলা। লাল মখমলের চাদরে ঢাকা এলিজাবেথের বিছানা এবং প্রকাণ্ড বেডরুমকে লিভিংরুম থেকে আলাদা করে রেখেছে বাঁশের একটি স্ক্রিন। লিভিংরুম দেখলে প্রাইভেট হোম বলে মনে হয় না। মনে হয় কোনো আর্ট গ্যালারিতে এসে পড়েছি। লাথি মেরে জুতো খুলে গ্রেশাম নাইটের তৈলচিত্রটি সযত্নে লাল রঙের ডাইনিং টেবিলে রাখল ও, তারপর বরফ শীতল এক গ্লাস শ্যাতু ডি ইকুয়েম ঢেলে নিয়ে জুৎ করে বসল সোফায়।

মনে খুব বেশি ফুর্তি বলেই হয়তো টেলিভিশন না খুলে ম্যানিকিওর করা আঙুল দিয়ে আইপ্যাডে একটা টোকা দিয়ে চোখ বুজল এলিজাবেথ। ভার্দির

মিউজিক ওর মনে প্রশান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিল। ও ভাবতে লাগল জেফ স্টিভেন্সের কথা।

ডার্লিং জেফ। কোথায় তুমি?

এলিজাবেথ বাতাসে কানাকানি শুনেছে জেফ নাকি ক্রিসমাসের সময় নিউ ইয়র্কে বড় কোনো কাজে নামবে। কাজটা কী জানে না ও তবে যেহেতু জেফ, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপি কিংবা ইট্রুসকান মৃৎশিল্পের বিষয় জড়িত থাকবে। প্রাচীন সভ্যতার ধুলো পড়া পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই এলিজাবেথের। প্রয়োজন না হলে তোমার রিসেল মার্কেটকে সীমিত করতে যাবে কেন? এলিজাবেথ কমিশনে কাজ করে না, ব্ল্যাক মার্কেটের নিলামে সবচেয়ে বড় বিডারের কাছে মাল বেচে দেয়।

চুলে হাত বুলাল এলিজাবেথ। লস এঞ্জেলসের কাজটার জন্য সে চুল কেটে ছোট করে ফেলেছিল। এখন আবার বাড়তে দিচ্ছে। জেফ স্টিভেন্সের বিষয়ে হাল ছাড়েনি ও। হংকং-এর পরে নিউইয়র্কে ওকে আবার প্রলুব্ধ করার একটা সুযোগ নেবে এলিজাবেথ। এবারে আর সরাসরি এগোবে না। জেফকে পেশাদার দক্ষতা দেখিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে। দুর্দান্ত কিছু একটা যদি করে দেখাতে পারে জেফ নিশ্চয় ওকে অন্য চোখে দেখবে। আর এ সুযোগটাই কাজে লাগাবে এলিজাবেথ।

ভিন্ন কিছু করে দেখানোর সুযোগ আছে বৈকি। ক্রিসমাসের সময় নিউইয়র্কে ধনী আর নির্বোধদের মেলা বসে। শুধু ওখান থেকে রসালো কাউকে টার্গেট করলেই হলো। তবে তার আগে তার পার্টনারকে রাজি করাতে হবে।

'এত তাড়াতাড়ি কিছু করার দরকার নেই,' ফোনে এলিজাবেথের প্রস্তাব শুনে দাবড়ি দিল তার পার্টনার।

'অন্তত বছরখানেক আমেরিকায় আমরা কোনো কাজে হাত দেব না।'

'এর কোনো মানে হয়!'

ইরানিয়ান রুবি হারিয়ে এলিজাবেথের আত্মবিশ্বাসে খানিকটা ক্ষত তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু পার্টনারের কথা শুনে মনে হচ্ছে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ব্রুকস্টিনের নেকলেস চুরি করতে পারেনি বলে পার্টনার নার্ভাস হয়ে আছে।

'এফবিআই আমাদেরকে খুঁজছে।'

'আমাকে খুঁজছে বলুন,' শুধরে দিল এলিজাবেথ। 'এনিওয়ে সো হোয়াট? আমরা আবার কবে থেকে কতগুলো নির্বোধ পুলিশের ডরে গর্তে লুকিয়ে থাকতে শুরু করলাম? আমি নিউইয়র্কে যেতে চাই।'

'না।'

'ওখানে একটা চ্যারিটি গালা হবে–'

'বললাম না 'নো!'

কেটে গেল লাইন।

পার্টনারকে নিয়ে চিন্তিত এলিজাবেথ। যত দিন যাচ্ছে লোকটা কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠছে আর ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। শুরুতে শিষ্যা হিসেবে সে ভালোই ছিল। লোকটা অনেক কাজই তাকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছে। লাভের বখরাও আধাআধি দিত। কিন্তু এলিজাবেথ এখন একাই অনেক কাজ সফলভাবে করছে, তাই ভাবছে এর সঙ্গে পার্টনারশিপ আদৌ চালিয়ে যাবে কিনা। দুজনে মিলে অবশ্য তারা দারুণ একটা টিম এবং প্রচুর টাকাও কামিয়েছে। কিন্তু সমস্ত পার্টনারশিপই শেষতক শেষ হয়ে যায়।

কে জানে অবশেষে যখন চোখ ফুটবে জেফের, দেখতে পাবে আলো, বুঝতে পারবে আসলে আমি কী, তখন হয়তো দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে পারব। আর নতুন অধ্যায়ের শুরু হিসেবে নিউইয়র্ক হতে পারে প্রকৃষ্ট জায়গা।

এলিজাবেথ কেনেডি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল।

বিয়াল্লিশ

হাই তুলল জাঁ রিজ্জো। প্যাডিংটন স্টেশনে ছুটে চলেছে টিউব ট্রেন। গত রাতে ওর ঘুম প্রায় হয়ইনি, ক্লান্তিতে পায়ের উপর আর খাড়া করে রাখা যাচ্ছে না ধড়টাকে। কিন্তু বসার সিট পাবার কোনো চান্সই নেই। ঠাসাঠাসি ভিড় ট্রেনে। এবং নোংরা। মানুষজনের মুখের দুর্গন্ধ আর ঘামের গন্ধের সঙ্গে যুক্ত হওয়া পারফিউম ও আফটার শেভের সুবাস মিলে এমন বিতিকিচ্ছিরিভাবে দূষিত করে রেখেছে বাতাস, রিজ্জোর পেটের খাবার সব লাফ মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে।

কাল এরকম সময় আমি থাকব ইউরোস্টারে, বাড়ির পথে।

নিজের ছেলেমেয়ে, অ্যাপার্টমেন্ট, তার জীবন সবকিছুই বড্ড মিস করছে জাঁ রিজ্জো। এ মুহূর্তে নিজেকে ফাটা বেলুনের মতো লাগছে। সপ্তাহ দুই আগে লন্ডনে এসেছিল সে আশা ও উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে। এলিজাবেথ কেনেডি সম্পর্কে ট্রেসির অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এল.এ তে ব্যর্থ হয়ে এলিজাবেথ ফিরে যায় লন্ডনে, নতুনভাবে সমন্বয় করে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার জন্য। জাঁ ওর পিছু নিয়েছিল। দেখেছে মাল্টিমিলিওনেয়ার জনহিতৈষী এবং আর্ট কালেক্টর এডুইন গ্রিভসকে কীভাবে ধোঁকা দিয়েছে। আলঝিমার্স রোগে আক্রান্ত বুড়ো গ্রিভস ছিলেন এলিজাবেথের সহজ টার্গেট। হাঙ্গর যেভাবে রক্তের গন্ধ পায়, এলিজাবেথও সেভাবে গন্ধ পেয়ে বৃদ্ধের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝেড়ে দিয়েছে তাঁর মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের পেইন্টিংখানা।

জাঁ রিজ্জো মনে মনে বলল, *মেয়েটার আসলে বিবেক বলে কিছু নেই। সঠিক দাম পেলে এ তার নিজের সন্তানকেও বিক্রি করে দিতে পারবে।*

তবে সে মিস কেনেডিকে ধরতে এখানে আসেনি কিংবা চুরি যাওয়া চিত্রকর্মটি উদ্ধারও তার উদ্দেশ্য নয়। সে এখানে এসেছিল একজন হত্যাকারীকে পাকড়াও করতে। গত সামারে সান্দ্রা হুইটমোর খুন হওয়া পরে আর এরকম কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। কাডোগান গার্ডেনস থেকে তৈলচিত্রটি বাগিয়ে নেওয়ার পর থেকে এলিজাবেথকে চোখে চোখে রেখেছে জাঁ রিজ্জো। কিন্তু মেয়েটা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি, সন্দেহজনক কোনোরকম মুভমেন্টও লক্ষ

করা যায়নি তার আচরণে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ছবি চুরির পর চারদিন পার হয়ে গেছে, এখনতক কোনো খুনখারাবির ঘটনা ঘটেনি। সাধারণত এরকম চুরি হওয়ার দুইদিনের মধ্যে খুনি আঘাত হানে।

ট্রেসি কলোরাডো থেকে ফোন করে বলেছিল, 'হয়তো ও কোনো পার্টনার ছাড়াই কাজ করছে, জাঁ। এমন হতেও পারে।'

'হয়তো বা।'

'কিংবা খুনগুলো ঘটে শুধু বড় ধরনের চৌর্যবৃত্তির পরে। পুরোটাই নির্ভর করে হয়তো শারীরিক উত্তেজনার ওপর। সেরকম বিচারে মি. গ্রিভসের ছবি চুরির ঘটনাটি নিতান্তই খেলো।'

'হুমম।'

ট্রেসি তার কথা রেখেছে। জাঁকে তদন্তে প্রচুর সাহায্য করেছে। কন আর্টিস্টরা কীভাবে কাজ করে, ট্রেসির চেয়ে ভালো বোধহয় কেউ জানে না। সে যেন তাদের মন-মানসিকতা সব বুঝতে পারে। তারপরও জাঁ রিজ্জোর মনে হচ্ছিল সে যেন কিছু একটা মিস করে যাচ্ছে, কী যেন একটা ধরা দিয়েও দিচ্ছে না।

হয়তো ভুল গাছের গোড়ায় জল ঢালছি আমি। মিল্টন বাকের কথাই হয়তো ঠিক। কোনো লিংক নেই।

প্যাডিংটন স্টেশনে পৌছে গেছে ট্রেন। ঘোষকের ঘোষণায় জাঁ'র চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। সে এ তল্লাটে এসেছে গুস্থার হারটগের সঙ্গে দেখা করতে। ট্রেসি হুইটনির গুরু এবং তার সকল অপরাধ কর্মকাণ্ডের একসময়কার পার্টনার। ট্রেসি বলেছে গুস্থারের বাড়িটি ফাইন আর্টের একটি রত্নভাণ্ডার। যদিও বেশিরভাগই চুরি করা।

'ওঁর বাড়িটি হলো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য,' জাঁকে বলেছে ট্রেসি। 'লন্ডনে গেলে গুস্থারের সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো। নইলে অনেক কিছুই মিস করবে।'

তেতাল্লিশ

গুস্থার হারটগ এক হাতলঅলা লম্বা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসেছেন, কাশ্মীরি ব্ল্যাংকেটে আবৃত তাঁর পলকা দেহ। ব্ল্যাংকেটটা যেন একটা কাফন। তাঁর পাশেই একটা কুৎসিত দর্শন ধাতব কাঠামোর উপর ঝুলে আছে একটা অক্সিজেন ট্যাংক। এত সুন্দর একটি ঘরের সৌন্দর্যই যেন নষ্ট করে দিয়েছে। এই মানুষটির বাড়ি সম্পর্কে ট্রেসি একটুও বাড়িয়ে বলেনি। জাঁ রিজ্জোর ট্যাক্সি যখন সপ্তদশ শতকের ম্যানর হাউজটির বাইরে থেমেছিল, সে বুঝতে পারে দেখার মতো একটি জায়গায় এসেছে বটে। যে কোনো পার্কের মতো আশ্চর্য সুন্দরভাবে ম্যানিকিওর করা বাগান। বাইরেটাই এত সুন্দর দেখতে, ভেতরটা তো আলাদিনের রত্নভাণ্ডারের গুহা। ওক প্যানেলের দেয়ালে ঝোলানো ফাইন আর্ট থেকে চোখ ফেরানো দায়। প্রতিটি কার্পেটই অ্যান্টিক পার্সিয়ান, প্রতিটি আসবাব আনা হয়েছে ইউরোপ অথবা এশিয়ার বড় বড় এস্টেট কিংবা প্রাসাদ থেকে। গুস্থার হারটগ অসম্ভব ধনী একজন মানুষ এবং তাঁর রুচিবোধও প্রখর। জাঁ রিজ্জোর অভিজ্ঞতা বলে এ দুটো জিনিসের সমন্বয় খুব কম মানুষের মাঝেই দেখা যায়।

মারা যাচ্ছেন গুস্থার হারটগ। তাঁর গর্তে ঢোকা চোখ, আর কঙ্কালসার শরীর দেখলেই বোঝা যায় মৃত্যু তার ধূসর চাদর ফেলেছে বৃদ্ধের ওপর। তাঁর হাতজোড়া যেন খটখটে শুকনো ডাল, ধরে চাপ দিলেই মট করে ভেঙে যাবে। গায়ের ত্বক খসখসে শুকনো, পার্চমেন্টের মতো ভঙ্গুর। জাঁকে দেখে তিনি তাঁর নার্সকে বিদায় দিয়ে ওকে পাশে এসে বসতে বললেন।

'আমাকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ,' বললো জাঁ।

'ঠিক তা নয়, ইন্সপেক্টর। তোমার পেশার মানুষজনের সঙ্গে আমার খুব একটা সদ্ভাব নেই। তবে তুমি যখন প্রিয় ট্রেসির নামটি বললে, তখন... ওয়েল, আমার বেশ কৌতূহলই জাগল তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য।' গুস্থারের কণ্ঠস্বর আবছা শোনালেও মস্তিষ্ক এখনও সম্পূর্ণ সজাগ এবং আগের মতোই ক্ষুরধার। তাঁর চোখে শয়তানি এখনও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

'ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ও ভালো আছে?'

'ভালো আছে।' সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিচ্ছে জাঁ। 'আপনাকে সে তার সমস্ত ভালোবাসা পাঠিয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুস্থার। 'তুমি নিশ্চয় আমাকে বলবে না সে এখন কোথায় আছে এবং কী করছে।'

মাথা নাড়ল জাঁ।

'যদি বলি আমি মৃত্যুপথযাত্রী এবং এই গোপন কথাটি কাউকে ফাঁস করব না, তবুও না?'

'দুঃখিত,' বলল জাঁ।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ক্ষমা চাইতে হবে না।' হাঁপানি রোগীর মতো শ্বাস টানতে টানতে বললেন গুস্থার। 'তবে অনুমান করি ও আর তুমি মিলে কোনো কাজ করছ। এবং অনুমান করছি দূরে সরে থাকার পেছনে ওর নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। যদিও ওকে বড্ড মিস করি আমি।'

তাঁর মলিন চোখজোড়ায় ছায়া ঘনাল। তিনি এ মুহূর্তে অতীতে ফিরে গেছেন সেই সোনালি দিনগুলোতে যখন তিনি, ট্রেসি এবং জেফ মিলে বিশ্বজুড়ে কর্তৃপক্ষকে বারবার নাকাল করেছেন। ওরা পরস্পরকে সাহায্য করার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও জাঁ দেখতে পাচ্ছে তিনজনের মধ্যেকার বন্ধনটি টাকা-পয়সার চেয়ে অনেক বেশি গভীর এবং গাঢ় ছিল।

'তাহলে ট্রেসি তোমাকে তোমার তদন্তে সাহায্য করছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন গুস্থার।

'জী, করছে।'

'তুমি কী নিয়ে তদন্ত করছ, ইন্সপেক্টর?'

'খুন।'

গুস্থারের হাসি হাসি মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

'আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বারোটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমি তদন্ত চালাচ্ছি।'

বাইবেল কিলারের শিকারদের কথা গুস্থার হার্টগকে বিস্তারিত বলল জাঁ, জানাল সে খুন এবং চুরিগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক বা লিংক খুঁজে পেয়েছে। ব্যাখ্যা দিল কীভাবে ট্রেসিকে খুঁজে বের করেছে, কারণ তার সন্দেহ ছিল ট্রেসিই হয়তো সেই মিসিং লিংকটি হবে। ওকে পাওয়া গেলে খুনির সন্ধানও মিলবে। বলল এলিজাবেথ কেনেডিকে খুঁজে বের করতে ট্রেসি তাকে সাহায্য করেছে তবে এখন এগোবার মতো কোনো ট্রেইল আর খুঁজে পাচ্ছে না জাঁ।

এলিজাবেথের নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

'অত্যন্ত দুষ্ট নারী। তাহলে সে এখনও কাজ করছে, অ্যাঁ? তবে এতে খুব একটা আশ্চর্য হচ্ছি না। ও কাজ ভালোই জানে। তবে মেয়েটা বড্ড লোভী এবং নিষ্ঠুর। তার ভেতরে ন্যায়নীতির কোনোই বালাই নেই। রোমান্স তো বোঝেই না।'

'রোমান্স?' ভুরু কোঁচকায় জাঁ।

'হ্যাঁ,' চেঁচিয়ে উঠলেন গুন্থার। 'পুরনো দিনগুলোতে আমাদের বিজনেসে রোমান্সের ছড়াছড়ি ছিল। ট্রেসি এবং জেফ চোর ছিল না, ওরা ছিল শিল্পী। প্রতিটি কাজ ছিল একটি পারফরমেন্স। একটি চমৎকার কোরিওগ্রাফড ব্যালে বলতে পার।'

জাঁ ভাবল, *এটি ওনার কাছে একটি খেলা। সবার কাছেই তাই। কিন্তু সান্ড্রা হুইটমোর কিংবা আলিসা আরমন্দ অথবা অন্য মেয়েদেরকে কেউ খেলার নিয়মকানুনগুলো বলেনি। তারা যেভাবেই হোক এ খেলার শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাদের জীবনে কোনো রোমান্স ছিল না। ঈশ্বর ওদের আত্মা শান্তিতে রাখুন।*

গুন্থার বলেই চলেছেন, 'ট্রেসি এবং জেফ কখনো ভালো মানুষদের ওপর হামলা করেনি। বুড়োবুড়িরা কখনো ওদের টার্গেট ছিল না। যেটা করেছে মিস কেনেডি। সে শুধু টাকা চেনে এবং টাকা পাবার জন্য যা খুশি করতে পারে। তুমি জানো ও জেফ এবং ট্রেসির জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং শুনেছি কাজটা করার জন্য তাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। ওদের দুজনের প্রতিই প্রতিহিংসাপরায়ণ কেউ এলিজাবেথকে এ কারণে ভাড়া করেছিল। ভাবা যায়? আমার সময়কালে এ ধরনের আচরণ ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য করা হতো।'

তিনি চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লেন, দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ভয়ানক ক্লান্ত।

গুন্থার দম ফিরে পেলে জাঁ জিজ্ঞেস করল, 'এলিজাবেথ কোনো পার্টনারকে নিয়ে কাজ করে এরকম কিছু কখনো শুনেছেন? একজন পুরুষ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তবে মেয়েটার অনেকদিন খোঁজখবর রাখা হয় না। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল জাঁ। 'বাইবেল কিলার পুরুষ। আমি একজন পুরুষকে খুঁজছি যার সঙ্গে এলিজাবেথ কেনেডি অথবা ট্রেসি হুইটনির যোগাযোগ রয়েছে। অথবা দুজনেরই সঙ্গেই। তবে বর্ণনার সঙ্গে এক লোকের মিলে যায় বৈকি।'

গুন্থারের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'জেফকে নিশ্চয় সন্দেহ করছ না?'

'জেফের সঙ্গে দুই নারীরই গভীর সম্পর্ক ছিল। সে এখনও সক্রিয়, অ্যান্টিকুইটিজ লুঠ করার জন্য গোটা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে।'

'জেফ যা-ই করুক, লুঠ করছে না,' আপত্তি জানালেন গুন্থার।

'কথা হলো সে কাজ করছে এবং নানান ছদ্মবেশে। যেসব শহরে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেসব জায়গায় ঘটনার সময় সে থাকতেই পারে।'

মাথা নাড়লেন গুন্থার। 'এসবের সঙ্গে জেফের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'এফবিআই'র ফাইল বলছে সে নিয়মিত বেশ্যাগমন করে। এ কথা জানেন?'

'না,' বললেন গুন্থার। 'জানতাম না। আমি যা জানি তা হলো জেফ একটা মাছিও মারে না, মহিলাদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক।'

'মানুষ বদলায়,' বলল জাঁ। 'হয়তো ট্রেসির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি জেফের মনে মেয়েদের প্রতি প্রতিহিংসা জন্ম দিয়েছে। সে পরিণত হয়েছে এক সাইকোতে।'

গুন্থারের চেহারা পরখ করছে ও। গুন্থার যে ওর কথা বিশ্বাস করছেন না মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। 'আপনার সঙ্গে জেফ স্টিভেন্সের শেষ কবে দেখা হয়েছে?'

'কিছুকাল আগে,' সাবধানে জবাব দিলেন গুন্থার। 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'মাস? বছর?' জানতে চাইল জাঁ।

'বোধকরি বছর।'

'সে এখন কোথায় আছে বলতে পারবেন?'

'না,' বললেন গুন্থার। 'আর জানলেও বলতাম না।'

তিনি পুরনো আমলের একটি পিতলের ঘণ্টা বাজিয়ে নার্সকে ডাকলেন। জাঁ'র কথায় যে রেগে গেছেন টের পাওয়া গেল।

'এ কারণেই কি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, ইন্সপেক্টর? আমার অত্যন্ত পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে যাতে বিশ্বাসঘাতকতা করি সে চেষ্টা করতে?'

'একদমই না। আমি দেখা করতে এসেছি কারণ ট্রেসি বলল গোটা ইংল্যান্ডে আপনার মতো খোঁজখবর আর কেউ দিতে পারবে না। এলিজাবেথ কেনেডি কিংবা তার পার্টনার সম্পর্কে কোনো গুজব যদি বাতাসে ভেসে বেড়ায় যা এই কেস সমাধানে আমাকে সাহায্য করতে পারবে, আপনার কানে হয়তো সেই গুঞ্জন চলেও আসতে পারে।'

'হুমম,' প্রশংসা শুনে গুন্থার খুশি হলেও তাঁকে নরম করা গেল না। 'ট্রেসি কি জানে তুমি এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য জেফকে সন্দেহ করছ?'

'আমি ওকে সন্দেহ করছি না,' বলল জাঁ। 'আমি এখন পর্যন্ত কাউকেই সন্দেহ করছি না। কারণ আমার কাছে কোনো প্রমাণই নেই। জেফ হয়তো এ বিষয়ে কিছু জানে না কিংবা জানতেও পারে। জানি না আমি। শুধু জানি ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। আমার একমাত্র বাধ্যবাধকতা যে মেয়েগুলো খুন হয়ে গেছে এবং যারা এখনও বিপদে রয়েছে তাদের প্রতি। এই লোকটাকে আমার ধরতেই হবে, মি. হারটগ। দ্যাটস অল আই কেয়ার অ্যাবাউট।'

নার্স ফিরে এলো। এক ফিলিপিনো রমণী, অল্পস্বল্প ইংরেজি জানে। তার রোগী যে দর্শনার্থীটির ওপর রুষ্ট, ঘরে ঢুকেই সে বুঝে ফেলেছে। জাঁ এবং গুস্তাভের মাঝখানে বুলডগের মতো এসে সে দাঁড়াল। বুকে হাত বেঁধে কটমট করে তাকাল জাঁ-র দিকে।

'মিস্টার খুব ক্লান্ত,' ঘোষণার সুরে বলল মহিলা। 'আপনি যান।'

জাঁ নার্সের দিকে একবার তাকাল, তারপর হারটগের দিকে। 'আপনি যদি কিছু জানেন, যে কোনো কিছু কিন্তু আমাকে বলছেন না... তাহলে আরেকটি মেয়ে মারা যাবে... এটা আর কোনো খেলা নয়, মি. হারটগ।'

উঠল সে। পা বাড়াল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় পৌঁছেছে, পেছন থেকে ওকে ডাক দিলেন গুস্তাভ।

'নিউইয়র্ক নিয়ে নানান গুঞ্জন শুনছি আমি। চোর-ডাকাতদের জন্য একটি চমৎকার শহর এই নিউইয়র্ক। ফাইন আর্ট, দামি গহনা, দারুণ সব জাদুঘর এবং গ্যালারি আছে যা এ পেশার মানুষজনকে খুব অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে ক্রিসমাসের সময়।' শ্বাস ফেললেন তিনি ফোঁস করে। 'এসব কথা ভাবলে আবার নিজেকে প্রায় তরুণ তরুণ লাগে, রক্তে জাগে উন্মাদনা।'

'নিউইয়র্ক?' বলল জাঁ।

'নিউইয়র্ক। বোটানিকাল গার্ডেনের উইন্টার বল ওখানে দারুণ জমে ওঠে। ওখানে এমন কোনো লোক নেই যে যাবে না। তুমি নিজেও জায়গাটাতে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পার, ইন্সপেক্টর।'

চুয়াল্লিশ

সে ধীরে ধীরে বাক্সটি খুলল, আঙুলের ডগায় ছোঁয়া লাগল মখমলের ফিতার মসৃণ নমনীয়তা।

'আশা করি জিনিসটি তোমার পছন্দ হবে।'

জেফ স্টিভেন্স দেখল মেয়েটির চেহারায় প্রত্যাশার ছাপ মুছে গিয়ে সেখানে দখল করল বিস্ময় এবং তা পরিণত হলো নির্জলা আনন্দে যখন সে সাদা সোনালি রঙের হিরে বসানো ঘড়িটি তুলে নিল কেস থেকে। উঁচু স্লাভিক চোয়াল, টসটসে অধর, শঙ্খসাদা ত্বক মিলে ভেরোনিকাকে দেখলে একজন ডাচেস বলেই মনে হয়, বেশ্যার মতো লাগে না। তবে তার প্রাকটিস করা ঔদ্ধত্য এখন অবয়ব থেকে বিদায় নিয়েছে। দু'হাতে জেফের গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দ অশ্রুতে বিস্ফারিত হলো সে।

'ওহ মাই গড! ওহ মাই গড ওহ মাই গড ওহ মাই গড! তুমি আমাকে এরকম একটা উপহার দেবে কল্পনাই করিনি। নিশ্চয় অনেক দাম?'

'তোমার চেয়ে দামি নয়,' হাসল জেফ। মেয়েটাকে খুশি করতে পেরেছে বলে আনন্দিত। 'মেরি ক্রিসমাস, ভি।'

ওরা রয়েছে ওয়েস্ট ভিলেজে ভেরোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে। খুব চটকদার নয় তবে ঘরটা তার মালকিনের মতোই বিলাসবহুল এবং অভিজাত। ভেরোনিকা তার পেশায়, শুধু উঁচু স্তরের মানুষজনের সঙ্গেই কাজ করে। তার বাছাই করা ছোট তালিকাটিতে এলিট শ্রেণির মক্কেলদের নামই কেবল আছে। আর তালিকাটি নিজেই তৈরি করে ভেরোনিকা, কোনো দালালের সাহায্য নেয় না। পতিতাবৃত্তিতে আসার আগে সে ছিল একজন মডেল এবং মাঝে মধ্যে দু'একটি সিনেমায় অভিনয় করত। তবে দুটি কাজই শেষে তার মনে বিরক্তি এনে দেয়। সে সেক্স পছন্দ করে এবং যারা ওকে পয়সা দেয় ওর সঙ্গে ঘুমানোর জন্য তারা সকলেই ব্যক্তি জীবনে সফল, বুদ্ধিমান এবং ইন্টারেস্টিং মানুষজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে জেফ স্টিভেন্সের মতো দিলদরিয়া। তবে সত্যিকার অর্থেই জেফ তাদের থেকে আলাদা।

জেফ কী কাজ করে কখনো বলেনি, যদিও ভেরোনিকা জানে বিশেষ একটা কাজেই শহরে এসেছে সে। নিউইয়র্কে বছরে বার দুই আসে সে এবং এলেই

ভেরোনিকার খোঁজ করে। শুনতে হয়তো অদ্ভুত লাগবে তবে ভেরোনিকা জেফকে তার বন্ধু ভাবে।

'শোনো,' বলল ও। 'কয়েকদিন বাদেই ক্রিসমাস। তোমার হয়তো আলাদা কোনো প্লান থাকবে তবে একা লাগলে আমার এখানে চলে এসো। আমার বোন তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসছে। আমি তোমাকে পেকান পাই বানিয়ে খাওয়াব।'

'ইউ আর সো সুইট টু অফার,' জেফ চুমু খেল ভেরোনিকার গালে। 'তবে আমার সত্যি আলাদা প্লান আছে।'

বেডসাইড টেবিল থেকে নিজের ঘড়িটি তুলে নিয়ে কাফ লিংক বাঁধল জেফ। মেকআপ ঠিকঠাক করতে ভেরোনিকা ঢুকল বাথরুমে। কাউন্টারটপে টাই ফেলে রেখে এসেছে মনে পড়তে জেফ সেখানে গেল। দেখল বাথটাবের উপরে রাখা হেরোইন টানছে ভেরোনিকা নাক দিয়ে। কপাল কুঁচকে গেল জেফের। পাথরমূর্তি হয়ে গেল। মুখ তুলে চাইল ভেরোনিকা। ওর মুখভাবের ভুল ব্যাখ্যা ধরে নিয়ে বলল, 'সরি, সুইটি। তুমি নেবে একটু? আমার তোমাকে বলা উচিত ছিল।'

জেফ মাথা নাড়ল। 'আমার এখনই ছুটতে হবে। তোমাকে ফোন করব, কেমন?'

'ওকে,' ওকে পেছন থেকে ডাকল ভেরোনিকা। 'উপহারের জন্য ধন্যবাদ। আমার খুব পছন্দ হয়েছে!'

বাইরে থেকে শহরটিকে দেখে মনে হলো রূপকথার রাজ্য। আগের রাতজুড়ে ঝরে যাওয়া দুই ফুট গভীর বরফের নিচে ডুবে আছে রাস্তাঘাট, জমাট বাঁধা সেন্ট্রাল পার্ক যেন বিয়ের কেক, ঝকঝকে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে আশপাশের সমস্ত রাস্তা, গাড়ি এবং ভবনগুলোর উপর। প্রতিটি দোকানে ক্রিসমাসের সংগীত বাজছে, বর্ণালি রঙ, খেলনা আর ক্যান্ডি দিয়ে সাজানো জানালাগুলো চকমক করছে। মনোহর দৃশ্যগুলো দেখে শৈশবে ফিরে যাওয়ার বড় সাধ জাগল জেফের।

বেশ ঠাণ্ডা। ওভারকোটের বোতাম লাগিয়ে দিল জেফ। ওর খুব রাগ লাগছে।

ভেরোনিকার মতো সুন্দরী একটি মেয়ের ওইসব জিনিস নেওয়ার কী দরকার?

নিজেকে মেয়েটা সেক্সের জন্য বিক্রি করে তা নিয়ে কিছু বলার নেই জেফের। জেফের চোখে পতিতাবৃত্তিতে একটি সততা রয়েছে, একজন পুরুষ এবং নারী আনন্দলাভের জন্য দেহ বিনিময় করছে। কিন্তু তাই বলে ড্রাগস? এটা

কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মাদক মানুষের কী ক্ষতি করে দেখেছে জেফ। দেখেছে মাদকের নেশা মানুষকে কত নিচে নামিয়ে আনতে পারে। তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যা খুশি করতে পারে।

ট্রেসি কোনোদিন ড্রাগস নেয়নি। জেফের মতো ট্রেসিরও কোনোকালে মাদকের নেশা ছিল না। চোখ বুজলে এখনও যেন ট্রেসির গলা শুনতে পায় ও।

'তুমি থাকতে আমার এক্সট্যাসির কী দরকার, ডার্লিং?'

ক্রিসমাসের সময় জেফ সবসময়ই ট্রেসিকে মিস করে।

এখন ভাবপ্রবণ হওয়ার সময় নয়। সে নিউইয়র্ক ঘুরতে পছন্দই করে বিশেষ করে কাজ এবং আনন্দ দুটোই যখন সফরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ও গ্রেমারি পার্কে উঠেছে র‍্যান্ডাল ব্রুকমেয়ার নামে, এক টেক্সাস তেল ব্যবসায়ী, জেফের অন্যতম প্রিয় ছদ্মবেশ। র‍্যান্ডি নাম নিয়ে সে এর আগেও সফলভাবে অনেক কাজ করেছে। সেসব কাজের বেশিরভাগই ছিল মেয়েদেরকে পটিয়ে তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু হাসিল করা। এবারে জেফের টার্গেট এক অপূর্ব সুন্দরী রাশান সোসালিস্ট সভেতলানা দ্রাকোভা, সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে নিউইয়র্কে এসেছে বোটানিকাল গার্ডেনে বিখ্যাত উইন্টার বল-এ যোগ দিতে। সভেতলানা একজন প্রফেশনাল পার্টিয়ার কাম বেশ্যা যে ঘটনাক্রমে রুশ ভূস্বামী ওলেগ গ্রিনস্কির লেটেস্ট রক্ষিতা। ভয়ানক ধনী এই লোকটি মেয়েদের সঙ্গে অ্যানাল সেক্স খুব পছন্দ করে, বিকৃত আনন্দ পায় তাদেরকে নির্যাতন করে এবং তার সংগ্রহে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বাইজেনটাইন ট্রেজার। সভেতলানাকে সে মহামূল্যবান কিছু কয়েন কালেকশন দিয়েছে উপহার হিসেবে। এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো সম্রাট হেরাক্লিয়াসের আমলের, (৫৭৫-৬৪১ খ্রিস্টাব্দ) সভেতলানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে জেফ ওরফে র‍্যান্ডি ব্রুকমেয়ার বুঝতে পেরেছে মেয়েটা স্বর্ণমুদ্রাগুলো গলিয়ে ফেলে কানের দুল বা ওই ধরনের কিছু একটা বানাবে। সভেতলানা বাইরে দেখতে যেমন সুন্দর, ভেতরটা তার ততটাই নোংরা। এ মহিলার সঙ্গে শয্যাগ্রহণ মোটেই উপভোগ করে না জেফ। এ কারণেই আজ ভেরোনিকার বাড়ি গিয়েছিল ও। তবে জেফের মতলব হলো অমূল্য কয়েনগুলো চুরি করে এক স্প্যানিশ কালেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া। এজন্য এক মিলিয়ন ডলার পারিশ্রমিক পাবে জেফ। কয়েনগুলোর যা বাজারমূল্য তার ভগ্নাংশ মাত্র তার কমিশন। তবে জেফ শ্রেফ টাকার জন্য কয়েন চুরি করছে না, সে চায় এগুলো উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির জিম্মায় নিরাপদে থাকুক যিনি এর ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে জানেন। আজকাল মানুষের চেয়ে প্রাচীন বস্তুগুলোর প্রতি নিবিড় একটা টান অনুভব করে ও। এরা মানুষের মতো আপনার সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে লেক্সিংটন চলে এলো জেফ, হোটেল থেকে এক ব্লক দূরে থাকতেই নেমে পড়ল। র‍্যান্ডাল ব্রুকমেয়ার তৃতীয় সবসময় গ্রেমার্সি পার্ক হোটেলে ওঠে। রিজ হোটেলের রুমগুলো অনেক বড় হলেও এ হোটেলটিই তার সবচেয়ে প্রিয় এর প্রাইভেট পার্ক এবং দেয়ালে ঝোলানো অরিজিনাল ওয়ারহলস ও বাসফুইয়াটের চিত্রকর্মের জন্য। আপনি যা চান সবই পাবেন গ্রেমার্সিতে গ্ল্যামার, লাক্সারি এবং এক্সক্লুসিভিটি।

পুরনো সুয়েটার পরার মতো চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়াই জেফের দ্বিতীয় প্রকৃতি।

'আফটারনুন লেডিস,' গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা মিংক কোটে আচ্ছাদিত পুরু মেকআপচর্চিত দুই মহিলাকে লবি ডোরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল জেফ। 'আপনার নিশ্চয় উইন্টার বলে যোগ দিতেই শহরে এসেছেন?'

'ঠিক ধরেছেন,' প্রথম মহিলা একটু ঘাড় কাত করে তাকাল সুদর্শন টেক্সানটির দিকে যার গলায় গলফ বলের সমান হিরের হার জড়িয়ে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'অনুমান মাত্র। আমাকেও দাওয়াত করা হয়েছে কিনা।'

র‍্যান্ডাল ব্রুকমেয়ারকে বার্ষিক বোটানিকাল গার্ডেনের অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করা হলেও সে ওখানে যাচ্ছে না। ওই সন্ধ্যায় তার এরচেয়েও জরুরি কাজ আছে। সভেতলানা দ্রাকোভা তার কুৎসিতদর্শন সুগার ড্যাডি ওলেগকে নিয়ে বলরুমে যখন হাজির থাকবে ওই সময়টুকুর মধ্যেই জেফ তার নিজের কাজ সেরে ফেলতে পারবে বলে আশা করছে। বলরুমে সেলিব্রিটিরা ছাড়াও গিজগিজ করবে পুলিশ, এফবিআই এবং সিকিউরিটি ফার্মের লোকজন। নিরাপত্তা বৃদ্ধির কারণ গত বছর এখানে দু-দুটো মাল্টিমিলিয়ন ডলারের চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে একটি ছিল এক অত্যন্ত বিখ্যাত হলিউডি অভিনেত্রীর নেকলেস চুরি, অপর চুরিটি হয়েছে একটি স্যাফায়ার ব্রেসলেট– যার মালিক একদা ছিলেন গ্রেস কেলি। তাই ইদানীং কেউ ঝুঁকি নিতে চায় না। তবু শোনা যায় আরেকটি বড় ধরনের চুরির ঘটনা নাকি ঘটতে পারে। পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতিটি কন আর্টিস্ট ভাবছে তারা একবার চেষ্টা করে দেখবে কিনা।

শুধু আমি ছাড়া, মনে মনে বলল জেফ। পশমি কাপড়ে মোড়া এক মহিলার কোমর জড়িয়ে ধরে সে গ্রেমার্সির উঁচু সিলিংবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত ও অভিজাত রোজবার-এর দিকে এগিয়ে চলল।

'আমার নাম র‍্যান্ডি,' নিজের পরিচয় দিল। 'র‍্যান্ডি ব্রুকমেয়ার। আমি কি আপনাকে একটি ড্রিংক কিনে দিতে পারি?'

পঁয়তাল্লিশ

জাঁ রিজ্জো এলিজাবেথ কেনেডির পিছু লেগেছে। এলিজাবেথ এখন মার্থা ল্যাংবোর্নের ছদ্মনাম নিয়েছে। তিন সপ্তাহ আগে সে লন্ডন থেকে উড়ে এসেছে নিউইয়র্কে, উঠেছে মিডটাউনের মরগানস হোটেলে। জাঁ রিজ্জো তাকে অনুসরণ করেছে। গুস্থার হারটগের সঙ্গে মিটিংয়ের পরে জাঁ একটু আধটু আশা করেছিল ম্যানহাটানে জেফ স্টিভেন্সকেও দেখা যাবে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। এখন পর্যন্ত ট্রেসি হুইটনির সাবেক স্বামীর টিকিটিরও দেখা মেলেনি।

বিষয়টি হতাশাজনক হিসেবে অভিহিত করা হলে এলিজাবেথ কেনেডির আচরণ আরও নৈরাশ্যজনক। গত কুড়ি দিন ধরে 'মার্থা' ধনী একজন ট্যুরিস্ট হিসেবে চমৎকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। জাঁ ধৈর্য ধরে তার পিছু নিয়ে ঢুকেছে ব্রডওয়ের দুটো নাটকে, দামি দামি অসংখ্য রেস্টুরেন্টে গেছে (এলিজাবেথ এসব জায়গাতেও যথারীতি একাই ছিল) এবং চরম বিরক্তিকর মিউজিয়াম, গ্যালারিসহ হেন ট্যুরিস্ট স্পট নেই যেখানে ঢুঁ মারেনি সে। রকফেলার সেন্টার থেকে শুরু করে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কোনোটাই বাদ দেয়নি মার্থারূপী এলিজাবেথ।

লিয়নে, জাঁ-র কার্যকলাপে খুশি নন ওর বস।

'আমরা সিআইএ নই,' গলার স্বর থমথমে শুনিয়েছে অনরি ডুভলের। 'এসব ফালতু কাজের জন্য আমাদের বাজেট নেই।'

'এলিজাবেথ কেনেডি আমার একমাত্র জীবিত লিড।'

'সে কোনো লিড নয়। সে পশ্চাৎদ্দেশ মাত্র। ওর ওপর নজর রেখে কোনো লাভ হবে না, জাঁ। অন্তত যতদিন বাইবেল কিলিং চলছে।'

'এ কারণেই আমার এখানে থাকা প্রয়োজন। অন্তত আগামী উইকএন্ড পর্যন্ত। বোটানিকেল গার্ডেনে উইন্টার বল নিয়ে ওর কোনো মতলব আছে। আমি শিওর। আজ হোক বা কাল সে তার পার্টনারের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে আর সেই লোকটাই আমাদের টার্গেট, অনরি। আসল টার্গেট।'

জাঁ রিজ্জোকে অনেকদিন ধরে চেনেন অনরি ডুভাল। দুজনের বন্ধুত্বও দীর্ঘকালের। জাঁ তীক্ষ্ণধী মস্তিষ্কের তবে এ কেসটিতে সে মাথার বদলে হৃদয় দিয়ে তাড়িত হচ্ছে। এক মরণাপন্ন কন শিল্পী গুন্থার হারটগের ফালতু পরামর্শ শুনে ছায়ার পেছনে ছুটে চলছে। এবং কীসের জন্য? না, কতগুলো মৃত বেশ্যার

জন্য। অথচ এরচেয়ে কত জরুরি কেস আছে, মানবপাচার, ড্রাগ রিং ইত্যাদির জন্য রির্সোসের দরকার।

'আমি এটা জাস্টিফাই করতে পারছি না, জাঁ। দুঃখিত। কালকের পর থেকে তোমার নিজের খরচ নিজেই চালাতে হবে।'

জাঁর সাবেক স্ত্রী সিলভিও ওর ওপর রেগে আছে।

'এখন ক্রিসমাস। একমাস ধরে তুমি দেশের বাইরে। বাচ্চাগুলোর কী হবে?'

'আমি ওদের জন্য মজার কিছু উপহার নিয়ে আসব।'

'মজার কিছু উপহার নিয়ে আসবে? কীরকম? তুমি কখনো কথা দিয়ে কথা রেখেছ?'

ক্লেমেন্স এবং লুকের জন্য খুব খারাপ লাগছে জাঁর। কিন্তু সে এ মুহূর্তে বাড়ি ফিরতে পারবে না। অন্তত কাজের কিছু অগ্রগতি না নিয়ে। নিউইয়র্কে যদি আবার কোনো মেয়ে খুন হয়ে যায় এবং সে বাধা দিতে না পারে, নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না জাঁ।

অবশেষে, গতকাল তার ধৈর্যের কিছু পুরস্কার মিলেছে। এলিজাবেথ কেনেডি তার লুকিয়ে থাকা পার্টনারের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ না করলেও ছোঁক ছোঁক শুরু করেছে বিয়াঙ্কা বার্কলির পেছনে।

অভিনেত্রী, সায়েন্টোলজিস্ট এবং বিলিওনেয়ার রিয়াল এস্টেট মোগল বুচ বার্কলির স্ত্রী বিয়াঙ্কা বার্কলি দেখতে খুবই সুন্দরী, ধনী এবং খানিকটা উদ্ভট প্রকৃতির। বিয়াঙ্কা অক্সিজেন হেলমেট পরে ঘুমায়, প্রতিদিন নিজের মূত্র পান করে এবং একজন জ্যোতিষী রেখেছে যে তার প্রতিদিনকার ডায়েট কী হবে তা বলে দেয়। এ সবকিছুই সে করে এ আশায় যে এতে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং কোনো অসুখ তাকে ছুঁতে পারবে না। বুচ তার সঙ্গে লেগে আছেন বিয়াঙ্কা শুধু অপূর্ব সুন্দরী এবং বিখ্যাত বলে নয়, তিনি তাঁর সহকারী এবং ট্রেনারদের সঙ্গে ঘুমালেও অভিনেত্রীটির কিস্যু এসে যায় না যতদিন পর্যন্ত স্বামী প্রবরটি তার গহনার নেশা এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটাচ্ছেন।

বার্কলি দম্পতি এ বছরের উইন্টার বল-এ অবশ্যই হাজির থাকবে। গতকাল 'মার্থা ল্যাংবোর্ন' সকালবেলাতেই তড়িঘড়ি নাশতা সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল এবং বিয়াঙ্কা বার্কলিকে সারাদিন অনুসরণ করেছে। বিয়াঙ্কা প্রথমে গেছে তার পিলেটস ক্লাসে, তারপর জ্যোতিষীর অফিসে, সবশেষে টিফানিতে। ওখানে বিয়াঙ্কা দোকানের ম্যানেজার লুসিও ট্রিভোলির সঙ্গে এক ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছে। আজ মিসেস বি গিয়েছে বার্নিসে লুবিটন বুট এবং তার কর্মচারীর

জন্য 'ট্রিংকেট' কিনতে, সঙ্গে এখন পর্যন্ত সাত অঙ্ক মূল্যের একটি প্যাটক ফিলিপ্পি ঘড়িও খরিদ করেছে, তারপর কিনেছে ক্রিস্টালের একটি ব্রেসলেট যা তার দেহের 'আয়নকে নিউট্রিলাইজ' করবে।

মার্থা তার পেছনেই ছিল। এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিয়াঙ্কা বার্কলি এলিজাবেথ কেনেডির লেটেস্ট টার্গেট।

জাঁ দেখল দুই নারী ফার এবং অ্যাকসেসরিজের সারির মাঝ দিয়ে এগোল। তারপর ফিরে এল সুচসুতা, বোতাম, ফিতা, চুলের কাঁটা, জামাকাপড় ইত্যাদি বিক্রি করার কাউন্টারে। মিসেস বার্কলি আর কিছু কিনল না তবে মার্থা ল্যাবোর্ন তিনশ ডলার দামের একজোড়া হাতমোজা কিনল এবং মার্থা নামেই অ্যামেক্স কার্ড দিয়ে শোধ করেছে। জাঁ রিজ্জো সপ্তাহখানেক আগে স্টেটমেন্ট দেখেছে। সন্দেহ নেই আমেরিকায় আগেও যখন এসেছে এলিজাবেথ, মার্থা নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। যদিও কার্ডগুলো এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা হয়নি। লস এঞ্জেলসে সে অন্য কোনোভাবে বিল দিয়েছে। সাবধান না থাকলে মিস কেনেডি এবং তার পার্টনার বহু আগেই ধরা খেত।

বিয়াঙ্কা বার্কলি মেডিসন এভিন্যুর দিকে মুখ ফেরানো মূল এক্সিট ব্যবহার করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। পিছু নিতে যাচ্ছিল জাঁ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে থামিয়ে দিল। এলিজাবেথ কেনেডিও যথারীতি অনুসরণ করল তার টার্গেটিকে। এবং সেই মুহূর্তে দুই তরুণ এসে উদয় হলো এলিজাবেথের পেছনে। পরনে জিনস এবং সুয়েটার। একজনের হাতে উলেন ওভারকাট। ওদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না জাঁ তবে মুভমেন্ট সন্দেহজনক। দেখে মনে হলো এরা দুজন একসঙ্গে কাজ করছে। *ওরা এলিজাবেথের লোক নয় তো? তিনজনে মিলে একটা দল তৈরি করেছে?*

জাঁ ধীরেসুস্থে তার মোবাইল বের করে ছবি তুলতে লাগল। ভান করল যেন বার্নির ক্রিসমাস ডিসপ্লে'র ছবি তুলছে, ওই লোক দুটোর নয়। ওর মনে বিরক্তি ধরিয়ে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে একটা পরিবার সামনে এগিয়ে এলো। লোক দুটোকে ঠেলে সরিয়ে দিল তারা দোকানের সামনে থেকে।

জাঁ জানে না লোক দুটোর ছবি ঠিকঠাক তুলতে পেরেছে কিনা। লোক দুটো রাস্তায় নেমে পড়েছে। আর দোকানের সামনের এত ভিড় ঠেলে যেতে যেতে ওরা যদি চলে যায়? ভাবছে জাঁ। হয়তো এরাই সেই কন্ট্যাক্ট যাদের জন্য সে অপেক্ষা করছে।

সামনে এক মোটা মহিলা আর তার মোটকু ছেলেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে জাঁ ছুটল সবচেয়ে কাছের গ্রাউন্ড ফ্লোরের জানালার দিকে। সার্সিতে মুখ ঠেকিয়ে দেখল বিয়াঙ্কা বার্কলি তার জন্য অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে। এলিজাবেথ কেনেডি কিংবা সেই লোক দুটোকে কোথাও নজরে এলো না।

'যাশশালা!' আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল জাঁ। তার দিকে দু'একজন শপার সকৌতুকে ফিরে তাকাল। জাঁ দোকানের দরজা খুলে বাইরে এলো। ডিসেম্বরের ফুরফুরে হিমশীতল বাতাস ওর মুখে ঘুষি মারল। লোক দুটোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এলিজাবেথকেও না। সে এলিজাবেথের হোটেলের দিকে পা বাড়াল হয়তো ওখানেই তিনজনে মোলাকাত করতে পারে সে আশায়। তবে কয়েক কদম এগোতেই চোখে পড়ল এলিজাবেথকে। পদব্রজে চলেছে সাবওয়ের দিকে।

ওকে অনুসরণ করল জাঁ। লোক দুটোকে না-ই বা পেল কিন্তু এলিজাবেথকে সে হারাতে রাজি নয়। টানেল পার হয়ে সেন্ট্রাল পার্ক অভিমুখী একটি ট্রেনে উঠে পড়ল এলিজাবেথ। জাঁ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ওর ওপর নজর রেখে চলল।

সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে ট্রেন থেকে নামল এলিজাবেথ। তার হাঁটাচলায় কোনো তাড়া নেই। জাঁ আবার ওর পিছু নিল, চারটা বাজে। আলো পাতলা হয়ে আসছে, মানুষজনের ভিড়ও হালকা হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয়েছে তুষারপাত। থোকা থোকা পালকের মতো তুষার পড়ছে জাঁর চুল এবং কোটে। *মেয়েটা যাচ্ছে কোথায়?*

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এলিজাবেথ। চারপাশে দ্রুত একবার বুলিয়ে নিল চোখ, সম্ভবত নিশ্চিত হতে চাইল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। তারপর হাতের তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে একটি বেঞ্চিতে বসল। হাঁটতেই থাকল জাঁ। পাহাড়চুড়োয় পৌঁছেই চট করে কতগুলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল। এখান থেকে এলিজাবেথকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ও পেছন ফিরে তাকালেও জাঁকে দেখতে পাবে না। জাঁ ফোন বের করে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষার প্রয়োজন হলো না। কাউবয় হ্যাট মাথায় লম্বা মতো এক ভদ্রলোক লম্বা পা ফেলে এগোল বেঞ্চির দিকে। সে কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে গেল এলিজাবেথ, মুখে বিস্তৃত হাসি। দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনে। লোকটা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেলল। তার মুখ এবারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জাঁ। এই প্রথম মানুষটাকে সশরীরে দেখল সে। *খাইছে আমারে!* মনে মনে বলল ও।

জাঁ মোবাইল দিয়ে ওদের দুজনের ছবি তুলতে লাগল সটাসট।

ছেচল্লিশ

মইয়ের মাথায় চড়ে বসেছে ট্রেসি, কুকুরের কানঅলা একটা ক্রিসমাস অ্যাঞ্জেল গাছের ডগায় বসাতে যাচ্ছে, বেজে উঠল ফোন।

'তুমি একটু ফোনটা ধরবে, সোনা?' নিকোলাসকে ডাক দিল ও।

ওরা একসঙ্গে মিলে বাড়ি সাজাচ্ছে। প্রকাণ্ড নরওয়েজিয়ান পাইন গাছটি বসাতে ওদেরকে সাহায্য করছে ব্লেক কার্টার। ট্রেসির ক্রিসমাস খুব পছন্দ। এই বাড়িটি ক্রিসমাসের জন্য খুবই উপযুক্ত। উঁচু উঁচু ছাদ, খোলা অগ্নিকুণ্ড এবং কাঠের কেবিনের উষ্ণতা সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে।

'ওহ, হাই, জাঁ,' নিকোলাসের খুশি খুশি কণ্ঠ ট্রেসির মেরুদণ্ডে বইয়ে দিল শীতল স্রোত। 'কেমন আছ তুমি? মা'র সঙ্গে কথা বলবে?'

মই বেয়ে নেমে পড়ল ট্রেসি, মুখে জোর করা হাসি। নিকোলাস তার মাকে ফোন দিল। 'তোমার বন্ধু জাঁ।' বলে সে ক্রিসমাস ট্রি এবং ডেকোরেশনের বড় বাক্সটির দিকে হাঁটা দিল।

ট্রেসি কিচেনে ঢুকল। এখান থেকে ওর কথা ওরা শুনতে পাবে না।

'আমি মানা করেছিলাম ল্যান্ডফোনে ফোন করবে না,' হিসিয়ে উঠল ও। 'অন্তত নিকোলাস না ঘুমানো পর্যন্ত।'

'আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। সেন্ট্রাল পার্কে জেফ স্টিভেন্সকে দেখলাম।'

ট্রেসির পেটের ভেতরটা মোচড় দিল। 'সে এলিজাবেথ কেনেডির সঙ্গে দেখা করেছে। দুজনকে খুব ক্লোজ অবস্থায় দেখলাম, ট্রেসি।'

ট্রেসির মনে হলো ওর হাঁটু জোড়া আলগা হয়ে এখনই খুলে পড়ে যাবে। সে তাল সামলাতে টেবিলের গায়ে হেলান দিল।

'আমি তোমার মোবাইলে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। ফোনটা চেক করে দ্যাখো। ওরা আধঘণ্টা কথা বলল তারপর একসঙ্গে জেফের হোটেলে ফিরে গেল। বিয়াঙ্কা বার্কলির ওপর হিট করার প্লান করেছে এলিজাবেথ। মনে হচ্ছে জেফও তার সঙ্গে জড়িত। তুমি ছবিগুলো দেখবে?'

নিরবতা।

'ট্রেসি, তুমি আছ তো?'

'আছি,' তীক্ষ্ণ এবং ঘরঘরে শোনাল ট্রেসির গলা। 'বলে যাও।'

আজ বিকেলের সমস্ত ঘটনা ওকে খুলে বলল জাঁ। বার্নিতে দেখা সেই লোক দুটো। সে নিশ্চিত বিয়াঙ্কা বার্কলি এলিজাবেথের টার্গেট এবং চুরিটা হবে উইন্টার বল-এ, গুস্থার হারটগ যেরকম ভবিষৎদ্বাণী করেছিলেন। জেফের ওপর তার যে সন্দেহ বাড়ছে সে কথাও লুকাল না।

'এলিজাবেথ আজ এক ঘণ্টা জেফের হোটেলে ছিল। ও আগে বেরোয়, তারপর জেফ। আমি ওর পিছু নিই।'

'ও কোথায় গেল?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ট্রেসি।

'মিটপ্যাকিং ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে একজন বেশ্যাকে নিয়ে এসেছে।'

ট্রেসির বুকটা কষ্টে মুচড়ে গেল। তারপর ভয়ানক রাগ হলো।

জেফের কত বড় সাহস এলিজাবেথের সঙ্গে কাজ করে! বেশ্যাদের সঙ্গে ঘুমায়! এত বছর পরেও সে আমাকে কষ্ট দেয়, এত সাহস তার!

কিন্তু তারপরও মনের একটা অংশ জেফের জন্য কেমন করতে লাগল আর ক্ষেপে গেল জাঁ-র ওপর।

এ লোক কেন তাকে এসব কথা বলছে? সে কেন ট্রেসির সংসারে বিষ ঢালছে?

'তুমি কী চাও, জাঁ?' শীতল গলায় বলল ট্রেসি। 'আমাকে ফোন করলে কেন?'

'আমি চাই তুমি নিউইয়র্ক আসো।'

তিক্ত সুরে হেসে উঠল ট্রেসি। 'হাস্যকর কথা বলো না। এখন ক্রিসমাস।'

'তোমাকে আমার দরকার। তুমি তো জানো জেফ স্টিভেন্স যে কারও চেয়ে দক্ষ।'

'আমি এখন আর তা মনে করি না।'

'আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না?' হতাশায় গলা চড়ে গেল জাঁর। 'এখানে কিছু একটা ঘটতে চলেছে, ট্রেসি! উইন্টার বল শুরু হতে আর এক সপ্তাহও নেই। এলিজাবেথ এবং জেফ মিলে বড় কিছু ঘটাবার প্ল্যান করছে। অন্যরাও এতে জড়িত থাকতে পারে, কোনো দল। জেফ বেশ্যাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে।' সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। 'আমরা যদি এখনই কিছু না করি তো আরেকটা মেয়ে খুন হয়ে যেতে পারে।'

'এক মিনিট,' গলা নামাল ট্রেসি। 'তুমি কী বললে? তুমি ভাবছ জেফ বাইবেল কিলার?'

'আমার মনে হচ্ছে তা হওয়ার সিরিয়াস সম্ভাবনা রয়েছে।'

'তোমার আসলে মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে!'

'তাহলে তুমি নিউইয়র্ক চলে আসো এবং আমাকে সাহায্য করো। জেফকে সাহায্য করো। আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করো।'

'তুমি কালা নাকি? আমি নিউইয়র্ক যেতে পারব না, আমাদের ডিলে এরকম কোনো কথা কিন্তু ছিল না।'

'ট্রেসি, তুমি একটা প্লেনে উঠে পড়ো,' এখন চিৎকার করছে জাঁ। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি প্লেনে ওঠো নয়তো তোমার ছেলেকে আমি সব কথা বলে দেব।'

ঠাস করে ফোন রেখে দিল ট্রেসি। দেয়াল থেকে খুলে নিল ফোনের প্লাগ। কাউন্টারে তার মোবাইলে লাল আলো জ্বলছে।

জাঁ'র পাঠানো ছবি।

জেফ এবং এলিজাবেথ।

দুজনে একসঙ্গে।

ট্রেসি ফোন নিয়ে অফ করে দিল সুইচ। তার হাত কাঁপছিল যেন নিষ্ক্রিয় করছে বোমা।

'মা?' লিভিংরুম থেকে ভেসে এলো নিকোলাসের গলা।

'তোমার হলো? আমাকে একটু হেল্প করো না?'

ট্রেসির চোখ জ্বালা করছে। 'আসছি, সোনা।'

মাঝরাত। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না জাঁ রিজ্জোর। ফোন বেজে উঠতে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো জেফ এসব খুন-খারাবির সঙ্গে জড়িত?'

তার মতোই ক্লান্ত ট্রেসির কণ্ঠ।

'জানি না। তুমি কি বিশ্বাস করো সে এসবের সঙ্গে জড়িত নয়?'

জবাব দিল না ট্রেসি। সে নিজেও জানে না কোনটা বিশ্বাস করবে। সে শুধু দুঃস্বপ্নটার অবসান চাইছে।

'কাল দুপুরে ডেনভারগামী একটা ফ্লাইট আছে। তুমি আমেরিকান এয়ারলাইন্স ডেস্ক থেকে টিকিট নিতে পারবে।'

'ফাজলামি ছাড়ো। বললামই তো যেতে পারব না। সম্ভব হলে তোমাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু এখানে আমার একটা জীবন আছে। আমি নিউইয়র্ক আসছি না।'

'হুমম।' বলল জাঁ।

'এখন ক্রিসমাস।'

'সবাই তাই বলছে।'

'আই মিন ইট, রিজ্জো। আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি না।'

সাতচল্লিশ

'নিউইয়র্কে স্বাগতম!'

জেএফকেতে ট্রেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল জাঁ রিজ্জো মুখভরা হাসি নিয়ে।

'তুমি আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ বলে খুব খুশি হয়েছি।'

''আসবার সিদ্ধান্ত'' নিইনি আমি। তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছ।'

'আহা, এসব কথা এখন থাক না,' জাঁ ট্রেসির কনুইতে রসিকতা করে খোঁচা মারল। 'স্টিমবোট থেকে বেরিয়ে এসে ভালোই করেছ। মফস্বল শহরের জীবন বড্ড বোরিং।'

ওরা এয়ারপোর্টের একটি ক্যাফেতে ঢুকে কফির অর্ডার দিল।

'এখন গ্রাউন্ড রুলস নিয়ে কথা বলো,' বলল ট্রেসি।

'বলতেই হবে?'

জাঁর মুখের হাসি থামেই না। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে ট্রেসি এসেছে।

'জেফ স্টিভেন্সকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।'

'মানে?'

'মানে যা বললাম তাই। তুমি গত রাতে জিজ্ঞেস করেছিলে এই খুনগুলোর সঙ্গে জেফের কোনো সম্পর্ক নেই তাতে আমি নিশ্চিত কিনা। ওয়েল, আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু ট্রেসি–'

'কোনো ''কিন্তু'' নয়। আমার কথা শেষ করতে দাও। তোমার পাঠানো ছবিগুলো আমি দেখেছি। স্বীকার করছি জেফ এ ব্যাপারটির সঙ্গে যে কোনোভাবেই হোক জড়িয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে ও কোনো খুনে নয়, জাঁ। ও খুনি হতেই পারে না।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিল জাঁ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু কেউ তো এ মেয়েগুলোকে হত্যা করেছে।'

'হুঁ।'

'এবং এলিজাবেথ কেনেডি যখনই কোনো বড় ধরনের চৌর্যবৃত্তি করছে তারপরই এ ঘটনা ঘটছে।'

'হ্যাঁ।'

'সে হয়তো জেফ স্টিভেন্সের সাহায্য নিয়ে সামনের কাজটা করতে যাচ্ছে।'

'হতে পারে।'

'তবে ওদেরকে হাতেনাতে না ধরা পর্যন্ত আমরা কিছু প্রমাণ করতে পারছি না।'

'এলিজাবেথকে হাতেনাতে ধরবে বলো,' জাঁ-কে শুধরে দিল ট্রেসি। 'আমি মেয়েটাকে ধরতে তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি, জেফকে ধরার জন্য নয়। সেটাই ডিল, জাঁ। এখন তোমার যা ইচ্ছা। এ নিয়ে কোনো ওজরআপত্তি চলবে না। জেফকে এসবের মধ্যে আমরা জড়াব না।'

জাঁ রিজ্জো ভাবল, *গুড গড। ও এখনও লোকটাকে ভালোবাসে*।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আমরা এলিজাবেথের ওপরেই শুধু ফোকাস করব। কোত্থেকে শুরু করব?'

'টার্গেট থেকে,' কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ট্রেসি। 'এখন আমি আমার হোটেলে যাব ফ্রেশ হতে। তারপর আমার ছেলেকে ফোন করব। বিয়াঙ্কা বার্কলি এবং এই উইন্টার বল সম্পর্কে যা জানো সমস্ত তথ্য আমাকে পাঠিয়ে দিও।'

'কথা বললে ভালো হতো না? একসঙ্গে ফাইলগুলো চেক করতে গিয়ে হয়তো দুজনের মাথাতেই কোনো আইডিয়া চলে এলো—'

'না,' বলল ট্রেসি। 'আমি একা কাজ করতে ভালোবাসি। প্রিন্স স্ট্রিটে জোনস-এ রাত আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো। আমরা ওখানে ডিনার করব। ততক্ষণে আমি হয়তো একটি বুদ্ধি বের করে ফেলব।'

সোহোর কেন্দ্রবিন্দুতে, আরও দুটো বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের মাঝখানে জোনস-এর অবস্থান। এখানে ক্ল্যাসিক আমেরিকান ফেয়ার, রিবস, কর্ন এবং ম্যাশড পটেটো, চিজ বার্গার ও টার্কি স্যান্ডউইচ মেলে। প্রতিটি খাবারই অতিশয় সুস্বাদু।

ট্রেসি গ্রে টার্টলনেক সুয়েটার এবং উলেন ওয়াইড-লেগ প্যান্ট পরে এসেছে। শীতের কামড়ে লাল হয়ে আছে গাল, সবুজ চোখজোড়া ক্রিপটোনাইটের মতো জ্বলজ্বল করছে। সে এখনও জাঁ-র ওপর রেগে আছে তবে এয়ারপোর্ট থেকে বিদায় নেওয়ার পরে কীভাবে কে জানে, ওর ভেতরে আগের সেই উচ্ছ্বাস ফিরে এসেছে। তবে জাঁ কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর স্বতঃস্ফূর্ততার কারণ বুঝতে পারল।

'আমি জানি এলিজাবেথ কী চুরি করবে।'

'জানো?'

মাথা দোলাল ট্রেসি। 'বোটানিকাল গার্ডেনে নিজের কোনো গহনা পরে যাবে না বিয়াঙ্কা বার্কলি। সে টিফানি থেকে এমারেল্ডের একটি চোকার বা গলবন্ধনী ভাড়া করছে। এর দাম আড়াই মিলিয়ন ডলার তবে ইনস্যুওরেন্স করা হয়েছে তিন মিলিয়ন ডলারে।'

জাঁর চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। 'তুমি এ কথা জানলে কী করে?'

'আমি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ক্লার্কটির বোধহয় আমাকে পছন্দ হয়েছিল তাই জবাব দিয়েছে।'

জাঁ মনে মনে বলল *তোমাকে তো তার পছন্দ হবেই*।

'চোকারটি বার্কলিদের বাড়িতে বল-এর দিন বেলা তিনটার সময় পৌঁছে দেওয়া হবে।' বলে চলল ট্রেসি। 'একটি আর্মারড ভ্যানে এটি ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সঙ্গে থাকবে দুজন গার্ড এবং একজন ড্রাইভার। ইনস্যুওরেন্স কোম্পানির একজন কর্মকর্তা থাকবে বাড়িতে কিছু কাগজে সইটই নিতে। পরদিন সকাল দশটায় জিনিসটি ফেরত দেওয়ার কথা। একই ভ্যান আসবে ওটি নিয়ে যেতে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জাঁ।

'বিকেল তিনটে থেকে ছ'টার মধ্যে, যখন বার্কলিদের ড্রাইভার ব্রুকলিনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে তখন ওই বাড়িতে একটা গণ্ডগোল হওয়ার চান্স আছে। ওখানে থাকবে একজন পিএ, একজন স্টাইলিস্ট, একজন মেকআপ আর্টিস্ট, একজন হেয়ারড্রেসার। বিয়াঙ্কার সায়েন্টোলজি মাইন্ডাররাও থাকবে।'

'ওর কী?'

'তার মাইন্ডার। বুচ চার্চে প্রচুর দানখয়রাত করেন, জানো তুমি?' ভুরু কোঁচকাল ট্রেসি।

'নাহ্, এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাই করিনি একদম।' বলল জাঁ।

'চিন্তা করা উচিত ছিল। তোমাকে যেসব কথা এখন বললাম তার সবই জানা আছে এলিজাবেথ কেনেডির। ভেতর-বাহির সব। ভালো কথা, 'মার্থা ল্যাংবোর্ন' কিন্তু একজন সায়েন্টোলজিস্ট।'

বিস্মিত দেখাল জাঁকে।

'ওর পাসপোর্টে ধর্মের জায়গায় তাই লেখা,' ওর অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব দিল ট্রেসি। 'সে যাই হোক, ঘটনা হলো চোকারটি এক রুম থেকে আরেক রুমে যাবে এবং অসংখ্যবার হাতবদল হবে। ওটা চুরি করার তখনই দারুণ একটা মওকা। বিশেষ করে মার্থা যদি সায়েন্টোলজি ধর্মাবলম্বীর ছদ্মবেশে ও বাড়িতে ঢুকবার সুযোগ পায়।'

'তোমার তাহলে ধারণা যে বেলা তিনটা থেকে ছ'টার মধ্যে বার্কলিদের বাড়ি থেকে চোকারটা চুরি করতে পারে এলিজাবেথ?'

'না,' হাত নেড়ে একজন ওয়েটারকে ডাকল ট্রেসি। এক গ্লাস কাবারনেটের অর্ডার দিল। 'আমি বলেছি ওটা একটা মওকা হতে পারে। আরও সুযোগ আছে।'

'যেমন?'

'দোকানে বসে। ট্রানজিটের সময়। বলরুমেও ঘটনা ঘটতে পারে। কিংবা পরদিন সকালে যখন ওটা ফেরত পাঠানো হবে।'

গুঙিয়ে উঠল জাঁ। 'বুঝলাম,' অবশেষে বলল সে। 'তুমি কাজটা কীভাবে করতে? যদি এটা তোমার কাজ হতো?'

'আমি ট্রানজিটের সময় ওটা হাতিয়ে নিতাম।'

'কেন?'

'কারণ এটাই সরল পথ। স্বল্প প্রত্যক্ষদর্শী, অল্প আঙুলের ছাপ। তবে ভেতর থেকে তোমার সাহায্যের দরকার হবে। টিম ধরনের কিছু।'

'ওর সেটা আছে,' বলল জাঁ।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিল ট্রেসি।

'তবে আমি এখানে একটা 'কিন্তু' দেখতে পাচ্ছি।'

হাসল ট্রেসি।

ও বিষয়টি উপভোগ করছে, ভাবছে জাঁ। *স্বীকার করছে না বটে তবে ও চ্যালেঞ্জটি উপভোগ করছে।*

'সফল চোর হতে হলে দুটো জিনিসের যে কোনো একটা তোমার থাকতে হবে। ব্রেইন অর বলস। মস্তিষ্ক কিংবা সাহস।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

ব্যাখ্যা দিল ট্রেসি। 'এ সময়কার সবচেয়ে বড় রত্ন চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল বছর কয়েক আগে কান ফিল্ম ফেস্টিভালে। আশি মিলিয়ন ডলারের মূল্যের হিরে চুরি যায় এক রাতে, একজন লোক সেটা করে, সেলিব্রিটি এবং সিকিউরিটির পুরো ভিড়ের মাঝখান থেকে।'

'আবছা মনে পড়ছে ঘটনাটা,' বলল জাঁ। 'কাগজে পড়েছিলাম। কীভাবে কাজটা সে করল?'

'বলছি,' হাসল ট্রেসি। 'এই ক্রিমিনাল মাস্টারমাইন্ডটি দিনে দুপুরে খোলা জানালা বেয়ে উঠেছিল, হাতে খেলনা পিস্তল নিয়ে, সঙ্গের স্পোর্টস ব্যাগে যত পারে হিরে পুরেছে, তারপর ওই জানালা দিয়েই কেটে পড়েছে। পালাবার সময় তার ব্যাগ থেকে প্রায় কুড়ি মিলিয়ন ডলারের হিরে পড়ে যায়। তবে বাকি আশি মিলিয়ন ডলারের আর কোনো সন্ধান মেলেনি। এর নাম সাহস।'

'কিন্তু এর সঙ্গে এলিজাবেথ কেনেডির কী সম্পর্ক?'

'প্রশ্ন এটা নয় যে কাজটা আমি কীভাবে করতাম, কথা হলো ও কীভাবে কাজটা করতে পারে,' বলল ট্রেসি। 'এলিজাবেথ স্মার্ট। তবে তুমি ওর সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছ, তাতে স্বীকার করতেই হবে ওর সাহস এবং মস্তিষ্ক দুটোই আছে।' চেয়ারে হেলান দিল ও, বিজয়ীর উল্লাস চোখে। 'তাই সে কাজটা বলরুমেই সারবে। সে উইন্টার বলে ওই রাতে গিয়ে হাজারও অতিথি এবং পুলিশের সামনে চুরি করবে চোকার। এবং ওটা নিয়ে পগারপারও হবে।'

অবধারিত প্রশ্নটি করল জাঁ রিজ্জো। 'কিন্তু কাজটা সে ঠিক কীভাবে করবে? বিয়াঙ্কা বার্কলির গলা থেকে চোকার খুলে নেবে?'

হাসল ট্রেসি। 'অবশ্যই না। মাদ্রিদের প্রাডোতে ঠিক এরকম একটা কাজই আমি করেছিলাম। বেশ সহজ কাজ।'

প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ভুরু তুলল জাঁ।

'বিয়াঙ্কা নিজেই চোকারটা তুলে দেবে এলিজাবেথের হাতে।'

আটচল্লিশ

ম্যানহাটানের কেষ্ট বিষ্টুদের কাছে নিউইয়র্কের বিখ্যাত বোটানিকেল গার্ডেনের শীতকালীন বলপার্টি 'পার্টি অব দ্য ইয়ার' হিসেবে বিবেচিত। আজ এখানে সুপার রিচদের মেলা বসেছে। হলিউডি তারকাদের মধ্যে শ্যারন স্টোনরা আমন্ত্রিত হয়েছেন, এসেছে সব সুপার মডেল এবং প্রখ্যাত ডিজাইনাররা। তাঁরা মিশে গেছেন ওয়াশিংটন হেভিওয়েটদের সঙ্গে যাদের মধ্যে রয়েছেন সস্ত্রীক ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অব স্টেট, হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ প্রমুখ। আরও হাজির রয়েছেন বিলিওনেয়ার, জেনারেল, লেখক, চিত্রশিল্পী এবং তেল সম্রাটরা। এই বলের অফিশিয়াল উদ্দেশ্য হলো নিউইয়র্কের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য চাঁদা উত্তোলন। তবে পার্টির সুযোগে এখানে মহা সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদেরকেও দেখা যাচ্ছে। বাতাস ভারী হয়ে আছে ফুল, দামি পারফিউম এবং কিচেন থেকে ভেসে আসা জিভে জল আনা রান্নার গন্ধে। তবে সবশেষে সবার ওপরে রাজত্ব করবে যে বস্তুটি তার নাম টাকা।

কাচ এবং ইস্পাতে মোড়ানো এই ওয়ান্ডারল্যান্ডে মানুষের ভিড় আর আলোর ঝলকানিতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল জাঁ রিজ্জোর। বাইরে *ভোগ*সহ অন্যান্য পত্রিকার ফটোগ্রাফারদের ভিড় ঠেলে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে আলগোছে ঢুকে পড়ল সে। বিয়াঙ্কা বার্কলি এবং তার স্বামী বুচ ইতোমধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁদেরকে চামচা শ্রেণির কিছু লোক ঘিরে ধরেছে। বুচ বার্কলি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন ওয়ালস্ট্রিট টাইটান ওয়ারেন গ্রাঞ্জের সঙ্গে। তাঁদের আলোচনার বিষয় কোন কোম্পানির প্রাইভেট প্লেন সবচেয়ে ভালো। ওয়ারেনের পছন্দ ৩৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ডাসাল্ট ফ্যালকন ৯০০, আর বুচ তাঁর কেনা এমব্রায়ার লিগাসি ৬৫০ নিয়েই সন্তুষ্ট। জাঁ রিজ্জো তার প্রাচীন ভলভো ৭৬০-এর কথা মনে করে হাসল। কুড়ি বছর বয়স থেকে সে ওই গাড়িটি চালায়। ওটা তার ক্লিয়ন অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে বেহাল দশায় আছে।

বিয়াঙ্কা বার্কলি তার স্বামীর কাছ থেকে কয়েক হাত পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুপাশে দুই সায়েন্টোলজি স্টাফ। একজন তার পাবলিসিস্ট, অপরজন সহকারী। তার গলায় সাপের মতো পেঁচিয়ে আছে এমারেল্ডের সেই বিখ্যাত চোকার। *গলবন্ধনীতে মহিলাকে একদমই মানায়নি*, মনে মনে বলল জাঁ।

বিয়াঙ্কা তার কালো চুলে খোঁপা করেছে, পরনে কালো রঙের সাধারণ কলাম ড্রেস, যাতে টিফানির পান্নাগুলো তাদের জৌলুস আরও ভালোভাবে ছড়াতে পারে। কিন্তু সুন্দরী মহিলাটিকে চোকারে লাগছে আড়ষ্ট, মনে হচ্ছে সে বেশ অস্বস্তিই বোধ করছে এটা গলায় জড়িয়ে, যেন দোকানের কোনো ম্যানিকুইন।

এলিজাবেথকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বোটানিকেল গার্ডেন কনজারভেটরিতে বার তিনেক চক্কর দিয়েছে জাঁ। কিন্তু 'মার্থা ল্যাংর্বোন' কিংবা 'র‍্যান্ডাল ব্রুকমেয়ার'-এর টিকিটিরও চিহ্ন নেই। তার অবশ্য একটু একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে এলিজাবেথ কেনেডি কি জানে সে ওর পিছু নিয়েছে? এলিজাবেথ একজন প্রফেশনাল এবং চতুর খেলুড়ে। যদি জেনে যায়? আর সে বেহুদা ওই মেয়ের পেছনে ঘুরে মরছে না তো? নিজের বসের কথা মনে পড়ে গেল জাঁ-র।

এলিজাবেথ কোনো লিড নয়। ও পশ্চাৎদ্দেশ মাত্র। দুই সাবেক কন আর্টিস্টের পরামর্শে তুমি বেহুদাই বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছ, জাঁ। তুমি বরং বাড়ি ফিরে এসো ।

শ্যাম্পেন শেষ করে আবার গ্লাস ভরে নিল জাঁ। তার ট্রেনিংপ্রাপ্ত চোখ ছদ্মবেশী পুলিশ, ফেডেরাল এজেন্ট এবং প্রাইভেট সিকিউরিটির লোকজনদের চিনে ফেলেছে। তারা আন্ডারকভার নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত কড়াকড়ির মধ্যে সুবিধে করতে পারবে না বুঝতে পেরে কি শেষ মুহূর্তে কেটে পড়েছে এলিজাবেথ? হয়তো ট্রেসি এ মহিলার সাহস নিয়ে একটু অতিরঞ্জন করে ফেলেছে?

জাঁ রিজ্জোর অস্বস্তি বৃদ্ধি পেল।

কোথায় সে?

এফবিআই এজেন্টটি তার ঝলমলে সিলভার গাউনের স্ট্র্যাপ ঠিকঠাক করে নিল। অন্য কোনো সময় হলে, এ ধরনের পার্টিতে সে কাঁধের ওপর এলিয়ে দিত কেশরাজি। কিন্তু আজ রাতে সেই সুযোগটা নেই। কারণ সে দায়িত্ব পালন করতে এসেছে।

বিয়াঙ্কা বার্কলি টার্গেট, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তার গলায় জড়ানো সবুজ পাথরগুলো। মহিলা কী বিপদে আছে জানেই না।

এফবিআই এজেন্টের মাথার পরচুলাটা বড্ড চুলকাচ্ছে। এটা পরতে চায়নি তবে কেউ তাকে চিনে ফেলতে পারে সেই ভয়ে এ জিনিস মাথায় চাপাতেই হালো। সে বেশ কয়েকজন ছদ্মবেশী এজেন্ট এবং পুলিশকে দেখেই চিনে ফেলেছে। তারা ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ইন্টারপোল থেকে

আসা ছোটখাটো সেই কানাডিয়ান লোকটিকেও দেখা যাচ্ছে। ওকে অবশ্য কেউই পাত্তা দেয় না। এমনকি ফ্রান্সে, তার নিজের লোকেরাও ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

ঘড়ি দেখল এফবিআই এজেন্ট। রাত সোয়া আটটা।

বিয়াঙ্কার সঙ্গে তার এখনই কথা বলতে হবে নইলে দেরি হয়ে যাবে।

ওলেগ গ্রিনস্কির একটা জোক শুনে মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে হেসে উঠল সভেতলানা দ্রাকোভা।

নির্বোধ গাঁইয়া ভূত কোথাকার! সভেতলানা বার্গান্ডির গ্লাসে চুমুক দিল। *মোটকা, নোংরা শুয়োর। আমি তোর বউ নই। তোর বিরক্তিকর কৌতুকগুলো অন্য কাউকে শোনা গে।*

সভেতলানার মেজাজ খিঁচড়ে আছে। জীবনের গত ছ'টা মাস বেহুদাই এই বিশ্রি গ্রিনস্কিটার সঙ্গে কাটিয়েছে ও। গত মাসে ওর বাইশতম জন্মদিন ছিল। কিন্তু শুয়োরটা তাকে কী উপহার দিয়েছে? কতগুলো ফালতু পুরনো কয়েন। ভেবেছিল এবারে নিউইয়র্ক সফরে গ্রাফ অথবা কার্টিয়ার থেকে দামি কোনো গিফট পাবে। কিন্তু কুত্তার বাচ্চাটা তার ওয়ালেটই খোলেনি। একটা ঘড়ি আর তুচ্ছ কয়েকটা বালেনসিয়াগা ব্যাগ কিনে দিয়েছে। আর কিচ্ছু না! একদমই কিচ্ছু না!

তবে এবারের গোটা ট্রিপে সান্ত্বনা বলতে শুধু ছিল র‍্যান্ডির সঙ্গে পরিচয়। ওলেগ গ্রিনস্কির যা যা নেই তার সবই আছে র‍্যান্ডাল ব্রুকমেয়ারের মাঝে। সে সুদর্শন, বিছানায় চমৎকার এবং হাতখোলা। গ্রিনস্কির মতো বড়লোক সে নয় তবু সভেতলানাকে কথা দিয়েছে নিল লেইন থেকে একজোড়া হিরের দুল কিনে দেবে। সভেতলানার একমাত্র ভয় ওলেগকে না চটিয়ে কীভাবে তার কাছ থেকে কেটে পড়া যায়। শেষ যে রক্ষিতাটি গ্রিনস্কিকে পরিত্যাগ করেছিল, রুশ লোকটা অ্যাসিডের গ্লাস ছুড়ে তার মুখ পুড়িয়ে দেয়।

আজ রাতে র‍্যান্ডির এখানে আসবার কথা। তার জন্যই সভেতলানা তার সবচেয়ে সেক্সি ড্রেসটি পরে এসেছে। স্কিন টাইট লাল কাভাল্লি পোশাকটি এমনভাবে শরীর কামড়ে আছে, দেহের প্রতিটি খাঁজভাঁজ তাতে সুস্পষ্ট। কিন্তু র‍্যান্ডির এখনও খোঁজ নেই বলে মেজাজ আরও চড়ে যাচ্ছে সভেতলানার।

'ওহ্ মাই গড! কী করছেন আপনি!'

ঝাঁকড়া কালো চুলের এক মহিলা পেছন থেকে সভেতলানার গায়ে এসে এমন ধাক্কা খেল, ও প্রায় উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। তার গ্লাস ছিটকে গেল হাত থেকে, সামনে দাঁড়ানো পুরুষ মানুষটিকে লাল মদ দিয়ে গোসল করিয়ে ফেলল।

কালো চুলের মহিলা হনহন করে সামনে এগোল। পার্স থেকে রুমাল বের করে সভেতলানা মদে গোসল হওয়া লোকটির শার্ট মুছতে লাগল।

লোকটি বিরক্ত হয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে। 'দরকার নেই। আমি বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে আসব।'

'কী হলো?' ঘুরল বিয়াঙ্কা বার্কলি। যার গায়ে মদ পড়েছে সে তার পাবলিসিস্ট।

সভেতলানাকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'এই সুন্দরীটি হঠাৎ করে আমার ওপর এক গ্লাস মদ ঢেলে দিয়েছেন।'

'কী বাজে কথা! আমি ইচ্ছে করে করিনি।'

একটা হাউকাউ বেধে গেল। হট্টগোলের শব্দে কান খাড়া করল জাঁ রিজ্জো। *কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে!* সে দলটির দিকে কদম বাড়িয়েছে, বাধা হয়ে দাঁড়াল ওলেগ গ্রিনস্কি। সে একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে তার রক্ষিতাকে, জাঁ সামনের দৃশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

যখন রুশ লোকটাকে পাশ কাটাল ও, বিয়াঙ্কা বার্কলিকে কোথাও দেখা গেল না।

উনপঞ্চাশ

এত দ্রুত ঘটল ঘটনা যে বিয়াঙ্কা প্রথমে ভাবল সে ভুল শুনেছে। তবে কালো চুলের মহিলাটি তার কানের কাছে মুখ এনে পুনরাবৃত্তি করল কথাটি।

'এফবিআই। আপনার মস্ত বিপদ, মিস বার্কলি। প্লিজ আমার সঙ্গে আসুন।'

ভয় এবং উত্তেজনার স্রোত বইতে লাগল বিয়াঙ্কার শরীরে। বুচ প্রায়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন কিন্তু বিয়াঙ্কা জানে শয়তানের শক্তি বলে একটি জিনিস আছে, সেটি তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এটাই তার প্রমাণ।

সে মহিলার সঙ্গে একটি পাউডার রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

জাঁ রিজ্জো ফায়ার স্টেয়ারে উঠে এলো।

কোনো চিহ্ন নেই।

তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। ঘটনাটি এ মুহূর্তে ঘটছে। এ ভবনেরই কোথাও। কেনেডি এবং স্টিভেন্স তাকে ফাঁকি দিয়েছে। তবে ওদের কাউকেই তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না জাঁ-র।

কনজারভেটরিতে ফিরে এসে এক ওয়েটারকে চেপে ধরল সে।

'আমি বিয়াঙ্কা বার্কলিকে খুঁজছি। ওনাকে চেন?'

'না, স্যার। চিনি না।'

'তার পরনে লম্বা কালো ড্রেস। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।'

'দুঃখিত, স্যার। এখানে কালো ড্রেস পরা অনেক মহিলাই আছেন।'

'তাঁর গলায় পান্নার বড়সড় নেকলেস আছে।'

'ওহ, হ্যাঁ।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওয়েটারের মুখ। 'চিনতে পেরেছি। তিনি খানিক আগে এদিকেই এসেছিলেন তার এক বান্ধবীর সঙ্গে।'

হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল জাঁ-র বুকে।

'ওরা পাউডার রুমে গেছেন। ওই যে ওদিকে।'

জাঁ ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে।

'আমার কথা বুঝতে পারলেন তো, মিস বার্কলি?'

মাথা দোলাল বিয়াঙ্কা, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ। তার মন থেকে সকল উত্তেজনা উধাও। এটা কোনো টিভি নাটক নয়। একটা বাস্তব।

'অ্যাম্বুলেন্স আসছে? আপনি শিওর তো?'

'আমার কলিগরা ফোন করে দিয়েছে। আপনার কিছু হবে না, ম্যাম। আপনি সময় পাবেন।'

'ওহ গড,' ফোঁপাতে লাগল বিয়াঙ্কা। 'আমি ইতোমধ্যে এটা টের পাচ্ছি। আমার চামড়া। জ্বলে গেল!'

এফবিআই এজেন্ট তার হাত ধরে চাপ দিল। 'সাহায্য আসছে। আপনি শান্ত হোন। আমি এখন যাব।'

'আচ্ছা, জলদি যান!'

বন্ধ দরজায় ঘা দিল জাঁ রিজ্জো।

'মিসেস বার্কলি! মিসেস বার্কলি! আপনি ভেতরে আছেন?'

ঘরঘরে একটা গলা শোনা গেল ভেতর থেকে। 'ওরা এসে পড়েছে?'

'কারা আসবে?'

'অ্যাম্বুলেন্স।'

'ম্যাম, আমি পুলিশের লোক। দয়া করে দরজাটা খুলুন।'

'পারব না! আমি রেডিয়েশনের শিকার হয়েছি। আপনিও সংক্রামিত হয়ে পড়বেন।'

গভীর দম নিল জাঁ। জানে বিয়াঙ্কা বার্কলি ছিটগ্রস্ত মহিলা, এটা তার চরম দৃষ্টান্ত। 'দরজা খুলুন, ম্যাম।'

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। বিয়াঙ্কা বার্কলি লাফিয়ে পড়ল জাঁ-র গায়ে, হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওরা কোথায়?' চিৎকার করছে সে। 'মেয়েটা বলল ওরা এখানে চলে আসবে। আমার হাতে একদমই সময় নেই।'

গলায় হাত দিল সে।

এমারেল্ডের চোকারটি অদৃশ্য।

এলিজাবেথ কেনেডি ধীরে তবে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে বেরিয়ে এলো বিল্ডিং থেকে। কালো চুলের পরচুলাটা এখনও চুলকাচ্ছে, তবে এখন আর সে গ্রাহ্য করছে না। ইভনিং ব্যাগটা একবার দুলিয়ে নিয়ে ভেতরে টিফানির চোকারের উপস্থিতির জানান পেয়ে সে মুচকি হাসল।

জেফ বলেছিল কাজটা আমি করতে পারব না। কিন্তু আমি করেছি। ওকে এখন স্বীকার করতেই হবে যে আমিই সেরা!

কয়েক গজ দূরে মেট্রো নর্থ স্টেশনের দিকে তাকাল সে।

বিয়াঙ্কা বার্কলি এমন চিৎকার-চেঁচামেচি করছে যে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পেতে কয়েকটি মূল্যবান মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। *সিলভার ড্রেস। কালো চুল। হাতে বড়সড় সবুজ ইভনিং ব্যাগ।*

'ওখানেই সে ডিভাইসটা রেখেছিল। রেডিয়েশন স্ক্যানার। এটা রাশান ইন্টেলিজেন্সের কাজ। তারা এর আগেও এ টেকনিক ব্যবহার করেছে কারণ এটা দিয়ে সনাক্ত করা যায় না।'

জাঁ দৌড় দিল রাস্তায়।

মেট্রো নর্থ স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

বাইরে দাঁড়ানো পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

'ঘটনা কী?'

'বোমা হামলার হুমকি। ভুয়া হুমকি। তবে আজ রাতে আর ট্রেন চলবে না। আপনি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান।'

স্রেফ সৌভাগ্যই বলতে হবে যে সে ওকে দেখতে পেল। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে রূপালি একটা ঝলক তার নজর কাড়ল। তাকাতেই দেখে ও ট্রেন স্টেশনের সামনের রাস্তা পার হচ্ছে। ট্যাক্সি খুঁজছে।

কোনো পার্টনার নেই ওর সঙ্গে। কাউকে পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ট্রেসি ঠিকই বলেছিল। মহিলার সাহস আছে।

মাথা নিচু করে পদক্ষেপ দ্রুত করল জাঁ। এলিজাবেথ তার থেকে আর চল্লিশ গজ দূরে মাত্র।

ত্রিশ।

দশ।

একটি হলুদ ট্যাক্সি এসে থামল। ও ঝুঁকল ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার জন্য। দৌড় দিল জাঁ। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার অপর দিক থেকে উদয় হলো এক পুরুষ মূর্তি। সে-ও ছুট দিয়েছে ট্যাক্সি লক্ষ করে। লোকটার পরনে ওভারকোট এবং টার্টলনেক সুয়েটার। বার্নিতে এ লোককেই দেখেছিল জাঁ। এক সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল ছায়ার আড়াল থেকে। একেও বার্নিতে দেখেছে জাঁ। এও দৌড়াচ্ছে।

এবারে ওর মনে পড়ল এই লোক দুটিকে আগেও সে কোথায় দেখেছে।

ট্যাক্সিক্যাবের দরজা খুলে ফেলেছে এলিজাবেথ, একটা পা ভেতরে ঢুকিয়েছে, খপ করে ওর কব্জি চেপে ধরল জাঁ।

'করছেন কী আপনি? ছাড়ুন!'

ঠিক একই সময় ক্যাবের অপর দরজাটিও খুলে গেল।

এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের সময় ইন্টারপোল ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো এবং এফবিআই এজেন্ট মিল্টন বাক পরস্পরের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল।

তারপর দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

পঞ্চাশ

ইন্টারভিউ পুনরায় শুরু হলো। ডিসেম্বর ২১, সকাল সোয়া চারটা। ‘মিস কেনেডি, মিসেস বার্কলি আপনার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে আপনি এফবিআই এর ছদ্মবেশে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কথা কি সত্য?’

এলিজাবেথ কেনেডি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল মিল্টন বাকের দিকে। বলল না কিছুই। গত পাঁচ ঘণ্টা ধরে মিল্টন ওকে জেরা করছে কিন্তু কোনো জবাব পাচ্ছে না।

‘আপনি মিসেস বার্কলিকে বলেন এমারেল্ডের যে চোকারটি তিনি গলায় পরেছেন তাতে নাকি তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে। আপনি তাঁকে এটাও বলে বোঝাতে সম্মত হন যে তেজস্ক্রিয় রত্ন পরলে তাঁর জীবন বিপন্ন হবে। কতগুলো ফালতু প্রপ ব্যবহার করে আপনি তাঁর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছেন। তার মধ্যে এটি একটি।’

মিল্টন বাক টেবিলে ডিম্বাকৃতির একখণ্ড প্লাস্টিক রাখল। এটি ব্যাটারিতে চলে এবং পেছনের বোতামে চাপ দিলে খ্যাড়খ্যাড় শব্দের সাথে লাল আলো নিয়ে জ্বলতে থাকে।

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল এলিজাবেথ।

‘এরকমটাই কী ঘটেছিল, মিস কেনেডি?’

নিরবতা।

‘ডিভাইসটি আপনার জিনিসপত্রের সঙ্গে পাওয়া গেছে, এমারেল্ডের চোকারটিসহ। আপনার পার্সে ওই জিনিসগুলো কেন পাওয়া গেল, তার কি অন্য কোনো ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারবেন, মিস কেনেডি?’

হাই তুলে অন্যদিকে তাকাল এলিজাবেথ।

মেজাজ হারিয়ে ফেলল মিল্টন বাক, দড়াম করে ঘুষি মারল টেবিলে।

‘আপনি কতটা বিপদের মধ্যে আছেন আপনার তা ধারণাতেও নেই, মিস কেনেডি। আজ রাতে যে গুরুতর অপরাধ আপনি করেছেন তাতে বছর দশেক যে জেল খাটতে হবে তা নিশ্চিত। আপনি কি তা জানেন?’

নিশ্চুপ এলিজাবেথ।

‘তারপরে আরও অভিযোগ আছে নকল পাসপোর্ট ব্যবহার করে আমেরিকায় ঢুকেছেন। অবৈধভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছেন, আত্মগোপন করেছেন

পরিচয়। একজন ফেডারেল এজেন্টের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। এতেই আপনার কুড়ি বছর জেল হয়ে যাবে। শিকাগো, লস এঞ্জেলস এবং আটলান্টায় চুরি করার সাজার কথা তো বাদই দিলাম।' রাগে জ্বলছে বাকের চোখ। 'তুমি আমাকে সাহায্য করো, এলিজাবেথ, আমিও করব। তবে যদি মুখ না খোল আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখব যাতে বাকি জীবনটা তোমাকে জেলে পচে মরতে হয়। বোঝা গেল?'

ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিউর করা নিজের হাত পরখ করছে এলিজাবেথ। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল মিল্টন বাক। 'আমরা জানি তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আরও অন্তত তিনটে হাই প্রোফাইল ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। এত জানি তোমার একজন পার্টনার আছে।'

'আপনি দেখছি অনেক কথাই জানেন, এজেন্ট বাক।'

এই প্রথম মুখ খুলল এলিজাবেথ। তার কথা শুনে মিল্টন বাক অতিশয় বিস্মিত।

'আপনার মাথায় কত বুদ্ধি! তারপরও আমাকে প্রশ্ন করার কেন দরকার পড়ল বুঝতে পারছি না।'

আমোদ এলিজাবেথের কণ্ঠে, ঠাট্টা করছে।

'আমি আপনার পার্টনারের নাম জানতে চাই, মিস কেনেডি।'

'কীসের পার্টনার, এজেন্ট বাক?'

'ওটা কি জেফ স্টিভেন্স?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল এলিজাবেথ। হাসির দমকে পেছনে হেলে গেল মাথা। মিল্টন বাকের রাগ আবার ফিরে আসছে।

'ওহ ডিয়ার,' হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল এলিজাবেথের। হাতের তেলো দিয়ে মুছে নিল চোখের কোণ।

'এর বেশি কিছু আর জানার নেই আপনার? ভাবছি নীরব থাকার যে অধিকার আমার রয়েছে তা আবার কাজে লাগাব। আপনার জন্যও একই কথা প্রযোজ্য।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল মিল্টন বাক। রাগে কাঁপছে।

'ইন্টারভিউ সাসপেন্ডেড।'

সে ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল।

করিডোরে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল মিল্টন বাক নিজেকে শান্ত করার জন্য।

পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে না কাজ। যে রাতটি হতে পারত তার ক্যারিয়ারের বিজয় এবং উল্লাসের রাত সেটি এখন ব্যর্থতায় মোড় নিচ্ছে।

এ জন্য জাঁ রিজ্জোকে দায়ী বলে ভাবছে মিল্টন বাক।

বিরক্তিকর, বকধার্মিক খুদে কানাডিয়ানটা গত গ্রীষ্মে এল.এ'তে আসার পর থেকে মিল্টনের জীবনে একটা বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে, বেশ্যা, খুনখারাবি এবং বোগাস ট্রেসি হুইটনিকে নিয়ে উদ্ভট সব তথ্য হাজির করছে। সে এখন এলিজাবেথকে জেরা করতে চায়। বলছে তার নাকি অধিকার আছে এই মেয়েটিকে ইন্টারভিউ করার।

'এত আয়েশ করতে হবে না,' জাঁকে কফি মেশিন থেকে কফি ঢেলে নিতে দেখে খেঁকিয়ে উঠেছিল বাক। ওরা ছিল ২৬, ফেডেরাল প্লাজার তেইশ তলায়, এফবিআই'র ফিল্ড অফিসে। 'আমার কাজ শেষ হলেই তবে ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে। এর এক মিনিটও আগে নয়।'

'সেটা কখন?'

'যতক্ষণ লাগে। কয়েকদিনও লেগে যেতে পারে। তুমি বরং বাড়ি গিয়ে ঘুমাও।'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

জাঁ রিজ্জো এক কথার মানুষ। বাক ওয়েটিংরুমের কাচের ভেতর থেকে ভেতরে তাকিয়ে দেখে জাঁ কয়েকজন বয়সী এজেন্টের সঙ্গে বসে ডোমিনো'স পিজ্জা খাচ্ছে।

'ইন্টারভিউ কেমন হলো, বাক? দেখে তো খুশি মনে হচ্ছে না।'

ফিল্ড অফিস প্রধান স্পেশাল এজেন্ট ব্যারি সোলটান মিল্টনের পাশে এসে দাঁড়াল। মিল্টন বাকের চেয়ে সে বয়সে কয়েক বছরের বড়।

'ও কথা বলছে না, স্যার।'

'ইন্টারপোলের লোকটিকেও দেখছি এখানে উপস্থিত।'

'রিজ্জো, জী, স্যার। একে চলে যেতে বলেছিলাম তবে–'

'তোমরা দুজনে আমার অফিসে এসো।'

'দরকার নেই, স্যার। ইন্টারপোলের এখানে কোনো এক্তিয়ার নেই। আমরা অচিরেই ওদেরকে আমন্ত্রণ–'

'এজেন্ট বাক,' বাধা দিল ব্যারি সোলটান। 'তুমিই বললে তোমার উইটনেস কথা বলছে না। তুমি না ঘুমাতে পার কিন্তু আজ রাতে আমাকে ঘুমাতেই হবে। চলো শুনি ইন্সপেক্টর রিজ্জো কী বলে।'

জাঁ রিজ্জো অনেক কথাই বলল যা রীতিমতো জ্বালা ধরাল মিল্টন বাকের গায়ে। স্পেশাল এজেন্ট ব্যারি সোলটান মনোযোগ দিয়ে শুনল তার বক্তব্য তারপর কুড়ি মিনিট সময় দিল এলিজাবেথের কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্য।

'তোমরা দুজনেই বোধহয় একই জিনিস চাইছ যেন ইয়াং লেডিটি তার দুষ্কর্মের সহযোগীটির নাম বলে দেয়, ঠিক?'

বিরসবদনে মাথা দোলাল এজেন্ট বাক।

'সেক্ষেত্রে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য ইন্সপেক্টর রিজ্জোকে পাঠাতে কোনো সমস্যা দেখছি না।'

জাঁ রিজ্জো বলল, 'ও যদি মুখ না খোলে এই ম্যানিয়াকের হাতে খুব শীঘ্রি আরেকটি তরুণীর খুন হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এলিজাবেথ কোনো কাজ শেষ করার দুই দিনের মাথায় সে সবসময় হত্যা করে।'

'তবে এবারে সে কাজ শেষ করতে পারেনি,' ওকে মনে করিয়ে দিল স্পেশাল এজেন্ট সোলটান। 'তার আগেই ধরা খেয়েছে।'

'এতে করে খুনিটা আরও বেশি ক্ষেপে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের ধারণা এ দুটো কেসের মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক নেই,' ক্রোধ প্রশমিত করতে পারল না এজেন্ট বাক। 'উইথ রেসপেক্ট, স্যার, ইন্সপেক্টর রিজ্জো আমাদের সময় নষ্ট করছেন।'

'যথেষ্ট হয়েছে, এজেন্ট বাক,' একটা হাত তুলল স্পেশাল এজেন্ট সোলটান। 'ও যাচ্ছে।'

একান্ন

মিল্টন বাকের দুশ্চিন্তা না করলেও চলত।

এলিজাবেথ কেনেডিকে মুখ খোলাতে জাঁ রিজ্জোও ব্যর্থ হলো। আধঘণ্টা বাদে স্পেশাল এজেন্ট সোলটান কয়েকজন সিনিয়র এজেন্টকে বলল বাক, রিজ্জো এবং তার সঙ্গে কনফারেন্স রুমে যোগ দিতে গিয়েছে।

'আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে,' দলটিকে উদ্দেশ্য করে বলল জাঁ রিজ্জো। 'ট্রেসি হুইটনিকে ওখানে পাঠাই। সে হয়তো এলিজাবেথের মুখ খোলাতে পারবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে বাতাসে হাত ছুড়ল মিল্টন বাক।

'মাই গড! ট্রেসি হুইটনি! তুমি এখনও ওকে নিয়ে পড়ে আছ?'

'শেষবার যখন আমরা কথা বলেছিলাম, এজেন্ট বাক, যদি তোমার স্মরণে থাকে, তুমি আমাকে জোর দিয়ে বলেছিলে মিস হুইটনি হয় মারা গেছে নতুবা তার কোনো নিশানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর কী হলো, অনুমান করতে পার? ট্রেসি শুধু বহাল তবিয়তে বেঁচেই ছিল না, আমাদের আলাপ হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি ওকে খুঁজে বের করি।'

মিল্টন বাক নিতান্তই অভব্যের মতো ঘোঁতঘোঁত করে উঠল, 'তো? এ কেসের সঙ্গে ওর এখনও কোনো সম্পর্ক নেই।'

জাঁর ইচ্ছে করল এই জিদ্দি লোকটাকে বলে দেয় ট্রেসিই ব্রুকস্টিনদের রুবির হার চুরি করেছিল। এ কেসের সঙ্গে তার শুধু সম্পর্কই নেই, এটা তার নিজের কেস। তবে জিভটাকে সামলে রাখল সে, ট্রেসি এবং নিজের স্বার্থেই। *বাক তার নিজের লেজের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে মরুক গে।*

একটি হাত তুলল স্পেশাল এজেন্ট সোলটান।

'এক মিনিট। আমরা কি সেই বিখ্যাত ট্রেসি হুইটনির কথা বলছি যে মাফিয়া সর্দার টনি ওরসাত্তির সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল?'

'সে-ই,' বলল জাঁ রিজ্জো।

'কন আর্টিস্ট?'

'ট্রেসি গত দশ বছর ধরে কলোরাডোতে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করছে। সে আমাকে আমার তদন্তে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে তাকে আমি প্রসিকিউশন থেকে রক্ষা করব সেই শর্তে।'

রাগে ফেটে পড়ল মিল্টন বাক। 'মাই গড! কী ঔদ্ধত্য! ইন্টারপোলের একজন অপারেটিভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে বসে একজন মার্কিনী অপরাধীকে ইম্যুনিটির প্রতিশ্রুতি দেয় কীভাবে?'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, বাক। মিস হুইটনি কি আপনার ইনভেস্টিগেশনে কোনো কাজে এসেছে, ইন্সপেক্টর রিজ্জো?'

'উপদেষ্টা হিসেবে সে অমূল্য। সে পেশাদার রত্নচোরদের মানসিক অবস্থা খুব ভালো বুঝতে পারে। তাছাড়া কয়েক বছর আগে এলিজাবেথ কেনেডির সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। দুজনেই জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে রোমান্টিকভাবে জড়িয়ে পড়ে।'

'জেফ তোমার একজন সাসপেক্ট, না?' মিল্টন বাককে জিজ্ঞেস করল সোলটান। মিল্টনের চেহারাটা নীলচে-ধূসর দেখাচ্ছে। রাগে না বিব্রতবোধ করার কারণে নাকি উভয় কারণেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ওর জবাবটা জাঁ রিজ্জো দিয়ে দিল। 'আমার এবং এজেন্ট বাকের ইনভেস্টিগেশনে স্টিভেন্সের নাম সন্দেহের তালিকায় আছে বৈকি। তবে ট্রেসি হুইটনি নিশ্চিত খুনখারাবিগুলোর সঙ্গে স্টিভেন্সের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সে এ মুহূর্তে নিউইয়র্কে আছে এবং গত চব্বিশ ঘণ্টায় এলিজাবেথ কেনেডির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল।'

অস্বস্তিকর একটি নিরবতা নেমে এলো ঘরে।

'ও কি এখনও আগের মতোই হট?' জাঁ রিজ্জোকে জিজ্ঞেস করল এক সিনিয়র এজেন্ট। 'ট্রেসি হুইটনির কথা বলছিলাম।'

'ও দেখতে সুন্দরী,' সায় দিল রিজ্জো।

'সিঙ্গল?'

কপাল কুঁচকে ব্যারি সোলটান বলল, 'ঠিক আছে, ফ্রাংক। এটা কোনো ডেটিং সার্ভিস নয়।' ফিরল জাঁর দিকে। 'এ মুহূর্তে কোথায় আছেন মিস হুইটনি?'

'এখানেই আছে। নিউইয়র্কে।'

'ঠিক কোন্ জায়গায়?' গর্জন ছাড়ল বাক।

'নিরাপদ কোনো জায়গায়।'

ব্যারি সোলটান বলল, 'আপনি কি ওঁকে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন?'

'চেষ্টা করতে পারি। তবে গ্যারান্টি দিতে হবে আপনারা ওকে গ্রেপ্তার করবেন না।'

'আমরা কোনো গ্যারান্টি দেব না,' ঘাউ করে উঠল বাক।

'নিশ্চয় গ্যারান্টি দেব,' বাকের কথায় পাত্তা দিল না স্পেশাল এজেন্ট সোলটান। 'আসল জিনিস হলো যেভাবেই হোক মিস কেনেডিকে কথা বলাতে হবে। ওঁকে নিয়ে আসুন, ইন্সপেক্টর রিজ্জো।'

বায়ান্ন

ইন্টারভিউ রুমের দিকে হেঁটে আসছে ট্রেসি, বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। হোটেল থেকে সেজেগুজেই বেরিয়েছে ও। কালো কাশ্মীরি টার্টলনেক এবং আঁটসাঁট বটল গ্রিন সুতির প্যান্ট। ট্রেসি ভেবেছিল এই পোশাকে তাকে অনেক আত্মবিশ্বাসী লাগবে। কিন্তু এফবিআই এজেন্টরা তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

আমি এত নার্ভাস বোধ করছি কেন? জেলে তো আমি যাব না, যাবে ও। আমার হাতে তুরুপের তাস।

শেষবার এলিজাবেথকে ট্রেসি মুখোমুখি দেখে এল. এ-তে, ব্রুকস্টিনদের বাড়ির পেছনে। সেটি ছিল ট্রেসির জন্য একটি বিজয়ের মুহূর্ত। এবারেও তা-ই হওয়া উচিত। তবু তার হাতের তালু কেন ঘামছে?

হয়তো ভেনুটা এর অন্যতম কারণ হতে পারে। এফবিআই-এর নিউইয়র্ক সদরদপ্তর নিশ্চয় ট্রেসির পছন্দের জায়গা হতে পারে না।

'তুমি একদম সেফ থাকবে,' ওকে বলল রিজ্জো। 'গ্লাসের বিপরীত দিকে আমি থাকব, সঙ্গে থাকবে এজেন্ট বাক, সোলটান এবং ডিলানি।'

'চারদিকে এফবিআই'-এর এজেন্ট। বেশ দুশ্চিন্তামুক্ত পরিবেশই বটে,' ঠাট্টার ছলে বলল ট্রেসি। 'আমার লইয়ারকে কি খবর দেওয়ার দরকার আছে, জাঁ?'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

স্পেশাল এজেন্ট সোলটান সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি এখানে এসেছেন বলে খুব খুশি হলাম, মিস হুইটনি। কেনেডিকে কথা বলানোর জন্য আপনার যা যা দরকার সব আপনি পাবেন। আপনাকে সম্পূর্ণ ইমিউনিটি দেওয়া হচ্ছে কাজেই আপনাকে কোনো কিছুর জন্য অভিযুক্ত করা হবে না।'

জাঁ রিজ্জো ট্রেসির কাঁধ চাপড়ে দিল। 'গুড লাক।'

দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল এলিজাবেথ, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। তবে ঘরে যে ঢুকল তাকে দেখে মুখখানা হাসিতে ভরে গেল ওর।

'ট্রেসি!' চেয়ারে হেলান দিল এলিজাবেথ। নার্ভাস হলেও তা লুকিয়ে রাখছে

দক্ষতার সঙ্গে। 'বেশ, বেশ, বেশ। এখন অন্যদলের হয়ে খেলছ, তাই না? তোমাকে দেখে অবাক হয়েছি অস্বীকার করব না। বিশেষ করে আমাদের শেষ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়াটা। শেইলা ব্রুকস্টিনের রুবি বিক্রি করে কত টাকা পেলে?'

'এক দশমিক সাত মিলিয়ন ডলার,' শীতল গলায় জবাব দিল ট্রেসি। 'জানতে চাইলে বলে খুশি হয়েছি।'

আয়না লাগানো ঘরের অপর প্রান্তে বসা মিল্টন বাকের চোয়াল ঝুলে পড়ল এ কথা শুনে।

'ট্রেসি হুইটনিই তাহলে ব্রুকস্টিনদের হার চুরি করেছে?'

'শ্‌শ্‌,' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল জাঁ রিজ্জো। তার চোখ সেঁটে রয়েছে দুই নারীর ওপর। কথা বলছে ট্রেসি।

'আমি টাকাটা একটা চ্যারিটিকে দান করে দিয়েছি।'

'তা তো দেবেই,' এলিজাবেথের ওপরের ঠোঁটটি ঈষৎ বেঁকে গেল। 'সাধুসন্তদের সঙ্গে তো তোমার বরাবরই খাতির।'

মিল্টন বাক হিসিয়ে উঠল জাঁ রিজ্জোর কানে।

'তুমি ব্যাপারটা জানতে! জানতে হুইটনি রুবির নেকলেস চুরি করেছে! বললে না কেন?'

'বলে দিয়ে আমার সোর্স খোয়াই আর কী! আমি কেন তা করতে যাব?' বলল জাঁ। 'তাছাড়া তুমি তো তোমার ইনভেস্টিগেশনে আমাকে নাক গলাতেই দাওনি। ভুলে গেলে?'

'আহ্‌, চুপ করো তোমরা!' ধমক দিল স্পেশাল এজেন্ট সোলটান।

ট্রেসি এখন এলিজাবেথের মুখোমুখি বসেছে।

'বছরটা তোমার ভালো যায়নি, তাই না?' ঠাট্টার সুরে বলল ও।

'প্রথমে ব্রুকস্টিনের হার চুরি করতে পারলে না এখন আবার একজন নয়, দু'দুজন পুলিশের লোকের কাছে ধরা খেলে। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষ করে তুমি যখন ভাবতে একটা বানরও বিয়াঙ্কা বার্কলিকে ধোঁকা দিতে পারে।'

'বিয়াঙ্কা শুধু টোপ নয় ফাতনা মায় বড়শি পর্যন্ত গিলে বসেছিল,' খেঁকিয়ে উঠল এলিজাবেথ। 'আমি ঠিকভাবেই কাজটা করেছিলাম।'

'হুমম। সেজন্যই তো আজ এখানে বসে আছ।'

ট্রেসির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে। কাজটা উপভোগ করতে শুরু করেছে সে। এলিজাবেথ আগের মতোই শীতল রূপের ছটা বিলোচ্ছে। তার ধারালো ফিগারে কোথাও কোনো টোল নেই যদিও ভেতরে ভেতরে মার্বেল পাথরের

মূর্তির মতোই সে অসাড়। এলিজাবেথের ছিপছিপে শরীরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল ট্রেসি। ‘তোমাকে ওরা কারাগারে পেলে খুব খুশি হবে। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি ওখানে ছিলাম।’

কৌতূহল নিয়ে ট্রেসির দিকে তাকাল এলিজাবেথ।

‘তুমি সবকিছু ব্যক্তিগতভাবে নাও কেন?’

‘সম্ভবত আমি রক্তমাংসের একজন মানুষ বলেই। তোমার মতো যন্ত্র নই।’

‘যন্ত্র?’ হাসল এলিজাবেথ, আবার শান্ত হয়ে গেছে। ‘আরে রাখো না, ইয়ার। আমরা দুজনেই সমান, ট্রেসি, তুমি এবং আমি।’

চোখ সরু হয়ে এলো ট্রেসির। ‘সমান? আমি তা মনে করি না।’

‘কেন মনে করছ না? তুমিও চোর। আমিও চোর।’

‘আমি শুধু লোভী লোকদের কাছ থেকে চুরি করি যা ওদের পাওনা।’

‘কাদের পাওনা কার কাছে? তোমার কাছে?’ নাক সিঁটকাল এলিজাবেথ। ‘তোমাকে কে বিচার করার ক্ষমতা দিল?’

‘তুমি শুধু বৃদ্ধ এবং দুর্বলদেরকে হামলা কর,’ বলল ট্রেসি।

কাঁধ ঝাঁকাল এলিজাবেথ। ‘মাঝে মধ্যে। তবে বৃদ্ধ এবং দুর্বলরাও লোভী হয়, তুমি জানো।’

‘তোমার ভাবনা শুধু টাকা নিয়ে।’

‘আবার ভুল বললে। আমার ভাবনা কেবল জেফকে নিয়ে। এ একটি বিষয়ে অন্তত তোমার-আমার মধ্যে মিল আছে।’

ট্রেসি লাফিয়ে উঠল যেন শক খেয়েছে। ঘরের মধ্যেকার পরিবেশ অকস্মাৎ বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল।

‘শুরুতে বিষয়টি শুধু কাজের মধ্যে ছিল, স্বীকার করছি।’ বলল এলিজাবেথ। ‘জেফকে সিডিউস করা ছিল কাজের একটি অংশ। তবে আমাদের দুজনের মধ্যেকার সেক্সুয়াল কেমিস্ট্রি এতটাই উন্মত্ত ছিল যে শীঘ্রি এটি কাজের চেয়েও বেশি হয়ে ওঠে। আমাদের দুজনের জন্যই।’ প্রতিটি শব্দে যেন কাঁকড়াবিছের দংশন করল ও।

টেবিলের নিচে ট্রেসি এত জোরে হাতের তালুতে নখ বসিয়ে দিল যে বেরিয়ে এলো রক্ত।

কেঁদে ফেল না। কোনোরকম আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ো না। ওকে নয়।

‘তো এ কাজটার উদ্দেশ্য কী ছিল?’ প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখল ট্রেসি। ‘জানার কৌতূহল হচ্ছে।’

‘আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল যাতে তোমাদের আলাদা করে দিতে পারি।’

‘কেন? কে তোমাকে ভাড়া করেছিল?’

হাসল এলিজাবেথ। 'তার নাম বলা যাবে না। ধরো এমন একজন যে তোমার সতিসাধ্বির মুখোশটা পছন্দ করে না। যে তোমাকে স্রেফ একটা চোর বলে গণ্য করে এবং ভাবে তোমার কৃতকর্মের শাস্তি হওয়া উচিত।' নিষ্ঠুর হাসল ও।

শান্ত থাকল ট্রেসি। 'তুমি এজন্য কত টাকা পেয়েছ?'

'দুইশো পঞ্চাশ হাজার ডলার।' বলল এলিজাবেথ। 'অবশ্য এ টাকায় এখন আমি বিছানা থেকেই উঠতে চাইব না। তবে ওটা ছিল দশ বছর আগের ঘটনা। এবং আমাকে যা করতে হয়েছে তা হলো বিছানায় যাওয়া। জেফের বিছানা। কাজটা আমার জন্য তেমন কঠিন কিছু ছিল না।'

জাঁ রিজ্জোর চোখ কুঁচকে গেল। সে জানে এ কথাগুলো কতটা আঘাত করছে ট্রেসিকে। প্রার্থনা করল ট্রেসি যেন পিছু না হটে। ইমোশনাল হয়ে পড়ছে এলিজাবেথ, অজান্তেই মেলে ধরছে নিজেকে। ট্রেসি যদি সঠিক বোতামটিতে চাপ দিতে পারে, ওকে ঠিকই মুঠোয় পোরা যাবে।

ট্রেসি বলল, 'তুমি কি জানো ওরা ভাবছে এসবের মধ্যে জেফ জড়িত?'

'জানি,' হেসে উঠল এলিজাবেথ। 'এজেন্ট বাকের ধারণা জেফ আমার গোটা ক্যারিয়ার পরিচালনা করছে আর ওই বেঁটে কানাডিয়ান লোকটা ভাবছে জেফই বেশ্যাদেরকে খুন করছে। আমার কথাও ভাবতে পারে কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত নই। সে আমাকে কিছু ভয়ঙ্কর ছবি দেখিয়েছে। ওইসব ছবি একজন ভদ্রমহিলাকে দেখানো তার উচিত হয়নি।'

'তাহলে তুমি জেফের সঙ্গে কাজ কর না?' ওকে চাপ দিল ট্রেসি।

'না করি না। এবং কোনো খুনের বিষয়েও কিছু জানি না। ওইরকম বীভৎস কাণ্ড করার কথা ভাবলেই তো গা গুলিয়ে আসে।'

'তুমি যদি জেফের সঙ্গে কাজ না-ই করো তাহলে গত সপ্তাহে তার হোটেলে কী করছিলে? তোমাকে ওর সঙ্গে পার্কে কথা বলতে দেখা গেছে, তারপরে একসঙ্গে ফিরেছ গ্রেমার্সি হোটেলে। কী করছিলে দুজনে মিলে?'

'তোমার কী ধারণা কী করছিলাম? স্ক্রাবল খেলছিলাম? বেচারি ট্রেসি!' হেসে ফেলল এলিজাবেথ। 'আমি কোনো নান নই। জেফও কোনো সন্ন্যাসী নয়। আমরা পরস্পরকে উপভোগ করছিলাম। লন্ডনে সেবার তুমি বাগড়া দিয়েছিলে। ধরে নাও এবারে তা পুষিয়ে নিয়েছি। জেফের সঙ্গে আমি কাজ করি না। আমাদের সম্পর্ক পুরোটাই আনন্দ উপভোগ করার ওপর গড়ে উঠেছে।'

গরম পোকার যেন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ট্রেসির কলজেয়। এই শীতল, ভয়ঙ্কর মহিলার সঙ্গে জেফের শারীরিক সম্পর্কের কথা ভাবতেই প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে ও। সে সঙ্গে বিব্রতবোধও করছে। এই মহিলাই জেফকে ওর

জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে। এজন্য এলিজাবেথকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না ও। কিন্তু সেটাই এলিজাবেথ তার বিজয় বলে ভাবছে। মহিলা হয়তো জেলে যাবে। কিন্তু ট্রেসি তো আজীবন সাজা ভোগ করে চলেছে যাতে কোনো জামিনের ব্যবস্থা নেই।

প্রবল চেষ্টায় নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখল ও।

'তুমি বলছ জেফকে নিয়ে তুমি ভাব। তাই যদি হয় তাহলে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য ওকে তোমার সাহায্য করা উচিত।'

ভুরু কোঁচকাল এলিজাবেথ। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'সবাই জানে তুমি একজন পার্টনার নিয়ে কাজ করো।'

'সবাই কারা?'

'যেমন আমি।' বলল ট্রেসি। 'অন্তত তিনটে কাজ তুমি করেছ যা পার্টনার ছাড়া করা সম্ভব ছিল না। কাজগুলো তুমি করেছ হংকং, শিকাগো এবং লিমায়।'

চুপ করে রইল এলিজাবেথ। কিছু বলল না।

'জাঁ রিজ্জোর কথাই যদি ঠিক হয় যে তোমার পার্টনার এই মেয়েগুলোকে হত্যা করছে।'

'তার ধারণা ঠিক নয়।'

'তুমি ঠিক জানো? তোমার কাজ শেষ হওয়ার পরেই একটি করে মেয়ে খুন হয়ে যাচ্ছে। সে হয়তো এ মুহূর্তে তার টার্গেট খুঁজছে।'

চিন্তিত দেখাল এলিজাবেথকে। দীর্ঘ একটা বিরতি। দম বন্ধ করে আছে জাঁ রিজ্জো।

তখন এলিজাবেথ বলল, 'যদি বলি আমার একজন পার্টনার আছে এবং তার নাম তোমাদেরকে বলে দেব। বিনিময়ে কী পাব আমি?'

'কিছুই পাবে না,' বলল ট্রেসি। 'শুধু এতে জেফ সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে মুক্তি পাবে আর আরেকটি মেয়ের জীবন রক্ষা হবে।'

মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। 'তাহলে আমি কিছুই বলব না। আমার লইয়ারকে নিয়ে এসো, একটা ডিল করো। চুক্তিতে থাকবে আজ রাতের চুরির জন্য আমার এক বছরের বেশি সাজা ভোগ করতে হবে না। স্রেফ চুরির চেষ্টা।' সে আয়নার পেছনে বসা দর্শকদের উদ্দেশ্যে নাটকীয়ভাবে 'বো' করল। 'আমার বিরুদ্ধে অন্য কোনো চার্জ আনা যাবে না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল ট্রেসি। 'তোমার মাথাটাই গেছে! ওরা তোমার প্রস্তাবে কখনোই রাজি হবেন না।'

দরজা খুলে গেল। জাঁ রিজ্জো ট্রেসিকে চলে আসতে বলল।

পাশের ছোট ঘরটিতে ট্রেসি এজেন্টদেরকে বলল, 'আপনারা ওর কথা শুনেছেন। আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু সে কোনো ডিল ছাড়া কথা বলবে না।'

মিল্টন বাক তার বসের দিকে তাকাল। 'ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।'

ট্রেসির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'কী? না! আপনার কি মাথা খারাপ? ওকে এভাবে ছেড়ে দেবেন?'

'ও বানর। আমি আসল লোকটাকে চাই।'

'আমি রাজি।' নিচু, দৃঢ় গলায় বলল জাঁ রিজ্জো। 'আমি দুঃখিত, ট্রেসি, তবে বাক ঠিক কথাই বলেছে। এলিজাবেথ কেনেডি কাউকে খুন করেনি। ওর পার্টনারকেই আমাদের দরকার।'

হতাশা নিয়ে স্পেশাল এজেন্ট সোলটানের দিকে ফিরল ট্রেসি। 'আপনারা ওদের দুজনকেই পেতে পারেন। ওকে চাপের ওপর রাখুন। ঠিকই মুখ খুলবে। ওর সাজার মেয়াদ কম হয়তো করা যেতে পারে... তাই বলে মাত্র এক বছর? এবং আর কোনো চার্জ আনা যাবে না? ও আসলে আপনাদেরকে নিয়ে খেলা করছে! আমাদের শুধু কিছুদিন সময় দরকার।'

'আমাদের হাতে সময় নেই,' বলল জাঁ। 'লোকটা যদি এ মুহূর্তে নিউইয়র্ক থেকে থাকে? সে হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেকটা খুন করে বসবে।'

স্পেশাল এজেন্ট সোলটান বলল, 'ওর লইয়ারকে খবর দাও।'

তারপরে সবকিছু এত দ্রুত ঘটতে লাগল যে ট্রেসির মনে হলো সে একটি স্বপ্নের মধ্যে আছে। খবর পেয়ে পনের মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল এলিজাবেথের উকিল। চুক্তিপত্র তৈরি করে তাতে সই করে দিতে মোটেও সময় লাগল না।

'আমি নামটি জানতে চাই,' বলল এজেন্ট বাক।

ইন্টারভিউ রুমে বাকের বিপরীতে বসেছে এলিজাবেথ এবং তার আইনজীবী। ঘরের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে জাঁ রিজ্জো, তার থেকে কয়েক হাত দূরে ট্রেসি। কঠিন প্রস্তরবৎ মুখ। সে জাঁর দিকে তাকাচ্ছে না। রাগে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

ও আমাকে কথা দিয়েছিল এলিজাবেথের জেল হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এলিজাবেথকে খুঁজে বের করে দিলে ওকে সারাজীবন জেলের ঘানি টানাবে। আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু ও আমাকে মিথ্যা বলেছে।

মিল্টন বাক বলে চলল, 'আমি ওই লোক সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য জানতে চাই। তারিখ, সময় সবকিছু জানতে চাই। সমস্ত ডিটেল আমাকে বলো। ও এখন কোথায়?'

'আপনাকে নাম এবং ডিটেইলস আমি বলতে পারব। তবে জানি না এ মুহূর্তে সে কোথায়। কারণ প্রায় তিন বছর ধরে তার সঙ্গে আমার দেখা নেই।'

'তুমি মিথ্যা বলছ!'

শ্রাগ করল এলিজাবেথ। 'প্রয়োজনে আমরা সবাই মিথ্যা বলি, এজেন্ট বাক। তবে এখন যা বলছি সব সত্যি। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় ই-মেইলে এবং কদাচিৎ ফোনে। ইটস বিজনেস। আমরা বন্ধু নই। বন্ধু হলে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতাম না। তো এখন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন বা না করুন আপনাদের ইচ্ছা।'

জাঁ রিজ্জোর ধৈর্যচ্যুতির ঘটছে। 'ফর ক্রাইস্টস শেক, বাক। আমাদের এখন তর্ক করার সময় নেই।'

'বেশ,' ঘাউ করে উঠল এজেন্ট বাক। 'নামটা বলো।'

এলিজাবেথ তার উকিলের দিকে তাকাল। সে মাথা ঝাঁকাল।

'আমার পার্টনার আসলে ট্রেসির পরিচিত একজন। পুরনো পরিচিত।' ট্রেসি ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'তার নাম–' নাটকীয়তা আনতে সে এক সেকেন্ড বিরতি দিল। তারপর বলল–'তার নাম ডেনিয়েল কুপার।'

তৃতীয় খণ্ড

তেপ্পান্ন

ক্যাপ্টেন সিটবেল্ট সাইন অফ করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল ডেনিয়েল কুপার। তারপর তার ইকোনোমি আসনটি যত সম্ভব পেছনে এলিয়ে দিয়ে তাতে হেলান দিল আরাম করে। লিনডট চকোলেটের একটা টুকরো ভেঙে মুখে পুরে চোখ বুজল। জিভে মিষ্টি স্বাদটা অনুভব করছে।

সকল আনন্দই পাপ, জানে ও। তাই গত কয়েক বছরে নিজের বেশিরভাগ কামনা-বাসনা গলা টিপে হত্যা করেছে ডেনিয়েল কুপার। *আমি ন্যায়ের এক তরি, প্রভুর খাঁটি ভৃত্য*। তবে সে জানে এখনও প্রভুর প্রতিনিধিত্ব করার সমস্ত গুণ অর্জন করতে পারেনি। এখন তক নয়। যখন পারবে, যখন তার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটবে, প্রভু তার হাতে তুলে দেবেন ট্রেসি হুইটনিকে। সে নিশ্চিত সেই দিনটি আর বেশি দূরে নয়। ট্রেসি– তার ট্রেসি, তার সোল মেট–অবশেষে তার কাছে আসছে। এতদিন ধরে সে ভেবেছে ট্রেসি মারা গেছে! মারা না গেলেও অদৃশ্য হয়ে গেছে চিরতরে। তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে সারাজীবনের জন্য। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। প্রভু তাকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগটি দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে ডেনিয়েল কুপার।

এয়ারলাইন ব্ল্যাংকেটের নিচে নিজের শরীরে হাত বুলাতে লাগল ও।

ঈশ্বর ডেনিয়েল কুপারকে আহ্বান করেছিলেন আইন ভঙ্গকারীদেরকে খুঁজে বের করে তাদের ন্যায়বিচার করার জন্য। কিন্তু সমাজের ছিল অন্যরকম মতলব। ডেনিয়েল নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে যোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অফিশিয়ালি তার দোষ ধরা হয় সে অত্যন্ত বেঁটে বলে তবে ডেনিয়েল জানে তার কর্তাব্যক্তিরা তাকে পছন্দ করে না। তাদের চোখে সে একটা উদ্ভট চরিত্রের মানুষ। এফবিআইও তাকে চাকরিতে নেয়নি। তাকে বাদ দিয়ে তার চেয়ে অনেক কম কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেটদেরকে সুযোগ দিয়েছে। তার সম্পর্কে কর্তাব্যক্তিদের মন্তব্য ছিল কুপার অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেও তার মধ্যে অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি একাত্ম হওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। সে কপট। একজন আবার হাতে লিখে যোগ করলেন : **বর্ডার লাইন সাইকোটিক?**

ডেনিয়েল কুপার এরপরে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করে, পরে একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি পায়। তার কাজ ছিল প্রবঞ্চকদের খুঁজে বের করা। এ কাজের দক্ষতাই তাকে ট্রেসি হুইটনির মুখোমুখি দাঁড়া করিয়ে দেয়।

ডেনিয়েল কুপারের বিশ্বাস সে ট্রেসি হুইটনিকে রক্ষা করতে পারবে। ঈশ্বর তাকে একের পর এক স্বপ্নে এ কথাই বলেছেন। শয়তান তাকে ট্রেসির শরীর নিয়ে নোংরা চিন্তা করতে প্রলুব্ধ করলেও ডেনিয়েল চেয়েছে ট্রেসিকে ধরে ন্যায়বিচারে রাস্তায় নিয়ে আসবে। কিন্তু ট্রেসি কন আর্টিস্ট হিসেবে তার লম্বা ক্যারিয়ারে কুপারকে বারবারই ফাঁকি দিয়েছে। প্রথমে সে নিজে, পরে ওই বিশ্রি জেফ স্টিভেন্সটার সাহায্যে ট্রেসি তার সকল শত্রুকে নাজেহাল করেছে। বিশ্বজুড়ে পুলিশ ফোর্স নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণেই ট্রেসি হুইটনিকে খাটো করে দেখছিল। ডেনিয়েল কুপার তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মাদ্রিদ, লন্ডন, প্যারিস এবং আমস্টারডামে। কিন্তু ফ্যারিসিদের (ধার্মিকতা ও আচারনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়–অনুবাদক) মতো তারাও ছিল অহংকারে অন্ধ। ফলে মন্দলোকদের জয় হয়েছে।

তবে আমস্টারডামেই সবকিছু বদলে যায়।

ট্রেসি এবং জেফ লুকানান হিরে চুরি করেছিল, পোষা কবুতর দিয়ে ওটা পাচার করে দিয়েছিল শহরের বাইরে। কুপারের সপ্তাহব্যাপী নজরদারী এবং পরিকল্পনা সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সেবারে রামছাগল ইন্সপেক্টর ভ্যান ডুরেনের কারণে কুপারের জাল থেকে সটকে যায় ট্রেসি। শিফল বিমানবন্দরের বোর্ডিংগেটে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল ও, ফিরে তাকিয়েছিল কুপারের দিকে। চোখে চোখ রেখে যেন ওর সমস্ত গোপন কথা জেনে ফেলেছিল। সেই দিনটির কথা জীবনেও ভুলবে না কুপার। ওই মুহূর্তেই ট্রেসির সঙ্গে তার একটা বন্ধন তৈরি হয়ে যায়।

যখন ঈশ্বর দুজনকে একত্রিত করেন তখন মানুষের কী সাধ্য তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে।

ডেনিয়েল কুপারও ট্রেসি হুইটনির চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছিল এবং সে তার চোখে যা দেখছিল তা কোনোদিন কুপার না পারবে ভুলতে না পারবে ক্ষমা করতে করুণা! ট্রেসি হুইটনি–একটা চোর, একটা দেবী, একটা বেশ্যা– তার কী সাহস ডেনিয়েল কুপারের জন্য তার করুণা হয়!

এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ওইদিনই ঈশ্বর কুপারকে একটি মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বুঝতে পারে যে পাপ সে করেছে তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি। যথেষ্ট মূল্য সে শোধ করতে পারেনি। ট্রেসির হাতে হবে তার পরিত্রাণ তথা পাপমোচন। তবে তার আগে তাকে আরও কিছু কাজ করতে হবে।

ডেনিয়েল কুপার পরদিনই ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে রিজাইন দিল। সে এবারে পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। যারা নিজেদের অজ্ঞতা এবং অহংকারের জন্য ট্রেসিকে বহুবার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

ইউরোপ জুড়ে ট্রেসিকে ধাওয়া করতে গিয়ে ডেনিয়েল কুপার খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল স্থানীয় আইনি প্রশাসনকে কী করে ঘোল খাওয়ানো যায়। ইন্টারপোলকে তো তার স্রেফ একটা মস্ত ঠাট্টা বলে মনে হয়। ট্রেসির মতো সে-ও ফেডারেল ব্যুরোকে চতুরালিতে ছাড়িয়ে যাওয়াটা উপভোগ করবে। তবে ডেনিয়েলের চুরি-ডাকাতিগুলো ট্রেসির চেয়েও অনেক বড় মাপের হবে।

ট্রেসি হুইটনি এবং জেফ স্টিভেন্স তাকে শিখিয়েছে দুর্বল, দুর্নীতিবাজ পুরুষদেরকে ফাঁদে ফেলে ধোঁকা দিতে একটি সুন্দরী মেয়ে কত কাজে লাগতে পারে। নিজে আড়ালে থেকে এক নারী পার্টনারের সন্ধানে নেমে পড়ে ডেনিয়েল কুপার।

লন্ডনে এক কন্ট্যাক্টের সাহায্যে হঠাৎ করেই এলিজাবেথ কেনেডিকে পেয়ে যায় সে। এলিজাবেথের বয়স তখন খুবই কম, উনিশ-কুড়ি হবে বোধহয়, দারুণ যৌন উদ্দীপক চেহারা এবং নীতি-নৈতিকতার বালাইহীন। শোরডিচে এক ক্যাফেতে ডেনিয়েল কুপার ওর সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করেছিল, মেয়েটিকে তার মনে হয়েছিল মানবিক আবেগশূন্য এবং যার মধ্যে নারীর নশ্বরতা নেই। ইয়ুথ কাস্টাডি থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত, ওখানে তাকে যেতে হয়েছিল ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির দায়ে– আসলে ডেনিয়েল কুপারই তাকে কাজটার দায়িত্ব দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে যায় মেয়েটা– এলিজাবেথ ছিল পরিপক্ক, বুদ্ধিমতী এবং ফোকাসড। ফিফটি ফিফটি প্রফিটের ভিত্তিতে সে ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়।

প্রথম কয়েক বছর নির্বিঘ্নেই চলেছে পার্টনারশিপ। ডেনিয়েল এবং এলিজাবেথ মিলে পরিকল্পনা করে বিশ্বজুড়ে রত্ন এবং চিত্রকলা সাফল্যের সঙ্গে চুরি করেছে হুইটনি-স্টিভেন্সের মডেল অনুসরণ করে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে, তাদের লক্ষ্য ছিল উঁচু এবং প্রচুর টাকা কামিয়েছে দুজনে মিলে। এত দ্রুত ধনী হয়ে উঠবে ওরা নিজেরাও বোধকরি ভাবেনি।

এলিজাবেথ তার উপার্জিত ব্যয় করে কিনেছে হিরে, গাড়ি, নানান জায়গায় ছুটি কাটাতে গেছে এবং আবাসন ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে। ডেনিয়েল কুপার তার প্রতিটি পাই পয়সা সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমিয়ে রেখেছে। বস্তুগত আরাম আয়েশের তার প্রয়োজন নেই, এগুলো সে ভোগ করার উপযুক্ত বলেও মনে করে না নিজেকে। সে অনাড়ম্বর, সহজ-সরল জীবনযাপনে বিশ্বাসী। তাছাড়া টাকাটা সে কামিয়েছে ট্রেসি এবং তার জন্য। একদিন, যখন প্রভুর দেওয়া অপর কাজটি শেষ হয়ে যাবে এবং মায়ের রক্তে ভেজানো ডেনিয়েলের আত্মাটি পরিষ্কার হবে, সে এবং ট্রেসি বিয়ে করবে। ডেনিয়েল কুপার ট্রেসি হুইটনিকে রানির মর্যাদা দেবে এবং সে কুপারের পূজা করবে, তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, তাকে আনন্দ দেবে এবং প্রতিদিন বলবে সে ওই বকোয়াস ফুলবাবু জেফ স্টিভেন্সের চেয়ে প্রেমিক হিসেবে অনেক উঁচু দরের।

জেফ স্টিভেন্সকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে বলেই ডেনিয়েল কুপার প্রথম ভুলটি করে ফেলেছিল এলিজাবেথকে সে 'হানিট্র্যাপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিল জেফ এবং ট্রেসির বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনাটি অবশ্য কাজে লেগেছিল। ডেনিয়েল কুপারের সব কল্পনাই কাজে লাগে। সে একজন জিনিয়াস। তবে এ ঘটনার প্রথম করুণ পরিণতি হয় যে ট্রেসি হুইটনি হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তার আর কোনো খোঁজই পায়নি কুপার। দীর্ঘ ন'টা বছর সে ভেবেছিল মারা গেছে ট্রেসি। সে কথা ভাবলে এখনও শিউরে ওঠে গা।

দ্বিতীয় ফলাফলটি প্রভাবিত করে এলিজাবেথকে। ডেনিয়েল কুপার বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে পুরুষদের প্রতি আবেগশূন্য মিস কেনেডি জেফের প্রেমে পড়েছে! এলিজাবেথকে নিয়ে সে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে বহু বড় বড় দুঃসাহসী চুরি করেছে। কিন্তু হানিট্র্যাপ পর্বের পরে, ট্রেসি যখন অদৃশ্য, ওদের মাঝখানের সেই ডিনামাইটটি আর কখনো আগের মতো কাজ করেনি। এলিজাবেথ ক্রমে অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে এবং পার্টনারের দাবি মেটাতে গিয়ে তার ভেতরে ক্লান্তি ভর করে। অনিবার্যভাবেই তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ গত সামারে ব্রুকস্টিনদের রুবির হার চুরিতে এলিজাবেথের ব্যর্থতা। তবে ডেনিয়েল কুপার মনে করে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। নইলে লস এঞ্জেলসের ঘটনায় কেমন অলৌকিকভাবে তিনি ট্রেসিকে কুপারের কাছে ফিরিয়ে আনলেন। কবর থেকে একদম জিন্দা অবস্থায়।

আরও একবার ঈশ্বর ডেনিয়েলকে একটি মেসেজ দিয়েছেন এবং এতে ট্রেসি হুইটনিকে তিনি দূত হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট, পুত্র। বলছেন ঈশ্বর। *বলিদানের মাধ্যমে তুমি আমার ক্রোধ প্রশমিত করেছ এবং তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছ। এখন তুমি তোমার বিয়ের কনেকে পাবে এবং চিরকালের মুক্তি লাভ করবে।*

এলিজাবেথ কেনেডি নিউইয়র্কে গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে অবাক হয়েছে মাত্র ডেনিয়েল কুপার। তবে এতে তার কোনো সমস্যা হবে না। এলিজাবেথকে নিয়ে তার আর কোনো মাথাব্যথাও নেই। তার সমস্ত চিন্তা এখন ট্রেসিকে ঘিরে।

ব্ল্যাংকেটের নিচে ডেনিয়েল কুপার যৌন উত্তেজনার প্রায় চরমে পৌঁছে যাচ্ছিল। সে ঝুঁকে তার অন্ডকোষের থলে চেপে ধরল এবং এত জোরে নখ বসিয়ে দিল যে বেরিয়ে এলো রক্ত। যন্ত্রণার অশ্রু বেরল চোখ ফেটে। বীর্যস্খলন হতে সে জিভ কামড়ে ধরল যাতে চিৎকারটা মুখ থেকে বেরিয়ে না যায়।

'আমি দুঃখিত, প্রভু!' কেঁউ কেঁউ করে বলল সে, 'আমি সত্যি দুঃখিত।'

প্লেন সগর্জনে উড়ে চলল অনেক উপরের রাতের আকাশে।

চুয়ান্ন

রেস্টুরেন্টটির ভেতরকার পরিবেশে ইউরোপীয় একটি ভাব আছে। টেবিলক্লথগুলো রেশমি কাপড়ে ঢাকা, পুরনো চেয়ারে ফুলপাতার ছবিঅলা কুশন। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে ক্রিসমাস ক্যারল। কিন্তু এ মুহূর্তে ট্রেসি এবং জাঁ রিজ্জো দুজনেই বিপর্যস্ত।

এলিজাবেথ কেনেডিকে গ্রেপ্তারের পর তিনদিন কেটে গেছে। তিনদিন ধরে ডেনিয়েল কুপারকে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ চলছে। নখর বাড়ানো উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মাঝে কাটছে সময়। যদিও এখন পর্যন্ত আঘাত হানেনি বাইবেল কিলার, অন্তত প্রত্যাশিত সময়কালের মাঝে নয়। খুনি যদি কুপারই হয়ে থাকে তবে সে তার MO পরিবর্তন করেছে এলিজাবেথের গ্রেপ্তারের কথা শুনে। যদিও মিল্টন বাক ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছে ডেনিয়েল কুপার রাস্তাঘাটের কতগুলো বেশ্যাকে হত্যা করে সময় নষ্ট করবে না। সে জাঁ রিজ্জোকে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে হত্যা এবং চুরির ঘটনার মধ্যে সংযোগের যে সম্ভাবনার কথা ভাবছে রিজ্জো তা স্রেফ আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র।

জাঁ এক বোতল বোর্দোর অর্ডার দিয়ে ট্রেসির জন্য অনেকটা মদ ঢেলে দিল গ্লাসে।

ট্রেসি বলল, 'আমি তোমার ওপরে এখনও রেগে আছি। তুমি কি তা জানো?'

'জানি।'

'তুমি বলেছিলে এলিজাবেথের কঠিন সাজা হবে। সে সহজে জেল থেকে ছাড়া পাবে না।'

'কঠিন সাজা তো হবেই।'

'এক বছরের জেল একটা কঠিন সাজা হলো! এটা একটা ঠাট্টা, জাঁ, এবং তুমি তা জানো। তুমি বুঝতে পারছ কুপারকে হয়তো কোনোদিন খুঁজে পাবে না? তুমি এবং বাক মিলে এলিজাবেথকে ধরলে এবং ওর সঙ্গে কীসের বিনিময় হলো? একটা নাম। একটা ছায়া।'

গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিল জাঁ রিজ্জো। 'আমরা ওকে খুঁজে পাব। পেতেই হবে।'

তবে কথাটা নিজেরই বিশ্বাস হলো না ওর।

ট্রেসি লোকটির ভারী পাতা নিয়ে ধূসর চোখজোড়ার দিকে তাকাল। এক সময়ের কালো চুল এখন ধূসর। *ওকে ক্লান্ত লাগছে। এবং পরাজিত*। নিজের কাছে স্বীকার না করলেও ট্রেসি জানে সে জাঁকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। জাঁ এবং মেয়েগুলোর পরিণতির কথা ভেবে ট্রেসি মনে মনে আশা করছে ডেনিয়েল কুপারই যেন সেই খুনিটা হয় যাকে ওরা খুঁজছে। কুপারকে সে যতটুকু চিনত তাতে তার সঙ্গে নির্দয়, ধর্ষকামী এক খুনিকে মেলাতে পারছে না ট্রেসি।

'তুমি একে চিনতে,' অ্যাপিটাইজার আসার পরে মন্তব্য করল জাঁ। দুটো সিজার সালাদ সঙ্গে হেরিং মাছের চাটনি। ওদের দুজনেরই পছন্দ এ খাবার। 'আমরা এলিজাবেথকে জেরা করছি বটে কিন্তু তোমার পারসেপশন কী?'

চোখ ঘষল ট্রেসি। তারও বেশ ক্লান্তি লাগছে। 'আমি আসলে ওকে সেভাবে চিনতাম না। ও ছিল আমার কাছে একটা ছায়ার মতো। সবসময়ই এক বা দুই কদম পেছনে থাকত। ওকে কখনো আমার হুমকি বলে মনে হয়নি। আমি ভেবেছিলাম ও একরকম...'

'কী?'

সঠিক শব্দটি হাতড়াল ট্রেসি। 'কী বলব– প্যাথেটিক বলেই মনে হতো। লোকটা চালাকচতুর ছিল। জেফ ভাবত কুপার আমার প্রেমে পড়েছে।' হাসতে লাগল ও।

'প্রেমে পড়েছিল কি?'

'সেরকম ভাবার অবকাশ তো ছিল না। ও আমার পেছনে লেগেছিল কীভাবে আমাকে ধরে জেলে পাঠানো যায় সেই চেষ্টায়। কাজেই আমি বলব না! জেফের ধারণা লোকটা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু তুমি ওকে বিপজ্জনক ভাবতে না?'

'না। এটা অদ্ভুতই বলা যায় কারণ কুপারকে অপছন্দ করার প্রচুর কারণ ছিল।'

একটা ভুরু তুলল রিজ্জো। 'কীরকম?'

'ডেনিয়েল কুপার জানত আমি নিরপরাধ, বেহুদা জেল খাটছি। সে লুইজিয়ানার ওই নরকে এসে অনেক কথাই বলেছে।'

'কুপার জেলখানায় গিয়েছিল?'

মাথা দোলাল ট্রেসি। জেলখানার দিনগুলোর কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল শরীর। সে কারাগারের স্মৃতি কখনো কাউকে বলেনি। তার জীবনের অন্ধকারতম দিন ছিল ওগুলো। বিগ বার্থা, আর্নিস্টিন লিটলচ্যাপ, লোলা এবং পলিটার কথা ভুলতে বহু বছর সময় লেগেছে ওর। তারপর সেই বেদম প্রহার। সেই আতঙ্ক। সেই অসহায়ত্ব।

'ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ওকে পাঠায়। কুপার ওখানে বসে বলে সে প্রমাণ করে দিতে পারবে আমি রেনোয়া চুরি করিনি। জো রোমানো ইনস্যুরেন্সের টাকা পেতে আমাকে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমি যখন ওর কাছে সাহায্য চাইলাম রাজি হলো না। আমাকে ওই নোংরা কারাগারে ফেলে রেখে চলে গেল পচে মরার জন্য।'

তথ্যটি হজম করে জাঁ প্রশ্ন করল, 'সে কেন অমন কাজ করেছিল বলে তোমার ধারণা?'

ট্রেসি একটু ভেবে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। যেন ওটা...' শব্দগুলোয় নিজের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে ধস্তাধস্তি করছে... 'আমার মনে হয়েছিল ওটা পার্সোনাল কোনো বিষয় না। লোকটা ছিল যন্ত্রের মতো। সে হিসেবে বিচার করলে এলিজাবেথের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। সত্যি বলতে কী আমার মনে হয় না ও ইচ্ছা করেই চেয়েছিল আমি যেন ওখান থেকে বের হতে না পারি।'

'তোমার মনে অনেক মায়া, ট্রেসি,' বলল জাঁ।

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেসি। 'তুমি কুপার সম্পর্কে আমার ধারণা জানতে চেয়েছ। আমিও তাই বলছি। জেল থেকে বেরবার পরে লম্বা একটা তালিকা করেছিলাম আমি যাদের ওপর প্রতিশোধ নেব। জো রোমানো, অ্যান্থনি ওরসাত্তি, পেরি পোপ, তারপর ওই হারামি বিচারক লরেন্স। এরা সবাই ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ, ধূর্ত এবং ভাবত কেউ তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।' স্মৃতি মনে পড়তে ট্রেসির সবুজ চোখজোড়া ভীষণভাবে জ্বলে উঠল। জাঁ রিজ্জো এবারই প্রথমবার নয় যে ভাবল রেগে গেলে মেয়েটাকে ভারী সুন্দর লাগে। 'ডেনিয়েল কুপারের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে দুর্নীতিবাজ নয়। বরং উল্টো। লোকটা একটু ধর্মান্ধ টাইপের।'

'তারপরও সে গোটা একটা দশক বিশ্বমানের আর্ট এবং জুয়েলারি চুরি করে বেরিয়েছে,' বলল জাঁ। 'এটা দুর্নীতি নয়?'

'বিষয়টি নির্ভর করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর,' বলল ট্রেসি। 'আমার মনে হয় না সে ব্যাপারটিকে ওভাবে দেখে।'

'অপরাধ জগতে ডেনিয়েল প্রবেশ করেছে বলে তুমি তাহলে অবাক হচ্ছ না?'

'সত্যি বলছি গত দশ বছর ডেনিয়েল কুপার আমার ভাবনাতেই ছিল না।'

'তোমার কি মনে হয় ও ওই মেয়েগুলোকে হত্যা করেছে?'

প্রশ্নটি এমন সরাসরি, হকচকিয়ে গেল ট্রেসি।

'বলতে পারব না,' বলল ও। তবে জাঁ-এর মুখভাব দেখে যোগ করল, 'বুঝতে পারছি এরকম জবাব তুমি চাওনি। তুমি চাইছ এ বিষয়ে আমার ইন্সটিংক্ট কী কথা বলে তা জানতে। তবে সত্যি হলো আমি জানি না। আমার মনের একটা অংশে সত্যি ওর জন্য দুঃখবোধ হয়। এফবিআই ফাইল থেকে জানলাম ওর মা ওর ছেলেবেলায় খুন হয়েছিল, কুপার তার লাশ দেখেছিল...' গলার স্বর আবছা হয়ে এলো ট্রেসির। 'আমি বলতে পারব না। মনে হয় ও খুব একা এবং করুণ একটা জীবনযাপন করেছে। দ্যাটস অল।'

'বেশিরভাগ হত্যাকারী তা-ই করে।' থমথমে মুখে বলল জাঁ।

তার ফোন বেজে উঠল। ফোনে সাড়া দিল রিজ্জো। ট্রেসি দেখল রিজ্জোর মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। জাঁ কিছু বলার আগেই সে বুঝে ফেলল ঘটনা কী।

'আবার ওটা ঘটেছে, না? ওরা আরেকটি মেয়ের লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

অন্ধকার চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল জাঁ রিজ্জো। 'চলো, বেরই।'

আট ঘণ্টা পরে ট্রেসি তার হোটেল রুমে ব্যাগ গোছাচ্ছে, জাঁ রিজ্জো নক করল দরজায়।

সারা রাত সে ক্রাইম সিনে ছিল। এখনও রেস্টুরেন্টের সেই শার্ট গায়ে। চোখ লাল।

'তোমার ঘুমানো দরকার,' ট্রেসি বলল ওকে।

'সেই লোকই সন্দেহ নেই,' ধপাস করে একটি চেয়ারে বসে পড়ল জাঁ। 'মেয়েটার নাম লোরি হ্যানসেন। যখন তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় তার কমপক্ষে ত্রিশ ঘণ্টা আগেই সে মারা গেছে। তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, অত্যাচারের চিহ্ন আছে শরীরে, গলা টিপে মেরেছে। অ্যাপার্টমেন্ট ছিল গোছানো, লাশটিও তাই। আর ওই শালার বাইবেল...'

ট্রেসি ওর কাঁধে হাত রাখল। 'তোমার করার কিছু ছিল না।'

'অবশ্যই ছিল,' বিস্ফারিত হলো জাঁ। 'আমি ওকে বাধা দিতে পারতাম! আমি ওকে খুঁজে নিয়ে থামিয়ে দিতে পারতাম। এটা ডেনিয়েল কুপারের কাণ্ড। অবশ্যই সেই। এলিজাবেথ বলেছে লোকটা তাকে সবসময় ধর্মীয় বাণী শোনাত।'

'স্বীকার করছি সেরকমই মনে হচ্ছে,' সুটকেস বন্ধ করল ট্রেসি।

'সে আরও বলেছে তোমাকে এবং স্টিভেন্সকে নিয়ে কুপারের অবসেশন ছিল। সে ইচ্ছাকৃতভাবেই তোমাদের কলাকৌশলগুলো নকল করত। কুপারই এলিজাবেথকে পয়সা দেয় জেফকে সিডিউস করে তোমাদের বিয়েটা ভেঙে দিতে।'

রিজ্জোকে লুকিয়ে ওয়ালেট থেকে নিকোলাসের একটি ছবি বের করল ট্রেসি। গভীর স্নেহ আর ভালোবাসা নিয়ে ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। ওর কাছে ফিরে যেতে অস্থিরতা বোধ করছে ট্রেসি, ওকে ও বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চায়, ওর ছোট্ট শরীরের গন্ধ পেতে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে আছে। ডেনিয়েল কুপার কিংবা জেফ স্টিভেন্সকে নিয়ে আর কিছু শোনার আগ্রহ বোধ করছে না ও। আজ সকালেই নাশতার সময় পত্রিকায় পড়েছে এক রুশ মেয়ের কাছ থেকে কিছু বাইজেনটাইন কয়েন চুরি হয়েছে। তখন মেয়েটি উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড বল-এ ছিল। ট্রেসি জানে এটা জেফের কাজ। লেখাটি পড়ার সময় মুহূর্তের জন্য নিজেকে জেফের খুব কাছাকাছি মনে হয়েছিল ট্রেসির, তারপর রাগ হয়েছে, শেষে মনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়, এ শহর থেকে, দূরে সরে যেতে চায় জেফ এবং সকল পাগলামি থেকে যার জন্য একসময় ও কঠোর পরিশ্রম করেছিল।

জাঁ রিজ্জো বলল, 'আমার মনে হয় জেফ স্টিভেন্সই ঠিক কথা বলেছিল। আমার বিশ্বাস ডেনিয়েল কুপার তোমার প্রেমে পড়েছিল।'

বিছানা থেকে সুটকেসটি তুলল ট্রেসি।

'আমরা ধারণা সে এখনও তোমার প্রেমে দিওয়ানা।'

'হাস্যকর কথা বলো না।'

দরজায় পা বাড়িয়েছে ট্রেসি, ওকে হাত তুলে বাধা দিল জাঁ।

'না, হাস্যকর কথা বলছি না। আমি নিশ্চিত ও তোমার কাছে আসবে, ট্রেসি। অবশেষে।'

'আমাকে যেতে দাও।'

'যাবে? না। তুমি যেতে পারবে না,' বলল জাঁ। 'তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আমরা এখন ঘটনার খুব কাছাকাছি! প্লিজ, নিউইয়র্কেই থাক তুমি অন্তত আরও কয়েকটা দিনের জন্য। কুপার হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে।'

'সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে।'

'ট্রেসি, প্লিজ। তোমার সাহায্য পেলে আমরা–'

'জাঁ,' সদয় তবে দৃঢ় গলায় বলল ট্রেসি। 'আমি থাকছি না। আরেকটি দিন দূরে থাক আরেক মিনিটের জন্যও আমি থাকতে পারব না। তুমি নিকোলাসকে সব কথা খুলে বলার হুমকি আবার দিতে পার। কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবে না। এখন ক্রিসমাস। আমি আমার ছেলের কাছে যাব।' জাঁকে ঠেলে সরিয়ে দরজা খুলল ও। 'যদি প্রয়োজন হয় তোমার কাছে আমার নম্বর তো রইলই।'

জাঁ রিজ্জো দাঁড়িয়ে রইল জায়গায়। দেখছে চলে যাচ্ছে ট্রেসি। নিজেকে ওর বঞ্চিত এবং বিচ্ছিন্ন মনে হলো। শুধু এ কেসটির জন্য নয়। ট্রেসি যখন কাছে থাকে নিজেকে ওর আশাবাদী এবং শক্তিশালী মনে হয়। ওকে ছাড়া দুনিয়ার হতাশা এবং একাকীত্ব হুড়মুড়িয়ে ছুটে এলো জাঁ-র দিকে। এরকম একটি মেয়েকে কী করে চলে যেতে দিল জেফ স্টিভেন্স?

'তুমিও বাড়ি যাও না?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেসি। 'তোমারও তো বাচ্চা-কাচ্চা আছে।'

লুক এবং ক্লেমেন্সের কথা মনে পড়ল জাঁর। ওদেরকে অনেক দিন সময় দেয় না সে ভাবতেই অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো মন।

'আমি তোমাকে ফোন করব,' বলল ট্রেসি।

চলে গেল সে।

পঞ্চান্ন

সাবধানে এবং সযত্নে বাসনকোসনগুলো ত্যানা দিয়ে মুছে নিচ্ছে ব্লেক কার্টার। সে সবসময় এভাবেই কাজ করে। তার বাবা তাকে শিখিয়েছেন। ওর বাবা বলতেন, 'ঈশ্বর সময় তৈরি করেছেন কিন্তু মানুষ তৈরি করেছে তাড়া।' ব্লেকের বাবা উইলিয়াম কার্টার একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি সাদা-কালো, ভুল এবং সঠিকের সাধারণ একটি জগতে বাস করতেন। তবে ব্লেক যে মহিলাটির সঙ্গে গত দশ বছর ধরে আছে, যে তার মালকিন, যাকে সে মনে মনে ভালোবাসে, তার জগৎটা ব্লেকের কাছে মনে হয় ধূসর। মনে হয় দুজনের পরিচয় হওয়ার আগে যে দুনিয়াটা থেকে ট্রেসি এসেছিল তা বর্তমানের মতো মোটেই সহজ-সরল ছিল না। সে এসেছে একটি জটিল, কঠিন, ধূসর পৃথিবী থেকে।

জাঁ রিজ্জোকেও তা-ই মনে হয় ব্লেকের। ট্রেসি নিকোলাসকে যেবার এল.এ'তে নিয়ে গেল তারপর থেকেই ব্লেক লক্ষ করেছে মেয়েটার জীবনটা কেমন ধূসর হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তার অতীত তাকে ধাওয়া দিচ্ছে। আর জাঁ রিজ্জো যেদিন হাজির হলো দোরগোড়ায় তারপর থেকে অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। ব্লেক খেয়াল করেছে ফোন আসলেই দারুণ চমকে ওঠে ট্রেসি। চোখেমুখে খেলা করে ভয়। নিউইয়র্ক থেকে 'ক্রিসমাস শপিং ট্রিপ' শেষ করে সে বাড়ি ফিরেছে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে গেছে। এবং কোনো কিছুই কিনে আনেনি। ব্লেকের মনে হচ্ছে তার এবারে কিছু বলা উচিত। তবে কবে, কখন, কীভাবে বলবে সে জানে না।

আজ বড়দিন। রাত ন'টা। নিকোলাসকে নিয়ে ট্রেসি ফ্যামিলি রুমে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে কাউচে। নিকোলাসের সঙ্গে টিভিতে *দ্য পোলার এক্সপ্রেস* দেখছে। এ নিয়ে বোধহয় মা-ছেলে হাজারবার দেখল ছবিটা। ট্রেসির এ আরেকটা রহস্য। সে এত রাফ অ্যান্ড টাফ কিন্তু তার মধ্যে অদ্ভুত ছেলেমানুষী একটা ব্যাপারও আছে। ব্লেক কার্টারের মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। সম্ভবত বিয়ে না করার পেছনে এটি অন্যতম একটি কারণ। সে কোনোদিন প্রেম করেনি। তবে ট্রেসির ছেলেমানুষী চেহারাটি তাকে বড্ড মুগ্ধ করে। ট্রেসি জানে না ব্লেক তার এই সারল্যের প্রেমে পড়ে আছে।

ব্লেক তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে ট্রেসি বলল, 'কী হয়েছে? কোনো সমস্যা?'

'না, না, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাজ প্রায় শেষ।'

নিকোলাসকে পশমি কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে রেখে কিচেনে ব্লেকের সঙ্গে যোগ দিল ট্রেসি। 'একা একা সব কাজ করার দরকার নেই। কাল তো লিন্ডা আসছেই।'

'জানো না আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখতে নেই?' হাসল ব্লেক। 'দরজাটা একটু বন্ধ করে দেবে?'

শেষ প্লেটটি মুছে ফেলল ব্লেক। ফ্যামিলি রুমের দরজা বন্ধ করে চকোলেটের একটি বাক্স খুলল ট্রেসি।

'নেবে একটা?'

'না, ধন্যবাদ। ট্রেসি, শোনো। তোমাকে কথা বলার আছে আমার।'

ট্রেসি লক্ষ করল ব্লেকের হাত কাঁপছে। এ মানুষটাকে সে সবসময় ধীর স্থির শান্ত দেখেছে। ওর নার্ভাস লাগতে লাগল।

'তুমি অসুস্থ নও তো?'

'অসুস্থ?' ভুরু কোঁচকাল ব্লেক। 'না। আমি অসুস্থ নই। আমি... ইয়ে মানে... বলছিলাম কী... আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

নগ্ন বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রেসি।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

অনেকক্ষণ ট্রেসির মুখে কোনো কথা যোগাল না। তারপর শুধু বলল, 'আমি... ওয়াও!'

'জানি আমি বুড়ো। তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি, ডার্লিং,' ব্লেক শান্ত, সংযত ভঙ্গিতে কথা বলছে। 'তবে আমার বিশ্বাস আমরা দুজনে এখানে খুব সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে পারব। আর তোমার ছেলেটিকে তো আমি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসি।'

'জানি আমি,' বলল ট্রেসি। 'নিকিও তোমাকে ভালোবাসে। আমিও।'

বুকটা খুশিতে ভরে গেল ব্লেকের।

'তবে আমি তোমার স্ত্রী হতে পারব না, ব্লেক।'

বুড়ো কাউবয় গভীর দুটো দম নিল। 'তোমার জীবনে আর কেউ আছে, ট্রেসি?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ট্রেসি। 'ওভাবে কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, আমার হৃদয়ের মধ্যে একজন আছে।'

'নিকির বাবা?'

ওই মুহূর্তে বড়ই বিপন্ন বোধ করল ট্রেসি। কারণ ব্লেক কার্টারের প্রশ্নের জবাবে তাকে যে হ্যাঁ বলতে হবে। যে কথাটি সে কোনোদিন স্বীকার করেনি তা স্বীকার যেতে হবে। সে এখনও জেফকে ভালোবাসে। কিন্তু একথা কাউকে বলা যাবে না।

ট্রেসির চোখের বেদনার ভাষা পড়তে পারল ব্লেক। হতাশা মুছে গিয়ে সেখানে ট্রেসির জন্য ভীষণ মায়া হলো তার। ট্রেসির হাত ধরল বৃদ্ধ।

'নিকির বাবা মারা গেছে, না?'

'না।'

'তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পার। আমি জানি তুমি যে পরিচয়ে এখানে রয়েছ সেটি তোমার আসল আইডেন্টিটি নয়। তোমার কোনো অতীত আছে। আমি বোকা নই, ট্রেসি।'

'আমি কোনোদিন তোমাকে তা ভাবিও নি,' আপত্তির গলায় বলল ট্রেসি।

'ওই রিজ্জো ব্যাটাই সবকিছুরই মূলে তাই না?' প্রবল তিক্ততা নিয়ে বলল ব্লেক। 'সে-ই তোমার অতীত খুঁড়েছে। যে অতীত ভুলতে তুমি এখানে এসেছিলে?'

'জাঁ রিজ্জো ভালো লোক,' বলল ট্রেসি। 'সে তার দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।'

'আর তুমি?' বলল ব্লেক। 'তুমি কী করবে? ফর গডস শেক, ট্রেসি, ওই লোকটা তোমাকে কী জাদু করেছে?'

ট্রেসি চুপ করে রইল। একটা ভারী নিরবতা নেমে এলো দুজনের মাঝে।

ব্লেক আবার যখন কথা বলল, পুরোপুরি সংযত সে। ট্রেসির চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি আগে কী ছিলে তা আমি জানতে চাই না, ট্রেসি। যদি তুমি নিজে থেকে আমাকে না বলো। আমি এখনকার ট্রেসির প্রেমে পড়েছি। আমি ট্রেসি স্মিটকে ভালোবাসি। আমি ট্রেসি স্মিটকে ফিরে পেতে চাই।'

'আমিও চাই,' কাঁদতে লাগল ট্রেসি। তার গাল বেয়ে গরম অশ্রু ঝরে পড়ছে চকোলেটের বাক্সে। 'তবে ব্যাপারটা এত সহজ নয়, ব্লেক।'

'তাই কি? আমাকে বিয়ে করো, ট্রেসি। এ জীবনটা বেছে নাও। আমাদের জীবনটাকে বেছে নাও, তোমার পুরনো জীবন নয়। তুমি নিকোলাস এবং আমাকে নিয়ে এই পাহাড়ের মাঝে তো ভালোই আছ।'

ট্রেসি মনে মনে বলল, *ও ঠিকই বলেছে। আমি এখানে ভালো আছি। সুখে আছি। অন্তত ছিলাম। আমি কি আবার কখনো সুখী হতে পারব?*

'না বলো না,' বলল ব্লেক। 'বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবো। চিন্তা করো শেষ জীবনটা তুমি কীরকম দেখতে চাও। তোমার এবং ছেলেটার জীবন।'

চলে গেল ব্লেক। ছবি শেষ হয়ে গেছে। নিকোলাস শুতে গেল। ট্রেসিও নিজের বিছানায় গেল। তবে ঘুম এলো না।

সে জেফ স্টিভেন্স, ডেনিয়েল কুপার, জাঁ রিজ্জো এবং ব্লেক কার্টারের কথা ভাবছে। ওরা চারজন ওর সামনে একই সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো যেন নাচছে। তাদের সুতোগুলো হঠাৎ জড়িয়ে গেল এবং মিউজিকের তালে ক্রমাগত জড়িয়েই যেতে লাগল।

ছাপ্পান্ন

প্রফেসর ডোমিঙ্গো মুনোয বাইজেন্টাইন কয়েনটি তাঁর হাতের তালুতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন। স্বর্ণমুদ্রাটি ঝকঝক করছে যেন গতকালই তৈরি করা হয়েছে। এনগ্রেভারের কাজ সত্যি দেখার মতো।

'সুন্দর,' ডোমিঙ্গো হাসলেন জেফ স্টিভেন্সের দিকে তাকিয়ে। 'আক্ষরিক অর্থেই সুন্দর। তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না।'

'দরকার নেই। এ কাজটা আমি করেছি স্রেফ ভালোবাসা থেকে। এত সুন্দর কয়েনগুলো ভুল মানুষের হাতে পড়ে বারোটা বেজে যাচ্ছিল।' জেফ টেম্প্রানিল্লোর গ্লাসটি বৃদ্ধ প্রফেসরের দিকে সেলুট করার ভঙ্গিতে তুলল। 'তবে আপনার দেওয়া পাঁচ লাখ ডলার যে আমার কাজে লাগবে না তাও তো নয়।' হাসল ও।

'তুমি ওটা নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেছ, মাই বয়।'

হেরাক্লিয়ান ডাইনাস্টির এই মহামূল্যবান কয়েনগুলোর মালিক ছিল রুশ কোটিপতি ওলেগ গ্রিনস্কি, যার কুখ্যাতি রয়েছে মেয়েদের সঙ্গে অ্যানাল সেক্স এবং টর্চার করার জন্য। এবং সেই সঙ্গে সে বিখ্যাত বাইজেনটাইন আমলের বেশ কিছু রত্নভাণ্ডারের মালিক বলে। ওলেগ বাইজেনটাইন কিছু কয়েন তার রক্ষিতা, অপূর্ব সুন্দরী রাশান সোসালিস্ট সভেতলানা দ্রাকোভাকে উপহার দিয়েছিল। সভেতলানার এ জিনিসের ঐতিহাসিক মূল্য এবং মর্যাদা বোঝার মতো ঘটে বুদ্ধি নেই বলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো গলিয়ে সোনার দুল বা এ জাতীয় কিছু একটা তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল। এ কয়েনগুলোর কথা জেফ জানতে পারে ডোমিঙ্গো মুনোযের কাছে। তিনিই এগুলো চুরির পরামর্শ দেন ওকে। মুনোয বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছিলেন সভেতলানা মহামূল্যবান কয়েনগুলো নিয়ে নিউইয়র্কে, ক্রিসমাসের সময় বোটানিকাল গার্ডেনের বিখ্যাত উইন্টার বল-এ যাবে তার বয়ফ্রেন্ড ওলেগের সঙ্গে দেখা করতে। ৬২০, খ্রিস্টাব্দে, সম্রাট হেরাক্লিয়াসের আমলে তৈরি এই দুর্লভ কয়েনগুলো মাথামোটা সুন্দরীটিকে ধোঁকা দিয়ে, সুকৌশলে বাগিয়ে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ছদ্মবেশী জেফ স্টিভেন্সের।

এ ঘটনা ডিসেম্বর মাসের। এখন মার্চ মাস। তিন মাস হলো জেফ নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছে। সে মাসখানেক ইংল্যান্ডে ছিল, সময় কাটিয়েছে গুস্তার হারটগের

সঙ্গে। তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় মৃত্যুশয্যায় বলা চলে। একসময়ের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের মানুষটির এহেন দশা দেখে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল জেফের। তিনি ট্রেসিকে নিয়েই বেশিরভাগ কথা বলেন। একদিন বললেন, 'ওকে তুমি খুঁজে বের করো। ও তোমাকে সবসময়ই কিন্তু ভালোবাসত।'

গুস্তারের বলা প্রতিটি শব্দ যেন জেফের বুকে বসিয়ে দেয় ছুরির ফলা। সে দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। গুস্তার এখনও জেফের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার গল্প শুনে মজা পান। নিউইয়র্কে, উইন্টার বলে, শত শত লোকের ভিড়ের মাঝে থেকে জেফ কীভাবে রুশ ধনপতির মহামূল্যবান কয়েন কালেকশন হাপিশ করেছে শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ।

'রুচিহীন সভেতলানাকে কীভাবে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিলে সে গল্প আরও বলো। র‍্যান্ডি ব্রুকমেয়ারের প্রেমে পড়তে তার কত সময় লেগেছিল? তুমি জানো টেক্সানদের প্রতি আমার সবসময়ই একটি আগ্রহ আছে। কাজেই তোমার চরিত্রের এ দিকটি জানতে আমি অসীম আকর্ষণ বোধ করছি।'

গুস্তারের চোখে সবকিছুই মজা, যেন একটা খেলা, যাতে আটকা পড়েছে সকলে।

সে গুস্তারকে এলিজাবেথ কেনেডি সম্পর্কে কিছু বলেনি। গুস্তার জানেন না এলিজাবেথ জেফের কাছে আবার এসেছিল প্রেম নিবেদন করতে। শুধু প্রেম নিবেদন নয়– তার আরও একটি উদ্দেশ্যও ছিল। বিয়াঙ্কা বার্কলি নামে এক টিভি অভিনেত্রী, যার স্বামী কোটিপতি রিয়েল এস্টেট মোগল বুচ বার্কলি, বোটানিকাল গার্ডেনের উইন্টার বল-এ যাবেন এমারেল্ডের অত্যন্ত দামি একটি চোকার পরে। ওটা জেফের সাহায্য নিয়ে হাতাতে চাইছিল এলিজাবেথ। কিন্তু জেফ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এলিজাবেথের ওপরে পুরনো রাগ থাকলেও এতদিন পরে দেখা হওয়ার পরে মেয়েটির প্রতি প্রতিহিংসা দূরে থাক কোনোরকম অনুভূতিই জাগেনি তার মনে। পরে জেফ শুনেছে বিয়াঙ্কা বার্কলির এমারেল্ডের চোকার এলিজাবেথ চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছে। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জেফ ভেবেছে ভাগ্যিস সে এলিজাবেথের সঙ্গে ওই কর্মটিতে নিজেকে জড়ায়নি। এর কয়েকদিন পরে সে স্পেনে চলে আসে।

প্রফেসর ডোমিঙ্গো মুনোয জেফের ক্লায়েন্ট। তবে তিনি প্রাচীন পৃথিবীর একজন বন্ধু ও প্রেমিকও বটে। ডোমিঙ্গো জেফকে আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন লা কাম্পিনায় তাঁর খামারবাড়িতে বেরিয়ে যেতে। এটি দক্ষিণ স্পেনের রিও গুয়াডানকিভিরে। লা কাম্পিনার নৈসর্গিক সৌন্দর্য অদ্ভুত। সেভিল থেকে কুড়ি মাইল দূরে মুনোযের

'কাসা' বা খামারবাড়ি। সিয়েরা মোরেনার গ্রামাঞ্চল, ওক গাছের ঘন জঙ্গল নিয়ে ঢেউ খেলানো পাহাড়সারি এবং গম ও জলপাইয়ের মাইলব্যাপী ক্ষেত দেখা যায় এখান থেকে।

এক মেইড মস্ত এক বারকোশ ভর্তি পায়েল্লা এনে রাখল টেবিলে। ওরা বাইরে বসে ডিনার করছে, মাথার উপর লরেল পাতার ঘন চাউনি, দূর দিগন্তে শেষ আবির ছড়াচ্ছে রক্তলাল সূর্য।

জেফ বলল, 'আমি এখান থেকে শিগ্রী কেটে পড়ব ভাবছি। অনেকদিন তো হলো আপনাকে জ্বালাতন করলাম।'

'বাজে বোকো না। যতদিন ইচ্ছা থাক। আত্মার শান্তির জন্য স্পেন খুব ভালো জায়গা।'

'ভুঁড়ি গজানোর ভালো জায়গা নয়,' পেটে হাত বুলাল জেফ। 'প্রতিদিন এরকম পেটপুজোর ব্যবস্থা থাকলে আমাকে অন্য কোনো পেশা দেখতে হবে। অপেরা গায়ক-টায়ক। ভুঁড়িওয়ালা চোরকে কেউ ভাড়া করবে না।'

'তুমি চোর নও,' জেফের গ্লাস ভরে দিতে দিতে বললেন ডোমিঙ্গো। 'তুমি একজন শিল্পী।'

'এবং একজন তস্কর।'

'ভদ্রলোক তস্কর। তুমিই তো বলেছিলে ওই কয়েনগুলো উপযুক্ত লোকের হাতে থাকা উচিত। ওই অর্থলোভী সংস্কৃতি বিবর্জিত মহিলার কাছে কয়েনগুলো কি তুমি রেখে আসতে পারতে?'

জেফ স্বীকার করল সে পারত না।

'তো এরপরে কী?' জিজ্ঞেস করলেন ডোমিঙ্গো, হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো মদের গ্লাসটা এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছে যেন একটা বাঘ শ্বাসরোধ করে হত্যা করছে তার শিকারকে। 'আবার ভেবে বসো না যেন তোমাকে আমি তাড়াতে চাইছি।'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি,' চেয়ারে হেলান দিল জেফ। 'ভাবছি কিছুদিন ছুটি কাটাব। ইউরোপ ঘুরতে যেতে পারি। ওখানে আমার পছন্দের কয়েকটি জাদুঘরে ঢুঁ মারার ইচ্ছে আছে।'

'তুমি সেভিলের কাফন দেখেছ নিশ্চয়?'

তুরিনের পবিত্র কাফনটি রয়েছে সেভিলের অ্যান্টিকেয়ারিয়ামে। এটি একটি জাদুঘর। ওখানে বারো সপ্তাহ ধরে কাফনটি প্রদর্শিত হচ্ছে। ইটালি থেকে এই প্রথম অন্য কোনো দেশে কাফনটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ট্যুরিস্টরা এসে ভিড় জমাচ্ছে সেভিলে। অসংখ্য ক্যাথলিকের বিশ্বাস ক্রুশবিদ্ধ করার পরে এই কাপড়টি দিয়েই যীশাসের লাশ ঢেকে দেওয়া হয়। পবিত্র এই কাফনের কাপড়টি বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে পরিচিত। ওটি নিজ চক্ষে দেখার কথা ভাবতেই উত্তেজনায় মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল জেফের।

'এখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি,' বলল সে ডোমিঙ্গোকে। 'তবে সবার শেষে ওটি দেখার ইচ্ছে আছে আমার।'

'ওয়েল, তাহলে আর বেশি দেরি করো না,' নিজের গ্লাসের রিওজা শেষ করে আবার ঢেলে নিলেন প্রফেসর। 'গুজব শুনছি কেউ ওটা চুরি করার তালে আছে।'

অট্টহাসি দিল জেফ। 'দ্যাটস রিডিকুলাস।'

'তাই নাকি? কেন?'

'কারণ কাজটা অসম্ভব এবং অনর্থক। কেউ কেন তুরিনের কাফন চুরি করতে চাইবে? এটা তো আর বিক্রি করা যাবে না। পৃথিবীর সবাই এ আর্টিফ্যাক্টটিকে চেনে। এটি হবে মোনালিসাকে চুরি করার মতো!'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডোমিঙ্গো। 'আমি শুধু তোমাকে খবরটা দিলাম। তবে তথ্যটা আমি পেয়েছি নানান সোর্স থেকে। তাছাড়া, তুমিই তো আমাকে বলো পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।' পাতলা ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসি ফুটল।

'হুঁ, তাতো বটেই,' জেফও হাসল। 'কোন্ সোর্স থেকে জানলেন?'

ডোমিঙ্গো ওর দিকে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করলেন যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি বলছেন *তুমি জানো এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না*।

'আপনি আসলে ঠিক কী শুনেছেন?'

'নির্দিষ্ট তেমন কিছু শুনিনি। স্রেফ গুজব মাত্র, কিছু আবার পরস্পরবিরোধী। তবে সবচেয়ে বেশি যে গুজবটি কানে এসেছে তা হলো এক ইরানিয়ান মৌলবাদী আছেন, অবিশ্বাস্য ধনবান, তিনি নাকি কাফনের কাপড়টি হস্তগত করতে চান ওটা পুড়িয়ে ফেলবেন বলে। এ ধরনের মানুষদেরকে তো তুমি চেনোই।'

জেফ শিউরে উঠল। সে শারীরিকভাবে অসুস্থ অনুভব করছে।

ডোমিঙ্গো বলে চললেন, 'এই ধর্মোন্মাদ ইরানি নাকি এক প্রতিভাবান আমেরিকানকে ভাড়া করেছেন সেভিল থেকে কাফনটি চুরি করে নিয়ে আসার জন্য। শুনলাম এজন্য তিনি ওই লোককে মাথা খারাপ করার মতো পারিশ্রমিক দিচ্ছেন।'

'টাকার অঙ্কটা কত?'

'দশ মিলিয়ন ইউরো। কেন? তুমি কি ওই লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কথা ভাবছ নাকি?' ঠাট্টা করলেন ডোমিঙ্গো।

'একশো মিলিয়ন ইউরো দিলেও আমি তুরিনের কাফন চুরি করব না,' চটে গেল জেফ। 'বিশেষ করে সেই লোকের জন্য যে এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়। দ্যাটস ডিসগাস্টিং! এরকম ক্রিমিনালদের গুলি করে মারা উচিত!'

'আরি, খেপে উঠলে দেখছি! শান্ত হও। তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম।'

'কেউ অথরিটিকে জানায়নি?'

'পুলিশে ফোন করার কথা বলছ? অবশ্যই না। এগুলো স্রেফ গুজব, জেফ। আর কিছু নয়। আমাদের আন্ডারওয়ার্ল্ডে লোকে গসিপ ছড়াতে কীরকম পছন্দ করে জানোই তো। হয়তো পুরোটাই রটনা। তাছাড়া তুমি নিজেই বলেছ ওই কাফন চুরি করা অসম্ভব কাজ।'

'অসম্ভবই বটে।'

'তাহলে আর চিন্তা কী? নাও, আরেকটা ড্রিংক নাও।'

জেফ আরেকটি ড্রিংক নিল। তবে সে এখন আর রিল্যাক্সবোধ করছে না। এক দাড়িঅলা ইরানি পবিত্র কাফনের কাপড়টি চুরি করে এনে গ্যাসোলিন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলছে, এ ছবিটি তার মস্তিষ্ক থেকে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশেষে সে ডোমিঙ্গোকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কারও নাম-টাম শোনেননি? এই 'প্রতিভাবান আমেরিকান'টিকে কেউ চেনে না?'

জবাব দিলেন ডোমিঙ্গো। 'নামটা আমি শুনেছি। তবে ওটা আমার পরিচিত নয়।' তিনি জেফের চোখে চোখ রাখলেন। 'তুমি কখনো ডেনিয়েল কুপারের নাম শুনেছ?'

সাতান্ন

'ডেনিয়েল কুপারের নাম কখনো শুনেছ?'

এবারে কথা বলছে জেফ স্টিভেন্স। সে স্পেনে বসে ডিনার করছিল, তবে ঘটনাটি চোদ্দ বছর আগের।

মাদ্রিদ। জেফ এবং ট্রেসি এসেছিল প্রাডো থেকে গোয়ার পুয়ের্তো চুরি করতে। যদিও কথাটি ওরা কেউ কারও কাছে স্বীকার যায়নি। আমাডর ডি লস রিওস–এর অভিজাত রেস্টুরেন্ট জকিতে, একটি টেবিল বুক করেছিল জেফ। ট্রেসি ওর সঙ্গে ডিনার করতে রাজি হয়। ও দেখতে পাচ্ছিল ট্রেসি ওর সামনে বসে আছে, উজ্জ্বল একটা আলোর মতোই চমকাচ্ছে। ট্রেসি কী পরে এসেছিল এতদিন পরে অবশ্য মনে নেই, তবে স্মরণে রয়েছে ওর সবুজ চোখজোড়া চ্যালেঞ্জের দ্যুতিতে ঝকমক করছিল। ওরা তখন পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী।

জেফ ভাবছিল *আমি ওকে ভালোবাসি।*

আমি পেইন্টিংটা ওর কাছ থেকে হাতিয়ে নেব।

তারপর ওকে বিয়ে করব।

'কে?' জিজ্ঞেস করেছিল ট্রেসি।

'ডেনিয়েল কুপার। ইনস্যুরেন্স ইনভেস্টিগেটর, অসম্ভব চতুর।'

'ওর ব্যাপারে কী?'

'ওর ব্যাপারে সাবধান। অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ। আমি চাই না ও তোমার কোনো ক্ষতি করুক।'

'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

ট্রেসির হাতে হাত রাখল জেফ।

'কিন্তু দুশ্চিন্তা করছি। তুমি সবার থেকে আলাদা। তুমি কাছে থাকলে জীবনটা অন্যরকম মনে হয়, মাই লাভ।'

মাদ্রিদেই সবকিছু শুরু হয়েছিল। ওখানেই জেফ এবং ট্রেসি পরস্পরের প্রেমে পড়ে। আর তখন পুরোটা সময় ধরে ছায়ার মতো ওদের পেছনে লেগে ছিল ডেনিয়েল কুপার। সেগোভিয়ায় কুপার একটা রেনল্টে চেপে ওদেরকে অনুসরণ করছিল।

ট্রেসি বহু পরিশ্রম করে পুয়ের্তো চুরি করলেও প্রায় ওর নাকের ডগা দিয়েই ছবিটি ছিনিয়ে নিয়েছিল জেফ। বেচারি। অবশ্য ট্রেসি ওকে বহু আগেই ক্ষমা করে দিয়েছে।

কিন্তু ডেনিয়েল কুপার এক মুহূর্তের জন্যও ট্রেসি এবং জেফের পিছু ছাড়েনি। মাদ্রিদের পরে গোটা ইউরোপ জুড়ে সে ওদেরকে অনুসরণ করে গেছে। জেফ লোকটাকে ভয় পেত তবে ট্রেসি তাকে কখনোই সিরিয়াসভাবে নেয়নি।

জেফ মনে মনে বলল, *শুরু থেকেই কুপার ছিল আমাদের সম্পর্কের জন্য একজন তৃতীয় ব্যক্তি। সে ছিল ট্রেসির ছায়া।*

'জেফ?' ডোমিঙ্গো মুনোযের কণ্ঠ জেফকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো বর্তমানে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'উমম? ও হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।'

'দেখলাম গভীর চিন্তা করছ। তুমি বোধহয় ডেনিয়েল কুপারকে চেনো, না?'

'এক অর্থে চিনি,' বলল জেফ। 'তবে ওকে যখন চিনতাম তখন তো সে ক্রিমিনাল ছিল না। বরং উল্টোটা ছিল। সে কি এখন এখানে? সেভিলে?'

'সেরকমই তো শুনলাম।'

জেফের কপালে ভাঁজ পড়ল।

ডোমিঙ্গো বললেন, 'তোমাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তোমার কি মনে হয় কুপারের সত্যি কোনো বদমতলব আছে?'

'ঠিক বলতে পারব না,' সত্যি কথাই বলল জেফ।

'সে চেষ্টা করলে কাফনটা চুরি করতে পারবে?'

একটু ভেবে জবাব দিল জেফ। 'না। ডেনিয়েল কুপার বুদ্ধিমান বটে তবে ওই কাফন কারও পক্ষে চুরি করা সম্ভব নয়।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিল জেফ। *কাল আমি সেভিলে যাব। কয়েকদিন থাকব এবং জাদুঘরটি ঘুরে দেখব সত্যি ওখানে হামলা করা সম্ভব কিনা।*

ডোমিঙ্গোর 'গুজব' সে বিশ্বাস করেনি। এটি বড্ড বেশি কষ্টকল্পিত এবং অস্বাভাবিক। তবে সত্যি যদি তুরিনের কাফন চুরি হয়ে যায় কিংবা ওটাকে ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং জেফ তা ঠেকাতে কোনো ভূমিকা না রাখে, নিজেকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না ও।

আটান্ন

অত্যাধুনিক মেট্রোপল প্যারাসোলের নিচে, সেভিলের প্রখ্যাত প্রজেক্ট প্লাজা ডি লা এনকারনেশনের অ্যান্টিকুয়ারিয়াম মিউজিয়ামটিকে প্রথম শতক থেকে শুরু হওয়া রোমান ধ্বংসাবশেষ একটি গোলক-ধাঁধা বললেই হয়। বাকাসের নকশা কাটা মোজাইকের মেঝেতে ঘুরে বেড়িয়ে, জেফ স্টিভেন্স 'সাবানা সান্তা'র জন্য টিকিট কাটতে লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'সাবানা সান্তা' হলো হলি শ্রাউড বা কাফনের স্প্যানিশ নাম।

জেফ ভেবেছিল বিরাট লাইন হবে। কারণ প্রায় অর্ধ শতকের মধ্যে এবারই প্রথম ওই আইকনটি উত্তর ইতালির শিল্পাঞ্চল শহর তুরিনের ক্যাথেড্রাল অব সেইন্ট জনের রাজকীয় চ্যাপেলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে মার্চ মাস বলে, সময়টা ট্যুরিস্টদের জন্য অফ সিজন, সে সঙ্গে সপ্তাহের মাঝামাঝিও চলছে, অল্প কিছু দর্শক এসেছে লিনেনের বস্ত্রখণ্ডটিতে সেই মানুষটির চেহারার ছাপ চিত্র দেখতে যিনি স্বয়ং যিশু হতে পারেন আবার না-ও হতে পারেন।

জেফ মাথায় হেডফোন লাগিয়ে প্রদর্শনীর প্রথম কক্ষটির দিকে এগোল। সে কফিনের ইতিহাস এবং এটিকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় তর্কের বিষয়ে অনেকটাই জানে। তবে আরও জানতে তো সমস্যা নেই। তাই অন্যান্য ট্যুরিস্টদের মতো সে-ও মাথায় হেডফোন লাগিয়েছে। অডিওতে কাফনটির ইতিহাস শুনতে শুনতে সে ধীর পদক্ষেপে জাদুঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখছিল। তার অভিজ্ঞ চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করছিল এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অ্যালার্ম, ফায়ার এক্সিট ইত্যাদির সমস্ত ডিটেইল। সে লক্ষ করেছে জাদুঘরের প্রবেশপথে কোনো বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই, চিরাচরিত নিরস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া। তবে প্রদর্শনী জুড়ে স্কোয়ারের সর্বত্রই পুলিশের আনাগোনা রয়েছে। আর অ্যান্টিকুয়ারিয়ামটি আসলে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ। এর মানে হলো সেখানে, গ্রাউন্ড লেভেলে যেতে দুটি মাত্র রাস্তা আছে– ফ্রন্ট এন্ট্রাস এবং একটি ফায়ার স্টেয়ার যে সিঁড়ি বেয়ে মেট্রোপল প্যারাসোলে পৌছানো যায়। কাফনটি রাখা হয়েছে প্রদর্শনীর একদম শেষ মাথায়, বৃহৎ কতগুলো 'ফলস' রুমের গলিঘুঁচির মাঝখানে। এ যেন ডার্টবোর্ডের বুলস আই কিংবা ভিক্টোরিয়ান গোলক-ধাঁধার শেষ প্রান্ত। কেউ যদি ওটা সরানোর চেষ্টা করে সে গিয়ে পড়বে বৃত্তের বাইরের

অংশে এবং সেখান থেকে তাকে বেরবার পথ খুঁজতে হবে। প্রতিটি ঘরেই অ্যালার্ম রয়েছে, ইনফ্রারেড বিমের একটি হাইটেক সিস্টেম চব্বিশ ঘণ্টা মনিটর করছে, সে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ক্যামেরার কথা উল্লেখ না করলেও চলে। জেফ বুঝতে পারল কেউ সরাসরি হামলা করতে চাইলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে যেতে কফিনের ইতিহাস শুনছিল জেফ ইয়ারফোনে। এটা একই সঙ্গে ট্যুরিস্টদের অডিও ট্যুর।

বস্ত্রখণ্ডটিতে যে ছবিটি আছে সেই মানুষটি ক্রুশে ঝুলিয়ে হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল। যদিও রেডিওকার্বন বলছে কাপড়টির উৎপত্তি মধ্যযুগে, ১২৬০ থেকে ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে, তবে পরবর্তী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষা বলছে কাফনের অংশ বিশেষের বয়স অনেক বেশি।

জেফ হাঁটতে হাঁটতে অডিওতে বলা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনছিল। ১৯৭০ এবং ১৯৮৮ সালে নানা পরীক্ষা-নিরিক্ষার পরেও বিজ্ঞানীরা হতবুদ্ধি হয়ে আছেন কাফনের কাপড়ে কীভাবে ছবিটির ছাপ ফেলা হলো। এতে কোনোরকম রঙ ব্যবহার করা হয়নি। এতে মানুষের রক্ত পাওয়া গেছে, ডিএনএ টেস্ট করা হয়েছে তবে নেগেটিভ ফটোগ্রাফিক ইমেজের কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি। কারও মতে মধ্যযুগে কোনো অসহায় মানুষকে অত্যাচার করে ক্রুশে ঝোলানো হয় যিশুর কাফন নকল করার জন্য। তবে এতেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কীভাবে অমন নিখুঁত ছবির ছাপ উঠল কাপড়ে।

জেফ যখন মূল কক্ষটিতে প্রবেশ করল এবং কাফনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, সে এটির উৎপত্তি রহস্য নিয়ে চিন্তায় এমন বুঁদ হয়ে পড়ল যে মনেই থাকল না কী উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে। তবে বহু দূর অতীতের মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ভেতরে এমন প্রবল আবেগের সৃষ্টি হলো যে প্রায় বন্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস।

ওই মুখ! কী ভয়ানক যন্ত্রণাই না সহ্য করেছে, তবু মৃত্যুর পরেও কত শান্তিময় লাগছে চেহারা। শরীরের ক্ষতগুলো ভয়ানক, পায়ের নখ থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত চাবুকের নির্মম দাগ ফুটে আছে, পিটিয়ে শরীরের হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে। ছবির ওই নির্যাতিত তবে সমাহিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে জেফ বুঝতে পারল এই রেলিকটি, এই বস্ত্রখণ্ডটি এই মিরাকলটিকে সে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে রাজি।

যদি কুপার সত্যি সেভিলে থাকে... যদি কেউ কাফনটি চুরি করার জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে থাকে... তাদেরকে যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে।

আর ওদেরকে বাধা দেবে জেফ স্টিভেন্স।

সবুজ পার্কা গায়ে সাদা পোশাকের পুলিশটি জেফ স্টিভেন্সকে জাদুঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। লোকটি ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক তাকে প্রায় রোমানদের মতো মুখভঙ্গি দিয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্কের মেয়েটিকে সে যখন পরিচয়পত্র দেখায় তখন রিসেপশনিস্টটি মনে মনে ভাবছিল *একে এখানে বেশ মানিয়েছে, যেন ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসেছে*। মেয়েটি ভেবেছিল লোকটি ল্যাটিনে কথা বলবে নিদেন ইটালিয়ান ভাষায়।

বদলে সে নিখুঁত স্প্যানিশে বলল, 'যে লোকটি এইমাত্র এখান থেকে চলে গেল সে টিকিট কিনেছে নগদ টাকায় নাকি ক্রেডিট কার্ডে?

'নগদ টাকায়।'

'সে এখানে আসার পরে অস্বাভাবিক কোনো কথা বলেছে কি?'

'না। অন্তত আমার নজরে আসেনি। লোকটি হাসছিল। বেশ ফুর্তিতে আছে মনে হলো।'

সবুজ জ্যাকেট পরা লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

শহরের সবচেয়ে নামি-দামি হোটেল আলফোনসো নির্মাণ করা হয় ১৯২৯ সালে আন্দালুসিয়ান আদলে যাতে প্রচুর প্রাচুর্যের ছাপ রয়েছে, আছে মুরিশ ছোঁয়া। লবি এবং বারগুলোর পিলার মার্বেল পাথরের, মোজাইক করা মেঝে, কারুকাজ করা সিলিং এবং দেয়ালে শোভা পাচ্ছে চমৎকার কিছু চিত্রকর্ম এবং সহস্রাধিক সোনার বাতি, যেন আলাদিনের গুহা। এ হোটেলে রয়েছে একশো একান্নটি গেস্টরুম, সবগুলো ঘরে পুরাতনের ছোঁয়া, ১৯৩০ দশকের এলিভেটরগুলোর গেট সোনালি রঙের, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়েও উপরে ওঠা যায় যেটি অত্যন্ত অভিজাত স্টাইলে তৈরি। ফুলশোভিত সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ডের চারপাশটা ঘিরে রেখেছে এটি।

জেফের ঘরে আছে অ্যান্টিক ওয়ালনাটের চারপেয়ে একটি খাট, প্রকাণ্ড বাথ যেখানে পাঁচজনে একসঙ্গে গোসল করা যায়। প্রফেসর ডোমিঙ্গো মুনোযের খামারবাড়ির আরাম-আয়েশ ছেড়ে আসার পরে ও ভেবেছে এমন কোথাও আস্তানা গাড়া উচিত যেটি বেশ দৃষ্টিনন্দন। আলফোনসো ওর ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে। তবে একটিই বিরক্তিকর ব্যাপার আর তা হলো হোটেলটিতে আমেরিকান ট্যুরিস্ট গিজগিজ করছে।

'অন্য কোথাও নিরিবিলিতে গিয়ে কথা বললে ভালো হতো না?' বার-এর কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি ঘরটির চারপাশটা একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে মন্তব্য করল জেফের কন্ট্যাক্ট। ওরা বসেছে কিনারের দিকের একটি টেবিলে। গ্রাপ্পায় চুমুক দিচ্ছে। 'নিজেকে চিড়িয়াখানার বানরের মতো লাগছে।'

'তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন জানি না,' শুকনো গলায় বলল জেফ।

'কেউ তো আর আমাদেরকে লক্ষ করছে না। সবাই এসেছে ছুটি কাটাতে, মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছে।'

ওর কথায় সমর্থন যোগাতেই যেন একদল আমেরিকান ব্যবসায়ী, ওদের দিকে পেছন ফেরা, কোনো জোক শুনেই বোধহয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'আমার জন্য কী আনলে?'

লোকটি তার কোটের পকেট থেকে কতগুলো ছবি বের করে টেবিলের উপর ঠেলে দিল। প্রথম দুটি ছবিতে এক লোককে দেখা যাচ্ছে যার নাকটা রোমানদের মতো, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল, কথা বলছে এক আরবের সঙ্গে। অ্যারাবিয়ান লোকটির পরনে তাদের ঐতিহ্যগত পোশাক। দেখে মনে হয় কোনো হোটেলের লবিতে বসে কথা হচ্ছে দুজনের। *আশা করি এ হোটেলে ওরা নেই*, মনে মনে বলল জেফ। ছবিটি সেভিল শহরের না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর আরব দেখা যায়। হোটেলটি বেশ দামি এবং বিলাসবহুল। দুবাইয়ের কোনো হোটেল হয়তো।

জেফের কন্ট্যাক্ট জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ওদেরকে চেনেন?'

'না। তবে অনুমান করছি আলখেল্লা পরা এই ইরানির কথাই ডোমিঙ্গো বলেছিলেন।'

'শরীফ ইব্রাহিম রাহবার। বিশ্বের ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। নিঃসঙ্গবাসী। নির্দয়। মৌজমস্তি, মদ্য পান, সেক্স ইত্যাদি থেকে শতহস্তে দূরে থাকেন। নারী স্বাধীনতা এবং অধিকারে বিশ্বাসী নন।'

'নারী বিদ্বেষী?' জানবার কৌতূহল হলো জেফের।

'তা ঠিক বলা যাবে না। কাতারে তাঁর হারেমে কমপক্ষে এগারোজন উপপত্নী রয়েছে। তবে আপনার বোধহয় দ্বিতীয় লোকটির প্রতি আগ্রহ বেশি, না?'

'ছিল,' বলল জেফ। 'তবে এখন আর নেই।' ছবির লোকটিকে পরখ করল সে। 'এ ডেনিয়েল কুপার নয়। ডোমিঙ্গোর সোর্স নিশ্চয় কোনো ভুল করেছে।'

'করতে পারে। তবে একটা কথা বলি। এ লোক যে-ই হোক, সাবানা সান্তার প্রতি তার আগ্রহ আছে। আর আপনার ব্যাপারেও সে কৌতূহলী, বন্ধু।'

জেফ অন্যান্য ছবিগুলোও দেখল। সেই একই লোকের ছবি তবে লোকটি এখন সেভিলে। কয়েকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে সে কাফন রাখা জাদুঘরটিতে ঢুকছে। আবার আরেক ছবিতে সে এ জাদুঘরের আশপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কখনো ছবি তুলছে কিংবা দাঁড়িয়ে কথা বলছে ফোনে। বেশিরভাগ সময়ই তার পরনে সবুজ পার্কা।

'গত পাঁচদিনে সে চোদ্দবার অ্যান্টিকুয়ারিয়ামে ঢুঁ মেরেছে। নিজের পরিচয় দিয়েছে লুই কলোমার বলে, কুয়েরপো ন্যাশনাল ডি পোলিসিয়ার একজন গোয়েন্দা।'

মাথা ঝাঁকল জেফ। সিএনপি স্পেনের জাতীয় পুলিশ।

'সমস্যা হলো কেউ তার নাম শোনেনি। সেভিলে নয়, মাদ্রিদে নয়, আমি যতগুলো জায়গায় খোঁজ নিয়েছি তার কোথাও নয়। এ সিক্রেট সার্ভিসের লোক হতে পারে।'

'সিএনআই (Centro Nacional de Iteligencia)?'

'হতে পারে। এমনকি সিআইএ-র লোক হওয়াও বিচিত্র নয়। সে নিখুঁত উচ্চারণে স্প্যানিশ বলে যদিও বহু আমেরিকানই খুব ভালো স্প্যানিশ বলতে পারে। অথবা সে হয়তো রাহবারের জন্য এখানে এসেছে কাফন চুরি করতে। হয়তো কুপারের সঙ্গে সে কাজ করছে।'

'সন্দেহ আছে।' বলল জেফ। 'কুপার দলবল নিয়ে কাজ করে না। তবে এরকম একটা কাজ কারও সাহায্য ছাড়া করাও সম্ভব নয়। হয়তো সে আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। আর এই কলোমার তার ফ্রন্টম্যান।'

'হতেও পারে। তবে আজ সে প্রদর্শনীতে গিয়েছিল, আপনাকে অনুসরণ করছিল। আপনি জাদুঘর থেকে চলে আসার পরে ফ্রন্ট ডেস্কের মেয়েটাকে আপনার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে। হয়তো ভাবছে আপনি এখানে এসেছেন কাফন চুরি করতে।'

মাথা নাড়ল জেফ। 'সে এমন কথা কেন ভাবতে পারে?'

'কারণ দৃশ্যত কেউ এটা চুরি করতে চাইছে। আপনি একজন কনম্যান, সবার সেরা এবং একজন অ্যান্টিকুইটিজ স্পেশালিস্ট। আপনি শহরে এসে প্রদর্শনীতে ঢুঁ মারছেন। এ লোক যদি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে থাকে–' মোটা তর্জনি দিয়ে ছবিগুলো ঠুকল কন্ট্যাক্ট– 'আপনার কেটে পড়াই মঙ্গল।'

'এ কোনো গোয়েন্দা সংস্থার লোক নয়,' বলল জেফ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছবিগুলো দেখছে। 'এ একটা চোর। আমি ঠিক জানি। সে শরীফ রাহবারের জন্য কাজ করছে। সম্ভবত ডেনিয়েল কুপারের সাহায্য নিয়ে।'

জেফের কন্ট্যাক্ট বলল, 'আমারও তাই ধারণা। তো এখন কী?'

জেফ একটু চিন্তা করে বলল, 'এর সঙ্গে যদি থাকে রাহবারের টাকা আর কুপারের পরামর্শ, তাহলে এ অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ। তাহলে ওরা কাজটা করতে পারবে। কাফন চুরি করে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলবে।'

জেফ একতাড়া নোট বের করে তার কন্ট্যাক্টের হাতে গুঁজে দিল। সে দ্রুত তার জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল টাকাটা। 'ধন্যবাদ, কার্লোস। তুমি অনেক হেল্প করলে।'

'আপনি এখন কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'সারাজীবনের একটি অভ্যাস ভেঙে ফেলার চিন্তা করছি। আমি পুলিশে খবর দেব।'

উনষাট

আভেন্দিয়া এমিলিও লেমোসে অবস্থিত নতুন সেভেলিয়ান পুলিশ সদর দপ্তরে বসে আছেন কমিসারিও আলেসান্দ্রো দিমিত্রি, এমন সময় তাঁর ফোন বেজে উঠল। পদবি এবং খাড়া নাকের কারণে সবাই তাঁকে 'গ্রিক' বলে ডাকলেও দিমিত্রি ছোটখাটো একজন মানুষ এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী।

'*সি?*' রিসিভার তুলে ঘেউ করে উঠলেন তিনি।

'একটা ডাকাতির ঘটনা ঘটতে চলেছে। একজন সাবানা সান্তা চুরি করবে।

হেসে উঠলেন কমিসারিও দিমিত্রি। 'তাই নাকি?'

'জী, তাই। আপনি ঠেকানোর চেষ্টা না করলে ওটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই চুরি হয়ে যাবে।'

ফোনের ওই প্রান্তে একটি পুরুষ কণ্ঠ কথা বলছে। আমেরিকান এবং কথা শুনে মনে হচ্ছে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। কমিসারিও আলেসান্দ্রো দিমিত্রি সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে অপছন্দ করে ফেললেন।

'কে কথা বলে?'

'আমার নাম জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি নোট নিন। যে লোকটি এ কাজের সঙ্গে জড়িত সে উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল এবং পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক।'

'কেউ কাফন চুরি করতে যাচ্ছে না।'

'লোকটা প্রায়ই একটা সবুজ পার্কা পরে, প্রদর্শনীতে হাজির হয় নিজেকে পুলিশ অফিসারের পরিচয় দিয়ে।'

মেজাজ হারাতে শুরু করলেন দিমিত্রি। 'এসবের জন্য আমার সময় নেই। আপনি যদি আপনার নাম না বলেন তাহলে−'

'আপনি মি. ডেনিয়েল কুপার নামের একজনের খোঁজ করুন। সেও একই উচ্চতার, বাদামি চোখ, ছোট মুখ এবং আচরণে মেয়েলি একটা স্বভাব আছে। কুপার খুব বিপজ্জনক এবং ব্রিলিয়ান্ট। আপনার সিকিউরিটির পরিমাণ বাড়ানো উচিত, *কমিসারিও*।'

'আপনাকে আমার অফিসে ফোনের কানেকশন কে দিল?' রাগে গরগর করলেন দিমিত্রি। 'আমি একজন ব্যস্ত মানুষ। কন্সপিরেসি থিওরির জন্য আমার সময় নেই। সাবানা সান্তা প্রদর্শনীতে সিকিউরিটির ব্যবস্থা যথেষ্টই আছে।'

'না, নেই। যা আছে তা কুপারকে ঠেকানোর মতো যথেষ্ট নয়। আমি নিজেই ওখানে ঢুকতে পারি।'

'তাহলে ঢুকবার চেষ্টা করেই দেখুন না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন দিমিত্রি। 'কেউ ওই কাফন চুরির চেষ্টা করামাত্র গ্রেপ্তার হয়ে যাবে। তারপর কুড়ি বছর স্প্যানিশ জেলের ঘানি টানবে। মি.–?'

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন...'

দিমিত্রি ফোন রেখে দিলেন।

'সেনোরা প্রিয়েতো?'

'বলছি।'

ইংরেজিতে জবাব দিলেন ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো। মিউজিয়াম কিউরেটর হিসেবে দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার বিভিন্ন উচ্চারণ বুঝবার একটা কান তৈরি করে দিয়েছে তাঁর। যে লোকটি ফোন করেছে তার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছেন এ আমেরিকান।

'কেউ একজন সাবানা সান্তা চুরির পরিকল্পনা করছে।'

মলো যা! ভুয়া ফোন।

'পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশধারী এক লোক এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে,' বলে চলেছে কলার। 'নিজের নাম বলছে লুই কলোমার। আপনার স্টাফরা তাকে চেনে। আরেক লোক, ডেনিয়েল কুপার, সে-ও ওর সঙ্গে কাজ করতে পারে। কুপার একজন এক্স ইনস্যুরেন্স ইনভেস্টিগেটর, অসম্ভব ধূর্ত আর–'

'সেনর, সাবানা চুরি করার জন্য আপনার যদি কাউকে সন্দেহই হয় পুলিশে খবর দিন।'

'দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কথা ওরা কানে তোলেনি।'

'বুঝতে পারছি না কেন,' শুকনো গলা ম্যাগডালেনা প্রিয়েতোর।

'তবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো।'

'আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি জানি,' একটু অসন্তুষ্ট শোনাল কলারের কণ্ঠ। 'মন্দ নয়। বাট ডেনিয়েল কুপার ইজ বেটার। প্লিজ আপনার স্টাফদেরকে বলুন আরও কঠোর নজরদারি রাখতে।'

'আমার স্টাফরা সবসময়ই কঠোর নজরদারি রেখে চলেছে। এই সম্ভাব্য চুরির বিষয়ে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে?'

ইতস্তত করল কলার। 'কংক্রিট কোনো প্রমাণ নেই।'

'সেক্ষেত্রে আমার সময় নষ্ট না করার পরামর্শ আপনাকে দেব, সেনর।'

এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার ফোন রেখে দেওয়ার ক্লিক শব্দ শুনতে পেল জেফ।

ধুত্তোর।

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

প্রফেসর ডোমিঙ্গো মুনোয আলফোনসোতে বসে জেফের সঙ্গে ডিনার করছেন।

'তুমি ওদেরকে নাম বলোনি, কতগুলো ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছ এবং এর পক্ষে কোনো প্রমাণও দেখাতে পারনি। ওরা কেন তোমার কথা শুনবেন?'

'দিমিত্রি একটা গর্দভ,' অসন্তোষ প্রকাশ পেল জেফের গলায়। 'কুয়োর ব্যাঙ। ১৯৭৬ সাল থেকে সে কারও কথা কানে তুলেছে বলে মনে হয় না। একটা বালেশ্বর বাল।'

'তবে সিনোরা প্রিয়েতোর কথা শুনে মনে হলো উনি মানুষ খারাপ নন। যদিও বেশ কঠিন এবং আপসহীন স্বভাবের। অবশ্য স্পেনে একটা জাদুঘরের পরিচালক হতে হলে কঠিন তাঁকে হতেই হবে। বিশেষ করে তিনি যদি নারী হন। এখানে মেয়েদের বড় বড় পদে চাকরি পাওয়া ভয়ানক কঠিন।'

'উনি আপসহীন কিনা জানি না। আমি অপর লোকটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না তবে কুপার একটা মেশিন। ও কী করছে ওকে দেখা না পর্যন্ত আপনি বুঝতেই পারবেন না।'

'তারপরও তো তোমরা ওকে নাকাল করেছ, তাই না? তুমি এবং ট্রেসি? কয়েক বছর ধরে। সে অতটা দক্ষ হয়তো নয়।'

চেয়ারে হেলান দিল জেফ। চিন্তিত। ওর মনের কথা পড়তে পারলেন প্রফেসর ডোমিঙ্গো।

'কী?' নার্ভাস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'তুমি কী ভাবছ, জেফ?'

'পুলিশ এবং জাদুঘর কর্তৃপক্ষ যদি ডেনিয়েল কুপারের কবল থেকে কাফনটি রক্ষা করতে না পারে তাহলে আমাদের প্লান বি-র দরকার হবে। আপনি যেমনটি বললেন আমি আগে একবার কুপারকে নাকাল করেছিলাম।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ডোমিঙ্গোর। 'তুমি নিজেই ওটা চুরি করার পরিকল্পনা করছ না তো?'

জেফ প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

ষাট

'সিনোরা প্রিয়েতো। থ্যাংক গড আপনি এসে পড়েছেন। দেখুন অবস্থা কী।'

ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো মাত্রই অফিসে ঢুকেছেন। তাঁর এক হাতে এখনও আধখাওয়া কফির কাপ, কালো চুল ভেজা। বসন্তের হালকা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। ডেপুটির মুখভাব দেখে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে জিনিসটি তাঁকে দেখতে বলা হচ্ছে আসলে তা না দেখলেই বোধহয় ভালো হবে।

'কী হয়েছে, মিগুয়েল?'

'সাবানা সান্তা। সিকিউরিটি ব্রিচ হয়েছে।'

ম্যাগডালেনা প্রিয়েতোর রক্ত জমাট বেঁধে গেল। দুইদিন আগের রহস্যময় ফোনকলটির কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল।

কেউ একজন সাবানা সান্তা চুরির পরিকল্পনা করছে।

আমি কেন ওই লোকের কথায় পাত্তা দিলাম না?

কাফনটির যদি কিছু হয় সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগডালেনা প্রিয়েতোর ক্যারিয়ার যাবে খতম হয়ে, খানখান হবে তাঁর খ্যাতি। ডেপুটির পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে তিনি সেন্ট্রাল রুমে চলে এলেন। এখানেই কাফনটি রাখা। আমেরিকান লোকটির কণ্ঠ তাঁর মাথায় বাড়ি মারছে বারবার, তাঁকে যেন মশকরা করছে।

আমি জানি আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা মন্দ নয়... বাট ডেনিয়েল কুপার ইজ বেটার।

শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করতে লাগলেন ম্যাগডালেনা। তবে কোণার দিকে ফিরতেই প্রবল স্বস্তির ফল্গুধারা বইল দেহজুড়ে। *ওটা যথাস্থানেই আছে! থ্যাংক গড।*

বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি একটি বাক্সের মধ্যে আছে কাফনটি। ইনফ্রারেড অ্যালার্ম একে রক্ষা করছে, ভেতর এবং বাইরে উভয় জায়গা থেকেই। কতগুলো কোড ছাড়া এ বাক্স খোলা যাবে না। গ্লাসের মধ্যে তাপমাত্রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যাতে অমূল্য বস্ত্রখণ্ডটির কোনোরকমে ক্ষতি না হয়। ম্যাগডালেনা কন্ট্রোল প্যানেলের ডায়াল চেক করলেন। সবকিছুই তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কোনো অ্যালার্ম বাজানো হয়নি। তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাও ঠিক পরিমাণেই রয়েছে। কেউ কেস ভেঙে ভেতরে ঢুকলে রিডিংগুলোয় গোলমাল বেধে যেত।

ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো তার ডেপুটির দিকে ফিরলেন। 'কই? আমি তো কোনো সমস্যা দেখলাম না।'

মিগুয়েল হাত তুলে দেখাল। কাচের বাক্সটি অ্যালুমিনিয়ামের একটি সার্পেটি স্ট্যান্ডের উপর রাখা। স্ট্যান্ডের নিচে বড়দিনের একখানা কার্ড পড়ে আছে সাদা খামসহ। খামের গায়ে লেখা : **সেনোরা প্রিয়েতো**।

ম্যাগডালেনা কাঁপা গলায় বললেন, 'পুলিশে খবর দাও।'

'এটা স্রেফ একটা বিপর্যয়।'

ফিলিপ্পি আগোস্তো, সেভিলের মেয়র, নাটকীয় ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন ঘরে। 'সেভিলে যদি কাফনটি চুরি হয়ে যেত, অথবা এর কোনোরকম ক্ষতি হতো, আমাদের গোটা শহর লজ্জায় পড়ে যেত। সারা স্পেন কাউকে মুখ দেখাতে পারত না!'

'জী, কিন্তু কাফনটি চুরি হয়নি কিংবা এর কোনো ক্ষতিও হয়নি।' শান্ত গলায় বললেন ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো। যদিও মনে মোটেই শান্তি অনুভব করছেন না। মেয়র আগোস্তো এবং কমিসারিও দিমিত্রির সঙ্গে তিনি দিমিত্রির অফিসে মিলিত হয়েছেন সাবানা সান্তা প্রদর্শনীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া নিয়ে কথা বলতে। 'এ চিঠিটি একটি ওয়ার্নিং ছিল। বন্ধুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী। আমি বলছি না যে এটি আমাদের গুরুত্বসহকারে নেওয়া উচিত নয় তবে–'

'ঘর ভেঙে, ভেতরে ঢুকে একটি অমূল্য রেলিককে বিপদাপন্ন করে তোলার মধ্যে কোনো 'বন্ধুত্বপূর্ণ' বিষয় নেই, সিনোরা।' কর্কশভাবে তাঁকে বাধা দিলেন কমিসারিও দিমিত্রি। 'যে-ই এটা করে থাকুক না কেন সে একটা ক্রিমিনাল, ব্যস। তাকে গ্রেপ্তার করে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া উচিত।'

নিজের নার্ভাসনেস লুকাতে কঠিন কঠিন বুলি কপচাচ্ছেন দিমিত্রি। সিনোরা প্রিয়েতো স্বীকার গেছেন দিন দুই আগে তাঁকে সাবধান করে দিতে একজন ফোন করেছিল তবে রহস্যময় আমেরিকানের ফোন কলের ব্যাপারটি পুরোটাই চেপে গেছেন দিমিত্রি।

'ব্যাপারটি অদ্ভুত,' মন্তব্য করলেন প্রিয়েতো। 'সে আমাকে বলেছিল সে নাকি পুলিশে ফোন করেছিল কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে চায়নি।'

'ক্রিমিনালদের মিথ্যা বলার মধ্যে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার থাকে না, সিনোরা।'

মেয়র আগোস্তো বললেন, 'চিঠিটা আরেকবার দেখি তো।'

খামের মধ্যে দুই ভাঁজ করা এক টুকরো সাদা কাগজ। তাতে লেখা আমি যদি এটা করতে পারি, ডেনিয়েল কুপারও পারবে।'

'এই ডেনিয়েল কুপারের সত্যি কি কোনো অস্তিত্ব আছে?'

'নেই, 'একশব্দে নাকচ করে দিলেন দিমিত্রি। 'একটা কাল্পনিক চোর শহরে লুকিয়ে আছে, ওরকম কাউকে নিয়ে ভাবার চেয়ে আমি বরং অনেক বেশি উদ্বিগ্ন জাদুঘরে সত্যি কেউ ঢুকতে পাড়ে কিনা তা নিয়ে। এ লোকটা সম্ভবত কাল্পনিক চোরটাকে সৃষ্টি করেছে যাতে আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়।'

ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো বললেন, 'আমার এতে সন্দেহ আছে। যে লোকটির কথা বলা হয়েছে, পুলিশের ছদ্মবেশধারী, তাকে আমার স্টাফরা দেখেছে। এই কুপারের বিষয়ে আমাদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত। ইন্টারপোলের সঙ্গে কি আপনি যোগাযোগ করেছেন, *কমিসারিও?*'

প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে মিউজিয়ামের পরিচালকের দিকে তাকালেন আলেসান্দ্রো দিমিত্রি। আন্তর্জাতিক একদল পুলিশ তাঁর এলাকায় হাউকাউ করবে এটা তিনি মোটেই বরদাশত করতে পারবেন না। *ফালতু মহিলা। এ কী করে অ্যান্টিকুয়ারিয়ামের ডিরেক্টর হয়? এর উচিত বাড়িতে বসে সুপ রান্না করা, আমার মতো পেশাদার লোকদের কী করা উচিত তার পরামর্শ দেয়া মোটেই মানায় না।*

'ইন্টারপোলের সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই, সিনোরা। মি. কুপার নামে সত্যি যদি কেউ থেকে থাকে, এবং সে সেভিলেই যদি অবস্থান করে, আমি এবং আমার লোকেরা তাকে ঠিক খুঁজে বের করব। আপনি কি তুরিনকে জানিয়েছেন নজরদারি সত্ত্বেও আপনার জাদুঘরে কী ঘটেছে?'

ম্যাগডালেনার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'না। বললামই তো কিছু চুরি যায়নি কিংবা ক্ষতি হয়নি। কাজেই তাদেরকে জানাবার কিছু নেই।'

'ঠিক আছে, আমি আশা করছি আপনারা দুজনেই যে যার মতো কাজ করে যাবেন,' পুলিশ চিফ এবং মিউজিয়াম ডিরেক্টর উভয়ের দিকে অভিযোগ করার ভঙ্গিতে একটি আঙুল তুললেন মেয়র। 'আর আজকের মিটিংয়ের কোনো কথা যেন চার দেয়ালের বাইরে না যায়। তবে আমি চাই জাদুঘরে দ্বিগুণ পুলিশ পাহারা বসানো হবে এবং তারা গোটা এলাকা ঘিরে থাকবে। এক্সিবিশনে স্টাফরা যেন ঘড়ি ধরে ডিউটি করে। কথাটা কি পরিষ্কার বোঝাতে পারলাম?'

'জী, বুঝেছি,' বললেন ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো।

'বুঝলাম,' বললেন কমিসারিও দিমিত্রি।

একষট্টি

দিন চলে যায়। কিছুই ঘটে না।

উৎকণ্ঠা বোধ করছে জেফ স্টিভেন্স।

ডেনিয়েল কুপার কি আদৌ সেভিল আসেনি? জেফের কন্ট্যাক্ট তাকে খুঁজে পায়নি, পুলিশও না। হয়তো পুলিশের ছদ্মবেশধারী রোমান চেহারার লোকটা কুপারের সহযোগী নয় এবং সে একাই কাজ করছে। জেফের চিঠি পাবার পরে (মেইন ফিউজ অফ করে দিয়ে সে সমস্ত অ্যালার্ম অকেজো করে ফেলেছিল। তবে টেম্পারেচার কন্ট্রোলের সঠিক মাত্রা বজায় রেখেই ও কাজটা করে) প্লাজা ডি লা একারনাসিওনে গুয়ের ওপর ভনভন করা মাছির মতো পুলিশে ছেয়ে গেছে গোটা এলাকা। রোমানটা হয়তো এত কড়াকড়ির মধ্যে সুবিধা করতে পারবে না বলে পিঠটান দিয়েছে। হয়তোবা তবে নিশ্চিত নয় জেফ।

এখন আর ওর পক্ষে প্রদর্শনীতে যাওয়া সম্ভব নয়। ওকে হয়তো কেউ চিনে ফেলতে পারে সেই ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে যে কিনা সিকিউরিটি ব্রিচের দিন কিছু 'মেইনটেনান্স'-এর কাজ করতে জাদুঘরে ঢুকে পড়েছিল। জেফের এখন সেভিল ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত কিন্তু কাফনটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো কিনা না জানা পর্যন্ত এখান থেকে ওর পা সরছে না। সে আলফোনসোর লাক্সারি সুইটে ঘুমিয়ে বসে কাটাতে লাগল দিন। মাঝে মধ্যে সাইটসিয়িং করতে যায় কিংবা কেনাকাটা করে।

জাদুঘরে চিঠি রেখে আসার পরে ছয়দিন বাদে জেফ নিজেই একটি চিঠি পেল। সকালে নাশতা করার সময় এক ওয়েটার এসে দিয়ে গেল চিঠিটি। চিঠিটি খুলে পড়তেই বিষম খেল ও।

'তুমি কোথায় পেলে এটা? কে তোমাকে দিল?'

জেফের গলায় ভয়ার্ত সুর টের পেয়ে ঢোক গিলল বুড়ো ওয়েটার। 'এক ভদ্রলোক রিসেপশনে এটা রেখে গেছেন, স্যার।'

'কখন?'

'কয়েক মিনিট আগে। এটা জরুরি চিঠি কিনা তাও বলেননি, যদিও...'

জেফ ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। হোটেলের বিশাল ফ্রন্ট ডোর থেকে ছিটকে বেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ি বাইল ও, নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে

দৌড়াল ব্যালে স্যান ফার্নান্দোর দিকে। এদিকে রাস্তাঘাট তুলনামূলক ফাঁকা তবে ডেনিয়েল কুপারের চিহ্ন নেই কোথাও।

পাঁচ মিনিট পরে জেফ ফিরে এলো নাশতার টেবিলে। হাঁপাতে হাঁপাতে আবারও পড়ল চিঠিটি।

প্রিয় মি. স্টিভেন্স,

গত সপ্তাহে অ্যান্টিকুয়ারিয়ামে যে খেল আপনি দেখিয়েছেন তার সত্যি প্রশংসা করতে হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি একটি বিশেষ বস্তুর বিষয়ে আমার পরিকল্পনা নিয়ে আপনি বেশ সচেতন, যদিও আমার ধারণা আমার অভিপ্রায়ের বিষয়ে আপনাকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। আপনার ভুল দূর করতে পারলে আমি আনন্দিত হব এবং হয়তো এ প্রচেষ্টায় আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করাও যেতে পারে। এই জিনিসটি হস্তগত করতে পারলে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে। আমি টাকাটা আপনার সঙ্গে সমান সমান ভাগ করে নিতে রাজি আছি। আপনি আমার পার্টনার হলে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করব।

জেফ ভাবল ও তাহলে ভাবছে আমি অর্থলোভী। ভাবছে আমি টাকার জন্য কাফন চুরি করতে এসেছি। ও মানুষ চিনতে ভুল করেছে।

তবে চিঠির শেষ প্যারাটি ওকে উত্তেজিত করে তুলল।

আমরা একসঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। নদীর ধারে ছোট একটি গির্জা আছে, স্যান বুয়েনা ভেঞ্চুরা। আস্থা রাখছি আপনি পুলিশে খবর দেবেন না এবং গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তবে এলে আপনাকে পস্তাতে হবে না। আমি বুধবার রাতে, এগারোটার সময় ওখানে হাজির থাকব। তবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে আমি আর সাক্ষাতের স্থানে থাকব না এবং আর কোনোদিন আপনি আমার দেখা পাবেন না।

আপনারই D.C

দ্রুত চিন্তা করছে জেফ। কুপার বলছে জেফ নাকি তার অভিপ্রায় বুঝতে ভুল করেছে। ইরানি লোকটা তাহলে এর মধ্যে জড়িত নয়? কুপার হয়তো তাকে ডাবল ক্রস করছে অথবা ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে?

পুলিশে খবর দেওয়ার প্রশ্নই নেই। জেফের সন্দেহ নেই সেই চেষ্টা করলে কুপার ঠিক জেনে যাবে। তাছাড়া গর্দভ দিমিত্রি এবং আত্মতুষ্ট সিনোরা প্রিয়েতো কেউই ওকে পাত্তা দেয়নি। কাজেই এদেরকে বলার দরকারও নেই।

কুপারের সঙ্গে দেখা করে ওকে এ কাজটা থেকে বিরত থাকতে বলব? নাকি আমার টাকার দরকার ভান করে ওর কাছ থেকে প্ল্যানটা জেনে নিয়ে ওকে স্যাবোটাজ করব?

প্রশ্ন হলো ও যাবে কি যাবে না।

এখন এ সিদ্ধান্তই নিতে হবে জেফকে।

বাষট্টি

ক্যারুজেল থেকে ব্যাগটি তুলে নিয়ে চারপাশে চোখ বুলাল জাঁ রিজ্জো ট্যাক্সির জন্য।

তার এখন উল্লাস নিদেন উত্তেজিত বোধ করার কথা। কারণ সেভিলের অ্যান্টিকুয়ারিয়াম জাদুঘরের ডিরেক্টর ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো যখন ওকে ফোন করলেন, গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম ও ডেনিয়েল কুপার সম্পর্কে খবর জানতে পারল। নিউইয়র্কে এলিজাবেথ কেনেডিকে গ্রেপ্তার করেও কুপার সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া গেছে। সে ডেনিয়েল কুপার সম্বন্ধে কিছু জানেই না বলতে গেলে। কুপারের উদ্দেশ্য, প্রবণতা, ব্যক্তিজীবন সবকিছুই বন্ধ বইয়ের মতো। নিউইয়র্কে লোরি হ্যানসেন খুন হওয়ার পরে কুপারের টিকিটিরও খোঁজ পায়নি কেউ। সব একদম ঠাণ্ডা মেরে গেছে। এখন ট্রেসি হুইটনিও বোধকরি জাঁ রিজ্জোকে সাহায্য করতে পারবে না।

জাঁ রিজ্জো অন্য দিক থেকেও কম ভুগছে না। তার সাবেক স্ত্রী সিলভি, যাকে সে এখনও গভীরভাবে ভালোবাসে, সে ক্লুদ নামে এক স্কুল মাস্টারের প্রেমে পড়েছে। সিলভির চোখে লোকটা দয়ালু, উদার, সংস্কৃতিমনা এবং নির্ভরযোগ্য। সিলভির এক ডিনারের দাওয়াতে এ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রিজ্জোর। তার আশঙ্কা একেই হয়তো বিয়ে করে বসবে সিলভি। কারণ জাঁ রিজ্জোকে সে ছেড়ে গেছে রিজ্জো তাকে এবং তার ছেলেমেয়েদেরকে সময় দিতে পারে না, কাজটাই তার কাছে মুখ্য বলে। হয়তো সিলভি ভাবছে ক্লুদ হবে তার পছন্দের মতো– পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেবে।

সিলভিকে হারাতে যাচ্ছে এই আশঙ্কাই জাঁ রিজ্জোর মনটাকে দমিয়ে রেখেছে। কষ্টের কথাগুলো কাউকে বলতে পারলে হালকা হতো বুক। ওর কষ্ট একজন মানুষই বুঝতে পারবে, সে হলো ট্রেসি হুইটনি। ট্রেসিকেও তার পেশার খাতিরে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবে মুশকিল হলো ট্রেসি নিউইয়র্ক থেকে চলে যাওয়ার পরে আর ওর ফোন ধরছে না। তার নিরবতা যেন নিষ্ঠুরভাবে রিজ্জোকে বলছে *আমার যা করার আমি করেছি, আমি যা যা জানি সব তোমাকে বলেছি। এখন আমাকে একা থাকতে দাও।*

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলো জাঁ। একটা ক্যাব পেয়ে লাফিয়ে উঠল তাতে।

'Avendia Emilio Lemos, Por favor.'
'Comisaria?'
'Si.'

হোটেলে ফিরে জামাকাপড় বদলানোর সময়টুকু পর্যন্ত নেই জাঁ-র। এখনই ওকে মিটিংয়ে বসতে হবে। যদি সিনোরা প্রিয়েতোর কথাই ঠিক হয়, এখানে সন্ধান মেলে ডেনিয়েল কুপারের, তাহলে রিজ্জোর সকল পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

'সেভিলে আপনি ডেনিয়েল কুপারকে খুঁজে পাবেন না, ইন্সপেক্টর।'

কমিসারিও আলেসান্দ্রো দিমিত্রি খেপে আছেন। স্প্যানিশ পুলিশম্যানটির চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে জাঁ রিজ্জো।

'সিনোরা প্রিয়েতোর কথা শুনে মনে হলো–'

'সিনোরা প্রিয়েতোকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। আপনার এজেন্সির সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ করা উচিত হয়নি। আমার ধারণা উনি আপনাকে বেহুদা এখানে ডেকে এনেছেন... কী বলে যেন বাগধারাটা... বুনো হাঁসের পেছনে ছুটবার জন্য।'

জাঁ রিজ্জো জানালার কাছে হেঁটে গেল। সেভিলের নতুন পুলিশ সদর দপ্তর থেকে শহরের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য নাকি উপভোগ করা যায়। কিন্তু আজকের দিনটি বিষণ্ন এবং ধূসর। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম।

'সিনোরা প্রিয়েতো একটি চিঠির কথা বললেন যেটা পবিত্র কাফনের নিচে পাওয়া গেছে। আপনি জানেন সেটার কথা?'

ক্রোধ প্রকাশ করলেন দিমিত্র। 'অবশ্যই জানি।'

'তিনি বললেন ঘটনার দুদিন আগে তাঁর কাছে একটি ফোন এসেছিল–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কর্কশ স্বরে বাধা দিলেন দিমিত্রি, রিজ্জোর দিকে হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন। 'আমি নিজেও ওই একই লোকের ফোন পেয়েছিলাম। এক আমেরিকান। সান্তা সাবানা নাকি কে চুরি করার মতলব করেছে সেসব নিয়ে আজগুবি কথাবার্তা।'

'আপনি এই ফোনকলের কথা রিপোর্ট করেননি?'

'কার কাছে রিপোর্ট করব?' আরও চটে গেলেন দিমিত্রি। 'আমি সেভিলের পুলিশপ্রধান। ওটাকে ভুয়া ফোন বলে আমি পাত্তা দিইনি। এবং আমার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়। কাফন চুরির কোনো অপচেষ্টা করা হয়নি। সিনোরা প্রিয়েতো আসলে নাটকীয়তা খুব পছন্দ করেন আর কন্সপিরেসি থিওরিতে বিশ্বাসী। কিন্তু আমি ফ্যাক্টসের ওপর আস্থা রাখি।'

'আমিও,' বলল জাঁ। 'আপনাকে ডেনিয়েল কুপার সম্পর্কে কিছু ফ্যাক্ট বলি।'

সে কুপারের যাবতীয় ইতিহাস খুলে বলল পুলিশ চিফকে। শেষে বাইবেল কিলারের কথা বলল। 'বাইকেল কিলার হিসেবে ডেনিয়েল কুপার আমাদের প্রধান সাসপেক্ট। আসলে বলা উচিত এই মুহূর্তে একমাত্র সাসপেক্ট। ওকে খুঁজে পাওয়া যে কতটা জরুরি বলে বোঝাতে পারব না। কুপার অত্যন্ত বুদ্ধিমান, একই সঙ্গে ভয়ানক বিপজ্জনক।'

হাই তুললেন দিমিত্রি। 'হয়তো সে তাই, ইন্সপেক্টর। অ্যান্ড আই উইশ ইউ লাক। তবে ফ্যাক্ট হলো সে সেভিলে নেই।'

'আপনি কী করে জানেন?'

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন দিমিত্রি। 'কারণ সে এখানে থাকলে আমার লোকেরা তাকে খুঁজে পেত।'

অ্যান্টিকুয়ারিয়ামে জাঁ-র মিটিং অনেক বেশি ফলপ্রসূ হলো। ম্যাগডালেনা প্রিয়েতোকে তার যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমতী এবং বিনয়ী মনে হলো, বিশ্রি দিমিত্রির চেয়ে তিনি অনেক ভালো।

'এ লোকটা কি এরকমই নির্বোধ?' জিজ্ঞেস করল জাঁ। ম্যাগডালেনার অফিসে বসে তাঁর সেক্রেটারির এনে দেওয়া ডাবল এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

'বরাবরই,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো। 'আমি ইন্টারপোলকে ফোন করেছি বলে উনি ভীষণ ক্ষেপে আছেন। ভাবছেন এতে তাঁর কর্তৃত্বের অবমাননা করা হয়েছে। একদিক থেকে তা-ই। তবে আমার মনে হয়েছিল কাফনটি রক্ষা করার জন্য যা যা করা দরকার তা করাটাই আমার কর্তব্য। চিঠিটি পাবার পরে আমি কীরকম ভয় পেয়েছিলাম আপনি জানেন না।'

'সে বুঝতে পারছি।'

'ওটার পেছনে যেই থাকুক না কেন সে সাবানের ক্ষতি করতে পারত, এমনকি ওটা ধ্বংস করেও দিতে পারত। ভাবলেই গা শিউরে ওঠে।'

'কিন্তু সে তা করেনি। সে ওটা চুরি করার চেষ্টাও করেনি।'

'ঠিক তাই। যে লোকটি আমাকে চিঠি লিখেছিল এবং ফোন করেছিল সে আমাকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। লোকটি বেশ আন্তরিক ছিল। এবং সে অনেক কথাই জানত। আমার স্টাফরা বলেছে ওই মানুষটি অপর যে লোকের কথা বলেছিল, তাকে তারা পুলিশের ছদ্মবেশে দেখেছে। আপনি সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছেন?'

মাথা দোলাল জাঁ। একটু কুঁজো, কালো চুলের লোকটাকে তার চেনা লাগেনি। এ যদি ডেনিয়েল কুপারের দুষ্কর্মের নতুন সহযোগী হয়ে থাকে, নিশ্চিতভাবেই এলিজাবেথ কেনেডি থেকে সে অনেক আলাদা।

'এই লোকটি যেভাবে আমাদের সিকিউরিটি ভেঙে ঢুকেছিল..' প্রশংসার সুরে বলে চললেন সিনোরা প্রিয়েতো। 'সে শুধু আমাদের অ্যালার্ম ক্যামেরাগুলোই ফাঁকি দেয়নি, বুলেটপ্রুফ গ্লাস এবং কোডগুলোও তাকে ঠেকাতে পারেনি। সে জানত সে কী করছে। বক্সের মধ্যে আরগন এবং অক্সিজেনের তাপমাত্রা যেন কোনো হেরফের না হয় সেদিকেও তার লক্ষ ছিল। এর অর্থ কী দাঁড়ায়?'

'কাফনটি প্রিজার্ভ করার প্রয়োজনীয়তা সে বুঝতে পেরেছিল,'

'জী। এবং সে জানত কীভাবে প্রিজার্ভ করতে হয়। তার কাজ দেখে মনে হয় সে যেন নিজেই কোনো কিউরেটর কিংবা আর্কিওলজিস্ট।'

হাসল জাঁ রিজ্জো। তার হাসি দেখে ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ধারণা কি ভুল?'

'না, আপনার ধারণা ভুল নয়, মিস প্রিয়েতো। যে লোকটি আপনাকে চিঠি লিখে রেখে গেছে তার নাম জেফ স্টিভেন্স।'

ম্যাগডালেনা অপেক্ষা করতে লাগলেন জাঁ-র বিস্তৃত ব্যাখ্যা শোনার জন্য।

'জেফ স্টিভেন্স যদি ধারণা করে থাকে ডেনিয়েল কুপার সেভিলে আছে কাফনটি চুরি করার জন্য, তাহলে ডেনিয়েল কুপার এখানে আছে সে উদ্দেশ্যেই। কাজেই আপনার সিকিউরিটি কোনোভাবেই কমানো যাবে না।'

ফ্যাকাসে দেখাল ম্যাগডালেনার চেহারা। 'না, আমরা তা করব না।'

'দ্বিতীয় লোকটার ফুটেজ আমাকে ই-মেইল করে দেবেন।'

'আজ দুপুরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি ওকে ধরতে পারবেন, ইন্সপেক্টর? আমার মনে হয় কমিসারিও দিমিত্রি সেরকম কোনো চেষ্টাই করছেন না।'

'আমি ওকে খুঁজে বের করবই,' থমথমে মুখ রিজ্জোর। 'ওকে আমার ধরতেই হবে। আপনার সাবানা সান্তাই কেবল ঝুঁকির মুখে নেই।'

তেষট্টি

মারিয়া লুইসা পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরছে জাঁ রিজ্জো। বৃষ্টির পরে সবুজ ঝোপঝাড়গুলো যেন নবজীবন পেয়ে ঝলমল করছে। বসন্তের রোদে গোলাপি লরেলগুলো ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

জাঁ রিজ্জো ভাবছিল *আমি কি সময় নষ্ট করছি? ধরা যাক ডেনিয়েল কুপারই সেই বাইবেল কিলার এবং আমি তাকে খুঁজে বের করে শাস্তিও দিলাম। কিন্তু সবশেষে তাতে কি আদৌ কোনো লাভ হবে? ওর পরে আরেকজন সিরিয়াল কি জন্ম নেবে না? তারপরে আরেকজন, তারপরে আরও একজন?*

তবে নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই পেয়ে গেল ও।

না। দুনিয়ায় ভালো মানুষের অভাব নেই। শুধু ডেনিয়েল কুপারের মতো কিছু উন্মাদই মেয়েদেরকে ধর্ষণ করছে এবং জবাই করে হত্যা করছে। অন্ধকার যুগেও এরকম উন্মাদের অভাব ছিল না যারা বাইবেলের অজুহাত দেখিয়ে নির্যাতন করে মানুষ হত্যা করত...

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। একটা চিন্তা, একটা থিওরি মাথায় এসে গেছে।

ডেনিয়েল কুপার।

নির্যাতন এবং হত্যা।

বাইবেল।

তুরিনের কাফনটি স্রেফ একটি পবিত্র রেলিক বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়। এটি অপরাধের প্রমাণও বটে। একটি হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ। যে হত্যাকাণ্ডটি ঘিরে রয়েছে রহস্য।

জাঁ রিজ্জো একরকম ছুটেই চলে এলো হোটেলে। একেকবারে দুই ধাপ সিঁড়ি বাইল। ঘরে ঢুকেই খুলল ল্যাপটপ। তারপর বাটন টিপে সম্প্রতি আসা ই-মেইলটি বের করল। ম্যাগডালেনা প্রিয়েতো পাঠিয়েছেন। জাঁ অ্যাটাচমেন্ট খুলে লোকটার মুখের ওপর জুম করল। প্রশস্ত কপাল। পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো রোমান নাক। খুলি কামড়ানো কোঁকড়ানো কালো চুল।

ও আবার জুম করল।

আবারও।

তৃতীয়বারের পরচুলার ধার বা প্রান্তগুলো দেখা গেল। নাকটা যে নকল তাও এখন বোঝা যাচ্ছে। তবে এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে লোকটা খুব ভালোভাবে

লক্ষ না করলে বুঝবার উপায় নেই। *এ আসল লোক। এর কোনো সহযোগী নেই।*

সবুজ জ্যাকেট পরা লোকটি ফিরে এলো তার হোটেলে। বাসাস ডি লা জুডেরিয়া অত্যন্ত সাধারণ মানের হোটেল। দুটো গির্জার মাঝখানে, একটি ঘিঞ্জি গলিতে এর অবস্থান। হোটেলটির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বলতে কিছুই নেই। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, এ হোটেলের দরজা-জানালা সবসময় খোলা থাকে। আসবাবগুলো ভারি মেহগনি কাঠের। মোমকাঠ পালিশের গন্ধের সাথে যুক্ত হয়েছে পাশের গির্জা থেকে আসা ধূপ-ধুনো এবং কাঠ পোড়ানোর ঘ্রাণ। হোটেলটির ঘরগুলো ছোট ছোট। টেলিভিশন কিংবা আধুনিক পৃথিবীর অন্য কোনোরকম চিহ্ন বহন করছে না এটি। প্রবেশপথে কাঠের মস্ত ফটক। উঠোনে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পাইপ ফোঁকে বুড়োর দল কিংবা কফি পান করে অথবা ইগনাসিও আলডেকোয়ি-র বই পড়ে।

সবুজ পার্কাধারী লোকটি নিজের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর কোট এবং জুতো, মোজা খুলে বিছানার শেষ প্রান্তে বসল। এ ঘরে তার আগে বহু ইহুদি ঘুমিয়েছে কারণ এটি ইহুদিদের এলাকা। এদের কথা না ভাবার চেষ্টা করল সে। কারণ লোকটি ইহুদিদের একদমই পছন্দ করে না। ইহুদিরাই তো প্রভু যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

এ হোটেলটি নির্বাচন করার কারণ এটি তার কাজের জায়গা থেকে কাছে, গোপনীয় এবং ভাড়াও সস্তা। তবে বিড়ম্বনা হলো সাবেক ইহুদি পাড়ার কবল থেকে সে যেন কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। নিজেকে তার খুব নোংরা লাগছিল তাই সে জামাকাপড় খুলে ন্যাংটো হলো এবং বাথটাবে গরম জলের কল ছেড়ে দিল। নকল নাক, কপালে লাগানো ল্যাটেক্স এবং পরচুলা খুলে ফেলল সে। তারপর বাথটাবে উঠে পড়ল। প্রচণ্ড গরম জল তার চামড়া যেন পুড়িয়ে দিল, মলদ্বারে ছ্যাঁকা লাগল। ডেনিয়েল কুপার বাথটাবে দুই পা ছড়িয়ে দিল সামনে এবং আরামে উচ্চারণ করল 'আঃ!'

ডেনিয়েল কুপার তার জীবনের প্রথম অপরাধটি করে বারো বছর বয়সে।

তার শিকার ছিল তার নিজের মা।

পড়শী ফ্রেড জিমারের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে রাগে অন্ধ হয়ে কুপার তার মা ইলেনর কুপারকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তবে দোষটা গিয়ে চাপে জিমারের ঘাড়ে এবং নারী হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। ডেনিয়েল সাক্ষী দেয় সে নিজের চোখে দেখেছে জিমার তার মাকে কুপিয়ে মেরে

ফেলেছে। জুরিরা কিশোর ডেনিয়েলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং এতিম বাচ্চাটার দুর্দশার কথা ভেবে তাঁদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ডেনিয়েলকে পরে তার এক খালার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খালা প্রায়ই শুনতেন তার ভাগ্নে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠছে। ডেনিয়েল কুপার তার মাকে খুব ভালোবাসত।

তবে ডেনিয়েল কুপারের মা ছিল একটা বেশ্যা।

স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করে ডেনিয়েল। সে জানে তার অতীতের পাপ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় প্রায়শ্চিত্ত করা। মা এবং জিমারের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করত এবং ভাবত সে মহা পাপ করেছে। আর বড় হওয়ার পরে সে নানাভাবে পাপমুক্তির চেষ্টা করে গেছে।

অবশেষে এখানে, সেভিলে, সবকিছু খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে।

ট্রেসি এখন তার কাছে চলে আসবে। জেফ স্টিভেন্সকে কুপার টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে আর ট্রেসি আগুনের প্রতি পতঙ্গের আকৃষ্ট হওয়ার মতোই চলে আসবে। কুপার তার মায়ের মৃত্যুর জন্য শেষ কোরবানিটি দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের পালা শেষ করবে। তারপর ট্রেসিকে বিয়ে করে নিজের এবং ট্রেসির আত্মাকে পবিত্র করে তুলবে।

ডেনিয়েল কুপারের প্রিয় মা মারা গিয়েছিল বাথটাবে। সেই মৃত্যুদৃশ্যের কথা মনে করে হস্তমৈথুন শুরু করে দিল সে। একটু পরেই সে একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে পড়বে।

চৌষট্টি

স্যান বুয়েনাভেনচুয়ারাকে একটি লুকানো রত্নভাণ্ডার বললেই হয়। কাল্লে কার্লোস ক্যানাল-এর একটি বিস্মৃতপ্রায় গলির মাথায় গির্জাটি প্রায় গভীর রাত বলে গির্জা এবং গলি দুটোই জনমানবশূন্য। তবে বেদির উপর টিমটিমে একটি বাতি জ্বলছে। বেদিটি সোনার তৈরি। দেখে জেফ স্টিভেন্সের খাবি খাওয়ার জোগাড়। এ জিনিসের দাম তো কয়েক মিলিয়ন ডলার। এরকম অরক্ষিত এবং অযত্নে পড়ে আছে! গির্জাটি ছোট কিন্তু চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট। হাতির দাঁত এবং মার্বেল পাথরের কারুকাজ করা কত জিনিস যে আছে! রয়েছে পালিশ করা স্বর্ণের ভাস্কর্য, মধ্যযুগীয় আশ্চর্য সব ফ্রেসকো।

গির্জার ভেতরে ধূপ, মোম আর কাঠের গন্ধ। জেফ ডাকল, 'হ্যালো?'

শূন্য গির্জায় তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো। ভীষণ ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে জেফ।

'কুপার?' আবার হাঁক ছাড়ল ও। 'আমি একাই এসেছি।'

কোনো সাড়া নেই। ঘড়ি দেখল জেফ। এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট। জেফ যদ্দুর জানে ডেনিয়েল কুপার খুব সময়ানুবর্তি মানুষ। ও নিশ্চয় চলে যায়নি। চলে যেতে পারে না। কারণ সে-ই জেফকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল। ওকে কিছু বলতে চায়। ওর সঙ্গে কোনো ডিল করতে চায়।

পেছনের একটি বেঞ্চে হাঁটু মুড়ে বসে সিলিংয়ের দিকে তাকাল জেফ। জায়গাটির রূপ সৌন্দর্য পান করছে। ডেনিয়েল কুপারকে এতদিন পরে মুখোমুখি দেখবে ভেবে সে খানিক নার্ভাস ছিল। তবে এ মুহূর্তে, গির্জার এই পবিত্র পরিবেশে ওর মনটা বেশ শান্তি লাগছে।

ও সেইন্ট পিটারে একটি মূর্তি দেখার জন্য মুখ ঘুরিয়েছে ঠিক তখন আঘাতটা এলো। এমন আচমকা এবং অপ্রত্যাশিত যে মাথায় পর্যন্ত সাড়া দিতে পারল না। শীতল ধাতবটা তার খুলির পেছনে আছড়ে পড়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো, যেন ফেটে গেছে ডিমের খোলা। জেফ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে, এক মুহূর্তের জন্য টের পেল গরম এবং চটচটে কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে ঘাড় বেয়ে।

তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

ব্রুকস্টিনদের রুবি চুরি হওয়ার পরে ট্রেসি হুইটনির সন্ধানে এল.এ-তে একের পর এক হোটেলে সশরীরে পাত্তা লাগিয়েছিল জাঁ রিজ্জো। তবে এখন আর তা করার সময় নেই। বরং যেই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছে জাদুঘরের লোকটা ডেনিয়েল কুপার, সে গোটা সেভিল জুড়ে তার ছদ্মবেশ ধরা ছবিগুলো ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছে।

এ শহরে শতাধিক হোটেল এবং অসংখ্য গেস্ট হাউস রয়েছে। এলিজাবেথ কেনেডির কাছ থেকে রিজ্জো জেনেছে কুপার সবসময় সস্তা হোটেলে ওঠে। তার মানে সে জাদুঘর থেকে কাছের কোনো হোটেলই বেছে নিয়েছে যার ঘরভাড়া খুব বেশি নয়। গুগল এবং শহরের ট্যুরিস্ট ম্যাপের সাহায্য নিয়ে জাঁ তার 'হিট লিস্ট'-এর হোটেলের সংখ্যা দশে নামিয়ে আনল।

আমি প্রথমটায় ঢুঁ মারব। তারপর বাকিগুলো দেখতে শুরু করব। ওকে আমার যেভাবেই হোক খুঁজে পেতেই হবে।

জাঁ কল্পনাও করেনি এত দ্রুত সে জ্যাকপটে হিট করে ফেলবে। একটি ইহুদি কোয়ার্টারের ছোট একটি হোটেলে ফোন করতেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি লাফিয়ে উঠল, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওনাকে চিনতে পেরেছি। উনি সেনর হারনানদেজ। আমাদের এখানে প্রায় মাসখানেক ধরে আছেন।'

এক মাস।

'উনি কি এখনও হোটেলে আছেন?'

'মনে হয়। কম্পিউটার চেক করে দেখছি।'

অপেক্ষা বড়ই যন্ত্রণার। আর টেনশন নিতে পারছে না জাঁ রিজ্জো।

অবশেষে লাইনে এলো মেয়েটি। 'জী, উনি এখনও এখানে আছেন। আমি কি খোঁজ নেব উনি ঘরে আছেন কিনা?'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জাঁ। 'না মানে ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।'

কাসা ডি লা জুডেরিয়া এখান থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে পার্কের পেছনে।

'বিষয়টি খুব জরুরি। আমি নিজেই আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটছে জাঁ। অদ্ভুত শান্ত লাগছে নিজেকে। নীল উইন্ডব্রেকারের নিচে, পাঁজরের ধারে আগ্নেয়াস্ত্রটির স্পর্শ টের পাচ্ছে সে পুলক নিয়ে। আজ হারুক বা জিতুক একটা এসপার-ওসপার করে ছাড়বে ও।

তেরোজন নারী।

এগারোটি শহর।

নয়টি বছর।

এবং আজ রাতে এর অবসান ঘটতে চলেছে।

হুয়ান হারনানদেজ ওরফে ডিটেকটিভ লুই কলোমার ওরফে ডেনিয়েল কুপার ৬৬ নং কক্ষে উঠেছে। আজ সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। আর অল্পক্ষণের মধ্যে হয় সে ধরা পড়বে নতুবা জাঁ রিজ্জোর হাতে খুন হয়ে যাবে। উঁচু পাথুরে দেয়াল ঘেরা একটা উঠোন পার হয়ে ৬৬ নং কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল ও। উঠোনের শেষ প্রান্তে চারটে পাথরের সিঁড়ি, তারপর একটি প্যাসেজওয়ে। ওখানে উঠেই রিজ্জো দেখল সে ৬৬ নং কক্ষের কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পিস্তল বের করে ও জোরে দুবার নক করল।

'সেনর হারনানদেজ?'

কোনো জবাব নেই।

'সেনর হারনানদেজ! আপনি ভেতরে আছেন? আপনার জন্য একটি জরুরি খবর আছে।'

কেউ সাড়া দিল না।

রিসেপশন ডেস্কের মেয়েটির দেওয়া চাবি নিয়ে তালায় ঢুকাল জাঁ। তবে একটু ধাক্কা দিতেই দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। জাঁ প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে দরজা খুলেই একলাফে ঢুকে পড়ল ঘরে।

'ডেনিয়েল কুপার, দিস ইজ ইন্টারপোল। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

যাশশালা।

ঘরে কেউ নেই। ঘরের বিছানা পরিপাটি। বাসিন্দাটি তার জিনিসপত্র নিয়ে পগারপার হয়েছে। বিছানার ধারে একটি বাইবেল। খোলা। তাতে ১৯ অধ্যায়ে এক নম্বর ভার্সটি উন্মুক্ত হয়ে আছে।

পঙতিতে লেখা *তাহারা যীশাসকে মরার খুলির স্থানে ধরিয়া লইয়া গেল। অতঃপর তাহারা ক্রুশবিদ্ধ করিল*।

জাঁ রিজ্জোর পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। আর সন্দেহই তবে ঠিক! ডেনিয়েল কুপারই বাইবেল কিলার। এতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

এমন সময় খামটি চোখে পড়ল জাঁ রিজ্জোর। কাফনের বেদির নিচে সাদা রঙের যে খামটি পেয়েছিলেন সেনেরা প্রিয়েতো ঠিক সেরকম। বালিশের উপর রেখে দিয়েছে কুপার। গোটা গোটা অক্ষরে খামের গায়ে লেখা :

ট্রেসি হুইটনিকে। প্রযত্নে ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জো।

খাম ছিড়ে চিঠি পড়তে শুরু করল জাঁ।

পঁয়ষট্টি

ঠক, ঠক, ঠক

শক্ত এবং শীতল কিছু একটা বারবার বাড়ি খাচ্ছে জেফের পিঠে।

সে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে, ধাতব মেঝে, বস্তার মধ্যে আলুর মতো একবার এদিকে, আরেকবার ওদিকে ছিটকে যাচ্ছে।

আমি গড়াগড়ি খাচ্ছি কেন? আমি কোথায়?

ইঞ্জিনের গর্জনের মতো একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে জেফ, সে সঙ্গে থরথর করে কাঁপছে মেঝে।

এটা কি প্লেন? কোনো কার্গো বিমান?

তারপর দড়াম করে মেঝেতে ঠুকে গেল মাথাটা। আঁধার ঘনিয়ে এলো আবার।

প্রচণ্ড শীত নিয়ে জেগে গেল জেফ। সে আর নড়াচড়া করছে না তবে এখনও পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। তার পিঠের নিচের পাথুরে মেঝে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

'ওঠো বলছি!' ভেসে এলো একটা কণ্ঠ এবং পরক্ষণে বুকের পাঁজরে সজোরে একটা লাথি খেল জেফ। ব্যথায় চিৎকার দিল ও।

পুরুষ মানুষের গলার স্বর তবে কেমন অদ্ভুত ধরনের, হিস্টিরিয়ার উন্মাদনা মিশেল দেওয়া উঁচু লয়ের কিচকিচানির মতো। গলার স্বরটা চিনতে পারল জেফ। সঙ্গে সঙ্গে বানের জলের মতো সমস্ত স্মৃতি ধেয়ে এলো ওর মস্তিষ্কে। মনে পড়ে গেল সব।

তুরিনের পবিত্র কাফন যেন ডেনিয়েল কুপার চুরি করতে না পারে সেজন্য সেভিলে এসেছিল জেফ। নানান ঘটনা এবং তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় কুপার ওই কাফনের কাপড় সত্যি চুরি করার ধান্ধা করেছে। জেফ সেভিলের পুলিশ কমিশনার এবং জাদুঘরের কিউরেটর দুজনকেই নিজের পরিচয় গোপন করে সাবধান করে দিয়েছিল কাফন চুরি হয়ে যেতে পারে। তবে ভুয়া ফোন ভেবে ওকে ওঁরা কেউই পাত্তা দেননি। তখন ডেনিয়েল কুপার নিজেই জেফের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে জেফকে একটি চিঠি লিখে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানায়। কুপার ভেবেছিল জেফও বুঝি পয়সার বিনিময়ে কারও ভাড়া

খাটছে কাফনটি চুরি করার জন্য। সে জেফকে প্রস্তাব দেয় একসঙ্গে কাজ করবে বলে। একটি চার্চে আসতে বলে ওকে। একা। কুপার যে ওর জন্য ফাঁদ পেতেছে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি জেফ। কুপার ওর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কীভাবে তুরিনের কাফন চুরি করার মতলব ভেঁজেছে জানার কৌতূহলে ও নির্দিষ্ট রাতটিতে সেই চার্চে যায়। এবং জনমানবশূন্য গির্জায় আক্রান্ত হয়। কুপার ওকে পেছন থেকে ধাতব শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর জ্ঞান ফিরে নিজেকে এখানে আবিষ্কার করেছে জেফ।

কুপার বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করছিল। তার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিল একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ শ্লোক পড়ছে।

"তুমি কি এখনও ঘুমাইতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু। "সময় হইয়াছে। এখন আমাকে পাপীদের কাছে হস্তান্তর করা হইবে। জাগিয়া উঠো।"

গুঙিয়ে উঠল জেফ। 'আমি জেগে আছি।'

কুপারের বুটপরা পায়ের লাথিতে ওর বুকের পাঁজরগুলো ব্যথায় কনকন করছে। তবে মাথার অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হতে পারে না। সর্বক্ষণ দপদপ করছে। কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে অবিরাম বাড়ি মেরে চলেছে খুলিতে। সহজাত প্রবৃত্তিতে ক্ষতস্থানে হাত বুলাতে গিয়ে দেখল ওর হাত বাঁধা।

হাত এবং পা দুটোই শক্ত করে বেঁধে রেখেছে কুপার।

ওর গায়ে কাপড় আছে বটে তবে ওগুলো ওর নিজের ড্রেস নয়। হাসপাতালের গাউনের মতো পাতলা, ফিনফিনে একটা কিছু পরানো হয়েছে। মোটা, কর্কশ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছে চোখ এবং মাথা। ব্যান্ডেজ নাকি?

'আমার একজন ডাক্তার দরকার,' গলা দিয়ে ব্যাঙের ডাক বেরিয়ে এলো জেফের। 'আমরা কোথায়?'

আবার লাথি, এবারে কলারবোনে। ভয়াবহ ব্যথায় শরীরে আগুন ধরে গেল। জ্ঞান হারাল না কেন বুঝতে পারল না জেফ।

'আমি প্রশ্ন করব,' শুয়োরের মতো কিচকিচ করে উঠল কুপার। 'প্রভু তোমার যন্ত্রণার উপশম করবেন। একমাত্র প্রভুই তোমাকে এখন সাহায্য করতে পারেন।'

কুপারের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার মানে ওরা উঁচু সিলিংবিশিষ্ট কোনো বড় বিল্ডিংয়ে আছে। চার্চ নাকি? না, প্রতিটি চার্চের ভেতরেই একটি গন্ধ থাকে। আর সে গন্ধটি এখানে অনুপস্থিত। তবে কি কোনো *গোলাঘর?* তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কুপার যখন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করছে না কিংবা ওকে কুকুরের মতো মারছে না তখন ঘরে নেমে আসছে পিনপতন নিস্তব্ধতা। কোনো গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ নেই, পাখির ডাক নেই,

কোনোকিছুরই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা তাহলে কোনো গোলাঘরেই আছি। প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলের গোলাবাড়িতে।

হিমশীতল তাপমাত্রার কারণে অনুমান করা যায় সময়টা এখন রাত। তবে ওরা বোধকরি দক্ষিণ স্পেনে নেই। প্লেনে করে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে... যদি সত্যি ওটা প্লেন হয়ে থাকে। গাড়িও হতে পারে।

ও কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল কে জানে? কত ঘণ্টা? নাকি কত দিন?

জেফ চিন্তা করার চেষ্টা করল। তবে প্রচণ্ড মাথাব্যথাটা ওকে সুস্থিরভাবে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। নানান চিন্তা এবং ছবি মনের মধ্যে এসেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শুধু মনে পড়ছে সেভিলের সেই গির্জার কথা যেখানে ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে ও দেখা করতে গিয়েছিল। ধূপ-ধুনোর গন্ধ। তারপর গির্জার ভেতরের সেই অপূর্ব সুন্দর বেদি।

তারপর কী?

প্লেন। শীতল ধাতবের ছোঁয়া। ট্রেসি। ওর মা। ওদেরকে সে স্বপ্ন দেখছিল। জেফের মা মারা গেছেন পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু আজ তাঁর কথা মনে করে চোখের কোণে জল জমল।

'তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছি জানো, স্টিভেন্স?'

কুপারের গলা জেফের মাথায় যেন শাবল চালাল।

'না।' কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। প্রচুর শক্তি লাগছে। একেকটি শব্দ উচ্চারণ করেই হাঁপিয়ে উঠছে জেফ। 'কেন?'

'কারণ তুমি শেষ। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত, কভেনান্ট।'

দুর্বল হাসি ফুটল জেফের ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটে।

'তোমার কাছে ব্যাপারটা কি মজার মনে হচ্ছে?' দাঁতে দাঁত ঘষল কুপার।

আরেকটা লাথি খাওয়ার জন্য শরীর শক্ত করল জেফ। কিন্তু আঘাতটা এলো না।

ও ভাবার চেষ্টা করছে পাগলটার উদ্দেশ্য কী। যেহেতু কথা বলছে তার মানে ও বাতচিত চালিয়ে যেতে চাইছে। যদি ইচ্ছে করত এতক্ষণে জেফকে মেরে ফেলতে পারত।

কিন্তু মারেনি।

কেন?

ও কী চায়?

জেফের কাছে কী আছে যেটা কুপারের দরকার?

জেফের মাথাটা একদম ফাঁকা হয়ে আছে। কিন্তু জানে ওর কিছু করতে হবে, কিছু বলতে হবে। ব্যস্ত রাখতে হবে কুপারকে। কিছু না ভেবেই বলে ফেলল, 'আমার কী মনে হচ্ছে তোমাকে বলি। আমার মনে হচ্ছে তুমি যা করছ তার সঙ্গে প্রভুর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে ট্রেসির সঙ্গে।'

বিস্ফারিত হলো কুপার। **'ওর নাম বলবে না তুমি!'**

হাসল জেফ। আসল জায়গায় আঘাত করে ফেলেছে।

'আমি কেন তার নাম বলব না? শত হলেও সে আমার স্ত্রী।'

মরতে বসা জন্তুর মতো আর্তচিৎকার ছাড়ল কুপার। 'না, না, না। সে তোমার স্ত্রী নয়।'

'অবশ্যই সে আমার স্ত্রী। আমাদের মধ্যে তো আর ডির্ভোস হয়নি।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি ওকে কলুষিত করেছ। আমার জিনিস তুমি কেড়ে নিয়েছ। সুন্দর, নিখুঁত একটি জিনিস নিয়ে তাকে নোংরা করে ফেলেছ। যেমন তুমি নোংরা!'

জেফ শুনতে পেল ছোটখাটো মানুষটা মেঝেতে আঁচড় কাটছে। তারপর ওকে উপুড় করে শোয়ানো হলো। কুপার পিঠের কাছের কাপড়টা একটানে ছিঁড়ে ফেলল।

'তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে,' বুনো চিৎকার বেরিয়ে এলো কুপারের গলা চিরে, পরক্ষণে সপাং করে চাবুকের বাড়ি পড়ল জেফের নগ্ন পিঠে। বৈদ্যুতিক তার দিয়ে তৈরি চাবুক, তাতে সুতীক্ষ্ণ পেরেক বসানো। জেফের মাংস কেটে বসে গেল পেরেকগুলো।

আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল জেফ।

'তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

আবার নেমে এলো চাবুক।

আবার।

আবার।

এ ব্যথা ভাষায় প্রকাশ করার নয়, এ অমানুষিক নির্যাতনের সঙ্গে কিছুর তুলনা চলে না।

ও এখন আহত পশুর মতো আর্তনাদ করছে, কিন্তু শব্দগুলো যেন ভেসে আসছে বাইরে থেকে। ভেতরটা ওর একদম ভোঁতা হয়ে গেছে। অপেক্ষা করছে কখন আঁধার নেমে আসবে দু'চোখে, সবকিছু ওকে বিস্মৃত করে দেবে।

শেষ যে কথাটি জেফের মনে আছে তা হলো বেদম হাঁপাচ্ছিল ডেনিয়েল কুপার। লাথি-ঘুষি মেরে আর চাবুক কষিয়ে সে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর, জেফকে যেন আদর করে নিরবতা গ্রাস করে নিল।

ছেষট্টি

'তুমি দাবা খেলতে পার?'

চোখ খুলল জেফ। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এক সেকেন্ডের জন্য আতঙ্কবোধ করল ও। *আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি! হারামজাদা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে!*

তখন মনে পড়ল ওর চোখ পট্টি দিয়ে বাঁধা। একটা শ্বাস নিল জেফ। অপেক্ষা করল ফুসফুসে বাতাস ঢুকতেই তীব্র ব্যথায় ঝনঝন করে উঠবে বুকের খাঁচা। এবং সেই সঙ্গে ফিরে আসবে পাগল করা মাথা যন্ত্রণা। কিন্তু কিছুই ঘটল না। কোনোরকম ব্যথাই অনুভব করছে না ও। আশ্চর্য! কুপার নিশ্চয় আমাকে ড্রাগ দিয়েছে!

তবে গ্রাহ্য করল না জেফ। সারা শরীর গরম লাগছে যেন দেহের অভ্যন্তরে কোনো হিটার তাপ ছড়িয়ে ওকে আরাম দিচ্ছে। চাবুক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে কতক্ষণ সময় গেছে ওর কোনো ধারণা নেই। তবে অবাক ব্যাপার হলো মরফিন ইনজেশন দিলে কিংবা আফিমযুক্ত ব্যথা উপশমকারী ট্যাবলেট খাওয়ালে সাধারণত কুয়াশাচ্ছন্ন যে একটা ভাব তৈরি হয় মস্তিষ্কে, সেরকম কোনো অনুভূতি হচ্ছে না জেফের। উল্টো বেশ ভালো লাগছে ওর। শরীরে ব্যথা বেদনা নেই অথবা দেহ সাড়া না দিলেও পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে ও। অ্যাড্রেনালিনই কি ওকে এরকম ফোকাসড থাকতে সাহায্য করছে? তবে ও যে এখনও বিপদে আছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যদিও জানে না ওকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ডেনিয়েল কুপার ওর কাছে কী চায়।

'দাবা?' পুনরাবৃত্তি করল কুপার। 'খেল তুমি? ওহ্, এমনিই প্রশ্নটা করলাম। আমি জানি তুমি দাবা খেলতে পার।' তার গলার স্বরে আগের সেই রাগ বা ক্রোধের তিলমাত্র চিহ্ন নেই বরং বেশ খোশমেজাজেই লাগছে। 'এসো খেলি। আমি সাদা। কাজেই আমিই আগে চাল দেব।'

জেফ শুনল একটি দাবার বোর্ড বসানো হলো মাটিতে, কাঠের ঘুঁটিগুলো বসে গেল যথাস্থানে। জেফ দাবা খেলতে প্রায় ভুলেই গেছে। সেই ছোটবেলায় দু'একবার খেলেছে। তবে এখন কুপারকে কথাটা বললে হিতে বিপরীত হতে পারে।

'তুমি একটা কথা বোধহয় ভুলে গেছ,' বলল জেফ।

'কী?' জিজ্ঞেস করল কুপার।

জেফ জবাব দিল, 'আমার চোখ বাঁধা। হাত নড়াবারও উপায় নেই। বোর্ড যদি দেখতেই না পাই এবং ঘুঁটিগুলো হাত দিয়ে ধরতে না পারি তাহলে কী করে খেলব?'

এ কথায় যেন মজা পেল কুপার। 'তোমার মন দিয়ে খেলবে, মি. স্টিভেন্স। আমি আমার চালগুলো বলে দেব এবং তুমি তোমারগুলো বলবে। তারপর তোমার ঘুঁটি আমি সরিয়ে দেব। QE2 জাহাজের দাবা খেলার মতো হবে ব্যাপারটা। মেলনিকভ এবং নেগুলেস্কোকে যেভাবে তোমরা খেলিয়েছিলে। মনে আছে?'

সে ঘটনা কখনো ভুলবে না জেফ। সে আর ট্রেসি মিলে প্রথম ধোঁকাবাজিটা করেছিল। মজাও পেয়েছে বেশ। দুই গ্রান্ডমাস্টারকে আলাদা দুটি ঘরে বসিয়ে একে অন্যের চাল নকল করে খেলাটা খেলিয়েছিল ওরা। এটার কথা ডেনিয়েল কুপার জানল কী করে?

'ওই ধোঁকাবাজিটা থেকে কত টাকা কামিয়েছিলে?'

কর্কশ গলায় জবাব দিল জেফ। 'প্রায় একশো হাজার ডলার।'

'দুজনে মিলে?'

'প্রত্যেকে।'

'আইডিয়াটি তোমার ছিল নাকি ট্রেসির?'

'আমার। তবে ওকে ছাড়া কাজটা করতে পারতাম না। ও অসাধারণ দেখিয়েছিল। ও সবসময়ই অসাধারণ।'

কুপার কিছু বলল না তবে লোকটার ঈর্ষা যেন টের পেল জেফ। বাতাসে অশুভ, জ্যান্ত কোনো প্রাণীর মতো কিলবিল করছে। যেন নখর বাড়ানো বাজপাখি, থাবা মারছে এখনই। জেফ বুঝতে পারছে ট্রেসিই কুপারের দুর্বলতা। সে যদি ওর নিজের সম্পর্কে এবং ট্রেসির বিষয়ে অবসেশন নিয়ে আরও কিছু প্রকাশ করে দিতে পারে তাহলে সেসব তথ্য কাজে লাগিয়ে হয়তো এখান থেকে বেরবার একটা রাস্তা বের করা যাবে...

'সি ফোর টু সি ফাইভ,' দাবার বোর্ডে ঘুঁটি চালল কুপার। 'তোমার চাল।' একটু চিন্তা করে একটা চাল বলল জেফ। শুনে মন্তব্য করল কুপার, 'হুমম। প্রেডিক্টাবল।'

এ সুযোগটা কাজে লাগাল জেফ। বলল, 'অনুমান করি কেউ তোমাকে প্রেডিক্টাবল বলে অভিযোগ করার সুযোগ পায় না, ডেনিয়েল, কী?'

'আমার ডাক নাম ধরে ডাকবে না।'

'কেন?'

'মানা করেছি তাই।'

'কেন তোমার নিজের নামটি কি তোমার পছন্দ নয়?'

দাঁত কিড়মিড় করল কুপার। 'সে আমাকে ওই নামে ডাকত। জিমার।'

কুপারের কণ্ঠে প্রবল ঘৃণা।

'জিমার?'

'ফ্রেড জিমার। খুব বাজে লোক। একটা জোঁক, তোমার মতো। বি এক্স ডি ফাইভ। তোমার নাইটকে খেয়ে ফেললাম।'

দাবার বোর্ডে ঘুঁটি সরানোর শব্দ। জেফ ঘুঁটিগুলোর ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করল কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না।

'জি ফাইভ টু ই ফাইভ,' কুপারকে আগের আলোচনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাল সে। 'তুমি ওকে কীভাবে চিনতে?'

'আমাদের পড়শী ছিল,' বলল কুপার। 'আমাদের বাসায় আসত এবং আমার মাকে অপবিত্র করত।'

অপবিত্র, কলুষিত। এ শব্দগুলো কুপারের বেশ পছন্দ।

'ফ্রেড জিমার এবং তোমার মা লাভার ছিল নাকি?'

'খুব বিশ্রি ব্যাপার। সে এমনভাবে আমার পাশ দিয়ে যেত যেন কিছুই ঘটেনি। "ওহো ডেনিয়েল, কেমন আছ?" "খেলতে যাবে, ডেনিয়েল?" জিমার আমার মাকে বেশ্যা বানায়। তবে আমি ওর ওপর প্রভুর প্রতিশোধ নিয়েছি। দুজনের ওপরেই।'

'কী করেছিলে?'

'যা করেছি সব প্রভুর ইচ্ছায়। আমি মেষের রক্ত ছড়িয়েছি। ওটা ছিল প্রথম কভেনান্ট। আর এ ফাইভ।'

'তুমি ফ্রেড জিমারকে হত্যা করেছ? কীভাবে?'

'তুমি কালা নাকি? বলেছি 'মেষ', ভেড়া। তবে জিমার ভেড়া ছিল না। ছিল একটা নেকড়ে। তোমার চাল।'

কুপারের বিকৃত মস্তিষ্কের যুক্তিগুলো বুঝবার চেষ্টা করল জেফ। এ যেন শ্যাওলার পুকুরের মধ্যে সাঁতার কাটা। আপনি এগিয়ে যেতে চাইছেন, পেছন থেকে পেঁচিয়ে ধরছে শ্যাওলা। *পড়শী যদি নেকড়ে হয়...*

'তোমার মা। সে কি তবে ভেড়া ছিল?'

'আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম,' কাঁদতে শুরু করল ডেনিয়েল। 'কিন্তু আব্রাহাম যেভাবে তার প্রিয় পুত্রকে আইজাককে কোরবানি দিয়েছিলেন, আমাকেও ঈশ্বর আহ্বান করেন ভেড়াটিকে বেদিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই।' শূন্যগর্ভ গলায় বলল জেফ। 'তুমি তোমার নিজের মাকে হত্যা করেছ। এ কারণেই তোমার মাথাটা গেছে গোলমেলে হয়ে, ডেনিয়েল।'

'খবরদার! আমাকে ডেনিয়েল বলে ডাকবে না!'

'তুমি তোমার মায়ের বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে জেলাস ছিলে তাই তোমার মাকে হত্যা করেছ। তারপরে কী? ঈশ্বর তোমার মায়ের প্রেমিককেও দুনিয়া ছাড়া করেছেন, অনুমান করি?'

কুপার উঁ উঁ করে কাঁদছে।

'যীশাস,' জোরে শ্বাস টানল জেফ। এরকম কিছু ঘটবে ও নিশ্চয় আশা করেনি। ডেনিয়েল কুপার উন্মাদ, তবে আজ থেকে নয়। অনেক আগেই তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

'আমি প্রভুর হাতিয়ার।'

'ছাতা। তুমি একটা সাইকোপ্যাথ।'

'আমি একটি তরি,' কুপারের কণ্ঠে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ। 'ভেড়ার রক্ত তুমি সহ সকল পুরুষ মানুষের জন্য ঝরানো হবে, তবেই যদি এ পাপ ক্ষমা করা যায়। প্রভু তাই বলেছেন। তাহলে পাপের ক্ষমা মিলবে। "আমার স্মৃতিরক্ষার্থে এ কাজটি করো।"'

'কী কাজ? নিজের মাকে হত্যা?'

'তুমি বুঝতে পারছ না! আমার মাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। কোরবানি দিতে হয়েছে। যেভাবে ট্রেসির ভালোবাসা পেতে আমি কোরবানি দিয়েছি। যদি ট্রেসি শুরুতেই আমার কাছে আসত তাহলে এ সবকিছুই এড়িয়ে যাওয়া যেত।'

'আচ্ছা, তুমি এখন ট্রেসির দোষ দিচ্ছ? এতে তোমার শৌর্য প্রকাশ পেল না, ডেনিয়েল।'

দাবা খেলা দৃশ্যত সমাপ্ত। তবে জেফের মনে হচ্ছিল সে তার জীবন রক্ষা করার জন্য খেলছে। কুপারকে উত্তেজিত করে তোলাটা ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল হলেও এ মুহূর্তে অন্য কিছু পরিকল্পনা মাথাতেও আসছে না।

'এইমাত্র তুমি বললে তোমার মা এবং জিমারের কারণেই তুমি খুনি হয়েছ। তো এজন্য আসলে দায়ী কে?'

'না! কথা বন্ধ করো! আমার মা নিখুঁত ছিল।'

'কিন্তু তুমিই তো বললে তোমার মা ছিল একটা বেশ্যা।

'ট্রেসি বেশ্যা,' বিড়বিড় করে বলছে কুপার। 'ট্রেসি আমাকে ইভের মতো প্রলুব্ধ করেছিল। তার এবং আমার পাপের কারণেই অনেকগুলো ভেড়াকে জবাই

করতে হয়েছে। তবে এখন মূল্য পরিশোধ হয়ে গেছে। মানে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এবারে নতুন কভেনান্টের সময়। শেষ কোরবানি...'

অনেকগুলো ভেড়া? তার মানে কি অনেকগুলো খুন? কুপার যদি সত্যি তার মাকে হত্যা করে থাকে– সে আরও কত কিছুই না করতে পারে।

কুপার অসংলগ্নভাবে কথা বলেই চলেছে।

'আমি প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করেছি। তাঁর আদেশ পালন করেছি। যদিও ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর ছিল। খুবই ভয়ঙ্কর। এত রক্ত! রক্তের বন্যা চারদিকে। যেভাবে আমার মা'র শরীর থেকে রক্ত পড়েছিল। তুমি জানো না আমাকে কীসের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে এই মহিলাগুলোরও পাপের কমতি ছিল না।'

'কোন্ মহিলা?' নিরুত্তাপ গলায় প্রশ্ন করল জেফ।

প্রশ্নটা বোধহয় শুনতে পায়নি কুপার।

'কত যে পাপ! কত যে দণ্ড দিতে হবে। আমি ভেবেছিলাম এর বুঝি আর অবসানই ঘটবে না। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের মনে অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল। তিনি ট্রেসিকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।' চুপ করে গেল কুপার বোধকরি কথা বলার শক্তি ফিরে পেতে। আবার যখন মুখ খুলল, একদম শান্ত শোনাল তার গলা। 'এ কারণেই আজ আমরা এখানে এসেছি, মি. স্টিভেন্স। তুমি এবং আমি। আমাদের শেষ খেলাটা খেলছি। সময় হয়ে গেছে। প্রভু নতুন কভেনান্ট চাইছেন। একটি নতুন ভেড়াকে মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে হবে, ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যু। তবেই কেবল স্বর্গ পুনরুদ্ধার সম্ভব।'

নতুন ভেড়া? নতুন কভেনান্ট? ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যু? মানে কী এসব কথার?

'নতুন কভেনান্ট তৈরি হয়ে গেলেই ট্রেসি এবং আমি অবশেষে বিয়ে করতে পারব। আমাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। আমরা হাতে হাত ধরে, বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার হয়ে প্রভুর আলোর পথে হাঁটতে পারব।'

'তুমি ট্রেসিকে বিয়ে করতে চাইছ?'

'স্বাভাবিকভাবেই। কোরবানির পরে।'

কোরবানি।

ক্রুসে ঝুলিয়ে মৃত্যু...

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো জেফের। অবশেষে একটু একটু করে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

'কোরবানি হয়ে যাওয়ার পরে ট্রেসি কবরস্থানে আসবে মেরি ম্যাগডালিনের মতো,' কুপারের কণ্ঠ এখন আমুদে। 'তবে মেরির মতো সে কবর দেখবে খালি,

শুধু একটি কাফনের কাপড় পড়ে আছে। সে নতুন কাফনটি তুলে নিয়ে নিজের মুখে চেপে ধরে কাঁদবে। তারপর, অবশেষে, তার মনে বিশ্বাস জন্মাবে। যিশুখ্রিস্টকে সে সামনাসামনি দেখতে পাবে এবং সবকিছু বুঝতে পারবে।'

লোকটার কথা শুনে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল জেফের, গলা ঠেলে বমি এলো।

নতুন কাফনের কাপড়।

তুরিনের কাফন চুরি করার তাহলে কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না কুপারের।

সে নিজেই একটি নতুন কাফন তৈরি করতে চাইছে।

এবং সেভিলে এসেছিল কাজটা কীভাবে করবে তা শিখতে।

একটু আগে সে কী বলেছিল?

'তোমাকে নিয়ে কেন এখানে এসেছি জানো, স্টিভেন্স? কারণ তুমি মেষ।'

জেফ তখন কথাগুলো পাগলের প্রলাপ ভেবেছে। এখন এর অর্থ বুঝতে পেরেছে। বরফ ঠাণ্ডা একটা হাত যেন চেপে ধরল ওর হৃৎপিণ্ড।

'তোমার চাল।'

শ্বাস নিতে পারছে না জেফ।

ঈশ্বর।

ডেনিয়েল কুপার আমাকে ক্রুশে ঝোলাবে!

সাতষট্টি

ট্রেসি বাড়িতে বসে বই পড়ছে, ব্যাঘাত ঘটাল ফোন।

'তুমি ধাঁধা কেমন পার?'

জাঁ রিজ্জোর কণ্ঠ চোখের নিমিষে ওর মনের শান্তি ভেঙে খানখান করে দিল, যেন জানালার কাচ ভেদ করে ঢুকেছে বুলেট।

'খুব বাজে। আমি ধাঁধা-টাধা একদমই পারি না।'

'ধাঁধা রহস্যের সমাধান করা শেখা দরকার তোমার। খুব দ্রুত।'

'তাই নাকি? তুমি এখন গোল্লায় যাও। তোমাকে বলেছিলাম না, জাঁ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

ফোন কেটে দিল ট্রেসি।

কুড়ি সেকেন্ড পরে আবার বাজল ফোন। ট্রেসি না ধরলেও পারে কিন্তু নিকোলাস কিচেনে আছে, ও ফোন না তুললে তার ছেলে নিশ্চয় রিসিভ করবে।

'কী?' রিসিভার তুলে খেঁকিয়ে উঠল ট্রেসি।

'তোমার সাহায্য দরকার।'

'না। আর না। তোমাকে আমি সাহায্য করেছিলাম কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, ভুলে গেলে? প্লিজ, জাঁ।'

'ডেনিয়েল কুপার জেফ স্টিভেন্সকে ধরেছে।'

অপর প্রান্ত একদম নিশ্চুপ। যেন বর্ণবিদারী নিরবতা।

'ট্রেসি? তুমি আছ তো?'

'সে জেফকে 'ধরেছে' কথার মানে কী?'

'ওকে কিডন্যাপ করেছে। অপহরণ করেছে। হয়তো আরও খারাপ কিছু জুটেছে ওর ভাগ্যে। জানি না আমি। সেভিলে গিয়েছিলাম ডেনিয়েল কুপারকে গ্রেপ্তার করতে। অল্পের জন্য পালিয়ে গেছে বদমাশটা। তবে ওর হোটেলে তোমার জন্য একটি চিঠি লিখে রেখে গেছে।'

'এ হতে পারে না!' উগরে আসতে চাওয়া ফোঁপানি দমন করল ট্রেসি। 'কেন?'

'জানি না কেন। তবে খুলে দেখি ওটা একটা ধাঁধা। তুমি যদি এ ধাঁধা সমাধানে আমাকে সাহায্য না কর আমি নিশ্চিত মারা যাবে জেফ স্টিভেন্স।'

চুপ হয়ে রইল ট্রেসি।

'আয়াম সরি, ট্রেসি।'

অনেকক্ষণ পরে, যেন একযুগ বাদে ট্রেসির গলা ফিরে এলো লাইনে।

'আমাকে পড়ে শোনাও।'

শ্বাস নিল জাঁ। 'আচ্ছা। পড়ে শোনাচ্ছি। *আমার প্রিয়তমা ট্রেসি...*'

'ও 'আমার প্রিয়তমা লিখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। পড়ে যাও।'

"*আমার প্রিয়তমা ট্রেসি, আমি মি. স্টিভেন্সকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে গেলাম। আশা করি মি. স্টিভেন্স এবং তোমার নিজের খাতিরে এ চিঠিতে লেখা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। নিচে যে লেখাটি লিখলাম তা একমাত্র তুমিই বুঝতে পারবে। যেভাবে বলছি সেভাবে কাজ করলে তুমি কিংবা স্টিভেন্স কেউই আঘাত পাবে না। আর একা এসো। ইতি তোমারই D.C*।'

'এ লোক কি আগে কখনো তোমাকে এরকম মেসেজ পাঠিয়েছিল?' জানতে চাইল জাঁ।

'না। কখনো কোনো মেসেজ পাঠায়নি। পাঠালে তোমাকে বলতাম। আর কী লিখেছে?'

'আর কিছু না। শুধু ধাঁধাটা। তুমি রেডি?'

চোখ বুজল ট্রেসি, 'গো অ্যাহেড।'

'ওকে– এটা আসলে এক ধরনের কবিতা। চার ছত্রের পদ্য।'

চার ছত্র? যিশাস। 'ওকে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কুপারের কবিতা জোরে জোরে পড়তে লাগল জাঁ কানাডিয়ান উচ্চারণে

Twenty knights at three times three
waiting for the queen will be,
Her lover, husband, destiny
Beneath the stars, where God can see.

'এটা তো প্রথম স্তবক। কোনো অর্থ বুঝতে পারলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্রেসি। 'নাহ্, একদমই নয়। নাইট এবং কুইন কি কোনো তাস খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত?' ও বুঝতে পারছে ও খড়ের গাদায় সুই খুঁজছে। 'বাকিটাও পড়ো। পুরোটা শুনলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রিজ্জো। 'এরপরে সে লিখেছে,'

Thirteen lambs at alter slain
Fourteen suffers daily pain
Soon to end, his sins erased
the Shroud of old will be replaced.

তারপর :

Dance the dance in black and white
where masters meet, the time is right.
Six hills, one was lost,
Here shall sinners learn the cost.

আর শেষ স্তবকটি হলো

Twenty knights at three times three
upon the stage of history
At last, my love will come to me,
And what the Lord demands will be.

'ব্যস।'
'ব্যস এই?' শোকাতুর শোনাল ট্রেসির কণ্ঠ। 'আর কিছু নেই?'
'আর কিছু নেই।'
আবার নেমে এলো নিরবতা। জাঁ ভাঙল নৈশব্দ।
'এর অর্থ কিছু বুঝতে পারছ?'
'না,' বলল ট্রেসি।
'একদমই না? কোনো আইডিয়াই নেই?'
'আমার সময় দরকার, জাঁ। হঠাৎ তুমি ফোন করে একটা হাবিজাবি পদ্য শুনিয়ে দুম করে এর সমাধান চেয়ে বসতে পার না,' খেপে গেছে ট্রেসি। 'ডেনিয়েল কুপার একটা উন্মাদ। আমি কী করে বুঝব তার বিকৃত মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে?'
'দুঃখিত। আসলে আমাদের হাতে বেশি–'

'সময় নেই। জানি সে কথা।'

জাঁ রিজ্জোর গলার সুরে হতাশা টের পেয়েছে ট্রেসি। তবে সত্য হলো ওর মাথায় সত্যি একটা আইডিয়া এসেছে। তবে আধখানা আইডিয়া এবং এ দিয়ে এ ধাঁধা এ মুহূর্তে সমাধান করাও সম্ভব নয়। এবং আইডিয়াটি রিজ্জোর সঙ্গে ও শেয়ার করতেও চায় না।

জাঁ বলল, 'আমি কবিতাটি এখনই তোমাকে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে তুমি পড়তে পার। আমি সকালে ফ্রান্স চলে যাব তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর তোমার কাছে তো আছেই। মাথায় কিছু এলে আমাকে জানাবে তো? কোনো ক্লু কিংবা কোনো ভাবনা?'

'নিশ্চয় জানাব।'

'এ সবকিছু আসলে তোমাকে ঘিরেই ঘটছে, ট্রেসি। আমি আগেই জানতাম তবে কুপার এখন সরাসরি এটি নিশ্চিত করল। সে তোমাকে কিছু বলতে চাইছে। বোধহয় ব্যক্তিগত কিছু।'

'তুমি শিওর ও জেফকে ধরে নিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল ট্রেসি। 'তুমি কী করে জানো ও ধোঁকা দিচ্ছে না? আমাকে ফাঁদে ফেলতে জেফকে ব্যবহার করে কূটচাল চালছে না তো?'

'আমি বলতে পারব না,' সত্যি কথাটাই বলল জাঁ। 'তবে এটাকে কি সত্যি ধোঁকাবাজি বলে ভাবছ তুমি, ট্রেসি। যদি তোমার ভুল হয়...'

বাক্যটি সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন বোধ করল না সে।

আমি জানি। আমার ভুল হলে মারা যাবে জেফ।

ট্রেসি চেয়ারে বসে চোখ ঘষল। তার হাতের তালু ঘেমে গেছে, মুখ শুকিয়ে কাঠ।

ও মনে মনে বলল, *আমার ভয় লাগছে। ভয় লাগছে জেফ এবং আমার নিজের জন্য*।

জেফ একবার ট্রেসির জীবন বাঁচিয়েছিল। এবারে তার প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে। জাঁকে সত্যি কথাই বলেছে ট্রেসি। ও ধাঁধার রহস্য সমাধানে মোটেই পটু নয়। বিশেষ করে এটা তো এক পাগলের তৈরি ধাঁধা।

'আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দাও,' জাঁকে বলল ও। 'আমাকে একটু ভাবতে হবে।'

'আমাদের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেই...' বলতে যাচ্ছিল জাঁ।

কিন্তু তার আগেই কেটে গেল লাইন।

আটষট্টি

পরদিন নিকোলাসকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি না ফিরে ট্রেসি চলল রুট ৪০ ধরে, খুদে শহর গ্রানবি অভিমুখে।

গ্রানবিতে দাবা খেলার একটি ক্লাব আছে। একটি মুদি দোকানের উপরে, ছোট একটি ঘরে সপ্তাহে চারদিন দাবার আসর বসে। এর সদস্য বেশিরভাগই অবসরভোগী, কেউ কেউ খেলার লোভে সেই বোল্ডার, এমনকি ডেনভার থেকেও আসেন। দাবা খেলা নিয়ে গ্রানবির বেশ একটি সুখ্যাতি আছে।

'কীভাবে দাবা খেলায় চাল দিতে হয় জানতে এসেছি আমি।'

ট্রেসি যে ফরমিকা টেবিলটিতে বসেছে তার বিপরীত দিকের আসনটি দখল করেছেন সত্তর ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধ, বব নাম। ববের বলিরেখায় ভরা মুখের চামড়া ভিনেগারে ভিজিয়ে রাখা আখরোটের মতো। তিনি বেঁটে এবং টেকো, ছোট ছোট চোখজোড়ায় বুদ্ধির ঝিলিক। মনোযোগ দিয়ে তিনি ট্রেসির কথা শুনছেন।

'এটি একটি ব্যাপক বিষয়। আরেকটু খোলাসা করে বলবেন?'

কুপারের লেখা পদ্যের একটি কপি ববের হাতে ধরিয়ে দিল ট্রেসি।

'এটি একটি ধাঁধা,' ব্যাখ্যা করল ও। 'জবাবটি কোনো স্থানকে নির্দেশ করছে, নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক লোকেশনে যার অবস্থান। এতে সময়ের কথাও বলা হতে পারে। প্রথমে ভেবেছি লেখক বুঝি তাস খেলার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, কারণ এতে নাইট এবং কুইনের কথা বলা হয়েছে। পরে তৃতীয় ছত্রের ওপর নজর বুলিয়ে দেখি *'dance the dance in black and white* এবং *where masters meet'* যে ফ্রেইজ লেখা হয়েছে তা তাস খেলার সঙ্গে যায় না। ওগুলো দাবা খেলার সঙ্গে মেলে।'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। '*dance*' শব্দটিতে দাবার কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হতেও পারে। কিন্তু এখানে তো কোনো চাল দেওয়ার কথা বলা হয়নি।'

'টুয়েন্টি নাইটস অ্যাট থ্রি টাইমস থ্রি, ওয়েটিং ফর দ্য কুইন?' আশা নিয়ে জানতে চাইল ট্রেসি।

হাসলেন বব। 'দাবার বোর্ডে চারটে নাইট থাকে, তুমিও জানো নিশ্চয়। দুটো সাদা, দুটো কালো। কুড়িটি নাইট থাকার প্রশ্নই নেই যদি না চেস বোর্ডের সংখ্যা পাঁচটি হয়। পাঁচটি খেলা, একই সঙ্গে খেলা হচ্ছে।'

সামনে রাখা প্যাডে 'পাঁচটি খেলা' কথাটি লিখে নিল ট্রেসি।

'সংখ্যার' কথার ভুলে যান,' ববকে বলল ও। 'প্রতিদ্বন্দ্বীর কুইনকে ফাঁদে ফেলতে একজন খেলোয়াড় কীভাবে নাইটদেরকে ব্যবহার করে তা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

বুড়োর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবারে ট্রেসি তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলছে।

'নিশ্চয় বলব, মাই ডিয়ার। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দুই ঘণ্টা পরে, স্টিমবোট স্প্রিংসে ফিরছে ট্রেসি, দাবার চাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা এসে গেছে ওর। তবে ডেনিয়েল কুপার ওকে কী বলতে চেয়েছে তা এখনও বুঝতে পারছে না।

আনুক্রমিকভাবে ভাবার চেষ্টা করল ও।

দাবা।

জেফ এবং আমি QE2 জাহাজে দুই গ্রান্ড মাস্টারকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। ডেনিয়েল কুপার কি ওই ঘটনা জানে? QE2 কি 'where masters meet?'

হয়তো আমিই dance of black and white-এর কুইন?

কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা করছে 'twenty knights' এরা কারা?

পাঁচটি বোর্ড। কুড়িজন নাইট... ছায়াময় জবাবগুলো ওর চোখের সামনে যেন নৃত্য করতে লাগল। কিন্তু সেগুলো ও ধরতে পারছে না। কারণ ওগুলো বাস্তব বা মূর্ত নয়।

স্টিমবোট লাইব্রেরিটি প্রায় ফাঁকা। চিলড্রেনস সেকশনে কয়েকজন তরুণী মা বৃত্তাকারে বসে গল্প করছে। কোনো পাঠক চোখে পড়ল না। নিককে নিয়ে ওর শিশুবেলায় এখানে আসত ট্রেসি। সেই স্মৃতি এখন দোলা দিচ্ছে মনে।

'ক্যান আই হেল্প ইউ?' লাইব্রেরিয়ান হাসল ট্রেসির দিকে তাকিয়ে।

'মিসেস স্মিট, না?'

'আপনাদের কি হিস্ট্রি সেকশন আছে?'

'অবশ্যই আছে। চলুন দেখিয়ে দিই।'

'ধন্যবাদ। আর এখানকার কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে চাই। লগ ইন করার জন্য আমার একটি কোড লাগবে।'

মাথা ঝাঁকাল লাইব্রেরিয়ান। 'আপনাকে টেম্পোরারি লাইব্রেরি কার্ড দিচ্ছি। ওটা দিয়েই লগ ইন করতে পারবেন।'

উনসত্তর

সেই রাতে, নিকোলাস ঘুমিয়ে পড়ার পরে ট্রেসি লাইব্রেরি থেকে টুকে আনা নোটগুলো পড়তে শুরু করল। চোখ টাটিয়ে ওঠা না পর্যন্ত পড়েই গেল। সংখ্যাগুলো জিগস পাযলের টুকরোর মতো মাথায় নাচানাচি করছে।

লাইব্রেরিতে বসে সে বইপত্র এবং অনলাইন ঘেঁটে '*Six hills*' এবং '*Places with six hills*' রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ফলাফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। জর্জিয়ার আলফারেট্রায় ছয়টি পাহাড় আছে। রুশ নগর তারমাস্কের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে 'Six hills' বলে অভিহিত করা হয়। আর বুলগেরিয়ার প্লদিভে রয়েছে tepeta বা আগ্নেয়শিলার ছটি পর্বত। ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারে বিখ্যাত রোমান সমাধিস্তূপ রয়েছে যা 'ছয় পাহাড়' বলে পরিচিত। জেরুজালেমে আছে সাত পাহাড়– সাত থেকে এক বিয়োগ দিলে থাকে ছয়।

নাহ্, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। জেরুজালেম থেকে জর্জিয়া যে কোনো জায়গাতেই থাকতে পারে জেফ। ডেনিয়েল কুপারের মতো ম্যানিয়াক ওকে ধরে কী অত্যাচার করতে পারে সে কথা ভাবতে চায় না ট্রেসি। কিন্তু সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে ততই ওকে আতঙ্ক গ্রাস করছে। ওকে জেফের প্রয়োজন! ও তার একমাত্র আশা। কুপার যদি ট্রেসির সঙ্গে দাবা খেলা শুরু করে থাকে তবে সে জিতে যাচ্ছে। সহজ জয়লাভ।

কবিতাটি আবার পড়ল ও। তিন নম্বর স্তবকের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না ট্রেসি যেখানে কাফন আর ভেড়ার কথা বলা হয়েছে। *Fourteen suffers daily pain* চোদ্দ সংখ্যাটিতে বিশেষ কী আছে? নেই। 'আনলাকি থারটিন' হলেও একটা কথা ছিল। ও নিশ্চিত ছিল ধাঁধার মধ্যেই সমস্ত রহস্যের সমাধান নিহিত কিন্তু গ্রানবি গিয়ে ও আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কেউ *waiting for the queen*–রানির জন্য অপেক্ষা করছে। এই রানিটি কি সে নিজে? *Beneath the stars*-এর মানে কি খোলা আকাশের নিচে কোথাও সাক্ষাৎ করার কথা বলছে কুপার?

হঠাৎ আরেকটি চিন্তা উদয় হলো মনে। শেষ স্তবকে আছে *Upon the stage history.* এ মঞ্চ হতে পারে খোলা আকাশের নিচে যার কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

এক ছুটে স্টাডিতে ঢুকে কম্পিউটার অন করল ট্রেসি। লন্ডন এবং গ্লোব থিয়েটারকে নিয়ে ভাবছে ও। এ বিখ্যাত মঞ্চে, আকাশের নিচে প্রথম শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ হয়। *Beneath the stars*–নক্ষত্রমণ্ডলির নিচে। কিন্তু এর সঙ্গে ছয় পাহাড়ের কী সম্পর্ক? কিংবা দাবা?

অন্যান্য আউটডোর থিয়েটারের কী অবস্থা? গ্রিক অথবা রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার?

প্রত্নতত্ত্বের প্রতি জেফের আগ্রহের কথা জানত কুপার। ওটা কি একটা ক্লু? ইংল্যান্ডের সুদীর্ঘ সমাধিস্তূপ সিব্রু হিল-এর বিষয়টি কী? এর কাছে পিঠে কি কোনো অ্যাম্ফিথিয়েটার আছে?

ট্রেসির মনে হচ্ছে ক্রমেই সে ধাঁধা রহস্যের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাত এগারোটা, বারোটা, একটা বাজল– তবু জবাবটা মিলল না। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং মৃত্যু ও নির্যাতন নিয়ে ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠল। দেখল জেফ স্টিভেন্সকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শীতল, কালো, অতল সাগরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ চমকে গিয়ে জেগে গেল ট্রেসি। ওর বিছানার পাশের ঘড়িতে সকাল ৫ ০৬ বাজে।

পাঁচটি দাবার বোর্ড।

ছয়টি পাহাড়।

এবং হঠাৎ ব্যাপারটি বুঝে গেল ও। জবাব নয়। প্রশ্নটি

আমি জানি কুপার আমাকে কী প্রশ্ন করতে চায়।

আমি জানি কোথায় গেলে জেফকে খুঁজে পাব।

জাঁ রিজ্জো তার লিয়ন অ্যাপার্টমেন্টে হতাশা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। সে তার ছেলে-মেয়েদেরকে আজ স্কুল থেকে তুলে এনে দুপুরে পিজ্জা খেতে গিয়েছিল। ওরা ওদের বাবার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলেনি। নিজেকে কেমন অচেনা মানুষ মনে হচ্ছিল রিজ্জোর।'

সিলভি তাকে বলেছে, 'এভাবে শর্টকাট করলে চলবে না। ওদেরকে আরও বেশি সময় দিতে হবে তোমার।'

জাঁ সিলভিকে খেঁকিয়ে উঠেছে। আসলে অপরাধবোধ থেকেই সে এমন করেছে। কারণ জানে সিলভি যা বলেছে তা ঠিক। এরপরে বাসায় ফিরে ওর মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। ফোন এবং ই-মেইল চেক করে দেখেছে ট্রেসির কোনো মেসেজ নেই। তবে দুটি মেসেজে বস তাকে আগামীকালের মিটিংয়ে সকালে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর একটিই অর্থ হতে পারে। অনরি ডুভাল ওকে অন্য কোনো কেস দিতে চাইছেন।

বসকে দোষ দেয় না জাঁ। তিনি ইতোমধ্যে ওকে অন্যান্য গোয়েন্দাদের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা দিয়েছেন স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে। কিন্তু তিনি তো ওর বস আর বাজেটের বিষয়টিও দেখতে হবে। বাইবেল কিলারের পেছনে ছোটাছুটি করে কেবল অর্থই নষ্ট হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বড় এক গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে জাঁ ফোন করল ট্রেসির নম্বরে।

'কাজ এগোল কিছু?'

'তেমন কিছু এগোয়নি,' ট্রেসি তাকে দাবা খেলোয়াড় এবং 'ছয় পাহাড়' ও রোমান ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যেসব গবেষণা করেছে তার একটি ফিরিস্তি দিল। জাঁ ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছে না, তবে বলার ঢঙটা তাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলল। তার গলার স্বর সন্দেহজনকরকম সাবলীল। জেফ স্টিভেন্সকে ট্রেসি বিয়ে করেছিল, এখনও সে ওকে ভালোবাসে বোঝা যায়, তাকে এক চেনা খুনি বন্দি করে রেখেছে অথচ ও কানালি এবং ফলস লিনগুলো সম্পর্কে এমন সুরে কথা বলছে যেন ওরা একটা খেলা খেলছে।

কাঠখোট্টা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে বলছ না কেন?'

'বলার মতো কিছু থাকলে তো বলব। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কেন?'

'কারণ আমি একজন ডিটেকটিভ এবং তুমি একজন কন আর্টিস্ট।'

'রিটায়ার্ড,' ওকে মনে করিয়ে দিল ট্রেসি।

'সেমি রিটায়ার্ড,' জাঁ-ও ওকে স্মরণ করিয়ে দিল। 'তুমি জানো ওরা কোথায় আছে, তাই না?'

'মোটেই জানি না।'

'আমাকে বলতে তোমার সমস্যাটা কী? একা যেতে চাইছ তাই তো? কারণ ও তোমাকে একা যেতে বলেছে। এবং সেটার যে প্রশ্নই ওঠে না তুমি ভালো করেই জানো।'

'আমি জানি না ওরা কোথায় আছে। আমি জানি না এবং এটাই সত্যি কথা।'

'কিন্তু সন্দেহ তো করছ?'

ট্রেসির ভগ্নাংশ সেকেন্ডের দ্বিধা প্রমাণ করে দিল ও জবাবটা জানে।

আকুল এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জাঁ বলল, 'ফর ক্রাইস্টস শেক, ট্রেসি। একা ওদেরকে খুঁজতে যেয়ো না। এ স্রেফ পাগলামি। তুমি যদি কিছু জেনে থাক, যে কোনো কিছু, আমাকে বলে দাও। কুপার চিঠিতে যা-ই লিখুক না কেন ও তোমাকে কাছে পেলেই মেরে ফেলবে। চোখের একটা পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপবে না।'

ট্রেসি বলল, 'আমার মনে হয় না ও আমাকে খুন করবে। আমাকে যেতেই হবে।'

'ট্রেসি!'

'নিরেট কিছু পেলে তোমাকে অবশ্যই জানাব। প্রমিজ।'

'ট্রেসি! আমার কথা শোনো!'

ট্রেসি ফোন রেখে দিল।

'গড ড্যাম ইট!' আক্রোশে চিৎকার দিল জাঁ। ট্রেসির মতো মাথা পাগল মেয়ে সে জীবনে দেখেনি।

তবে ওর যদি কোনো ক্ষতি হয়, জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না জাঁ রিজ্জো।

সত্তর

ব্লেক কার্টার দেখছে ঘোড়া চালিয়ে ওর কাছে চলে আসছে ট্রেসি এবং নিকোলাস। ট্রেসির চুল একটু লম্বা হয়েছে, প্রায় কাঁধ ছুঁয়েছে। ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ও, বাতাসে উড়ছে চুল, ঘোড়ার চলার ছন্দে এবং মুভমেন্টে তার ছিপছিপে দেহলতা ঝাঁকি খাচ্ছে, দুজনকে আলাদা লাগছে না, মনে হচ্ছে একজন। ট্রেসিকে প্রকৃতিদত্ত ঘোড়সওয়ার বলা চলে। ওই ধরনের দক্ষতাকে হাতে-কলমে শেখানো যায় না, যেভাবে সূর্যালোকের মতো ওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে এবং তাকে নকল করা যায় না।

ব্লেক মনে মনে ভাবল *আমি কতদিন ধরে ওর প্রেমে পড়ে আছি। অথচ এই সৌন্দর্য খুব কমই লক্ষ করেছি।*

তারপর মনে মনে *বলল আমি ওকে যেতে দিতে চাই না।*

গতকাল হঠাৎ করেই ট্রেসি ঘোষণা করে বসে আগামীকাল সে ইউরোপ যাচ্ছে এক সপ্তাহের জন্য। ও নাকি ইটালির এক রান্নার কোর্সে অংশ নেবে। কিন্তু ব্লেক কার্টার নির্বোধ নয়। সে বুঝতে পারছিল কোথাও একটা গোলমাল আছে।

নিকও একথা শুনে বেজার।

'আমি জিতেছি!' ওক গাছের নিচে, যেখানে ব্লেক ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেখানে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিকোলাস। হাসল মায়ের দিকে তাকিয়ে। 'তার মানে আমাকে তোমার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং খেলায় শাস্তি হিসেবে তোমার ইটালি যাওয়া হচ্ছে না।'

'সরি,' হেসে উঠল ট্রেসি। সে-ও হাঁপাচ্ছে। এখন জুন মাস। সূর্য অকাতর তাপ বিলোচ্ছে ওদের ওপর। 'তোমার শাস্তি আমি মাথা পেতে নিচ্ছি না। তাছাড়া মাত্র এক সপ্তাহেরই তো ব্যাপার।'

ট্রেসি হাসিমুখে তাকাল ব্লেকের দিকে। কিন্তু ব্লেক তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নিক বলল, 'ডেনভারেও তো রান্না শেখাচ্ছে। সেখানে গেলেই হয়।'

'একদম ঠিক কথা,' থমথমে মুখে বিড়বিড় করল ব্লেক।

'যেতে পারতাম,' বলল ট্রেসি। 'কিন্তু ডেনভার তো আর বিশ্বের রন্ধনশিল্পের রাজধানী নয়। তাছাড়া আমি ইটালি যেতে চাইছি এই ফাঁকে একটু ঘুরেও আসা যাবে। তোমরা দুজনে এক সপ্তাহ আমাকে ছাড়া বেশ থাকতে পারবে।'

নিক ঘোড়া নিয়ে চলে গেল ঢালের দিকে। ওখানে, নিচু মাঠে ব্লেক তার জন্য ঘোড়ার জাম্প করার মতো কিছু আয়োজন করে রেখেছে। ব্লেকের সঙ্গে এখন একা ট্রেসি, ওর কটমটে চাউনির সামনে সে বিব্রত বোধ করল।

ট্রেসি তাকে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি আমার দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

'কারণ আমি বোকা নই,' বলল ব্লেক কার্টার। 'তুমি কী নিয়ে খেলছ জানি না, ট্রেসি। তবে বুঝতে পারছি এ ট্রিপটা খুব বিপজ্জনক।'

ট্রেসি মুখ হাঁ করল কথা বলার জন্য কিন্তু ব্লেক ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল। 'কুকিং স্কুলের ওই ফালতু কাহিনি আমাকে আবার শোনাতে এসো না। খবরদার!'

ট্রেসির মুখ হাঁ হয়েই থাকল। কারণ সে কল্পনাও করেনি ব্লেক কখনো তার সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলতে পারে। তবে কেন জানে না ট্রেসির চোখে জল চলে এলো।

'তুমি অনেকদিন ধরেই আমাকে মিথ্যা বলে আসছ,' বলে চলল ব্লেক। 'তুমি কে, কী তোমার অতীত। আমি কখনো অবশ্য জানতেও চাইনি কারণ সত্যি কথা হলো তুমি কে তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু তোমাকে নিয়েই ভাবি। আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসি নিককে। আমি চাই না তুমি যাও।'

ব্লেকের বাহুতে হাত রাখল ট্রেসি। 'কিন্তু আমাকে যেতে হবে। একবার একজন আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। তাকে আমি খুব ভালোবাসি। এখন সে বিপদে পড়েছে। তার জীবন বিপন্ন। তাকে আমার বাঁচাতে হবে। পারলে তার সম্পর্কে আমি সব কথাই বলতাম কিন্তু সে উপায় নেই।'

'ওই কানাডিয়ান রিজ্জো এর মধ্যে জড়িত, তাই না?' জাঁ-র নামটি এমনভাবে উচ্চারণ করল ব্লেক যেন পচা ফল চিবিয়ে ফেলেছে।

'না, জাঁ এর কিছুই জানে না।' বলল ট্রেসি।

সে ব্লেককে কিছুতেই বলতে পারবে না উন্মাদ খুনি ডেনিয়েল কুপার কৌশলে ধরে নিয়ে গেছে জেফ স্টিভেন্সকে। ওকে সে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছে ট্রেসিকে। প্রহেলিকাময় এক চিঠি। আসলে একটি ধাঁধা। সে ধাঁধার অর্থও উদ্ধার করেছে ট্রেসি। জানতে পেরেছে কুপার জেফকে বুলগেরিয়ার শহর প্লভদিভে নিয়ে গেছে। ওখানে ট্রেসিকে সশরীরে হাজির থাকতে হবে এবং একা।

নইলে খুনেটা মেরে ফেলবে জেফকে। এসব কথা ব্লেক কার্টারকে বলার উপায় নেই ট্রেসির। তাহলে সে কিছুতেই ট্রেসিকে একা ছাড়বে না।

'তোমার যদি কিছু হয়ে যায়?' ব্লেকের কথায় চিন্তার সুতোটা ছিড়ে গেল ট্রেসির। বুড়ো মানুষটার চোখ ছলছল করছে। 'এই মানুষটা কি নিকোলাসের চেয়েও তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ যে তাকে সাহায্য করতে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে উড়ে যাচ্ছ?'

'না, তা অবশ্যই নয়। নিকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আমার কাছে নয়।'

'তাহলে যেয়ো না। ট্রেসি, তুমি মারা গেলে ছেলেটার আর কেউ রইবে না।'

'বোকার মতো কথা বলো না। তুমি তো আছ।' খেপে গেল ট্রেসি। ওর ঘোড়ার মুখটা ফিরিয়ে দিল র‍্যাঞ্চের দিকে। 'আর আমি মরব না, ব্লেক। আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসব। আর আমার সঙ্গে রাগারাগি বন্ধ করো। তাহলে ফেরার সময় আমার রান্না করা এক টুকরো পাই নিয়ে আসব।'

একাত্তর

ডেনিয়েল কুপার হাত দিয়ে চেপে ধরল কপাল।

ওর ভয়ানক মাথাব্যথা করছে।

জেফ স্টিভেন্সের চিৎকার ওর মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

সঠিক পথে যাওয়ার রাস্তায় যন্ত্রণা সহ্য করতেই হয়।

নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। মেশিনের ভোল্টেজের ডায়ালটা ঘুরিয়ে দিল। সে এই যন্ত্র দিয়ে স্টিভেন্সের কব্জি এবং গোড়ালিতে ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে। গেথসমানে প্রভুর কথা স্মরণ করো। তিনিও নিজেকে পরিত্যক্ত অনুভব করেছিলেন।

এখন ট্রেসির এখানে থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু কোথায় সে? ও কি আমার মেসেজ পায়নি!

বিশ্বাস বজায় রাখা বড়ই কঠিন। কিন্তু ডেনিয়েল কুপার প্রভুর ওপর আস্থা রাখে।

ব্লেক বিছানায় নিককে শুইয়ে দিয়ে নিজের জন্য কিছু সাপার তৈরি করবে ভাবছিল, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। আজ সকালেই ট্রেসি ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। বাড়িতে ব্লেক একা।

'স্মিট রেসিডেন্স।'

'ব্লেক। কেমন আছ?' জাঁ রিজ্জো। এর গলা মোটেই শুনতে চায়নি না। 'জাঁ রিজ্জো বলছি। ট্রেসির বন্ধু।'

'চিনি আপনাকে।

'এত রাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত। তবে ট্রেসির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। খুব জরুরি।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে তো কথা বলতে পারবেন না।'

'কী বললে?'

বুড়ো কাউবয়ের গলা রাগে গরগর করে উঠল। 'আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফেরত যান না? ট্রেসিকে একটু একা থাকতে দিন!'

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না...'

'না, মিস্টার। আপনি বুঝতে পারছেন না। ও এখানে নেই। আজ সকালে ইউরোপ গেছে। ওর সঙ্গে ইউরোপে আপনার কী কাজ সেটা এখন শুনি? আপনি ওকে এসবের মধ্যে জড়িয়েছেন, রিজ্জো। ওর যদি কিছু হয়ে যায়, ঈশ্বরের দোহাই–'

ওকে বাধা দিল জাঁ। 'ও ইউরোপের কোথায় গেছে, ব্রেক?'

কার্টার জবাব দিল না।

বহু কষ্টে মেজাজ সামলে রাখল রিজ্জো। 'তুমি যা জানো সব আমাকে বলো। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

জাঁর কণ্ঠে আতঙ্ক টের পেল ব্রেক। শান্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে তবে দুশ্চিন্তা লুকাতে পারছে না। *আমি তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম। বিপদে আছে ট্রেসি। রিজ্জোর কাছেও যখন বলেনি ব্যাপারটা সিরিয়াস না হয়েই যায় না।'*

'ইটালি,' বলল ব্রেক। 'আমাকে তা-ই বলল। রোম। তবে ও সত্যি বলছিল কিনা জানি না। আজকাল ও প্রচুর মিথ্যা কথা বলছে। তবে ক্যাব নিয়ে আজ সকালে ওকে ডেনভার এয়ারপোর্টে যেতে দেখেছি।'

'ও কি কিছু বলেছে? কোনও কিছু?'

'বলল ওর কোন্ এক বন্ধুকে নাকি সাহায্য করার চেষ্টা করছে। এমন কেউ, যে একবার ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। বলল হপ্তাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে। এখন কি আপনি আমাকে বলবেন আসলে কী ঘটছে?'

'জানলে অবশ্যই বলতাম,' বলে লাইন কেটে দিল জাঁ রিজ্জো।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। পাথরের মূর্তির মতো মিনিটখানেক খাড়া হয়েই থাকল। ব্রেক কার্টারের কথাগুলো ওর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার মতো মনে হয়েছে। রিজ্জো ভয় পাচ্ছিল ট্রেসি এমন কিছুই একটা করে বসতে পারে। ডেনিয়েল কুপারের মুখোমুখি হওয়ার মতো পাগলামি করে বসতে পারে ট্রেসি, যদি সে বিশ্বাস করে থাকে জেফ স্টিভেন্সের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে তার ওপর। রিজ্জো ভেবেছিল ছেলে এবং নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে শেষ মুহূর্তে হয়তো পিছিয়ে যাবে ট্রেসি, কিন্তু এ মেয়ে সেরকমই নয়। ট্রেসি হুইটনি প্রচণ্ড ইমপালসিভ। এবারেও সে আবেগ দ্বারাই তাড়িত হচ্ছে।

যদি ট্রেসির কিছু হয়ে যায়। ভাবছে জাঁ, *তাহলে ব্রেকের আমাকে খুন করা লাগবে না*। জাঁ রিজ্জো অপরাধবোধ নিয়ে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। সে তার বোনকে রক্ষা করতে পারেনি, পারেনি তার স্ত্রী, সন্তান এবং ওই বেচারি মৃত মেয়েগুলোকে। সে যদি হেরে যায় ট্রেসিও তাহলে...

ভাবো, জাঁ। ভাবো। কোথায় ও?

সে ফোন তুলে ডায়াল করতে লাগল।

চেতনা আর অবচেতনার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে জেফ।

আর বেশি সময় লাগবে না। তার শরীর থেমে যাবে। অবসান ঘটবে সমস্ত ব্যথা-বেদনার।

ওর মনে হলো স্যাঁতসেঁতে, নরম কিছু একটা চেপে ধরা হলো ঠোঁটে।

স্পঞ্জ?

দুর্বলভাবে জিনিসটা চুষল জেফ। ভয়ানক জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু তরল এ পদার্থটি পানি নয়। তেতো স্বাদ। নারকোটিক। তবু সে ওটাই পান করল। মন থেকে দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করল ভীতিকর ভাবনাটি।

মেষ।

ক্রুশে মৃত্যু।

এখন আর ব্যথা লাগছে না। অলস মনে জেফ ভাবছে কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসবে কিনা। কেউ কি আদৌ ওর খোঁজ করছে? পুলিশ? ইন্টারপোল? এফবিআই? কুপার ট্রেসিতে মজে আছে। কিন্তু ট্রেসি আসবে না। কীভাবে আসবে? ও তো এসবের কিছুই জানে না।

তাছাড়া, ট্রেসি আর ওকে ভালোবাসে না।

ট্রেসি ওকে বহুদিন ধরেই ভালোবাসে না।

তেতো লিকুইডটি ম্যাজিকের মতো কাজ করল।

ঘুমিয়ে পড়ল ও।

হতাশায় কেঁদে ফেলার দাখিল জাঁ রিজ্জোর।

'কিছু একটা ক্লু থাকতেই হবে। আমরা কি প্রতিটি এয়ারলাইন্সের প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করেছি?'

তার কলিগ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ডেনভার ছেড়ে গতকাল যে প্লেনগুলো উড়াল দিয়েছে? হ্যাঁ। সবগুলো চেক করেছি। কোনো ট্রেসি স্মিট কিংবা ট্রেসি হুইটনির সন্ধান পাইনি।'

'ডমেস্টিক ফ্লাইটগুলো? ও হয়তো কোনো শহরে স্টপ ওভার করেছিল?'

'যদি করে থাকে তাহলে ভিন্ন পরিচয়পত্র ব্যবহার করেছে। ও একজন কন আর্টিস্ট, রাইট?'

অবসরপ্রাপ্ত, মনে মনে বলল জাঁ।

'ওর কাছে হয়তো অনেকগুলো পাসপোর্ট আছে। তুমি ওর ছবি রিলিজ করেছ?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জাঁ। সে ডেনভার এয়ারপোর্টে ট্রেসির যে ছবি দিয়েছে তা ইন্টারপোলের ফাইল থেকে পাওয়া। ওই একই ছবি ও আমেরিকার বিভিন্ন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় শহরে ই-মেইল করেছে। সঙ্গে জেফের ছবিও ছিল। তবে মুশকিল হলো দুটো ক্ষেত্রেই ছবিগুলো প্রায় পনেরো বছর আগের। আমরা যখন নিউইয়র্ক ছিলাম তখন কেন ওর ছবি তুলিনি? এখন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে জাঁ-র। ব্রেক কার্টারের কাছে অবশ্য ট্রেসির লেটেস্ট ছবি চাইতে পারত সে। কিন্তু বুড়ো মানুষটা তাহলে আরও ভয় পেয়ে যেত। জাঁ চায় না ট্রেসির উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি লোক জানাজানি হোক।

'তোমরা কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে,' বলল জাঁ তার সহকর্মীকে।

টেলিফোনের জন্য বৃথা অপেক্ষা করতে করতে ডেনিয়েল কুপারের ধাঁধার দিকে মনোযোগ ফেরাল রিজ্জো। তার সন্দেহ জেফ স্টিভেন্স ইতোমধ্যে মারা গেছে। অন্যান্য মহিলাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে কুপার। তবে ট্রেসির বিষয়টি আলাদা। ও যেখানেই থাক না কেন কুপার তার জন্য যে ক্লু রেখেছে সে সেগুলো অনুসরণ করে নিশ্চয় এগোচ্ছে। জাঁ রিজ্জোর কোনোই সন্দেহ নেই ট্রেসি সোজা গিয়ে কুপারের ফাঁদে পা দেবে। তবে ও যদি কুপারের মেসেজ ডিকোড করতে পারে, রিজ্জোও পারবে। আর স্টিভেন্স যদি বেঁচে থাকে তাহলে ট্রেইল ধরে সে-ও ওখানে পৌছাতে পারবে।

বাহাত্তর

প্লভদিভ, বুলগেরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং লেটেস্ট বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা হচ্ছে ওখানেই। শহরটি মারিসা নদীর তীরে, দেশের রাজধানী সোফিয়া থেকে প্রায় একশো মাইল দক্ষিণ-পুবে। এ শহরের রয়েছে ছয় হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস। শহরটি প্রত্নতত্ত্বের এক রত্নভাণ্ডার যেন। অ্যান্টিকুইটি সাইট ছাড়াও এখানে আছে দুটি প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটার, রয়েছে অটোমান আমলের গোসলখানা, মসজিদ এবং মধ্যযুগীয় কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ।

এ শহরে অসংখ্য সরু সরু গলির গোলকধাঁধা, তার দুই ধারে পুরনো গির্জা এবং বাড়িঘর। ট্রেসি এরকম একটি গলির মাথার হোটেল 'ব্রিটানিয়ায়' উঠেছে। এটাকে গেস্টহাউজ বললেই মানায়। খানকয়েক ঘর, রিসেপশন এলাকাটি নোংরা, একটা সেলুন আছে যেখানে নাশতায় ফল, রুটি এবং কফি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে ট্রেসি। বাদামি চুলের উইগ পরেছে। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ব্রিটানিয়া ফ্লাইটে চড়ে সোফিয়া চলে এসেছে। জাঁ রিজ্জোকে কিছু জানায়নি সে পিছু নিতে পারে ভেবে। আর বাড়িতে নিকোলাস এবং ব্লেককে বলে এসেছে সে ইটালির রাজধানী রোমে যাচ্ছে কয়েকটি রান্নার কোর্স করতে। ছোট্ট নিক ওর কথা বিশ্বাস করলেও ব্লেককে ধোঁকা দিতে পারেনি ট্রেসি। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে ওদেরকে মিথ্যা বলেছে ও।

ব্রিটানিয়া হোটেলের বেডরুমের জানালায় দাঁড়িয়ে এসব কথাই ভাবছিল ট্রেসি। জানালা দিয়ে উত্তর-পুবের স্রেডনা গোরা পাহাড়টিকে দেখা যায়। পাললিক মালভূমির ওপর গড়ে উঠেছে প্লভদিভ শহর, যিশু খৃস্টের জন্মেরও চার হাজার বছর আগে। ট্রেসি প্রায় দশ বছর পরে ইউরোপের মাটিতে পা রাখল। অন্য কোনো সময় হলে সে ট্যুরিস্টদের মতো ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে এ শহরের নিসর্গ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করত।

কিন্তু প্রকৃতি উপভোগ করতে এখানে আসেনি ট্রেসি। ডেনিয়েল কুপারের ধাঁধার প্রথম লাইনটির অর্থ বের করতে তার অনেক সময় লেগেছে। আচ্ছা, এটা যদি কুপারের কোনো কুৎসিত কৌতুক হয়ে থাকে? জেফ হয়তো এখানে নেই, মারা গেছে অনেক আগেই। কুপার তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে তাকেও হত্যা করার জন্য? ব্লেক কার্টারের কথাই হয়তো ঠিক ও একটা মস্ত ভুল করছে।

কুপারের সঙ্গে আজ রাতে ওর দেখা করার কথা। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানে ডেনিয়েল কুপার দেরি মোটেই সহ্য করবে না। তবে সমস্যা হলো কুপার তাকে যে ধাঁধাটি পাঠিয়েছিল তাতে ওকে একটি ওপেন থিয়েটারে দেখা করতে বলেছিল। সেই রঙ্গমঞ্চটি নাকি *'নক্ষত্রপুঞ্জের নিচে'*। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত অ্যাম্ফিথিয়েটারটির নাম অ্যান্টিচেন থিয়েটার, সম্রাট ট্রাজান দ্বিতীয় শতকে এটি নির্মাণ করেন। কুপারের চিঠিতে উল্লিখিত ছ'টি পাহাড়ের মাঝখানে এর অবস্থান। তবে কুপার যে ওপেন এয়ার থিয়েটারের কথা বলেছে সেটি অ্যানসিয়েন্ট স্টেডিয়ামও হতে পারে। সম্রাট হাড্রিয়ান এটি তৈরি করেছেন অ্যান্টিচেন থিয়েটার নির্মিত হওয়ার একশো বছর পরে। এটিও কুপারের ধাঁধার 'ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ' হওয়ার দাবিদার। তবে সংস্কার কাজের জন্য স্টেডিয়ামটি বর্তমানে বন্ধ।

আর কোথাও যেহেতু যাওয়ার জায়গা নেই কাজেই ট্রেসি সিদ্ধান্ত নিল কুপার নিশ্চয় পরিত্যক্ত থিয়েটারটিই তাদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। *ও আমাকে একা দেখা করতে বলেছে।* ব্রিফকেসটি বিছানায় ফেলে রেখে গোসল সেরে, পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ট্রেসি। রাস্তার ওপাশে একটি ছোট ক্যাফেতে ঢুকল। ফেটা চিজ আর ডিম দিয়ে তৈরি বুলগেরিয়ান ঐতিহ্যবাহী প্রিটনেসি স্যান্ডউইচ খেল একরকম জোর করেই, খেতে ইচ্ছে না করলেও। আর পান করল এক কাপ গরম স্ট্রং কফি। খাওয়ার পরে শারীরিকভাবে একটু সুস্থবোধ করল ট্রেসি। ঘড়ি দেখল। ছটা বাজে।

আর তিন ঘণ্টা। কুপার লিখেছিল *'three times three'* এর মানে দাঁড়ায় রাত ন'টা। রিসেপশন ডেস্ক থেকে নিয়ে আসা ট্যুরিস্ট ম্যাপ অনুযায়ী স্টেডিয়ামটি শহরের উত্তর দিকে। ট্যাক্সি ক্যাবে যেতে কুড়ি মিনিট সময়ও লাগবে না। তবে ট্রেসি আরেকটু আগেই যাবে। যুদ্ধে গেলে আগে আশপাশটা ভালোভাবে লক্ষ করা দরকার। বিশেষ করে লড়াইয়ের স্থান যখন শত্রু আগেই নির্ধারণ করে দেয়। বিশেষ কোনো কারণে এ জায়গাটি বাছাই করেছে ডেনিয়েল কুপার।

কারণটি কী আমার জানতে হবে।

ওয়ালেটের জন্য পার্সে হাত ঢোকাল ট্রেসি। প্রথমে হাতে ঠেকল ওর মোবাইল, তারপর সঙ্গে নিয়ে আসা আগ্নেয়াস্ত্রটি। ছোট একটি পিস্তল Kahr PM9 মাইক্রো নাইন এম এম। এটাকে সহজেই খুলে আলাদা করা যায়। তখন দেখতে লাগে লিপস্টিক টিউবের মতো। এয়ারপোর্টের স্ক্যানার মেশিনকে সহজেই ফাঁকি দেওয়া যায়। জেফ এ জিনিস দেখলে হাসত। বলত 'মহিলাদের পিস্তল'। তবে এ পিস্তল দিয়ে অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের মতোই মানুষ খুন করা যায়।

কন শিল্পী হিসেবে ট্রেসি কখনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেনি। নিউ অর্লিন্সে জো রোমানোর বাড়িতে সেই ভয়ঙ্কর রাতটির পরে অন্তত নয়, যে রাতটি তাকে কারাগারে পাঠিয়েছিল এবং তার জীবনটাকে পুরোপুরি এবং চিরতরে বদলে দিয়েছিল। পিস্তল, বন্দুক পছন্দ করে না ট্রেসি। সে মানুষকে আঘাত করতে ভালোবাসে না। তবে আজকের ব্যাপারটি ভিন্ন।

ডেনিয়েল কুপার একটা সাইকো কিলার।

সে জেফকে বন্দি করেছে।

খাবারের বিল মিটিয়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো ট্রেসি।

তেহাত্তর

সোফিয়ার মূল বাস স্টেশনটি রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক পাশেই। প্লভদিভের বাসও ছেড়ে গেছে এমন সময় বাস স্টেশনে এসে হাজির হলো জাঁ রিজ্জো। শুনল পরবর্তী বাসের জন্য তাকে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

'ধুসশালা!' বেজায় বিরক্ত হলো জাঁ।

পাঁচটা বাজে। অসংখ্য মানুষ জাঁ-কে বলেছে সোফিয়া থেকে প্লভদিভে পৌঁছাবার দ্রুততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাস্তা হলো বাস ভ্রমণ। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা মিটারে বেশি ভাড়া তোলার জন্য অনাবশ্যক ঘুরপথে যায়। আর ট্রেন চলাচল প্রায়ই বন্ধ হয়ে পড়ে এবং গাড়ি ভাড়া করে যাওয়াটা খুবই জটিল একটি প্রক্রিয়া যেটা জাঁ রিজ্জোর মোটেই পোষাবে না। অন্যরকম পরিস্থিতিতে সে স্থানীয় পুলিশকে অনুরোধ করতে পারত যাতে তাদের গাড়িতে করে নব্বই মাইল রাস্তা পার করে দেয়, কিন্তু যতক্ষণে সে ডেনিয়েল কুপার ও ট্রেসি হুইটনি, বাইবেল কিলিং এবং কুপারের ধাঁধার অর্থ কীভাবে উদ্ধার করল পুলিশের কাছে ব্যাখ্যা করবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে, নষ্ট হবে প্রচুর মূল্যবান সময়।

অবশেষে আরেকটি বাস এসে হাজির হলো। বাসে উঠে বসল জাঁ। বাস ভর্তি মানুষ আর যা গরম! দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। তবে এসবে পাত্তা দিচ্ছে না জাঁ। বহু কষ্টে জানতে পেরেছে ট্রেসি প্লভদিভ শহরে এসেছে। ট্রেসি হুট করেই ওর বাড়ি থেকে চলে যায় ইটালিতে রান্নার কোর্সে অংশ নেওয়ার কথা বলে। ব্লেক কার্টারের কাছে খবরটি জানতে পারে জাঁ। ব্লেক বলেছিল ট্রেসি তার কোন এক বন্ধুকে প্রাণে বাঁচাতে নাকি বাড়ি ছেড়েছে। বন্ধুটি যে জেফ স্টিভেন্স তা বুঝতে কষ্ট হয়নি জাঁ রিজ্জোর। তার মনে এ ভয়টাই কাজ করছিল যে ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার মতো পাগলামিটা করে বসতে পারে ট্রেসি। হয়তো ও ভেবেছে সে নিজে কুপারের সামনে গেলে লোকটা জেফকে হত্যা করবে না। কুপারের রহস্যময় ধাঁধায় হয়তো এমন কোনো ইঙ্গিতই ছিল যা বিশ্বাস করেছে ট্রেসি। জাঁ তখনই সিদ্ধান্ত নেয় কুপারের মুখোমুখি হওয়ার আগেই ট্রেসিকে সে খুঁজে বের করবে।

তবে ডেনিয়েল কুপারের প্রহেলিকাময় যে চিঠিটি সে পেয়েছিল সেই ধাঁধার অর্থ কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছিল না। পরে সে তার বন্ধু টমাস বারোর

সাহায্য নেয়। টমাস বারো লিয়নে থাকে, একজন ফরেন ট্রান্সপ্লান্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়ায়। ডেনিয়েল কুপারের ধাঁধার বেশ খানিকটা অর্থ সে উদ্ধার করে দিয়েছে। ওইসময় জাঁ ট্রেসির খোঁজে নানান জায়গায় পাত্তাও লাগিয়েছে। অবশেষে সে জানতে পারে ট্রেসি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় গেছে। জাঁ-ও আর দেরি করেনি। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে এখানে। তবে ট্রেসি যে প্লভদিভ শহরে যাবে তা সে কাকতালীয়ভাবে জেনেছে। যদিও প্লভদিভে কোথায় উঠেছে ট্রেসি সে বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ কোনো তথ্যই দিতে পারেনি জাঁকে। কুপার এবং জেফ স্টিভেন্সেরও কোনো পাত্তা তাদের চোখে পড়েনি। কুপারের ধাঁধার এক জায়গায় লেখা ছিল 'যেখানে ওস্তাদরা মিলিত হন।' এ লাইনটির অর্থ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না জাঁ। সে সেদিন লিয়নে গিয়েছিল তার মেয়ে ক্লেমেন্সের সপ্তম জন্মদিন পালন করতে। ওইসময় শোনে বুলগেরিয়ার প্লভদিভ শহরে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হচ্ছে। ওখানে সারা বিশ্ব থেকে ওস্তাদ দাবাড়ুরা অংশ নিচ্ছেন। আর তখনই 'যেখানে ওস্তাদরা মিলিত হন' কথাটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায় জাঁ-র কাছে। সে গুগল ঘেঁটে প্লভদিভ সম্পর্কে জানতে পারে 'প্লভদিভকে বলা হয় বুলগেরিয়ার "সাত পাহাড়ের শহর... শহরের ভেতরে রয়েছে ছয়টি আগ্নেয় পাথরের পাহাড়, একত্রে বলে Tepeta

জাঁ রিজ্জোর বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে যায় কুপারের চিঠিতে *Six hills* এর কথা আছে। তার আর দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না যে প্লভদিভ শহরের আগ্নেয় পাহাড়গুলোকেই ইঙ্গিত করেছে কুপার। এবং ট্রেসি ওই ধাঁধার অর্থ যেভাবেই হোক যেহেতু বের করে ফেলেছে, সে ওখানেই গেছে। আর জাঁ মেয়ের জন্মদিনে এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করেনি। স্ত্রী সিলভি এবং দুই ছেলেমেয়ের কাতর অনুরোধ পাত্তা না দিয়ে তখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। এরপরে সিলভি হয়তো আর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না কিন্তু জাঁ-র কাছে কর্তব্য আগে, পরিবার পরে। সে তার বোনকে বাঁচাতে পারেনি, তেরোটি মেয়ের জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, ট্রেসিকে তার যেভাবেই হোক উন্মাদ খুনিটার কবল থেকে বাঁচাতে হবে।

আজ রাতে প্লভদিভ রয়াল হোটেলে রুশ গ্রান্ডমাস্টার আলেকজান্ডার মাকারভের সঙ্গে তাঁর ইউক্রেনিয় প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনিদ শাভচুকের তুমুল লড়াই হবে। ওখানে হয়তো কুপার ট্রেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। লোকজনের ভিড়ে হয়তো নিজেকে নিরাপদ ভাববে সে।

জাঁ রিজ্জোর ধারণা জেফ স্টিভেন্স ইতোমধ্যে মারা গেছে। এতদিন ধরে একজনকে জিম্মি করে রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে অন্য

কোনো দেশে জিম্মিকে নিয়ে যাওয়া তো আরও বেশি ঝুঁকি। ডেনিয়েল কুপারের মতো মানুষ তার নিরাপদ গর্ত থেকে তো বেরোতেই চাইবে না। যদি তাকে বাইরে কেউ নিয়ে আসতে পারে তো ট্রেসি হুইটনিই পারবে।

জেফ স্টিভেন্স একবার ট্রেসিকে বলেছিল ডেনিয়েল কুপার ট্রেসিকে ভালোবাসে। ঠিকই বলেছিল। সে ট্রেসির প্রেমে পড়ে রয়েছে। অসুস্থ মানসিকতার এই লোকটা সবসময়ই ট্রেসিকে ভালোবাসত।

বাস ঘটর ঘটর শব্দে এগিয়ে চলল।

জেফ স্টিভেন্স আবার তার মাকে ডাকতে শুরু করেছে।

এর আগে আরও অনেককেই এরকম করতে দেখেছে ডেনিয়েল কুপার। মৃত্যুর সময় মাকে স্মরণ করা খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। জরায়ুর ওই আদিম বন্ধনই আমাদেরকে সকল সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে আসে। ওই ভালোবাসাই অমলিন থাকে শেষ দিন পর্যন্ত।

আমিও আমার মাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

রক্ত। মায়ের মৃত্যুর সময়ে শুধু এ দৃশ্যটিই মনে পড়ে ডেনিয়েলের। তার কব্জি এবং গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরচ্ছে, লোহুতে ভরে উঠেছে বাথটাব, উপচে পড়ছে মেঝেয়, টকটকে লাল করে তুলছে লিনোশিয়াম।

জেফের শরীর থেকেও প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, বিশেষ করে ডেনিয়েল যখন তার হাতজোড়ায় গজাল লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কাঠের ক্রুশে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে ডেনিয়েল।

ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা তাজা খুনে সয়লাব হয়ে যায় ডেনিয়েলের পরিষ্কার জামা। তখন তার খুব রাগ হচ্ছিল কারণ ট্রেসির সামনে সেজেগুজে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। আজকের রাতটিই শেষ রাত। ট্রেসির উপস্থিতি ইতোমধ্যে যেন টের পাচ্ছে ডেনিয়েল। বাতাসে যেন জেসমিনের সুবাস।

আজ রাতে ট্রেসি আসবে ওর কাছে।

চুয়াত্তর

প্লভদিভে পৌঁছে, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে বাস থেকে নামল জাঁ রিজ্জো।

তার ঘড়িতে বলছে বিকেল পাঁচটা বেজে সাত।

দুই ঘণ্টারও কম সময়। ট্রেসি যদি এখানে এসে থাকে, তাকে খুঁজে পাবার জন্য আমার হাতে দু'ঘণ্টারও কম সময় আছে।

নুড়ি বেছানো চত্বরে ব্যস্ত ট্যুরিস্টদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে জাঁ, এখনও মনস্থির করতে পারছে না কোথায় যাবে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই বেজে উঠল তার মোবাইল।

'কোথায় তুমি?'

ঘাউ করে উঠল মিল্টন বাক। এফবিআই-র সঙ্গে জাঁ রিজ্জোর বেশ কিছুদিন ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। তবে ওরা জানে কখন কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

'আমার এখন গল্প করার সময় নেই,' পাল্টা রূঢ় গলায় জবাব দিল জাঁ।

'আমি জানি তুমি এখন বুলগেরিয়ায়। প্লভদিভ কি পৌঁছে গেছ?'

হতভম্ব হয়ে গেল জাঁ রিজ্জো। *এই ব্যাটা কী করে জানল আমি কোথায় আছি?*

'সত্যি বলতে কী আমি এখন প্লভদিভেই আছি। তবে–'

'আমাকে ছাড়া ডেনিয়েলকে ইন্টারোগেট করতে যেয়ো না। বুঝতে পেরেছ? আমি আমার দলবল নিয়ে রাতের মেধ্যই শহরে পৌঁছে যাচ্ছি।'

'তোমরা যতক্ষণে পৌঁছাবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে,' ভোঁতা গলায় বলল জাঁ রিজ্জো।

'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, রিজ্জো।' মিল্টন বাকের কণ্ঠে হুমকির ধার। 'কুপারকে আমরা কয়েকমাস ধরে খুঁজছি। নিউইয়র্ক এবং শিকাগোর চুরির ঘটনায় ওকে অভিযুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ এখন আমাদের কাছে রয়েছে। এটি আশু কর্তব্য যে তোমার উপস্থিতি জানিয়ে দিয়ে যেন ওকে সাবধান হতে দিও না কিংবা আমরা ওকে জেরা করার সুযোগ পাবার আগেই যেন ভয় খেয়ে না যায়। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'তুমি জাহান্নামে যাও, বাক,' বলে ফোন কেটে দিল জাঁ।

এরপরে সে নিজের দলকে ফোন করল। 'কোনো খবর আছে?'

'না, স্যার। এখনও কোনো খবর পাইনি।'

জাঁ ভাবল, *আমাকে এখন একাই যা করার করতে হবে। ট্রেসি এবং কুপার কোথায় সাক্ষাৎ করছে সে জায়গা খুঁজে বের করতে আমার হাতে আর দুই ঘন্টা সময়ও নেই। ভাবো, রিজ্জো, ভাবো!*

সাঁঝের আঁধার নামছে, ট্রেসি পৌঁছে গেল স্টেডিয়ামে। এখনও আর্দ্র বাতাস, সাদা টি শার্টের নিচে শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের একটা ধারা নামছে টের পেল ট্রেসি। আজকের এনকাউন্টারের জন্য সে ক্যাজুয়াল ড্রেস পরে এসেছে, জিনস, স্নিকার্স এবং হালকা একটি জ্যাকেট। জ্যাকেট পরেছে আগ্নেয়াস্ত্রটি লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু এজন্য অসহ্য গরমও সহ্য করতে হচ্ছে।

স্টেডিয়ামের চারপাশ জনপ্রাণীশূন্য। খানকয়েক কিয়োসক দেখতে পেল ট্রেসি। সামনের দিকটা খোলা এরকম খুদে দোকান গোটা ইউরোপ জুড়েই রয়েছে। ট্যুরিস্টদের কাছে তারা নানান হাবিজাবি জিনিস বিক্রি করে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে হলো স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ আরও কয়েক মাস ধরে চলবে, বছরও লেগে যেতে পারে। মেইন এন্ট্রান্স সংলগ্ন চত্বরে দু'একজন মানুষ চোখে পড়ল। কাজ শেষে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরছে। ট্রেসি কিংবা স্টেডিয়ামের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। কেউ ছবি তুলছে না এবং কাউকে ট্যুরিস্টদের মতোও লাগছে না, শুধু ট্রেসির নিজেকে ছাড়া।

ভালো।

প্রাচীন স্টেডিয়ামের প্রায় পুরোটা জুড়েই 'closed' সাইন টাঙানো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া কাঠের কড়িবর্গার মাঝখানে বিক্ষিপ্তভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু হলুদ টেপ। তবে অনুপ্রবেশকারীদেরকে স্টেডিয়ামে প্রবেশে বাধা দিতে কোনোরকম বিশেষ প্রচেষ্টা নজর কাড়ল না ট্রেসির।

আমেরিকা থেকে এ জায়গাটি কত আলাদা, মনে মনে ভাবছে ও। *এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রতিটি ইঞ্চিতে সতর্ক প্রহরা বসানো উচিত ছিল যাতে কেউ এটার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।* পেরিমিটারে হাঁটছে ও, খুঁজছে সিসিটিভি। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। মিটিং প্লেস হিসেবে জায়গাটি অবশ্য মন্দ নয়। ট্রেসির আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো ভেবে এখানেই হয়তো কোথাও কুপার তার জন্য অপেক্ষা করবে।

কিন্তু আসলেই কি ওর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে? বরং উল্টো। নার্ভাস লাগছে ট্রেসির। সে নার্ভাস জেফের কথা ভেবে। কুপারকে কীভাবে সামলাতে

পারবে তার ওপর নির্ভর করছে জেফের বাঁচা-মরা। জাঁ রিজ্জোর কাছে শুনেছে কুপার এক ধর্ষকামী, নৃশংস খুনি। তবে ট্রেসি ওকে দেখেছিল একজন দুর্বল মানুষ হিসেবে। লুইজিয়ানা স্টেট পেনিটেনশিয়ারিতে কুপার যেদিন ট্রেসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে দিনটির কথা ও কোনোদিন ভুলবে না। লোকটার চেহারা পরিষ্কার মনে আছে ওর। থুতনি ভেঙে ঢুকে গেছে ভেতরে, নাকটা পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, বিস্ফারিত চক্ষুজোড়ার দৃষ্টি সারাক্ষণ ইতিউতি করছে, দেখলে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েদের মতো ছোট ছোট হাত। কিন্তু এই হাত দিয়েই সে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদেরকে গলা টিপে মেরেছে, জেফের মতো সবল পুরুষকে একা কব্জা করেছে। ভাবতেই ট্রেসির ভয় ভয় করতে লাগল।

কারাগারে সেইদিন কুপারকে তেমন পাত্তা দেয়নি ও। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। আসলে ট্রেসি লোকটার মতলব এবং বিপুল শক্তিকে বুঝতেই পারেনি যা একদিন ওর জীবনটাকে ভাজা ভাজা করে তুলবে। আজ রাতে একই ভুল আর করবে না সে।

সাড়ে আটটা নাগাদ চত্বর একদম ফাঁকা হয়ে গেল। স্ট্রিটলাইটগুলো অনেকটা দূরে দূরে বসানো, আলোটা মিটমিটে, নিস্প্রভ। স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটগুলোর বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ। অন্ধকারে সাবধানে পা বাড়াল ট্রেসি, চারপাশে সংক্ষিপ্ত নজর বুলিয়ে কনস্ট্রাকশন টেপের নিচ দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে নিয়ে মেইন এন্ট্রান্স অভিমুখে রওনা হলো।

মূল প্রবেশপথ দেখতে বেশ মেনাহর। এন্ট্রান্সের দু'পাশে ম্যাসনরি পিলারগুলো মার্বেল পাথরে তৈরি, গায়ে জটিল সব নকশা। চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর হারমিসের দুটি আবক্ষ মূর্তি। দেখে মনে হয় গতকালই মূর্তিজোড়া তৈরি করা হয়েছে। ব্যস্ত একটা শহরের মাঝখানে কোনোরকম প্রটেকশন ছাড়াই এগুলো এমন বহাল তবিয়তে কী করে টিকে আছে ভেবে পায় না ট্রেসি।

ভেতরে, ট্রেসির পায়ের নিচের মাটি হঠাৎই যেন হড়কে গেল। একটি প্রকাণ্ড কাঠামোর মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করল ও। স্পেস! পেরিমিটার দিয়ে হাঁটার সময় এটার অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় না। আসনগুলো নিরেট মার্বেল পাথরের, কোনো কোনোটির হাতলে রয়েছে সিংহের থাবা, মোট চোদ্দটি সারি, আইল ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে বৃত্তাকার একটি ট্রাকের সঙ্গে। ফাঁকা, সাদা রঙের আসনের সারি দিয়ে হাঁটার সময় ট্রেসির গা কেমন ছমছম করে উঠল। স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকলে যে কারও মনে হবে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ট্রেসি যেন এক আলাদা ডাইমেনশনে চলে এসেছে। যেখানে সময় এবং স্পেস দুটোই দাঁড়িয়ে পড়েছে থমকে।

অ্যারিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঁই করে ঘুরল ট্রেসি, অন্ধকারে সইয়ে নিল চোখ। না, কুপার এখানে নেই। কেউই নেই।

আমি আসলে অনেক আগেই এসে পড়েছি, মনে মনে বলল ও। কুপার প্লভদিভের অন্য অ্যাম্ফিথিয়েটারে যায়নি তো? তাহলে জেফও হয়তো সেখানে আছে, ট্রেসির জন্য অপেক্ষা করছে, আশাহীন হয়েও আশা করছে, প্রার্থনা করছে রক্ষা পাবার জন্য...

অন্ধকারে কুপারকে ডাক দেবে কিনা একবার ভাবল ট্রেসি। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তা। *ডেনিয়েল কুপার নিজেই চেয়েছে আমি যেন আসি। ও এখানে যদি থাকে আমাকে ঠিকই খুঁজে নেবে।*

ঠিক তখন সামনেই একটা খোলা জায়গা চোখে পড়ল ট্রেসির, যেন হাঁ করে আছে মস্ত একটা গর্ত। অন্ধকারের আড়ালে ছিল বলে এতক্ষণ লক্ষ করেনি ও। এখন দানব মুখটাকে দেখতে পেল, ঘাপটি মেরে আছে। অপেক্ষা করছে ট্রেসির জন্য। আসনগুলোর নিচে টানেল বা গুহার মতো দেখতে ওটা। *কোনো ভল্ট? নাকি একটা প্যাসেজ, ঠেকেছে গিয়ে কোথাও? এটা কি কোথাও ঢুকবার এবং বেরবার জায়গা?*

হাতের তালু ঘেমে উঠল ট্রেসির, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, সে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রটির স্পর্শ নিল। তারপর কদম বাড়াল টানেলে।

দূর থেকে বোঝা যায়নি টানেল বা গুহাটা এত সরু এবং ভেতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সামনে হাত বাড়াতে দুই পাশেই দেয়ালের উপস্থিতি টের পেল ট্রেসি। অন্ধের মতো মন্থরগতিতে এগোল সে, সতর্ক থাকল উঁচু-নিচু জমিনের কোনো গর্তের মধ্যে যেন পা হড়কে না পড়ে কিংবা কোনো কিছুর সঙ্গে বাড়ি না খেয়ে পড়ে যায়।

এটার যদি শাখা গজিয়ে থাকে তাহলে কোন্ দিকে যাব আমি?

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, ফাঁদে পড়ার ভয়ে আতঙ্কিত করে তুলল ট্রেসিকে। তারপরই মনে পড়ল, *আরি, আমার কাছে তো ফোন আছে! ইস্, কী বোকা আমি!* দাঁড়িয়ে পড়ল ও, মোবাইল বের করে অন করল সুইচ। পর্দা প্রাণ ফিরে পেতেই চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে গেল গুহা। গুহাটা দৈর্ঘে-প্রস্থে খুবই ছোট, সামনে কয়েক হাত এগোতেই ডানে এবং বামে বেঁকে যাওয়া দুটো লম্বা করিডর চোখে পড়ল। ডানে তাকাল ট্রেসি। এখানে ফেলে রাখা যন্ত্রপাতির জঞ্জাল । তার মধ্যে ছোট একটি সিমেন্ট মিক্সার এবং বায়ুচালিত একজোড়া ড্রিল মেশিনও আছে। এখানে নিশ্চয় সংস্কার কাজ চলছে, ভাবল ট্রেসি। তবে ওর অবাক লাগছে জায়গাটায় নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই দেখে। যে কেউই মেশিনগুলো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।

বামে তাকাল ট্রেসি।

'হ্যালো, মাই লাভ।'

ডেনিয়েল কুপার, তার ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিকৃত হাসিতে, ট্রেসির কয়েক ইঞ্চি সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ার্ত ট্রেসি চিৎকার দিতে হাঁ করল মুখ, কুপারের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। চট করে এক হাত দিয়ে ট্রেসির মুখ চেপে ধরল সে, তারপর ধাক্কা মেরে পিঠ ঠেকিয়ে দিল দেয়ালে। ট্রেসি পিস্তল বের করতে গেল, ওর হাতে জোরে মোচড় দিয়ে অনায়াস দক্ষতায় অস্ত্রটি কেড়ে নিল কুপার। ট্রেসির কপালে ঠেসে ধরল নল।

'ধস্তাধস্তি করো না, মাই ডার্লিং,' কুপারের গরম নিঃশ্বাস পড়ছে ট্রেসির ঘাড়ে এবং কানের পাশে। দেয়ালের সঙ্গে ওকে গেঁথে রেখে একটা হাত হিলহিল করে এগিয়ে গেল ওর বাম বুকে, টিশার্টের নিচ দিয়ে সজোর চাপ দিল, চিমটি কাটল স্তনের বোঁটায়। 'আমার মতো তুমিও এই সময়টির জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে ছিলে।'

ট্রেসির ফোন ছিটকে পড়ল মাটিতে।

নিভে গেল আলো।

পঁচাত্তর

শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি গেস্টহাউসে উঠল জাঁ রিজ্জো। মোবাইলে প্রথম রিংটি হতেই লাফিয়ে উঠল সে।

'ট্রেসির কোনো খবর পেলে?'

'না, স্যার। এখনও পাইনি। লোকাল পুলিশ শহরের বাইরে ছোট একটি গ্রামে নাকি হাঙ্গামার শব্দ শুনেছে। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়–'

'কী ধরনের হাঙ্গামা?'

'আর্তচিৎকার করছিল কেউ। ওরা ওখানে দুজন লোক পাঠিয়েছিল।'

'তারপর?'

'চোখে পড়ার মতো কিছু পায়নি ওরা। হয়তো কোনো বুনো জন্তু মারা পড়েছে। কিংবা কেউ ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছিল।'

হয়তোবা। ওখানে গিয়ে নিজেই একবার চেক করে দেখার তাগিদ অনুভব করল জাঁ। তার কাছে কোনো লিড নেই, অন্তত ওখানে গেলে মনে হবে কিছু একটা কাজ করছে সে। কিন্তু ট্রেসি গেছে প্লভদিভে কুপারের সঙ্গে দেখা করতে, আর সেই সময় জাঁ যদি বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে বেড়ায়...

'ঠিক আছে। কোনো কিছু ঘটলে আমাকে জানিয়ো।'

ফোন রেখে দিল জাঁ, তবে পরমুহূর্তেই ওটা আবার বাজল। ওর সহকারী আন্তোইন কেরি ফোন করেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'আমরা বোধহয় ওনার খোঁজ পেয়েছি, স্যার।'

'এখানে? প্লভদিভে?'

'জী, স্যার। উনি দুই রাত আগে হোটেল ব্রিটানিয়ায় উঠেছেন।' ঠিকানাটা বলল সে।

'আমি আসছি এখুনি।'

দৌড় দিল জাঁ রিজ্জো।

প্রচণ্ড ক্রোধে এবং ভয়তাড়িত হয়ে ট্রেসি লাথি ছুড়ল, ঘুষি মারল, হিংস্র পশুর মতো দাঁত এবং নখ ব্যবহার করল। আকারে ছোটখাটো হলেও কুপারের গায়ে আশ্চর্য শক্তি! সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাবু করে ফেলল ট্রেসিকে, ল্যাং মেরে

ফেলে দিল মাটিতে। ওকে জমিনের সঙ্গে যেন গেঁথে ফেলা হলো । এখন আর হাত-পা ব্যবহার করতে পারছে না ট্রেসি, চরম অসহায় অবস্থায় যেন একটা প্রজাপতির ডানা আটকে গেছে বোর্ডে। মৃত্যুর মতো নিকষ আঁধার। টের পেল কুপার ওর জিনসের বোতাম খুলে প্যান্ট হ্যাঁচকা টানে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। পরমুহূর্তে লোকটার স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা হাত ঢুকে গেল ওর আন্ডারওয়্যারের ভেতরে।

'আমার বউ,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কুপার। 'আমার দেবী।'

ট্রেসির গলা ঠেলে বমি আসছে। কুপারের চটচটে আঙুলগুলো হামলা চালিয়েছে ওর গোপনাঙ্গে, তার দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ওর দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। কাজটা ধীরগতিতে, রয়েসয়ে করছে কুপার। উপভোগ করছে প্রতিটি মুহূর্ত। একটু পর পর উত্তেজনায় কিচকিচ করে উঠছে।

না! এটা আবার ঘটতে দেওয়া যায় না।

পুরনো স্মৃতি ট্রেসির মাথায় ভিড় করে আসে।

নিউ অর্লিন্সে ও জো রোমানোর বাড়িতে গিয়েছিল। তখন ওর বয়স পঁচিশ বছর, পেটে চার্লস স্ট্যানহোপের সন্তান, মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল ও, রোমানোকে দিয়ে সত্যি কথাটি স্বীকার করিয়ে নেবে সে এবং তার মাফিয়া সঙ্গীরা মিলে হত্যা করেছে ডরিস হুইটনিকে, খুন করেছে মিথ্যা কথা বলে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। জো রোমানো সহজেই ট্রেসির কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে হায়েনার মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে ওর ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে মুচড়ে দেয় স্তনবৃন্ত।

'ফাইট মি, বেবি! তুমি বাধা না দিলে আমি মজা পাব না। বাজি–সত্যিকারের পুরুষ রমণের স্বাদ তুমি পাওনি।'

ট্রেসি তখন পিস্তল হাতে নিয়ে গুলি করে রোমানোকে, ওকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু এখন তো ওর হাতে অস্ত্রটিও নেই। একদম অসহায় একটা অবস্থা। ডেনিয়েল কুপার তার শরীরের ওপর উঠে বসেছে, শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। ট্রেসি শুনতে পেল কুপার তার প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল ট্রেসির। *আমি পারছি না! ওর সঙ্গে লড়াই করে পারছি না!*

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করল ট্রেসি। কোনো না কোনোভাবে লোকটাকে থামাতেই হবে।

ও কুপার সম্পর্কে কী জানে?

ওর দুর্বল দিকগুলো কী কী? কীসে ওর ভয়?

ও বাইবেল কিলার। ও পতিতাদেরকে ঘৃণা করে।

কুপারের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে।

ও ভ্রষ্টা নারীদেরকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। বিশ্বাস করে ঈশ্বর ওকে একটা কাজ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

কুপার ট্রেসির টিশার্ট গলার দিকে ঠেলে দিল। ভেজা ঠোঁট গুঁজে দিল বুকে, মুখের মধ্যে স্তন পুরে নিয়ে শিশুর মতো চোঁ চোঁ করে চুষতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে উঠল ট্রেসি। শরীর মোচড়াল কুপারকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিতে। বরং ওর এই ধস্তাধস্তি কুপারের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করল দ্বিগুণ। ট্রেসির প্যান্টি এবং প্যান্ট দুটোই সে খুলে নিয়েছে, এবারে জোরে চাপ দিয়ে ফাঁক করল দুই উরু। তার ক্ষুদ্র তবে লোহার মতো শক্ত পুরুষাঙ্গ ঘষা খেল ট্রেসির তলপেটে।

ঈশ্বরের দোহাই, ট্রেসি! কিছু একটা ভাবো! ওকে থামাও।

এবং তখন মনে পড়ল কথাটা।

'আমাদের এসব বন্ধ করা উচিত,' দৃঢ় গলায় বলল ট্রেসি, যেন স্কুল টিচার তার শিশুছাত্রকে তিরস্কার করছে। 'ডেনিয়েল! আমাদের এসব বন্ধ করা উচিত। এক্ষুণি!'

ওর গলার স্বর এক সেকেন্ডের জন্য থামিয়ে দিল কুপারকে।

'আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।'

ট্রেসির গায়ের ওপর পাথর হয়ে গেল ডেনিয়েল।

'কী?'

'বললাম এখনও তো আমাদের বিয়ে হয়নি। কাজটা ঈশ্বরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে, তুমিও জানো। আমরা এখনও বিয়ে করিনি এবং করতেও পারব না। জেফ স্টিভেন্স যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তত নয়।'

প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে কুপার নেমে এল ট্রেসির গায়ের ওপর থেকে। তবে এখনও সে ওকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে আছে এবং ট্রেসির পিস্তলটা তার খুলি থেকে একচুলও নড়ছে না।

'তুমি কী করে ভাবলে জেফ স্টিভেন্স এখনও বেঁচে আছে?' অস্থির এবং বিরক্ত শোনাল কুপারের কণ্ঠ।

'কেন, ও কি বেঁচে নেই?' যদ্দুর সম্ভব ভয়টা চেপে রাখার চেষ্টা করছে ট্রেসি। গলার স্বর অকম্পিত থাকলেও ওর পা জোড়া নিয়ন্ত্রণহীনভাবে থরথর করে কাঁপছে।

'আমি জানি না।'

এ জবাবটি পাবে আশা করেনি ট্রেসি। ও জানে ওকে খুব দ্রুত ভাবতে হবে।

'কিন্তু ও কোথায় আছে তা তো তুমি জানো, ডেনিয়েল, জানো না?'

'অবশ্যই জানি,' নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ এবং কুৎসিত খলখল হাসিতে ফেটে পড়ল ডেনিয়েল। এ হাসির কথা ট্রেসির মনে থাকবে সারাজীবন।

'ভেড়াটা আছে গোলগোথায়, মাই ডিয়ার। কোরবানি হয়ে গেছে। তোমার আর কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

গোলগোথা। খুলির দেশ। ঝড়ের বেগে চলছে ট্রেসির মস্তিষ্ক। গোলগাথা জায়গাটা পাহাড়ের উপরে না? নাকি কুপার রূপক অর্থে কথাটা বলল?

'আমি প্রভুকে বলেছিলাম তুমি আসা পর্যন্ত যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। চেয়েছিলাম তুমি ওকে দেখবে। কিন্তু তুমি বড্ড দেরি করে ফেলেছ, ট্রেসি। সে বোধকরি এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে গেছে।'

'তাহলে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।' বোকার মতো বলল ট্রেসি।

'তা পারব না।'

'কিন্তু তোমাকে পারতেই হবে।' বেপরোয়া ভাবটা ফিরে এলো ট্রেসির মাঝে। 'বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ওকে একবার আমাকে দেখতে দাও। তুমি তো তাই চেয়েছিলে? প্রভু কী চেয়েছিলেন?'

'না, এখন আর সম্ভব নয়।'

'ও আমার স্বামী, ডেনিয়েল। বাইবেল বলছে আমরা–'

'বললাম না পারব না!'

পিস্তলের শক্ত ধাতব ঠাস করে আছড়ে পড়ল ট্রেসির মুখে। আঘাতটা এতটাই আকস্মিক, যতটা না ব্যথা পেল তারচেয়ে বেশি বিমূঢ় হয়ে গেল ও।

'আমি তোমার স্বামী! ঈশ্বর তোমার জন্য আমাকেই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। স্টিভেন্সের জন্য তোমার কামনা-বাসনাই এতগুলো বছর তোমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তবে এখন সব অতীত।'

আবার শুরু করল কুপার। এবারে আর ওকে বাধা দেওয়া গেল না। ট্রেসি জানে কী ঘটতে চলেছে এবং এ উপলব্ধি তার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। চোখে ভেসে উঠল নিকোলাসের মুখ। *আমার নিকোলাস। আমার সোনা। আমার জীবন। এই হারামজাদার জন্য ওকে আমি হারাতে পারব না*।

ভয়াবহ রাগ দিশেহারা করে তুলল ট্রেসিকে। ভয়টা চলে গেছে আগেই, সেখানে জায়গা করে নিল বুনো, আদিম এক ক্রোধ। এ লোকটার জন্য নিকোলাসকে মাতৃহীন হতে দেবে না ট্রেসি, এর লালসাও পূরণ করতে দেবে না, অন্তত যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।

ভীষণ রাগে প্রচণ্ড চিৎকার দিল ও, মাথার পেছনে ছড়িয়ে দিল দুই হাত। টের পাচ্ছে কুপার তার শরীরের ভেতরে ঢুকতে চাইছে। ঠিক তখন ধুলোর মধ্যে

আলগা একটা পাথর পেয়ে পেয়ে গেল ট্রেসি। আকারে তেমন বড় কিংবা খুব একটা ভারি নয়। জানে না কোত্থেকে শরীরে এসে ভর করল শক্তি, পাথরখণ্ডটি তুলে নিয়ে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে বাড়ি মারল ডেনিয়েল কুপারের মাথার পেছনে।

তীব্র একটা আর্তচিৎকারের শব্দ শুনতে পেল ট্রেসি, টের পেল পরমুহূর্তে গায়ের ওপর থেকে সরে গেছে ওজনটা। তবে মাটিতে পড়ে গেলেও জ্ঞান হারায়নি কুপার।

'মাগি!' হিসহিস করে উঠল সে। ট্রেসি হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে যাচ্ছে, এক হাত বাড়িয়ে ওর গলা টিপে ধরল কুপার। প্রচণ্ড চাপে শ্বাসনালি ভেঙে ফেলতে চাইছে। অন্ধকারে উন্মত্তের মতো লাথি ছুড়ল ট্রেসি, বন্ধ হয়ে আসছে দম। কুপারের হাত থেকে বোধহয় পিস্তলটা ছিটকে কোথাও পড়ে গেছে তবে তার গায়ে যা জোর, গলা টিপেই সে ট্রেসিকে মেরে ফেলতে পারবে। যেভাবে অন্য মেয়েগুলোকে হত্যা করেছে। আন্দাজে ছোড়া একটা লাথি লাগল কুপারের কুঁচকিতে, আহত জন্তুর গলায় কিচকিচ আর্তনাদ ছাড়ল সে আবার। এক সেকেন্ডের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, ট্রেসির গলায় নাগপাশ হয়ে জড়িয়ে থাকা আঙুলের কুণ্ডলী সরে গেল।

সুযোগটা কাজে লাগাল ট্রেসি। জানে এটাই শেষ চান্স। মাথাটা নিচু করে অন্ধকারে একটা ষাঁড়ের মতো ছুট গেল সে, শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ভয়ানক এক গুঁতো মেরে বসল কুপারকে। তারপর সবকিছু যেন মন্থর গতিতে ঘটল। কুপারের বাগিয়ে রাখা থাবার মতো আঙুলগুলোর বিষয়ে সচেতন ছিল ও, ধুলোয় পিছলে গেল পা। তারপর বাটিতে ডিমের খোলা ভাঙার মতো একটা শব্দ হলো।

অন্ধকার, দম বন্ধ করা নিরবতার মাঝে প্রস্তর মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইল ট্রেসি। অপেক্ষা করছে।

কুপারের অজ্ঞান দেহটা ধুপ করে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

এরপরে আর কোনো শব্দ নেই।

ছিয়াত্তর

ব্রিটানিয়া হোটেলের রিসেপশনিস্টদের চেহারা চিমসানো এবং ফ্যাকাশে। হাতজোড়া যেন শুকনো ডাল তাতে আবার নানান রঙের উল্কি আঁকা, চাঁদিতে লেপ্টে থাকা লম্বা চুলগুলো ম্যাড়মেড়ে কালো। জাঁ রিজ্জো ভাবল এই মহিলা না জানি কতদিন ধরে মাদকের নেশায় আসক্ত।

'আপনি ইংরেজি জানেন?'

মাথা দোলাল রিসেপশনিস্ট। 'অল্প।'

'আমি এই ভদ্রমহিলাকে খুঁজছি। ট্রেসি হুইটনি।' ট্রেসির দলা-মোচড়া একটি ছবি ডেস্কে বাড়িয়ে দিল জাঁ নিজের ইন্টারপোল আইডিসহ। কার্ডটি দেখে চোখ সরু হয়ে এলো মহিলার। 'ইনি কত নম্বর রুমে উঠেছেন?'

'একটু দাঁড়ান, প্লিজ।'

মহিলা ছোট একটি ব্যাক অফিসে ঢুকে উধাও হলো। আর ফিরল না। বদলে ইয়া মোটা এক লোক এলো হেলেদুলে জাঁ-র সঙ্গে কথা বলতে। জ্যাকেটটি তার গায়ে মোটেই ফিট করেনি।

'আমি ম্যানেজার। কোনো সমস্যা?'

'কোনো সমস্যা নেই। আমি আপনাদের এক অতিথির ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি। জরুরি দরকার।'

'মিস হুইটনি? হ্যাঁ। রিটা বলেছে আমাকে।'

'ওনার রুম নম্বর এবং চাবিটা চাই।'

'নিশ্চয়,' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল ম্যানেজার। জাঁ বুঝতে পারল না লোকটা আসলে কী লুকাতে চাইছে। 'তবে মিস হুইটনি এই মুহূর্তে হোটেলে নেই। তিনি বিকেল পাঁচটার দিকে হোটেল থেকে বেরিয়েছেন। তারপর আর ফেরেননি।'

খচ করে একটা ব্যথা ঘাঁই মারল জাঁ রিজ্জোর বুকে। *আমি দেরি করে ফেলেছি।*

'উনি কোথায় যাচ্ছেন বলেছেন কিছু?'

'না, বলেননি। তবে প্লভদিভে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গতকাল একটা খেলাও দেখেছেন । আজ ফাইনাল খেলা। ভিক্তর গ্রিনস্কি খেলছেন ভাসিলি কারমনোরভের সঙ্গে। তিনি হয়তো ওই খেলাটাই দেখতে গেছেন।'

Seven nights at three times three-রাত নটা। জাঁ ঘড়ি দেখল। ন'টা দশ বাজে। ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে হয়তো এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ করছে ট্রেসি। যদি কিনা তাকে ও খুঁজে পায়। এমনও হতে পারে ট্রেসি এখনও জাঁ-র মতো ধাঁধার শেষ টুকরোটা সমাধানের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

জাঁ এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে দ্রুত কিছু সংখ্যা লিখল। 'এটা আমার ফোন নম্বর। আমি চ্যাম্পিয়নশিপে থাকব। উনি ফিরে এলে, যখনই ফিরে আসুন, ওঁকে বলবেন তক্ষুনি যেন আমাকে ফোন করে। ওঁকে কোনো অবস্থাতেই হোটেলের বাইরে যেতে দেবেন না, বুঝেছেন?'

'বুঝেছি। আমি কি ওনাকে বলব যে পুলিশ–'

'না,' মুখ ঘুরিয়ে চেঁচাল জাঁ। সে দরজার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। 'ওঁকে কিছু বলবার দরকার নেই। শুধু এখানে ওঁকে আটকে রাখবেন।'

ডেনিয়েল কুপারের অসাড় শরীরটা টানেল থেকে টানতে টানতে অ্যাম্ফিথিয়েটারে নিয়ে এলো ট্রেসি। মাত্র কয়েক গজ দূরেই আলোকিত বাইরের পৃথিবী, কিন্তু মনে হচ্ছে কয়েক মাইল। কুপারের ওজন যেন কয়েক টন। হালকাপাতলা হলেও শরীরের হাড়গোড়গুলোয় যেন সিসা ভরা। ওকে বাইরে টেনে নিয়ে আসতে আসতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ট্রেসি।

খুব আস্তে, থেমে থেমে শ্বাস করছে কুপার। মাথার ক্ষত থেকে স্রোতের মতো রক্ত পড়ছে। ওর মাথার বাম পাশটা প্রায় বিচূর্ণ। যেন শিশুদের সকার বল দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে খুলি।

'জেফ কোথায়? কোথায় সে?'

গুঙিয়ে উঠল কুপার। গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ বেরল।

'আমাকে বলো ও কোথায় আছে!' হুঙ্কার ছাড়ল ট্রেসি। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো দশা ওর। 'ওর তুমি কী করেছ?'

কুপার চেতন আর অবচেতন অবস্থার মাঝখানে আছে। বোঝাই যায় বেশিক্ষণ সময় সে টিকবে না। ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করল ট্রেসি।

'তুমি মারা যাচ্ছ, ডেনিয়েল। তুমি কনফেস করো। প্রভুর সামনে শেষ অনুশোচনাটি করে যাও। তুমি কি ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা চাও, ডেনিয়েল?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল কুপার। তার ঠোঁট নড়ছে তবে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

'জেফ স্টিভেন্স...' ট্রেসি নিচু হলো, প্রায় ওর মুখের কাছে নিয়ে এলো কান।

'গোলগোথা,' কুপারের কণ্ঠ ফিসফিসানির মতো শোনাল। 'মেষ। অন্যদের মতো কোরবানি।'

'অন্যদের মতো কী? তুমি যেসব মেয়েকে হত্যা করেছ তাদের কথা বলছ? পতিতারা?'

ডেনিয়েল কুপারের ঠোঁটের কোণায় হাসির রেখা। 'আমি ওদেরকে তোমার জন্য হত্যা করেছিলাম, ট্রেসি।' আবার ঘরঘর শুরু হলো। 'তুমি ছিলে আমার মুক্তি। আমার পুরস্কার...'

কুপারের ভয়ানক কাহিনি শোনার সময় নেই ট্রেসির। জেফ হয়তো এখনও বেঁচে আছে। ওকে ওর বাঁচাতে হবে, অন্তত চেষ্টা করে দেখবে।

'গোলগোথা কোথায়, ডেনিয়েল? কোথায় জেফ?'

'খুলির দেশে... ক্রুশে মৃত...'

'ওটা কি এখানে? প্লভদিভে?'

'প্লভদিভ... পাহাড়ের উপর।'

'নাহ্, এসবের কোনো মানে হয় না। প্রলাপ বকছে কুপার। তার গলার স্বর ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। সে তার মাকে ডাকছে, গোঙাচ্ছে। বারবার রক্তের কথা বলছে। একটু পরেই আবার জ্ঞান হারাল সে।

ট্রেসি একছুটে ঢুকল গুহায়। প্রবেশ মুখে ওর মোবাইলটি পড়ে আছে যেখানটায় কুপার প্রথমে ওর ওপর হামলা চালিয়েছিল। স্ক্রিনে ফাটল ধরেছে তবে ফোন এখনও কাজ করছে। ওটাকে অন করে পরিচিত একটি নম্বর টিপল ট্রেসি।

জাঁ রিজ্জো যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। 'ট্রেসি! ইজ দ্যাট ইউ? তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ঠিক আছি। দুঃখিত, তোমাকে কোনো খবর না দিয়েই আমি উধাও হয়ে গিয়েছিলাম। আমি এখন বুলগেরিয়া।'

'জানি আমি। তুমি প্লভদিভে আছ।'

ওর কথা শুনে চমকে গেল ট্রেসি।

'আমিও এখন এখানে।'

'তাই নাকি? থ্যাংক গড। জেফকে পেয়েছ?' এই প্রথমবার ওর গলা বুজে এলো।

'না, এখনও কোনো খবর জানি না। তুমি কোথায় ট্রেসি?'

'অ্যাম্ফিথিয়েটারে।'

অ্যাম্ফিথিয়েটার। The Stage of history!

'একা?'

'এই মুহূর্তে।'

'কিন্তু ডেনিয়েল কুপার কি ওখানে ছিল?'

'হ্যাঁ। ছিল। সে আমাকে...' চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না ট্রেসি। কেঁদে ফেলল। 'ওর সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়েছে। মনে হয় ও মারা গেছে, জাঁ।'

'ক্রাইস্ট! আচ্ছা, যেখানে আছ সেখানেই থাক, ট্রেসি। আমি আসছি।'

'না!' ওর গলার তীব্র আপত্তির সুর আশ্চর্য করল জাঁকে। 'আমার কথা ভুলে যাও। আমি ভালো আছি। জেফকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। হাতে সময় নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। শান্ত হও।'

'না, জাঁ। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। কুপার ওর কিছু একটা করেছে। শারীরিক নির্যাতন করেছে। ও কোথায় আছে জানার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আ...আমি জানতে পারিনি। জেফ বাইরে কোথাও আছে। একা। বোধহয় মারা যাচ্ছে। ওকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে।'

শ্বাস নিল জাঁ রিজ্জো। 'কুপার ঠিক কী বলল?'

'অর্থহীন কিছু কথা। ধর্মীয় প্রলাপ। ও প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।'

'কিন্তু কিছু তো বলেছে?'

'বারবার গোলগোথা, গোলগোথা বলছিল আর খুলির দেশ...' চোখ বুজল ট্রেসি, কুপারের বলা কথাগুলো মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ক্রুশিফিক্সনের ব্যাপারে বলছিল। বলল জেফকে সে আমার পাপের জন্য কোরবানি দিয়েছে যেভাবে অন্যান্য মেয়েগুলোকে হত্যা করেছে। বলল সবগুলো খুন নাকি সে করেছে আমার জন্য। সব নাকি আমার দোষ।'

'তোমার কোনো দোষ নেই, ট্রেসি।'

'ক্রুশে মৃত্যু, পাহাড়ে মৃত্যু... কী এক মেষ নিয়ে বলল...'

'দাঁড়াও,' ওকে বাধা দিল জাঁ। 'আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে। শহরের বাইরে, ছোট একটি গ্রামে কে নাকি খুব আর্তচিৎকার করছিল। লোকাল পুলিশ চেক করে দেখেছে। তবে কতগুলো ভেড়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি।'

দ্রুত চলছে ট্রেসির মস্তিষ্ক।

ভেড়া।

মেষ।

পাহাড়।

'গ্রামটার নাম কী, জাঁ?'

'মনে নেই। ওরেশাক বা ওরেশেঙ্ক জাতীয় কিছু একটা। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তুমি ওখানেই থাক, ট্রেসি, কেমন? আমি তোমাকে নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি।'

'তোমার মাথা খারাপ হলো? আমি আর এখানে এক মুহূর্তও থাকছি না। আর আমার অ্যাম্বুলেন্সেরও দরকার নেই। জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে, জাঁ? জাঁ?'

জাঁ রিজ্জো ততক্ষণে কেটে দিয়েছে লাইন।

সাতাত্তর

নিজের চারপাশে তাকাল জেফ স্টিভেন্স। চ্যাপেলটি ছোট হলেও দেখতে সুন্দর। দেয়ালে নানান চিত্র আঁকা, রঙিন কাচের সার্সি দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে, বেদিটাকে কনফেত্তির মতো রঙধনু রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল জেফ। অসহ্য ব্যথা। কেউ যেন ওকে কাগজের মতো দুটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে।

চিৎকার দিল জেফ।

শুনতে পেল এক মহিলা হাসছে। এলিজাবেথ কেনেডি? নাকি ওর প্রথম স্ত্রী লুইজি? সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে তাতে কিছু আসে যায় না কারণ শিগ্গী ব্যথাটার অবসান ঘটবে এবং মারা যাবে সে।

'থামো!'

গোলাঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল ট্রেসি, পেছন থেকে ওর দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরল জাঁ রিজ্জো। স্কোয়াড কারটিকে সে আসতে দেখেছে, আতঙ্ক নিয়ে দেখেছে ট্রেসি কীভাবে পেছনের আসন থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং চন্দ্রালোকিত মাঠ ধরে তার দিকে ছুটে আসছিল। খোঁড়াচ্ছিল ট্রেসি, বাম পা-টি টেনে টেনে আসছিল, তবে চোখে-মুখে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছিল সে।

'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি, ট্রেসি। তোমার ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'আমাকে ছাড়ো!' জাঁ রিজ্জোর হাঁটুতে সজোরে লাথি কষাল ট্রেসি।

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল জাঁ-র তবু ছাড়ল না ট্রেসিকে। 'আই মিন ইট। তুমি ওখানে যেতে পারবে না।'

দুম দুম দুম। জাঁ-র পেছনে, গোলাঘরের পেছনে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ শুনতে পেল ট্রেসি। মনে হলো জাঁ-র লোকেরা যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে একটা দেয়াল ভাঙতে চাইছে।

'ও কি ওখানে আছে? তোমরা জেফের সন্ধান পেয়েছ?'

'জানি না। এখানে সে যে ছিল তার আলামত চোখে পড়েছে তবে...' জাঁ-র গলা বুজে এলো। 'দেখে মনে হয় কুপার বোধহয় একটা ফলস দেয়াল তুলেছে। লাশ লুকানোর জন্য।'

তীব্র রাগ এবং যন্ত্রণার মিশেল দেওয়া চিৎকার বেরিয়ে এলো ট্রেসির গলা চিরে। জাঁ-র গায়ে সে এলিয়ে পড়ল।

'কী হলো?' বুলগেরিয়ান পুলিশম্যানের দিকে তাকিয়ে হিসিয়ে উঠল জাঁ। সে-ই স্কোয়াড কারটি নিয়ে এসেছে। 'বললাম না ওকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যেতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'উনি কিছুতেই যেতে চাইলেন না। অ্যাম্বুলেন্স সাসপেক্টকে নিয়ে গেছে কিন্তু এই লেডি রিফিউজ করলেন।'

'সাসপেক্ট? মানে কুপার এখনও বেঁচে আছে?'

'ছিল। এখনও বেঁচে আছে কিনা বলতে পারব না। তার অবস্থা খুবই খারাপ দেখলাম।'

কুপার যদি বেঁচে থাকে তো ভালোই। তাহলে বিচার হবে, একটা স্বীকারোক্তিও পাওয়া যেতে পারে। হয়তো মিল্টন বাক চুরি যাওয়া জুয়েলারি আর আর্টওয়ার্কের কিছুটা উদ্ধারও করতে পারবে। যদিও এফবিআই কী করতে পারল আর পারল না তার থোড়াই কেয়ার করে জাঁ রিজ্জো।

'ইন্সপেক্টর রিজ্জো?' গোলাঘর থেকে ভেসে এলো একটি কণ্ঠ। দুমদাম শব্দ বন্ধ হয়েছে। 'একবার দয়া করে এখানে আসুন, স্যার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ট্রেসিকে ছেড়ে দিয়ে রিজ্জো দৌড়ে গেল গোলাঘরে। তাকে অনুসরণ করল ট্রেসি।

গোলাঘরটি আসলে পাথরের তৈরি পুরনো একটি ভবন, গরুভেড়ার গোয়ালঘর হিসেবে মূলত তৈরি করা হয়েছিল। ভেতরটা অন্ধকার হলেও জাঁ-র লোকেরা ব্যাটারি চালিত কয়েকটি বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক কোণায় খামারবাড়ির কিছু পুরনো জিনিসপত্র গাদা করে রাখা, ভাঙা হাড়গোড়ের মতো দেখতে। তবে স্তূপের পাশের দেয়ালে নজর আটকে গেল ট্রেসির। জায়গাটা রক্তে ঢাকা, যেন কোনো বাচ্চা ছবি আঁকতে গিয়ে খেয়ালখুশিমতো রঙ ছড়িয়েছে। ম্যাসনরিতে গাঁথা রয়েছে লোহার শিকল, নির্যাতন করার নানারকম যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে বৈদ্যুতিক তার, চাবুক এবং করাত। একটি কাঠের চেয়ারের উপর জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখা। বমি ঠেকাতে মুখে হাত দিল ট্রেসি।

'স্যার!'

তরুণ অফিসারটি খোয়া এবং পাথরকুচির একটা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে সে-ও বমি করে দেবে। গোলাঘরে পাথরের একটি দেয়াল দেখা যাচ্ছে, আসল দেয়াল থেকে কয়েক হাত দূরে, বিল্ডিংয়ে একটা ফলস ব্যাক তৈরি করেছে। রিজ্জোর লোকেরা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ওখানে ফুট চারেক ব্যাসার্ধের একটি গর্ত বানিয়েছে, একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারবে।

অফিসার জাঁ-কে একটি ফ্ল্যাশলাইট ছুড়ে দিল।

জাঁ ঘুরল ট্রেসির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু ট্রেসি ততক্ষণে ওই গহ্বরের দিকে ছুটেছে।

ক্রুশটি প্রকাণ্ড, কমপক্ষে দশ ফুট হবে উচ্চতায়। ট্রেসি দেখল জেফের দুই পায়ের পাতায় বিরাট বিরাট লোহার গজাল গেঁথে আছে।

'ওহ মাই গড,' কান্নায় ভেঙে পড়ল ট্রেসি। 'জেফ! জেফ! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জেফ!'

গোঙানির শব্দ ভেসে এলো।

'যীশাস ক্রাইস্ট। ও বেঁচে আছে!' জাঁ রিজ্জো তার লোকদের দিকে তাকাল। 'ওখানে হাবলার মতো দাঁড়িয়ে থেক না। জলদি ওকে নামিয়ে আনো! আর অ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও।'

পঁচিশ মিনিট সময় লাগল ক্রুশ বিদ্ধ জেফকে ক্রুশ থেকে ছুটিয়ে এনে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিতে। তার নার্ভাস সিস্টেম মনে হচ্ছে কাজ করছে না। যখন হাত এবং পা থেকে পেরেকগুলো তুলে আনা হলো, ও একবারও চিৎকার দেয়নি। বুকের কয়েকটা পাঁজর ভেঙেছে, বুকের ওপরের অংশ ঝলসে গেছে আগুনে। যদিও ব্যথা অনুভব করার কোনো চিহ্নই নেই ওর মুখে।

ট্রেসি অনবরত ওর সঙ্গে কথা বলে চলল। 'ইটস ওকে। তুমি ঠিক আছ। আমি চলে এসেছি। এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

একবার চোখ মেলে তাকাল জেফ, বলল, 'ট্রেসি?'

'হ্যাঁ, ডার্লিং,' ঝুঁকে ওকে চুমু খেল ট্রেসি। 'আমি। ওহ্, জেফ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আই লাভ ইউ সো মাচ। প্লিজ হোল্ড অন।'

জেফ একটু হেসে চোখ বুজল। দেখে মনে হলো প্রগাঢ় শান্তি অনুভব করছে সে।

ট্রেসি ওর সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে চলে এলো হাসপাতালে। প্যারামেডিকরা ওর সারা গায়ে অসংখ্য তারটার জড়িয়েছে। শিরাতে সুই ফোটানো, বুকে ইলেকট্রড। একটি স্ক্রিনে সবুজ কতগুলো রেখা ক্রমাগত বিপ বিপ শব্দ করে চলেছে। মনে হাজারটা প্রশ্ন তবে ডাক্তারদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না ট্রেসি। সে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

'প্লিজ গড, ও যেন বেঁচে থাকে। ওকে সুস্থ হয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার একটি সুযোগ দাও। আমি যেন বলতে পারি আমি ওকে ভালোবাসি। প্লিজ...'

একটা বিকট বিপ শব্দে লাফিয়ে উঠল ট্রেসি।

'জেফ?' ডাক্তারদের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল ও।

'কী হলো?'

একজোড়া শক্ত হাত ওকে একপাশে সরিয়ে দিল। জেফকে আর দেখতে পাচ্ছে না ট্রেসি, সবুজ অ্যাপ্রন পরা একটি দেয়াল শুধু চোখে পড়ছে। ডাক্তাররা ঝুঁকে পরীক্ষা করছেন জেফকে। কেউ ওর বুকে প্যাডল বসাল। ভোঁতা আতঙ্ক নিয়ে ট্রেসি দেখল জেফের রোগাটে কাঠামোটা একবার লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার পড়ে গেল।

'আবার!'

আবার চার্জ দেওয়া হলো বুকে।

আবার!'

এবং আবারও চার্জ করা হলো।

লম্বা, জোরালো বিপ বিপ শব্দগুলো হয়েই চলেছে।

তারপর সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। কেউ জেফের চোখে ঝকঝকে একটা আলো ফেলল। ট্রেসি দেখল লোকটা মুখ তুলে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে।

মাথা নেড়ো না। হাল ছেড়ো না। আবার চেষ্টা করো।

ট্রেসি সামনে এগোবার চেষ্টা করল। ও জেফকে সাহায্য করতে পারবে। ও জেফকে বাঁচাতে পারবে। জেফ যদি জানতে পারে ট্রেসি ওকে এখনও আগের মতোই ভালোবাসে তাহলে সে বেঁচে থাকার লড়াই করার শক্তি পাবে। কিন্তু মাত্র এক কদম এগিয়েছে ট্রেসি, বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। টের পেল ও পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। কালো কুয়াশার একটা পর্দা ওকে গ্রাস করছে। তারপর আর কিছু মনে নেই ট্রেসির।

আটাত্তর

কলোরাডো

তিন মাস পরে...

ট্রেসি তার কিচেনের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুপের জন্য গাজর কাটছিল। বাইরে র‍্যাঞ্চটিকে আগের মতোই সুন্দর লাগছে। কলোরাডোয় বসন্ত নেমেছে। গাছের বাদামি ও সোনালি পাতা ঝলমল করছে রোদ লেগে, সবুজ তৃণভূমি আর সাদা কাঠের বেড়া, ব্লেক সদ্য রং করেছে, দারুণ দেখাচ্ছে।

বুলগেরিয়া থেকে বিধ্বস্ত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা নিয়ে ফিরে ট্রেসি খেয়ালই করেনি সেই ভয়ঙ্কর দুই সপ্তাহে তার ওজন কমে গেছে পনের পাউন্ড। ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে মারপিটে ও মারাত্মক আহত হয়েছিল। ব্লেক কার্টার ওই সময় সবকিছু দেখভাল করেছে। সে যখন ঘুমাচ্ছে, কার্টার তখন নিকোলাসকে গাড়িতে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছে। ট্রেসির জন্য সে রান্না করেছে, নিজের হাতে ওকে খাইয়ে দিয়েছে। লন্ড্রির যাবতীয় কাজ, ডাক্তারের সঙ্গে ট্রেসির অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা, র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা সবকিছুতেই ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। ঘুমের মধ্যে যখন কেঁদেছে ট্রেসি, ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ব্লেক। ওটা ছিল পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেসের একটি প্রতিক্রিয়া। তবে সে কিন্তু ট্রেসিকে একবারও জিজ্ঞেস করেনি ও দুই হপ্তার জন্য ইউরোপে 'কুকিং ট্রিপ' এ গিয়ে কী ঘটিয়ে এসেছে। সে ভেবেছে যখন সময় হবে, ট্রেসি নিজেই সব কথা বলবে। অথবা ট্রেসি কখনো বলতে না-ও পারে।

'তুমি আবার কোথাও যাবে না তো, মা?' ট্রেসি ফিরে আসার প্রথম রাতেই জিজ্ঞেস করেছিল নিকোলাস।

ওর গলার স্বর হালকা শোনালেও তাতে উদ্বেগের ছাপ ছিল স্পষ্ট। শরীরের ক্ষতগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ছেলেকে ট্রেসি বলেছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। কারণ মাকে দরজা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকতে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল নিকোলাস।

'না, সোনা। আমি আর কোথাও যাব না।'

'গুড। তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। ইউরোপের খাবার বোধহয় ভালো না, না?'

হাসল ট্রেসি। 'হ্যাঁ। একদম বাজে।'

'তাহলে চলো কাল ম্যাকডোনাল্ডসে যাই।'

'আচ্ছা, যাব।'

এটা তিন মাস আগের ঘটনা। এখন নিজেকে ভিন্ন একজন মানুষের মতো লাগছে ট্রেসির। ঠিক পুরনো ট্রেসি নয়, নতুন একজন। শান্তির মধ্যে যার পুনর্জন্ম ঘটেছে। নিকোলাসই ওকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। সে উঠোনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ব্লেকের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। দুজনের আগেও খাতির ছিল, ইদানীং ভাব জন্মেছে আরও গভীরভাবে। ট্রেসি লক্ষ করেছে নিক দিন দিন ব্লেককে অনেক আপন করে নিচ্ছে। এতে ও খুশিই।

'বাহ্, খুব সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে তো।'

পেছন থেকে একজোড়া শক্তিশালী হাত জড়িয়ে ধরল ট্রেসির কোমর। চট করে ঘুরল ও, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ।

জেফ স্টিভেন্সও হাসছে। 'লাঞ্চ কখন দেবে? খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।'

উনআশি

বুলগেরিয়ায় জেফ স্টিভেন্স প্রায় মরতে বসেছিল। ডেনিয়েল কুপার ওকে ক্রুশবিদ্ধ করে। ট্রেসি ডেনিয়েলের সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতি করে জেফকে উদ্ধার করে প্লভদিভের সবচেয়ে বড় এবং দামি হাসপাতাল UMBAL সভেতি জর্জিতে নিয়ে আসে। কোমায় চলে গিয়েছিল জেফ। বুলগেরিয়ার খবরের কাগজে ওর এই ক্রুশবিদ্ধ ঘটনা 'দ্য ম্যান অন দ্য ক্রুশ' শিরোনামে ছাপা হয়। চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রায় মিরাকলই বলতে হবে, কোমা থেকে ফিরে আসে জেফ। আর ওর অপারেশন করেছেন ড. ইলেনা দ্রাগোভা, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এক আকর্ষণীয়া নারী। মিডিয়ার দৌলতে তিনিও এখন ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম। আট ঘণ্টা টানা অপারেশন চলেছে জেফের। ঝাড়া তিন রাত অজ্ঞান ছিল সে। এই বাহাত্তর ঘণ্টায় সেই সুন্দরী মেয়েটি, যে জেফকে এই হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল, বলতে গেলে ওর পাশ দিয়ে একদমই নড়েনি। সে মুখেও প্রায় কিছু তোলেনি। শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখেছে জেফ শ্বাস নিচ্ছে। মেয়েটি নিজেও আহত হয়েছিল, কিন্তু নার্সের অনুরোধ সত্ত্বেও সে কোনো চিকিৎসা নেয়নি, পরিষ্কার জামাকাপড় পরেনি। মেয়েটি নিজের নামটি শুধু বলেছিল–ট্রেসি। এছাড়া তার ব্যাপারে আর কিছু জানা যায়নি।

হাসপাতালে পুলিশের আনাগোনা ছিল। কারণ এ হাসপাতালেই ভর্তি করা হয় ডেনিয়েল কুপার নামে এক উন্মাদকে যে পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গিয়ে জেফ স্টিভেন্সকে ক্রুশে চড়ায়। স্টিভেন্স যে রাতে উদ্ধার হয়, সেই রাতেই অ্যাম্ফিথিয়েটারে কুপারের খোঁজ মেলে। তার খুলি প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ। লোকে বলে সে নাকি সেই কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার এবং ধর্ষক, জেফ স্টিভেন্সের সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে তার পরবর্তী ভিক্টিম হতে যাচ্ছিল এবং অল্পের জন্য সে রক্ষা পেয়ে যায়। তবে এ বিষয়েও বেশি কিছু জানা যায়নি কারণ ট্রেসি মুখ খোলেনি।

তারপর একদিন কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায় ট্রেসি। সেদিনটার কথা ড. দ্রাগোভার সারাজীবন মনে থাকবে।

সকাল সাতটার সময় আরেকদল আমেরিকান হাজির হয়েছিল– এরা ছিল এফবিআই– তারা মেইন রিসেপশনে এসেই হম্বিতম্বি শুরু করে দেয়।

এক অত্যন্ত কর্কশভাষী এবং বদমেজাজি এজেন্ট, নাম মিল্টন বাক, এমনভাবে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে যেন এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। সে হাউকাউ

শুরু করে দেয়, বারবার বলে ডেনিয়েল কুপারকে জেরা করার অনুমতি তাকে দিতে হবে।

'আমাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে।' হিসহিস করে ওঠে বাক। 'বেশ কিছু জুয়েলারি এবং ছবি চুরির সঙ্গে এ লোকের যোগসাজশ রয়েছে। সে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের চুরি করা প্রপার্টির ওপর বসে আছে। তার সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে!'

কিন্তু কুপারের সার্জিকাল টিম তাকে তাদের রোগীর কাছে ঘেঁষতে দেওয়ার অনুমতি না দিলে সে তখন সমস্ত ঝাল ঝাড়ে ইন্সপেক্টর জাঁ রিজ্জোর ওপর।

জেফ স্টিভেন্স হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে জাঁ রিজ্জো এখানেই আছে। সে এসেছিল ডেনিয়েল কুপারের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ করার জন্য। এছাড়াও জেফ এবং ট্রেসির খোঁজখবরও নিচ্ছিল সে।

মিল্টন বাক যখন জানল বাইবেল কিলার ডেনিয়েল কুপারের সঙ্গে গতকালই কথা বলেছে জাঁ রিজ্জো, সে বেদম ক্ষেপে গেল।

'আমাকে কেন খবর দেওয়া হলো না! আমি কুপারের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনেছি গডড্যাম বুলগেরিয়ান রেডিও নিউজ থেকে! আমার কেস–'

'–এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল রিজ্জো। 'এখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে তুলনা করলে তো নয়ই। তেরোটি জীবন ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে যার কোনো তুলনা চলে না। তাছাড়া, তুমি তো এলিজাবেথ কেনেডিকে পেয়েছ, তাই না?'

'এলিজাবেথ শুধু অর্ধেক টাকা নিয়েছে। বাকি অর্ধেকের ভাগ পেয়েছে ডেনিয়েল কুপার। আমরা যদি ওই অ্যাসেটগুলো উদ্ধার করতে না পারি–'

'কেন? তাহলে তোমার প্রমোশন হবে না বুঝি?' সান্ত্বনার ভঙ্গিতে মিল্টনের কাঁধে চাপড় দিল জাঁ। 'শুনে খুব দুঃখ পেলাম, ভাই।'

'কেসটা এখনও বন্ধ করা হয়নি!' রাগে গাঁক গাঁক করছে মিল্টন বাক। 'ডেনিয়েল কুপার যদি হারানো ম্যাকমেনেমি পিসারো কিংবা লিকমেগোর দোকান থেকে চুরি করা নীল লেইনের জুয়েলারির কোনো সন্ধান দিতে না পারে তাহলে তোমার ছোট্ট গার্লফ্রেন্ড ট্রেসি হুইটনিকে আমি ছাড়ব না।'

রিজ্জোর চাউনি সরু হয়ে এলো। 'ট্রেসিকে এসব থেকে দূরে রাখো। সে এসবের কিছুই জানে না।'

'এই হারামজাদাগুলো কী ভাবছে তা সে জানে।'

'তুমি কিন্তু একটা ডিল করেছিলে,' বলল জাঁ। 'ট্রেসি যদি এলিজাবেথ কেনেডিকে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে তুমি ট্রেসিকে রেহাই দেবে। মনে আছে?'

'তোমার কি ধারণা একজন কন আর্টিস্টকে সুখে-শান্তিতে রাখার জন্য ফেডারেল সরকার কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের জিনিস হাত নেড়ে বিদায় জানাবে?'

জাঁ রিজ্জো কটমট করে তাকাল মিল্টনের দিকে কিন্তু কিছু বলল না।

'ভালো কথা, ট্রেসি কোথায়?' হাসছে মিল্টন। 'তুমি তোমার ছোট্ট গার্লফ্রেন্ডটিকে গিয়ে কি একটু বলবে যে আমি তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাতচিত করতে চাই।'

'সে চলে গেছে।'

বাকের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

'চলে গেছে মানে কী?'

'মানে হলো সে গতরাতে হাসপাতাল থেকে চলে গেছে এবং তার মোবাইল ফোনও বন্ধ। তখন থেকে ওর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি আজ সকালে ওর হোটেলে গিয়েছিলাম। বলল সে চলে গেছে।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। হুইটনির মতো মালকে তুমি তোমার আঙুলের ফাঁক গলে চলে যেতে দেবে এটা হতেই পারে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল জাঁ রিজ্জো। 'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না, এজেন্ট বাক। অ্যান্ড ফর দা রেকর্ড, ট্রেসি কোনো মাল নয়। ও আমার বন্ধু। ও না থাকলে জেফ স্টিভেন্স মারা যেত এবং ডেনিয়েল কুপারও ধরা পড়ত না এবং এখনও সে মেয়েদেরকে হত্যা করে বেড়াত। আমার কথা বিশ্বাস না করলে ওর হোটেলে গিয়ে খবর নাও। ও ব্রিটানিয়া হোটেলে উঠেছে–'

'আমি জানি ও কোথায় উঠেছে, বুদ্ধু! ওর ওপর আমি দীর্ঘদিন ধরে নজর রাখছি!'

'কিন্তু দুঃখের বিষয় ওকে ধরতে পারনি, তাই না?'

চলে গেল জাঁ, পেছনে রাগে দিশেহারা হয়ে তোতলাতে থাকা এজেন্টকে ফেলে রেখে।

কয়েক মিনিট পরে জেফ স্টিভেন্সের ঘরের দরজায় টোকা দিল জাঁ রিজ্জো। জবাব না পেয়ে ভেতরে ঢুকল। গভীর ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে জেফকে। শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। ডাক্তারদের মতে ওর বিপদ কেটে গেছে এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে এখানে নিয়ে আসার পর থেকে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি সে।

জেফের বিছানার পাশে একটি চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে ট্রেসি। এমন নিবিড়ভাবে ঘুমাচ্ছে ওকে জাগিয়ে তুলতে খারাপই লাগল জাঁ-র। কাঁধে একটা টোকা দিতেই জেগে গেল ট্রেসি। এজেন্ট বাকের সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটির কথা ট্রেসিকে বলল জাঁ।

'তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। যত শিঘ্রী সম্ভব। আজকের ফ্লাইটেই বুলগেরিয়া ছেড়ে চলে যাও।'

আতঙ্কিত দেখাল ট্রেসিকে। 'জেফের কী হবে? ওর তো এখনও পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি। আমি যে এখানে আছি তা-ও জানে না।'

'আমি ওকে বলব,' নরম গলায় বলল জাঁ। 'ওর জ্ঞান ফিরলে ওকে কিছু প্রশ্ন করার আছে আমার। আমি তখন সব কথা বলব।'

ইতস্তত করছে ট্রেসি। ওর অনেক কথা বলার ছিল জেফকে। অনেক কিছু। যদিও জানে না কোত্থেকে শুরু করবে।

'আমি একটা চিঠি লিখলে তুমি ওকে ওটা দিতে পারবে?' জাঁকে জিজ্ঞেস করল ও।

'নিশ্চয় পারব। তবে একটু জলদি করতে হবে, ট্রেসি। বাক ফাজলামি করছে না। সে তোমাকে এখানে দেখতে পেলেই গ্রেপ্তার করবে।'

মাথা ঝাঁকাল ট্রেসি। সে ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছে লেখা। 'তুমি কোথায় যাবে?' জানতে চাইল জাঁ।

প্রশ্ন শুনে অবাক মনে হলো ট্রেসিকে। 'কোথায় আবার যাব বাড়িতে। নিকোলাসের কাছে।'

'কিন্তু তুমি ওখানে থাকতে পারবে না, জানোই তো।' বলল জাঁ। 'বাক তোমাকে খুঁজে বের করবে। তার সঙ্গে কাজ করতে তোমাকে বাধ্য করবে। তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। অনেক দূরে কোথাও নতুনভাবে শুরু করো।'

মাথা নাড়ল ট্রেসি। 'আমি তা পারব না। কলোরাডো নিকের বাড়ি। আমি পালিয়ে বেড়িয়ে আমার ছেলেকে বড় করতে পারব না।'

'কিন্তু, ট্রেসি...'

হাসল ও, চুমু খেল জাঁ রিজ্জোর গালে। 'ঝুঁকি নিতেই হবে। তুমি যে বড্ড দুশ্চিন্তা করো সে কথা কি তুমি জানো, জাঁ?'

তিন ঘণ্টা পরে ট্রেসি একটি প্লেনে চড়ে বসল।

তিন দিন পরে জেফ স্টিভেন্স জ্ঞান ফিরে পেয়ে ট্রেসির চিঠি পড়ল।

তিন মাস পরে ড. ইলেনা দ্রাগোভা ওকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করলেন।

'আমরা তোমাকে মিস করব,' ওকে বললেন ডা. দ্রাগোভা। জেফকে তিনি বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন। জেফও।

'আমিও আপনাকে খুব মিস করব। বিশেষ করে সিস্টার কাতিয়াকে। ওকে আমার ভালোবাসা দেবেন।'

হাসলেন সার্জন। 'তুমি বড্ড নাছোড়বান্দা। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাবে? আশা করি তোমার তেমন কেউ আছে যে তোমার যত্নআত্তি করতে পারবে।'

'আমি আমার এক বন্ধুর কাছে যাব,' বলল জেফ।

'ওর সঙ্গে আমার কিছু অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে।'

আশি

'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার, ট্রেসি।'

চপিং বোর্ড থেকে ট্রেসির হাত সরিয়ে নিল জেফ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ট্রেসি। 'বলবার মতো কিছু নেই।'

'অবশ্যই আছে। অনেককিছুই বলার আছে। আসলে কথাগুলো বলতে আমরা দুজনেই ভয় পাচ্ছি, এই যা।'

ঠিকই বলেছ জেফ। ও পাঁচদিন হলো র‍্যাঞ্চে এসেছে। পাঁচটি অবিশ্বাস্য, জাদুকরি, মূল্যবান দিন। নিকের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কলেজ জীবনের 'পুরনো বন্ধু' বলে। ব্লেককে বলেছে সবকিছু তাকে পরে ব্যাখ্যা করবে। জেফ এখানে এসেছে বলে খুব ভালো লাগছে ট্রেসির। আরও ভাল্লাগছে নিকের সঙ্গে ওর দারুণ খাতির হয়ে গেছে দেখে। সে জেফকে 'জেফ চাচা' বলে ডাকে।

ট্রেসির দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেফ। নিকোলাস লাফ মেরে উঠছে ব্লেক কার্টারের পিঠে, তার মাথার স্টেটসন হ্যাটখানা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাতাসে উড়ছে সোনালি চুল, হাসার সময় কুঁচকে যাচ্ছে দু'চোখের কোণ।

জেফ শান্ত গলায় বলল, 'ও আমার ছেলে, না?'

মাথা দোলাল ট্রেসি। 'অবশ্যই ও তোমার ছেলে। আমার জীবনে আর কেউ আসেনি।'

'তবে ব্লেক?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ট্রেসি।

'লোকটা তোমাকে খুব ভালোবাসে, ট্রেসি।'

'আমিও ওকে ভালোবাসি।'

জেফ ট্রেসির অপূর্ব সুন্দর মুখখানা নিজের দুই করতলে বন্দি করল। 'ট্রেসি, আই লাভ ইউ। আমি সবসময় তোমাকে ভালোবেসেছি। সবসময় বাসব। আমরা আবার একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি না?'

'প্লিজ, জেফ। না,' কাঁদতে শুরু করল ট্রেসি।

'কিন্তু কেন নয়? আমি জানি তুমিও আমাকে ভালোবাস।'

'অবশ্যই বাসি।'

'তবে কেন... এত অভিমান?'

'তুমি জানো কেন,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ট্রেসি। 'কারণ ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়। ওকে দ্যাখো,' বাইরে, নিকোলাসের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'দ্যাখো, ও কত সুখী। এবং নিরাপদ। আমি ওকে সুখ এবং নিরাপত্তা দিয়েছি। আমি ওর জন্য এখানে একটি জীবন গড়ে দিয়েছি। জেফ, এ জীবনটা আমাদের, সকল উন্মত্ততা এবং বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত।'

'হ্যাঁ, তুমি করেছ। এবং দারুণভাবেই তা করেছ। কিন্তু কীসের বিনিময়ে, ট্রেসি?' হাত বাড়িয়ে ওর গালে আদর করল জেফ। চোখ বুজল ট্রেসি। জেফের গায়ের গন্ধ নিল।

'হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তুমি কে এবং তুমি কী চাও? তুমি স্রেফ একজন সাধারণ গৃহবধূর ভূমিকা পালন করার জন্য জন্মাওনি, ফর গডস শেক। তুমি আমার সঙ্গে সেরকম সংসার বাঁধার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু পারনি। তুমি বাঁধাধরা নিয়মে নিজেই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলে। একটা মন্থরগতির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলে। অস্বীকার করতে পারবে এখানে থেকে তুমি ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছ না?'

'মাঝে মাঝে সেরকম মনে হয় আমার,' কথাটা স্বীকার করছে দেখে নিজেরই অবাক লাগল ট্রেসির। 'আমার মনের একটা অংশ আমাদের পুরনো জীবনের রোমাঞ্চ বেশ মিস করে অস্বীকার করছি না। কিন্তু সবার আগে আমার নিকোলাস। ও আমার জীবনের সম্পূর্ণ ভালো একটা প্রাপ্তি, জেফ। এটি পেতে আমি ব্যর্থ হইনি। আমার মা আমার জন্য সবকিছু স্যাক্রিফাইস করেছিল। সে ছিল এক অসাধারণ নারী।'

'তাতো বটেই।' বলল জেফ। 'তিনি অসাধারণ ছিলেন বলেই তোমার মতো একটি পারফেক্ট মেয়ের মা হতে পেরেছিলেন।'

হেসে উঠল ট্রেসি। 'আরে না, পারফেক্ট বলো না। আমি পারফেক্ট থেকে অনেক দূরে।'

'পারফেক্ট,' বলল জেফ। ওকে কাছে টেনে নিয়ে অনেক আদর আর ভালোবাসা মিশিয়ে চুমু খেল। এ চুম্বনের স্মৃতি সারাজীবন মনে থাকবে ওদের। এ চুমু যেন শেষ না হয় দুজনেই চাইছিল মনে মনে।

'যদি বলি তোমার জন্য আমি সব ছেড়ে দেব?' ট্রেসি অবশেষে নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরে আকুতি করল জেফ। 'আমাদের জন্য? আমি যদি প্রতিজ্ঞা করি প্রতারণামূলক কাজে আর কোনোদিন জড়াব না? একবার তো এসব ছেড়েই দিয়েছিলাম। আবার ছাড়তে পারব।'

করুণ চেহারা নিয়ে মাথা নাড়ল ট্রেসি। 'হয়তো তুমি তা পারবে। কিন্তু তাহলে তোমার শরীরের একটা অংশের মৃত্যু ঘটবে। এবং সেজন্য আমি দায়ী থাকতে পারব না, জেফ। আমি তার কারণ হতে পারব না।'

'কিন্তু ট্রেসি, মাই ডার্লিং, তুমিই তো সবকিছুর কারণ। আমি–'

ট্রেসি ওর ঠোঁটে আঙুল রাখল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জেফ। সবসময় বাসব। আমরা আমাদের সুখের দিনগুলো দৈবাৎ পেয়েছিলাম। অনেকদিন আগে। এখন আমার ছেলে একটি সুযোগ পেয়েছে। একটি সুখী, স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ ওর মিলেছে। সেটা অস্বীকার করো না।'

চুপ হয়ে গেল জেফ। ট্রেসি কি ঠিক কথাই বলল? ওদের সময় কি সত্যি পার হয়ে গেছে? জানে না জেফ। শুধু টের পাচ্ছে প্রচণ্ড একটা কষ্টে মুচড়ে উঠছে বুক।

অবশেষে ট্রেসিকে জিজ্ঞেস করল ও, 'তুমি কি ওকে সত্যিটা বলবে? আমার ব্যাপারে?'

বুক ভরে দম নিল ট্রেসি। 'না, তোমার ইচ্ছে হলে বলতে পার। কিন্তু নিকোলাস জন্মের পর থেকে ব্লেক একজন চমৎকার বাবার ভূমিকা পালন করে আসছে।'

'সে দেখতেই পাচ্ছি,' বলল জেফ।

'আমি ওকে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'না,' গলায় একটা ডেলা বাঁধল জেফের। 'আমিও পারি না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে খিড়কির দুয়ার খুলে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল নিকোলাস।

'আমার খিদে পেয়েছে। লাঞ্চে কী বানিয়েছ? ওহ, হাই জেফ চাচা। লাঞ্চের পরে আমার সঙ্গে সুপার স্ম্যাশ ব্রাদার্স খেলবে? ব্লেক খেলতে চায় না।'

'ওই খেলাটাই তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে,' দোমড়ানো মোচড়ানো হ্যাটটি মাথায় চড়াতে চড়াতে বলল ব্লেক।

'আর মা তো খেলতেই জানে না।'

'অ্যাই!' চোখ পাকাল ট্রেসি। 'বাজে কথা বলবি না।'

'ঠিক আছে লাঞ্চের পরে তোমার সঙ্গে আমি স্ম্যাশ ব্রাদার্স খেলব,' বলল জেফ। 'তবে হেরে গেলে কান্নাকাটি করতে পারবে না।'

'ফুঁ!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল নিকোলাস। 'কান্নাকাটি করবে তো তুমি। আমাকে হারানো অত সোজা নয়, বুঝলে!'

'তবে, চান্দু, তোমার সঙ্গে কিন্তু এটাই আমার শেষ খেলা। কারণ কাল সকালে আমি চলে যাচ্ছি।'

কথাটি শুনে ট্রেসি, ব্লেক এবং নিকোলাস হতভম্ব হয়ে গেল। নিকোলাসের চেহারা ব্যথায় বিকৃত দেখাল।

'চলে যাচ্ছ? কেন? আমি তো ভাবলাম তুমি হ্যালোইন পর্যন্ত থাকবে!'

'একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল।' ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করল জেফ। 'না গেলেই নয়।'

'কী জরুরি কাজ?'

'আছে একটা। তোমাদের সঙ্গে ছুটিটা ভালোই কাটল। তবে সব ছুটিরই তো শেষ থাকে।'

'হুমম্,' যুক্তিটি নিকোলাসের মনঃপূত হয়নি। 'আচ্ছা, জেফ চাচা, তুমি এমনিতে কী করো?'

'আ...' আমতা আমতা করতে করতে ট্রেসির দিকে তাকাল জেফ। 'আমি... ইয়ে মানে...'

'তোমার জেফ চাচা অ্যান্টিকসের বিজনেস করে,' প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিল ট্রেসি। 'এখন এসো। হাত-মুখ ধুয়ে লাঞ্চ করবে।'

পরদিন খুব ভোরে, সূর্য ওঠার অনেক আগে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল ট্রেসির।

সে দেখেছে সে বিরাট একটা ঢেউয়ের নিচে চাপা পড়ে ডুবে যাচ্ছে, প্রবল স্রোত ওকে বরফ শীতল কালো একটা গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে জেফ চিৎকার করে বলছে, 'আমি এখানে ট্রেসি, আমি এখানে! আমার হাতটা ধরো।' কিন্তু ও হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখে জেফ নেই।

নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিচতলায় একা চুপচাপ বসে রইল ট্রেসি। সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আশ্চর্য শান্ত এবং তৃপ্ত লাগছে নিজেকে। এই কিচেন, এই বাড়ি, পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট এই শহর। সে, নিকোলাস আর ব্লেক। সে তার অতীতও কবর দিয়েছে। যদিও জানে অতীতকে কখনো কবর দেওয়া যায় না। এটা তার অংশ। যেমন তার শরীরের অংশ তার চোখ, ত্বক, হৃৎস্পন্দন, তেমনি।

ট্রেসি জানে না সত্যি কোনদিন ও তৃপ্ত হতে পারবে কিনা। নাকি ওর নিয়তিই ওর জন্য বেঁধে দিয়েছে অর্ধ-জীবন? নিজের একটি ভার্সনকে মেনে নিতে হবে এবং অপরটি স্যাক্রিফাইস করতে হবে?

নাশতা খেয়ে বিদায় নিল জেফ। পুরনো বন্ধুর মতো ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল। 'নিকের খেয়াল রেখো,' ধরা গলায় বলল জেফ। 'নিজের যত্ন নিয়ো।'

তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ভাড়া করা স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে চলে গেল জেফ।

বারান্দায় মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে জেফ চাচার গাড়ি যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে রইল নিকোলাস।

'জেফ চাচাকে আমার খুব ভালো লেগেছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'খুব মজার মানুষ। ওর সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে, না, মা?'

ট্রেসি ছেলের হাতে জোরে চাপ দিল।

'হয়তো বা, সোনা। কে বলতে পারে আগামীকাল আমাদের জন্য কী নিয়ে আসবে!'

শেষ